স্যার আর্থার কনান্ ডয়েল

অজ্ঞাত জগৎ



অনুবাদ শ্রীকুলদারঞ্জন রায়

১৩৩২

অজ্ঞাত জগৎ

(Sir Arthur Conan Doyle-লিখিত
The Lost World-এর পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ)

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়

অন্নপূর্ণা পুস্তক মন্দির
এ১৮-এ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-৭০০০০৭

প্রথম অন্নপূর্ণা সংস্করণ
সেপ্টেম্বর, ১৯৮২

প্রকাশক
নন্দদুলাল মণ্ডল
এ ১৮-এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলকাতা-৭০০০০৭

মুদ্রক
শ্রীএককড়ি ভড়
নিউ শক্তি প্রেস
১০ রাজেন্দ্রনাথ সেন লেন
কলকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ
প্রবীর সেন

দাম : পঁচিশ টাকা

অজ্ঞাত জগৎ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ডেলি গেজেটের সংবাদ বিভাগের এডিটার ছিলেন বৃদ্ধ ম্যাক্ আর্ডল্ সাহেব। তাঁহাকে আমার বেশ ভাল লাগিত, এবং মনে হইত, তিনিও আমাকে পছন্দ করেন। অবশ্য আমাদের বড় সাহেব ছিলেন সার্ বোমণ্ট্, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে আমাদের বড় একটা সম্পর্ক ছিল না—তিনি আফিসে আসিয়াই কাহারও দিকে না চাহিয়া, সটান তাঁহার ঘরে চলিয়া যাইতেন। ম্যাক্ আর্ডল্ই ছিলেন তাঁহার দক্ষিণ হস্ত—আমরা ম্যাক্ আর্ডল্‌কেই বিশেষ ভাবে জানিতাম।

একদিন আমি আফিসে আসিয়াই, ম্যাক্ আর্ডল্-এর ঘরে ঢুকিলাম, তিনি আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন। তারপর চশমা জোড়া কপালের উপর তুলিয়া বলিলেন—"মিষ্টার ম্যালোন্, আপনি বেশ কাজকর্ম্ম কর্‌ছেন শুন্‌ছি। কয়লার খনির এক্‌স্‌প্লোসন্‌টার যে সংবাদ লিখে-ছিলেন, সেটা চমৎকার হয়েছিল। সাউথ্ আর্কের অগ্নিকাণ্ডের খবরটাও হয়েছিল খাসা। ঘটনা বর্ণনায় আপনার বেশ হাত আছে দেখ্‌ছি। আজ আমার সঙ্গে কি দরকার আছে, বলুন ত?"

"একটু অনুগ্রহ চাইতে এসেছি।"

অনুগ্রহের কথা শুনিয়াই যেন তিনি একটু ভয় পাইয়া আমার উপর হইতে দৃষ্টি ফিরাইলেন।

"বলুন, বলেই ফেলুন না কি রকম অনুগ্রহ।"

"আমাকে পত্রিকার জন্য কোন বিশেষ কাজে পাঠাতে পারেন কি? আমি খুব ভাল ক'রে সংবাদ লিখে পাঠাব।"

"কি রকম কাজ বলুন ত?"

"খুব সাহসের কাজ এবং বিপদপূর্ণ কাজ। কাজটাতে যত বেশী বিপদের সম্ভাবনা থাকে, আমার পক্ষে ততই ভাল।"

"তাইত! প্রাণটা হারাবার জন্য আপনি খুবই ব্যস্ত হয়েছেন দেখ্‌ছি।"

"হারাবার জন্য নয় সার্—প্রাণটাকে সার্থক কর্‌বার জন্য ব্যস্ত হয়েছি।"

"তাইত, মিষ্টার ম্যালোন্, এ যে দেখ্‌ছি আপনার অতি উঁচুদরের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু, আমার মনে হয়, এ সবের দিন চলে গিয়েছে। আজকাল এ রকম 'বিশেষ' কাজের খরচ পোষায় না। আর, তেমন উপযুক্ত এবং অভিজ্ঞ লোক ছাড়া, এরূপ কাজের ভার দেওয়াও মুস্কিল। তা ছাড়া, উপস্থিত এমন কোন কাজও হাতে নাই।" এই বলিয়া ম্যাক্ আর্ডল্ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া, আবার বলিলেন—"আচ্ছা, একটু সবুর করুন, আমার একটা খেয়াল হয়েছে—একজন ভারি ফাঁকিবাজ লোক আছে, তার চালাকি ফাঁসিয়ে দিয়ে তাকে হাস্যাস্পদ কর্‌তে পার্‌লে অতি উত্তম হবে। আমার বিশ্বাস, আপনি চেষ্টা কর্‌লে তাকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ ক'রে দিতে পারেন। তাহলে ভারি চমৎকার হয়। কেমন—এ কাজটা আপনার পছন্দ হয় কি?"

ইহার পর, আবার ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন—"লোকটিকে ঠিক বাগিয়ে নিয়ে কথাবার্ত্তা বল্‌তে পার্‌বেন কি না, তা বুঝ্‌তে পারছি না। তবে, লোকের সঙ্গে চট্ ক'রে ভাব ক'রে নেবার আপনার

একটু বিশেষ রকম ক্ষমতা আছে, সেটা আমিও বুঝ্‌তে পারি। একবার গিয়ে চেষ্টা ক'রে দেখুন। লোকটি হচ্ছে প্রফেসার চ্যালেঞ্জার, এন্‌মোর পার্ক-এ থাকেন।"

নাম শুনিয়াই আমি চম্‌কাইয়া উঠিয়া বলিলাম—"প্রফেসার চ্যালেঞ্জার! সেই প্রসিদ্ধ প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত? ইনিই না টেলিগ্রাফ পত্রিকার রিপোর্টার ব্লান্‌ডেলের মাথা ফাটিয়ে ছিলেন?"

ম্যাক্ আর্ডল মুচ্‌কি হাসিয়া বলিলেন—"তা হলোই বা। আপনি ত এ রকম বিপদজনক কাজই পছন্দ করেন বলেছেন। কিন্তু সব সময়ই যে লোকটি ও রকম রেগে থাকে, সেটা আমার মনে হয় না। ব্লান্‌ডেল্ বোধ করি, দুর্ভাগ্যবশতঃ, খারাপ সময়েই গিয়েছিল এবং একটা বেখাপ্পা কিছু করেছিল। আপনার হয়ত বরাৎ ভাল হতে পারে এবং বেশ কায়দা ক'রে তাঁকে বাগিয়ে নিতে পারবেন। এ কাজে সংবাদ ঢেরই সংগ্রহ কর্‌তে পারবেন, তারপর আমাদের পত্রিকা ত আছেই।"

আমি বলিলাম—"লোকটির সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছুই জানি না। ব্লাণ্ডেল্‌কে মারার দরুন যখন পুলিসকোর্টে মোকদ্দমা হয়েছিল, তখন তাঁর নাম শুনেছিলাম মাত্র।"

ম্যাক্ আর্ডল্ বলিলেন—"কিছুকাল থেকেই এই প্রফেসারের উপর আমার নজর ছিল। তাঁর জন্ম কোথায়, কোথায় শিক্ষা পেয়েছেন, কি কি কাজ করেছেন, কোথায় থাকেন, কি কি বই লিখেছেন ইত্যাদি, সব আমি এক টুক্‌রা কাগজে লিখে রেখেছিলাম। আপনি সেটা নিয়ে যান, আপনার কাজে লাগ্‌বে।" এই বলিয়া তিনি টেবিলের ড্রয়ার হইতে এক খণ্ড কাগজ বাহির করিয়া, আমার হাতে দিয়া

বলিলেন—"এই নিন্ কাগজটুকু। আজ তাহলে এই পর্য্যন্ত—নমস্কার।"

আমি কাগজটি পকেটে রাখিয়া বলিলাম—"আমি কিন্তু এখনও ঠিক বুঝ্‌তে পারছি না, এই ভদ্রলোকের সঙ্গে কেন আমাকে দেখা কর্‌তে বল্‌ছেন—ইনি কি করেছেন?"

ম্যাক্ আর্ডল্ বলিলেন—"দুই বছর আগে ইনি একা সাউথ্ আমেরিকা গিয়েছিলেন, গত বৎসর ফিরে এসেছেন। সাউথ্ আমেরিকা গিয়েছিলেন সত্যি, কিন্তু, ঠিক কোন্‌খানটায় গিয়েছিলেন সেটা কিছুতেই বলেন না। তারপর সেখানে যা যা ঘটনা হয়েছিল, সে সব বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন, কিন্তু তেমন পরিষ্কার ক'রে কিছু বলেন না। যা-ও বলেন, তাতে আবার কেউ কেউ গলদ ব'ার কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লে—তখন তিনি একেবারে চুপ ক'রে গেলেন। আশ্চর্য্য কোন ঘটনা নিশ্চয়ই হয়েছিল—তা না হলে লোকটি দারুণ মিথ্যাবাদী, আর সেটাই বোধ করি ঠিক। কতকগুলো নষ্ট ফটোগ্রাফও সঙ্গে ক'রে এনেছিলেন, কিন্তু সেগুলো নাকি সবই ফাঁকি—একেবারে মনগড়া। তারপর থেকে প্রফেসার এম্‌নি বদ্‌মেজাজি হয়েছেন, যে, কেউ কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌তে গেলেই তাকে ধ'রে মারেন, আর, কোন খবরের কাগজের রিপোর্টার কেউ গেলে, তাকে সিঁড়ির উপর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেন। আমার মনে হয়, লোকটির বিজ্ঞানের দিকে ঝোঁক আছে খুবই, কিন্তু জ্ঞানের অহঙ্কারে উন্মাদ—একেবারে খুনী! এই লোকের কাছেই আপনাকে যেতে বল্‌ছি, মিষ্টার ম্যালোন্। এখন তাহলে যান, দেখুন গিয়ে কিছু কর্‌তে পারেন কিনা। ভয় কি? আপনার জোয়ান বয়স, শরীরে বল আছে—নিজেকে রক্ষা কর্‌তে পারবেন।"

ডেলি গেজেটের আফিস হইতে বাহির হইয়া, রাস্তা পার হইয়া সেভেজ্ ক্লাবে যাইলাম কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিলাম না, আডেল্‌ফি টেরেসের রেলিং-এর উপর ভর দিয়া, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নদীর দিকে চাহিয়া রহিলাম। মুক্ত বায়ুতে থাকিয়াই আমি পরিষ্কার চিন্তা করিতে পারি। প্রফেসার চ্যালেঞ্জারের ক্ষুদ্র জীবনীর লিষ্টটুকু বাহির করিয়া, ইলেক্‌ট্রিক্ লাইটের নীচে দাঁড়াইয়া আবার পড়িলাম। তখন হঠাৎ আমার একটা খেয়াল হইল—যেন ভগবান্ মনে একটা প্রেরণা দিলেন। যতদূর শুনিয়াছি, সংবাদপত্রের রিপোর্টার রূপে এই ঝগ্‌ড়াটে প্রফেসারের চতুঃসীমায়ও যাইতে পারিব না। কিন্তু এই ক্ষুদ্র জীবনীর লিষ্টের মধ্যে, বৈজ্ঞানিক মতভেদ লইয়া তাঁহার ঝগ্‌ড়া বাদানুবাদের উল্লেখ আছে—সুতরাং, তিনি যে একজন উৎকট বৈজ্ঞানিক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাহা হইলে, এই বাদানুবাদের মধ্যে এমন কিছু পাওয়া যায় কি-না, যাহা উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায়? সেটাই একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব।

আমি ক্লাবে প্রবেশ করিলাম। তখন এগারটা বাজিয়াছে, ক্লাবের ঘর প্রায় পূর্ণ। দেখিলাম, আমার বন্ধু "নেচার" পত্রিকার টার্প হেন্‌রী আগুনের কাছে বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার নিকট গিয়া আমিও একটা চেয়ারে বসিলাম, এবং তখনই আমার ব্যাপারের আলোচনা আরম্ভ করিলাম।

"প্রফেসার চ্যালেঞ্জারের সম্বন্ধে তুমি কি জান, হেন্‌রী?"

"চ্যালেঞ্জার?" অবজ্ঞার সহিত তিনি কপাল কোঁচ্‌কাইলেন, তারপর বলিলেন—"এই চ্যালেঞ্জারই সাউথ্ আমেরিকা থেকে ফিরে এসে যা তা গাঁজাখুরী গল্প রটনা করেছিলেন!"

"কি গল্প ?"

"কি যেন অদ্ভুত সৃষ্টিছাড়া জানোয়ার আবিষ্কার ক'রে এসেছেন—একেবারে গুলিখুরি গল্প। আমার বোধহয়, সে সব কথা তিনি পরে প্রত্যাহারও করেছিলেন। রয়টারের লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিল, তারপর এম্‌নি একটা হৈ চৈ পড়ে গেল, যে, তিনি বুঝ্‌তে পারলেন—ও রকম গাঁজাখুরী গল্পে চল্‌বে না। জন দুই লোক তাঁর কথা বিশ্বাস করবারও উপক্রম করেছিল, কিন্তু তিনি তাদের মুখ একেবারে বন্ধ ক'রে দিয়েছেন।"

"কি ক'রে মুখ বন্ধ করেছেন ?"

"আর কি ক'রে—তাঁর বেয়াদবি এবং অভদ্র ব্যবহারে। জুওলজি-ক্যাল্ ইন্‌ষ্টিটিউটের বৃদ্ধ ওয়াড্‌লি সাহেব, ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রেসিডেণ্টের নামে প্রফেসার চ্যালেঞ্জারের কাছে নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছিলেন। তাতে লেখা ছিল—'ইন্‌ষ্টিটিউটের আগামী মিটিং-এ প্রফেসার চ্যালেঞ্জার যদি অনুগ্রহ করিয়া উপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে প্রেসিডেণ্ট্ বিশেষ বাধিত হইবেন।' এর উত্তরে নাকি চ্যালেঞ্জার লিখে পাঠিয়েছিলেন—ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রেসিডেণ্ট্‌কে নমস্কার পূর্ব্বক জানাইতেছি, যে, তিনি যদি গোল্লায় যান তাহা হইলে আমি বিশেষ অনুগৃহীত হইব।"

"কি সর্ব্বনাশ ! বল কি !!"

"হাঁ, ঠিকই বলেছি, বুড়ো ওয়াড্‌লি ঠিক এই কথাই তখন বলে-ছিলেন। আমার বেশ মনে আছে, ওয়াড্‌লি মিটিং-এ দুঃখ ক'রে সবে আরম্ভ করেছিলেন—'বিজ্ঞানালোচনা সভার পঞ্চাশ বৎসরের অভিজ্ঞতার মধ্যে'—আর কিছু তিনি বল্‌তেই পারলেন না, একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন।"

"চ্যালেঞ্জারের সম্বন্ধে আর কিছু বল্‌তে পার, হেন্‌রী ?"

"তুমি ত জান, আমি জীবাণুপরীক্ষক—আমার অনুবীক্ষণ নিয়ে সব সময় প'ড়ে থাকি, আর, লোকের নিন্দাবাদের বড় ধার ধারি না। তবে, বৈজ্ঞানিক আলোচনা সভায় আমি চ্যালেঞ্জারের সম্বন্ধে কিছু কিছু শুনেছি, কারণ, একেবারে উড়িয়ে দেবার মত লোক তিনি নন। লোকটি খুবই চতুর, তেজীয়ান আর জীবনীশক্তিতে একেবারে ভরপুর, কিন্তু বেজায় ঝগ্‌ড়াটে আর বড় বাতিকগ্রস্ত গোছের লোক —ন্যায় অন্যায় বোধ পর্য্যন্ত অনেক সময় থাকে না। সাউথ্‌ আমেরিকার ব্যাপারে নাকি কতকগুলো মেকী ফটোগ্রাফ পর্য্যন্ত তুলে এনেছিলেন।"

"তুমি বলছ, তিনি বাতিকগ্রস্ত লোক—কিসের বাতিক তাঁর ?"

"বাতিক ত তাঁর হাজার রকমের আছে, কিন্তু আজকাল নাকি ভাইস্‌ম্যান্‌ আর ইভোলিউসন্‌ (ক্রমবিকাশ) প্রসঙ্গে কি একটা বিষয় নিয়ে বড্ড ঝুঁকে পড়েছেন। সেদিন ভিয়েনাতে তা নিয়ে, অন্য বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে তাঁর ভীষণ ঝগড়া তর্কাতর্কি হয়েছিল।"

"ঠিক বিষয়টা কি আমাকে বল্‌তে পার ?"

"আমাদের আফিসে সেই সভার কার্য্যবিবরণের একটা অনুবাদ ফাইল করা আছে—যদি দেখ্‌তে চাও ত চল আমার সঙ্গে।"

বন্ধু হেন্‌রীর সঙ্গে আধ ঘণ্টা পরে তাঁহাদের আফিসে গিয়া সেই ফাইল দেখিতে লাগিলাম। বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমার জ্ঞান খুব কমই, সুতরাং যুক্তিতর্কগুলি ভাল বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু এটা স্পষ্টই দেখা গেল, যে, এই ইংরেজ প্রফেসারটি প্রতিপক্ষকে অতিশয় কঠোর ভাবে আক্রমণ করিয়া নিজের প্রসঙ্গটি আলোচনা করিয়াছেন, এবং

তাহাতেই বিদেশী প্রফেসারগণ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন। সেই কার্য্যবিবরণের মধ্যে একটা বিষয় খুঁজিয়া পাইলাম, এবং সেটা আমি কতকটা বুঝিতেও পারিলাম। বন্ধুকে বলিলাম—"এই কথাটা আমি লিখে নেব—এটা উপলক্ষ্য করেই এই সাংঘাতিক লোকটির কাছে যাওয়া যাবে।"

বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন—"আর কোন রকমে তোমাকে সাহায্য করতে পারি কি?"

"হাঁ, পার বৈ কি। আমি প্রফেসারকে একটা চিঠি লিখ্‌তে চাই। তোমার এখানেই বসে লিখ্‌ব, আর ঠিকানাটাও দেব তোমারই।"

"তা হ'লে ত দেখ্‌ছি, তিনি এখানে এসে হুলস্থূল কাণ্ড বাধাবেন—আস্‌বাবপত্র সব ভেঙ্গে চূরমার ক'রে দেবেন!"

"না, না, তা কেন হবে। চিঠিটা তোমাকে দেখাব, ওতে ঝগ্‌ড়ার নাম গন্ধও থাক্‌বে না।"

"তাহলে, ঐ আমার চেয়ার টেবিল রয়েছে, কাগজপত্রও আছে—চিঠি লেখ ব'সে। কিন্তু আমি একবার চিঠিটা বিচার ক'রে দেখে দেব।"

চিঠিখানা লিখিতে একটু সময় লাগিল। শেষ করিয়া, বন্ধুকে পড়িয়া শুনাইলাম :—

"প্রিয় প্রফেসার চ্যালেঞ্জার,

আমি প্রকৃতি বিজ্ঞানের একজন নগণ্য সেবক। ডারউইন্ এবং ভাইস্‌ম্যান্ প্রসঙ্গে, আপনার কল্পনা-প্রসূত মতগুলি আমি সর্ব্বদাই অতি আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া থাকি। সম্প্রতি আমি আপনার ভিয়েনার নিপুণ এবং সারগর্ভ বক্তৃতাটিও পাঠ করিয়াছি। এরূপ প্রাঞ্জল এবং অত্যুত্তম উক্তির পর, এ সম্বন্ধে আর বলিবার কিছুই নাই।

তবে, একস্থানে আপনি বলিয়াছেন—'যাঁহারা মনে করেন, যে, ভিন্ন ভিন্ন কণিকাগুলির প্রত্যেকটি এক একটি ক্ষুদ্র জগৎ বিশেষ এবং তাহার গঠন-কৌশল, জন্মে জন্মে ধীরে ধীরে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে—তাঁহাদের মত অন্ধবিশ্বাস-প্রসূত অসহনীয় গর্ব্বোক্তি মাত্র; আমি দৃঢ়তার সহিত এই মতের প্রতিবাদ করিতেছি।'—কিন্তু এ সম্বন্ধে পরে যে সব তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা বিচার করিয়া, আপনার এই উক্তির কিছু পরিবর্ত্তন করার আবশ্যকতা বোধ করেন না কি? আপনার অনুমতি পাইলে, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমার যাহা কিছু বক্তব্য আছে আপনাকে বলিতে চাই। আপনি সম্মত হইলে, আগামী পরশ্ব দিবস (বুধবার) প্রাতে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি।

শ্রদ্ধাবনত

এড্ওয়ার্ড ডি ম্যালোন্"

"চিঠিটা কেমন হয়েছে, হেন্‌রী?"

"হুঁ, তোমার বিবেকবুদ্ধি যদি এটা বরদাস্ত কর্‌তে পারে—"

"চিরকালই ত বরদাস্ত ক'রে এসেছে।"

"কিন্তু, তুমি কর্‌তে চাও কি বল দেখি?"

"প্রফেসারের কাছে যেতে চাই। একবার তাঁর কাছে যেতে পার্‌লে, প্রসঙ্গ উত্থাপনের হয়ত একটা সুযোগ পেতে পারি। অগত্যা, না হয়, খোলাখুলি ভাবে সব স্বীকার ক'রে ফেল্‌ব। তিনি যদি স্পোর্টস্‌ম্যান্* হন, তাহলে হয়ত খুসীও হতে পারেন।"

* যে ব্যক্তি জয় পরাজয়ে বিচলিত হয় না এবং প্রতিপক্ষের উপর বিদ্বেষ-ভাব পোষণ করে না।

"তা হবেন বৈ কি ! তোমাকেই খুসী ক'রে দেবেন এখন। তখন হয়ত ভাব্‌বে, যে, একটা ষ্টিল চেনের জামা প'রে এলে ভাল হতো। যাক্, তাহলে এখন যেতে পার। তাঁর কাছ থেকে বুধবার সকালে কোন উত্তর এলে আমি রেখে দেব—অবশ্চি, যদি কোন উত্তর দেন। লোকটা সাংঘাতিক. বদ্‌রাগী এবং অত্যন্ত ঝগ্‌ড়াটে প্রকৃতির—তাঁর সংস্রবে যে আসে, সে-ই তাঁকে ঘৃণা করে। এ রকম লোকের কাছে তোমার না গেলেই ভাল ছিল।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আমার বন্ধুর ভয় কিংবা ভাবনা—কোনটারই কারণ উপস্থিত হইল না। বুধবার সকালে তাঁহার আপিসে গিয়া দেখিলাম—আমার নামে, ওয়েষ্ট কেন্‌সিংটন্ পোষ্টাফিসের ছাপমারা, একখানা চিঠি আসিয়াছে। খামের উপরে আমার নামের লেখাটি দেখিয়া, মনে হইল, যেন, কাঁটা তারের রেলিং আঁকিয়া রাখিয়াছে। চিঠিতে লেখা আছে—

এন্‌মোর পার্ক, ডাব্লিউ

মহাশয়,—

"আপনার পত্র পাইয়াছি ; তাহাতে আপনি আমার মতের সমর্থন করিয়াছেন, যদিও আমি মনে করি না, যে, আমার মত আপনার কিংবা অন্য কোন ব্যক্তির সমর্থনের অপেক্ষা রাখে। ডারউইনের মত প্রসঙ্গে আমার উক্তি সম্বন্ধে, আপনি 'কল্পনা-প্রসূত' মতবাদ কথাটি

সাহস করিয়া ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু এরূপ কথা এরূপ সংস্রবে ব্যবহার করা অত্যন্ত অপমানজনক। উদ্ধৃত অংশ পড়িয়া বুঝিতে পারিলাম, আপনার অপরাধ অজ্ঞতা-মূলক, ইহাতে বিদ্বেষের ভাব নাই। সুতরাং সে অপরাধ উপেক্ষা করিলাম। আমার বক্তৃতা হইতে বাছিয়া আপনি একটি বাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন ; বোধ হইল, যেন উহার অর্থ বুঝিতে আপনাকে শ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে। কিন্তু সত্যই যদি উহা সবিস্তারে জানিবার ইচ্ছা থাকে, তবে, যদিচ কাহারও সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করাটা আমার নিকট অত্যন্ত বিরক্তিজনক, তবু, আপনার লিখিত সময়ে, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমি সম্মত আছি। আমার মতের পরিবর্ত্তন করা সম্বন্ধে আপনি ইঙ্গিত করিয়াছেন, কিন্তু, আপনি জানিয়া রাখুন—বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক একবার আমি যে মত প্রকাশ করিয়াছি, তাহার পরিবর্ত্তন করা আমার স্বভাব বিরুদ্ধ।

আমার বাড়ীতে পৌঁছিয়া, অনুগ্রহ করিয়া পত্রের খামখানি আমার চাকর 'অষ্টিন্‌কে' দেখাইবেন। হতভাগা সংবাদদাতাগুলার উৎপাত হইতে আমাকে রক্ষা করিবার জন্য, অষ্টিন্‌কে এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়।

আপনার বিশ্বস্ত

জর্জ্জ এড্‌ওয়ার্ড চ্যালেঞ্জার"

বন্ধু হেন্‌রী ইতিপূর্ব্বেই আফিসে আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে চিঠিখানা পড়িয়া শুনাইলাম। তিনি শুধু এই মন্তব্য প্রকাশ করিলেন—"কিউটিকুরা না কি—একটা নূতন ওষুধ বেরিয়েছে, সেটা আর্নিকার চেয়েও ভাল।" কোন কোন লোকের হাস্য রসিকতার ধারণাই এরূপ অদ্ভুদ !

আমি প্রফেসারের চিঠি পাইলাম প্রায় সাড়ে দশটার সময়, কিন্তু ট্যাক্‌সিতে গিয়া ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়েই তাঁহার বাড়ীতে পৌঁছিলাম। বেশ জমকালো বাড়ীটি, সম্মুখেই গাড়ী-বারান্দা। দরজা জানালায় মূল্যবান্ পর্দ্দা ঝুলান দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম, প্রফেসারটি সঙ্গতিপন্ন। শুষ্ক, মলিন চেহারার একটি লোক আসিয়া দরজা খুলিল। পরে জানিতে পারিয়াছিলাম, লোকটি প্রফেসারের সোফার—একে একে অনেকগুলি খানসামা বাবুর্চ্চি পলায়ন করিলে পর, এই লোকটি আসিয়া শূন্য স্থান পূর্ণ করিয়াছে। লোকটি আমার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত একবার দেখিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার কি আস্‌বার কথা ছিল?"

আমি প্রফেসারের চিঠির খামখানা বাহির করিয়া দেখাইলাম।

"ঠিক আছে!" বোধ হইল চাকরটির কথা বলিবার অভ্যাস কম। তাহার পশ্চাতে ভিতরে খানিক দূর গিয়াছি, এমন সময় হঠাৎ একটি খর্ব্ব-কায় স্ত্রীলোক, পাশের খাবার ঘরের দরজা দিয়া বাহির হইয়া আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন। তাঁহার চেহারাটি উজ্জ্বল, স্ফূর্তিযুক্ত, চক্ষুদুটি কাল—ইংরেজ অপেক্ষা ফরাসী মহিলা বলিয়াই বেশী মনে হয়।

তিনি বলিলেন—"একটু সবুর করুন। অষ্টিন্, তুমি একটু দাঁড়াও। আপনি একটু এদিকে আসুন ত। আমার স্বামীর সঙ্গে আপনার কি পূর্ব্বে কখন সাক্ষাৎ হয়েছে?"

"আজ্ঞে না, আমার সে সৌভাগ্য ঘটেনি।"

"তাহলে, আগে থেকে আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমার স্বামীটি ভীষণ বেখাপ্পা লোক, তাঁর ব্যবহার বরদাস্ত ক'রে চলা

একেবারে অসম্ভব। আপনাকে প্রথমেই সাবধান ক'রে দিলাম, এখন আপনি অনেকটা বাঁচিয়ে চল্‌বার চেষ্টা কর্‌তে পারবেন।"

"পরের জন্য আপনার এতটা বিবেচনা দেখে সুখী হলাম।"

"তাঁর রাগ যখন ক্রমে বেড়ে উঠ্‌বে, তখন আপনি ঘর থেকে বেরিয়ে যাবেন, তাঁর সঙ্গে তর্ক কর্‌বেন না। এই তর্ক করতে গিয়েই অনেককে আঘাত পেতে হয়েছে। তারপর একটা কেলেঙ্কারী ত হয়ই, আমাদেরও লজ্জার সীমা থাকে না। আপনি সাউথ্ আমেরিকার ব্যাপার নিয়ে দেখা করতে আসেন নি ত?"

ভদ্র মহিলার নিকট মিথ্যা কথা বলিতে পারিলাম না।

"সর্ব্বনাশ! ওটাই ত হচ্ছে তাঁর কাছে সবচেয়ে মারাত্মক বিষয়। উনি যা বলেন, তার একটা কথাও আপনি বিশ্বাস কর্‌বেন না জানি, আর, না করাটা আশ্চর্য্যের বিষয় কিছু নয়। কিন্তু তাঁর কাছে ও রকম কিছু বল্‌বেন না, কারণ, অবিশ্বাসের কথা বল্‌লেই তিনি রাগে কাণ্ডজ্ঞান-শূন্য হয়ে পড়েন। আপনি দেখাবেন, যেন তাঁর কথা বিশ্বাস করেছেন, তাহলে আর কোন গোল হবে না। মনে রাখ্‌বেন —তিনি নিজে এসব কথা সমস্তই বিশ্বাস করেন। কিন্তু, মশায়, তাঁর মত সাধু সৎলোক খুব কমই আছে। যাক্, তাহলে আর অপেক্ষা কর্‌বেন না, তিনি সন্দেহ কর্‌তে পারেন। যদি দেখেন তিনি বেজায় রেগে গিয়েছেন—একেবারে মার্‌তে উদ্যত—তখনি ঘণ্টাটি বাজিয়ে দেবেন, এবং আমি না আসা পর্য্যন্ত তাঁকে কোন রকমে থামিয়ে রাখ্‌বেন। তাঁর সাংঘাতিক রাগের অবস্থাতেও, আমি তাঁকে শান্ত কর্‌তে পারি।"

এইরূপে আমাকে ভরসা দিয়া তিনি আমাকে অষ্টিনের জিম্মা

করিয়া দিলেন। তাহার সঙ্গে পথের শেষ পর্য্যন্ত গেলে পর, সে একটা দরজায় টোকা দিল, সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতর হইতে ষাঁড়ের গর্জ্জনের মত গুরু গম্ভীর আওয়াজ—তাহার পরেই প্রফেসারের সঙ্গে একেবারে মুখামুখি হইয়া গিয়া দাঁড়াইলাম।

বড় একটা টেবিলের পিছনে একটা ঘোরা চেয়ারে তিনি বসিয়া আছেন। পুস্তক, ম্যাপ, নক্‌সা প্রভৃতিতে টেবিলের উপরটি ঢাকা। আমি ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র, তাঁহার আসন ঘুরিয়া আমার দিকে ফিরিল। তাঁহার চেহারাখানি দেখিয়া আমার ত চক্ষু স্থির! আমি প্রস্তুতই ছিলাম, যে, একটা অদ্ভুত কিছু দেখিব, কিন্তু এরূপ অসম্ভব ব্যক্তিত্বপূর্ণ চেহারা দেখিব, সেটা কল্পনাও করিতে পারি নাই। তাঁহার শরীরের আয়তন দেখিলেই নিশ্বাস বন্ধ হইবার যোগাড় হয়! প্রকাণ্ড মাথাটি, এত বড় মাথা আমি পূর্ব্বে কখন দেখি নাই। নিশ্চয় বলিতে পারি, তাঁহার টুপিটি মাথায় দিলে, আমার মাথাটা গিলিয়া সেটা আমার কাঁধের উপর আসিয়া বসিত। মুখে এক রাশ কাল মিশ্‌মিশে দাড়ি, কোদালের মত তার ছাঁদ—একেবারে বুক পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে। কোঁকড়ান গোছা গোছা চুলে কপালটি প্রায় ঢাকা। মোটা ভুরুর নীচে ধূম্র-নীল রংএর দুটি চক্ষু—পরিষ্কার টল্‌টলে এবং অতিশয় দৃপ্ত। বিশাল চওড়া দুটি কাঁধ এবং কাল লোমে ঢাকা বলিষ্ঠ দুইটি হাতও টেবিলের উপর দিয়া দেখিতে পাইলাম। এই নামজাদা প্রফেসারটিকে দেখিয়া আমার মনে প্রথম যেরূপ ছাপ পড়িয়াছিল, তাহারই আভাস দিলাম।

ঔদ্ধত্য-পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়া তিনি বলিলেন—"কি, আপনার কি দরকার?"

বুঝিতে পারিলাম, প্রতারণার অভিনয়টা আরও ক্ষণকাল বজায় রাখিতে হইবে, নতুবা এখানেই সাক্ষাতের শেষ।

তাঁহার চিঠির সেই খামটি বাহির করিয়া, অত্যন্ত বিনয়ের সহিত বলিলাম—"আপনি অনুগ্রহ ক'রে, এসময়ে আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌তে বলেছিলেন।"

তিনি আমার চিঠিখানা বাহির করিয়া, সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিলেন। তারপর বলিলেন—"ও, তাহলে আপনিই বুঝি সেই যুবক, যিনি সাধারণ ইংরেজী ভাষাটাও বুঝতে পারেন না? আমার সাধারণ সিদ্ধান্তগুলিকে আপনি সমর্থন করেছেন—না?"

আমি একটু জোর দিয়া বলিলাম—"নিশ্চয়ই, খুবই সমর্থন করি।"

"বটে! তা বেশ, বেশ। আপনি সমর্থন করাতে আমার অবস্থাটা আরও জোরাল হলো—না? আপনার যা বয়স এবং চেহারা, তাতে আপনার সমর্থনের মূল্য দ্বিগুণ হয়েছে। তবে, ভিয়েনার সেই শূয়রের পালের চেয়ে আপনি ভাল। যাহোক্‌, তাদের দলবদ্ধ ঘেঁৎঘেতানি একটা ইংরেজ শূয়রের চেঁচানির চাইতে বেশী তিক্ত নয়।" এই বলিয়া তিনি এমনই কট্‌মট্‌ করিয়া আমার দিকে তাকাইলেন, যেন তিনি নিজেই সেই জাতীয় একটি জীব।

আমি বলিলাম—"তাঁরা আপনার সঙ্গে অতি অভদ্র ব্যবহার করেছেন।"

"এটা বেশ জান্‌বেন, যে, আমার লড়াই আমি নিজেই লড়্‌তে পারি, আপনার সহানুভূতির কোন আবশ্যকতা নাই। দেওয়ালের দিকে পিঠ ক'রে আমাকে একলাটি রেখে দিন্‌, তবেই আমি সব চেয়ে

সুখী। তাহলে মশায়, এই সাক্ষাৎটা যতদূর সম্ভব সংক্ষেপ করে ফেলা যাক—এটা আপনার কাছে যেমন রুচিকর হবে না, আমার কাছে তেমনি অত্যন্ত বিরক্তিজনক হবে। আমার বক্তৃতায় যে মত প্রকাশ করেছি, সে সম্বন্ধে আপনার নাকি কি বক্তব্য আছে ?”

লোকটির ধরন-ধারণ নিতান্ত বর্ব্বরের মত, এড়াইয়া চলা মুস্কিল। কিছু সুবিধা না পাওয়া পর্য্যন্ত, ইহার সঙ্গে চালাকি খেলিতে হইবে। তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা আমাকে একেবারে যেন ভেদ করিয়া রাখিয়াছেন। গুরুগম্ভীর শব্দে বলিলেন—“বলুন, বলুন—বক্তব্যটা বলেই ফেলুন !”

আমি কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিলাম—“দেখুন, আমি একজন শিক্ষার্থী মাত্র, শুধু অনুসন্ধিৎসু—তার চেয়ে বেশী কিছু নই। তবু, আমার মনে হয়—ভাইস্‌ম্যানের উপর আপনি একটু কর্কশ ব্যবহার করেছেন। সেই ঘটনার পর যে সব প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, তাতে তাঁর দিক্‌টা একটু—এই মনে করুন, একটু জোরাল হয় নাই কি ?”

“কি প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে ?” শান্ত ভাবেই তিনি এই কথাটি বলিলেন, কিন্তু বুঝিতে পারিলাম—এটি দারুণ ঝড়ের পূর্ব্ববর্ত্তী শান্ত ভাব।

আমি বলিলাম—“ঠিক প্রমাণ বল্‌তে পারা যায়, এমন অবশ্য আমার কিছু জানা নাই। আধুনিক চিন্তার ধারা এবং বৈজ্ঞানিক মত সম্বন্ধেই আমি বলছিলাম।”

যেন খুব ব্যগ্রতার সহিত তিনি সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন ; অঙ্গুলের ডগায় হিসাব রাখিতে রাখিতে বলিলেন—“হয়ত

আপনি জানেন, যে, করোটির (মাথার খুলি) অঙ্ক সব জায়গায় সমান থাকে?"

আমি বলিলাম—"তা ত থাক্‌বেই।"

"এটাও হয়ত জানেন, যে, বৈপিত্র সংস্কার (Telegony)* এখনও বিচারাধীন?"

"সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।"

"আর বীজ বস্তু (Germ plasm) যে অপুংজাত (Parthenogenetic) † ডিম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন?"

"হ্যাঁ, তা ত ঠিকই।" এই কথা বলিয়া, নিজের ধৃষ্টতায় নিজেই অবাক হইলাম।

তখন তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন—"তাতে কি প্রমাণ হয়?"

"হাঁ, তাইত? এতে কি প্রমাণ হয়?"

"বল্‌ব কি প্রমাণ হয়?"

"অনুগ্রহ ক'রে বলুন!"

"এতে প্রমাণ হয়", বলিয়াই তিনি হঠাৎ ভীষণ গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "যে তুমি লণ্ডন শহরে সব চেয়ে বড় ভণ্ড—তুমি একটি নীচ, জঘন্য সংবাদদাতা। যেমন তোমার বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি, তেমনি তোমার ব্যবহারে ভদ্রতার অভাব!"

তিনি লাফাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন, তাঁহার চক্ষুতে উন্মত্ত রাগের

* পিতার ঔরসজাত সন্তানের উপর পুর্ব্ববর্ত্তী বিপিতার (মাতার পূর্ব্বপতির) ছাপ পড়ে—এই মত।

† পুংসম্পর্ক বিনা যাহা জন্মে—যেমন কেঁচো, জোঁক ইত্যাদি।

আগুন জ্বলিয়া উঠিল। এই দারুণ সঙ্কটাপন্ন অবস্থাতেও আমি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম, যে, তিনি নিতান্ত খর্ব্বকায়, তাঁহার মাথাটি আমার কাঁধের উপরে উঠিবে না—একটি বামনাকৃতি হারকিউলিস্ বিশেষ, কিন্তু বিপুল জীবনীশক্তি যেন তাঁহার মস্তিষ্কে, শরীরের বিশালতা এবং প্রশস্ততার মধ্যে ফুটিয়া রহিয়াছে।

"আবোল-তাবোল বকুনি—প্রলাপ!" টেবিলের উপর আঙ্গুলের ভর দিয়া, সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া, আমার দিকে মুখ বাড়াইয়া, তিনি গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। "সত্যি তাই, বাপু, তোমার সঙ্গে এতক্ষণ আমি শুধু বৈজ্ঞানিক প্রলাপ বকেছি! আমার সঙ্গে চালাকি খেল্‌তে চেয়েছিলে ঐ এক রত্তি মগজটুকু নিয়ে? হতভাগা রিপোর্টার! মনে কর বুঝি, তোমরা সর্ব্বশক্তিমান্—না? তোমাদের নিন্দা প্রশংসাতেই বুঝি মানুষ ভাঙ্গে গড়ে? তোমাদের একটু প্রশংসা পাবার জন্য, তোমাদের কাছে বুঝি মাথা নীচু কর্‌তে হবে? হতভাগা ইতর! তোমাদের চিন্‌তে আর বাকি নাই! বড্ড বাড়াবাড়ি হয়েছে তোমাদের—একেবারে কাণ্ডজ্ঞান শূন্য হয়ে পড়েছ তোমরা! যত সব বায়ু-স্ফীত বেলুনের দল! তোমাদের আমি জব্দ ক'রে ছাড়্‌ব। সত্যি বল্‌ছি, বাপু, জি. ই. সি-কে এখনও হারাতে পারনি। এই একজন লোকই এখনও তোমাদের উপরে আছে। সে তোমাদের হুঁশিয়ার ক'রে দিয়েছিল, কিন্তু, তবু যদি তোমরা তাকে বিরক্ত কর্‌তে আস, তবে, ভগবানের দিব্য,—তার ফল ভোগ কর্‌তে হবে। মিষ্টার ম্যালোন্, সব খোয়ালে তুমি! একেবারে হেরে গিয়েছ। বড় বিপদপূর্ণ খেলা খেলেছ, কিন্তু, দেখ্‌ছি, তুমি জিততে পার্‌লে না।"

পিছনের দিকে হটিয়া গিয়া, ঘরের দরজা খুলিয়া বলিলাম—

"দেখুন মশায়, আপনি যত খুসী বকাবকি করুন, কিন্তু সবটারই একটা সীমা আছে—আমাকে আক্রমণ করতে পার্‌বেন না।"

"বটে, তা পার্‌ব না?" তিনি আক্রমণের ভাবেই ধীরে ধীরে আমার দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ থামিয়া, কোটের পকেটে হাত রাখিয়া বললেন—"তোমার মত অনেককে বাড়ী থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। তোমাকে নিয়ে চার জন কি পাঁচ জন হবে। জন পিছু তিন পাউণ্ড পনর শিলিং প্রায় খরচ হয়েছে। খরচটা বড্ড বেশী, কিন্তু কর্‌তেই হয়। তাহলে, বাপু, তুমিই বা কেন তোমার পূর্ব্ববর্ত্তীদের পদানুসরণ কর্‌বে না? আমি মনে করি, তোমাকে তা কর্‌তেই হবে।" এই বলিয়া তিনি আক্রমণের উদ্দেশ্যে পুনরায় আমার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

আমি হলের দরজার দিকে চম্পট দিতে পারিতাম, কিন্তু সেটা বড় লজ্জাজনক হইত। তাহা ভিন্ন, আমারও তখন মেজাজ গরম হইয়া উঠিয়াছিল। লোকটির পুনরায় আক্রমণের অভিপ্রায় দেখিয়া বলিলাম—"সাবধান মশায়! আমার গায়ে হাত দেবেন না, আমি কিছুতেই বরদাস্ত কর্‌ব না।"

"তাই নাকি!" তাঁহার কাল গোঁফ জোড়াটি উপরের দিকে উঠিয়া পড়িল, মুখ বিকৃত হইল। "বটে! তুমি বরদাস্ত কর্‌বে না?"

আমিও গর্জ্জিয়া উঠিলাম—"বোকার মত কাজ কর্‌বেন না, প্রফেসার! কিসের ভরসা কর্‌ছেন? আমার ওজন দুই মণ পঁচিশ সের, শরীর লোহার মত শক্ত, রাগ্‌বি টিম্‌এ সেণ্টার থি্র-কোয়ার্টার খেলি। আমি তোমার লোক নই, যে,—"

ঠিক এই সময়ে তিনি আমার উপরে আসিয়া পড়িলেন। বড় ভাগ্য যে, ঘরের দরজাটি খুলিয়া রাখিয়াছিলাম, নতুবা আমরা দরজা ভেদ করিয়া নির্গত হইতাম! দুইজনে জড়াজড়ি করিয়া চর্কি-বাজির মত বারান্দা দিয়া চলিলাম। পথে হঠাৎ একটা চেয়ার আমাদের সঙ্গে জড়াইয়া গেল—সেটা শুদ্ধ আমরা রাস্তার দিকে গড়াইয়া চলিলাম। প্রফেসারের দাড়িতে আমার মুখ ভর্ত্তি, উভয়ে উভয়কে হাত দিয়া জড়াইয়াছি—তাহার উপরে আবার সেই লক্ষ্মীছাড়া চেয়ারও আমাদের চারিদিকে পা ছড়াইয়া আছে। সতর্ক অষ্টিন্ ব্যাপার দেখিয়া, হলের দরজাটি খুলিয়া রাখিয়াছিল। আমরা ডিগ্‌বাজি খাইয়া সম্মুখের সিঁড়ি দিয়া গড়াইয়া চলিলাম। সিঁড়ির তলায় গিয়া চেয়ারটি চূরমার হইল, আমরাও পরস্পর আলিঙ্গন-মুক্ত হইয়া, একেবারে নর্দ্দমার মধ্যে গিয়া পড়িলাম। প্রফেসার তখনই লাফাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়াই ঘুষি বাগাইয়া হাঁপানী রোগীর মত নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। তারপর হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন—"তৃপ্তি হয়েছে ত?"

আমিও উঠিয়া দাঁড়াইয়াই বলিলাম—"হতভাগা, ইতর, গুণ্ডা!"

তখনই এই ব্যাপারের একটা নিষ্পত্তি হইয়া যাইত, কারণ, প্রফেসার তখনও যুদ্ধের পিপাসায় উন্মত্ত। কিন্তু, সৌভাগ্য বশতঃ, এই জঘন্য অবস্থা হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম। ঠিক সেই সময়ে একজন পুলিস্, হাতে নোটবুক লইয়া আসিয়া উপস্থিত।

"এসব কি হচ্ছে? আপনার লজ্জিত হওয়া উচিত" এই কথা প্রফেসারকে বলিয়া, সে আমার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ব্যাপার কি, মশায়?"

আমি বলিলাম—"ইনি আমাকে আক্রমণ করেছিলেন।"

"আপনি এঁকে আক্রমণ করেছিলেন কি?" প্রফেসার পুলিসের কথার উত্তর দিলেন না, শুধু ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন।

তখন পুলিস একটু গরম হইয়া বলিল—"এরূপ ঘটনা এই প্রথম হয়নি, কিছুদিন আগেই ত আপনি এ রকম অপরাধ ক'রে মুস্কিলে পড়েছিলেন। দেখুন দেখি, বেচারির চোখটায় একেবারে কালশিরে পড়িয়ে দিয়েছেন! এঁকে কি আপনি পুলিসে দিতে চান, মশায়?"

আমার রাগ দূর হইল, বলিলাম—"না, আমি পুলিসে দেব না।"

পাহারাওয়ালা বলিল—"পুলিসে দেবেন না কি রকম?"

"না, আমারই দোষ। আমিই গায়ে পড়ে তাঁকে বিরক্ত কর্‌তে গিয়েছিলাম—তিনি আমাকে সাবধানও করেছিলেন।"

পুলিস্‌ম্যান্ বিরক্ত হইয়া নোটবুক বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল। প্রফেসার তখন আমার দিকে তাকাইলেন, সে দৃষ্টি যেন প্রসন্ন বলিয়া মনে হইল।

তখন তিনি বলিলেন—"ভিতরে এস। তোমার সঙ্গে এখনও নিষ্পত্তি হয়নি।"

তাঁহার কথাগুলি তেমন সুবিধার বোধ হইল না, কিন্তু, তবু আমি তাঁহার সঙ্গে ভিতরে গেলাম। তাঁহার চাকর অষ্টিন্, কাঠের পুতুলের মত দাঁড়াইয়াছিল, আমরা ভিতরে ঢুকিবামাত্র, সদর দরজাটি বন্ধ করিয়া দিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দরজা বন্ধ হইবামাত্র, মিসেস্ চ্যালেঞ্জার, ডাইনিংরুম হইতে তীরের মত বেগে বাহির হইয়া আসিলেন। ছোট্ট মানুষটি, রাগিয়া আগুন হইয়াছেন—স্বামীর পথ আগুলিয়া, ক্রুদ্ধ ফণিনীর মত দাঁড়াইলেন। বুঝিতে পারিলাম, তিনি আমার বহির্গমন দেখিয়াছিলেন. কিন্তু, আবার যে ফিরিয়া আসিয়াছি, সেটা দেখিতে পান নাই।

তিনি চীৎকার করিয়া স্বামীকে বলিলেন—"জর্জ্জ, তুমি একটি আস্ত নরপশু! বেচারি ছেলেটিকে গুরুতর আঘাত করেছ।"

চ্যালেঞ্জার পিছনের দিকে বুড়ো আঙ্গুলটি দিয়া দেখাইয়া বলিলেন—"ঐ ত সে আমার পিছনে—কিচ্ছু হয়নি ওর।"

মহিলাটি থতমত খাইয়া বলিলেন—"আমি বড় দুঃখিত হয়েছি, আপনাকে দেখ্‌তে পাইনি।"

"আজ্ঞে, আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমার কিচ্ছু হয়নি।"

"আপনার মুখখানাকে দাগী ক'রে ফেলেছে দেখ্‌ছি। ওঃ, জর্জ্জ, কি যে জানোয়ারের মত কাজ করো! সপ্তাহ পার হতে না হতেই, একটা কিছু কেলেঙ্কারী কাণ্ড ক'রে বস্‌বে। সবাই তোমাকে ঘৃণা করে, তোমাকে নিয়ে হাসি তামাসা করে—আর আমার সহ্য হয় না, ধৈর্য্যের শেষ সীমায় এসে পড়েছি।"

গুরুগম্ভীর স্বরে প্রফেসার বলিলেন—"ঘরের কুৎসা বাইরে কেন গো?"

"এটা আর গোপন কথা কি। তুমি কি মনে কর, আশে পাশে

সর্ব্বত্র—এমন কি লণ্ডন সহরময়—চলে যাও অষ্টিন, এখানে তোমার কিছু দরকার নাই—তোমার সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে না? তোমার মান সম্ভ্রম কোথায় রইল, তা হলে? তোমার মত লোক—প্রসিদ্ধ ইউনিভার্সিটির নামজাদা প্রফেসার হওয়া উচিত তোমার—হাজার হাজার ছাত্র তোমাকে শ্রদ্ধা ভক্তি কর্‌বে। কিন্তু তোমার মান সম্ভ্রম একেবারে হারিয়েছে।"

"তোমার মান সম্ভ্রমই বা কোথায় রাখ্‌লে?"

"কি কর্‌ব, তোমার জ্বালায় অস্থির হয়েছি। গুণ্ডা—একেবারে ঝগ্‌ড়াটে গুণ্ডা হয়ে দাঁড়িয়েছ।"

"দোহাই তোমার, জেসি! শান্ত হও।"

"বদ্‌রাগী গুণ্ডা তুমি! কেবল দাঙ্গা আর হল্লা কর্‌তেই জান!"

"তবে আর পারা গেল না—এবারে প্রায়শ্চিত্তের আসন!"

এই কথা বলার পর, কি সর্ব্বনাশ! প্রফেসার নীচু হইয়া স্ত্রীকে তুলিয়া লইলেন, এবং হলের এক কোণে যে কাল মার্বেল পাথরের একটা স্তম্ভ ছিল, তাহার উপর বসাইয়া দিলেন। প্রায় ৭ ফুট উঁচু স্তম্ভটি এবং এতই সরু, যে, ইহার উপর স্থির হইয়া বসিয়া থাকা কষ্টকর। ভদ্রমহিলার রাগে মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে, পা দুটি ঝুলান, সমস্ত শরীর আড়ষ্ট—পাছে উল্টাইয়া পড়িয়া যান। এরূপ দৃশ্য কল্পনার অতীত!

তিনি মহা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—"শীগ্‌গির আমাকে নামিয়ে দাও।"

"তা হলে, বল—প্লিজ্ (অনুগ্রহ ক'রে)!"

"তুমি একটি জানোয়ার বিশেষ, জর্জ্জ! এই মুহূর্ত্তে আমাকে নামাও।"

"আমার পাঠাগারে চল, মিষ্টার ম্যালোন্।"

"কি বিপদ! আচ্ছা—প্লিজ্, প্লিজ্!"

তখনই স্ত্রীকে নামাইয়া দিলেন, যেন তিনি তূলার মত হাল্কা। নামাইয়া দিয়া বলিলেন—"ওগো, বুঝে শুনে কাজ কর্তে হয়। মিষ্টার ম্যালোন্ সংবাদপত্রের লোক। তিনি এই সমস্ত ব্যাপার কালই তাঁর কাগজে ছাপিয়ে দেবেন। 'বড় ঘরের কাণ্ড', 'অদ্ভুত গৃহস্থালীর আভাস'—কত কিছু হেডিং দিয়ে। পরের কুৎসা গেয়ে বেড়ানই মিষ্টার ম্যালোনের কাজ, এঁরা নোংরা পূতিগন্ধময় খাদ্যই বেশী পছন্দ করেন। তাই নয় কি, ম্যালোন্—ঠিক বলিনি?"

আমি খুব গরম হইয়াই বলিলাম—"সত্যি, আপনার ব্যবহার একেবারে অসহ্য রকমের।"

তিনি ত হাসিয়াই ঘর ফাটাইয়া দিলেন।

তারপর বিশাল বুকটি ফুলাইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস টানিয়া বলিলেন—"এইত, এক্ষণি আবার ভাব টাব হয়ে যাবে।" ইহার পর হঠাৎ গলার স্বর বদ্লাইয়া বলিলেন—"এসব পারিবারিক হাল্কা পরিহাস দেখে, কিছু মনে কোরোনা, মিষ্টার ম্যালোন্—এর জন্য তোমাকে ডেকে আনিনি—তোমার সঙ্গে গুরুতর প্রয়োজন আছে। ওগো! তুমি তাহলে এখন যাও, আর দুঃখ করোনা।" তারপর স্ত্রীর কাঁধে বিশাল হাত দুইখানি রাখিয়া বলিলেন—"তুমি যা যা বলেছ, সবই ঠিক কথা। তোমায় উপদেশ মেনে চল্লে, আমি আরো ভাল হতে পারি, কিন্তু ঠিক জর্জ্জ এড্ওয়ার্ড চ্যালেঞ্জার হতে পার্ব না।

আমার চেয়ে ভাল লোক ঢের আছে, কিন্তু জেনো জি. ই. সি. কেবল একজন মাত্র আছে। অতএব, তাকে নিয়েই সন্তুষ্ট থাক।” এই বলিয়াই, হঠাৎ স্ত্রীকে সশব্দে চুম্বন করিলেন—আমি ত একেবারে মহা অপ্রস্তুত। তখন আমাকে বলিলেন—“তাহলে, মিষ্টার ম্যালোন্ এখন অনুগ্রহ ক’রে এদিকে এস।”

দশ মিনিট পূর্ব্বে, দারুণ কোলাহল করিয়া যে ঘর ছাড়িয়া আসিয়া ছিলাম, সেই ঘরেই আবার গেলাম। প্রফেসার যত্নের সহিত ঘরের দরজাটি বন্ধ করিয়া, আমাকে একটা চেয়ারে বসিতে বলিলেন, এবং আমার দিকে চুরুটের বাক্সটি ঠেলিয়া দিলেন। “খাঁটি স্যান্ জুয়ান্ কলরেডো—অতি উৎকৃষ্ট চুরুট। খাও, তোমার মত যারা সহজে উত্তেজিত হয়, তাদের পক্ষে খুব উপকারী। কর কি, কাম্‌ড়ো না, কাট—চুরুটের মুখটা যত্ন ক’রে কেটে নাও। বেশ, তাহলে এখন আরাম ক’রে ব’সে মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনে যাও। যদি কিছু বক্তব্য মনে জাগে, পরে স্থবিধামত বল্‌বে।

“সর্ব্বপ্রথমে বলি—তোমার বহিষ্করণটা ন্যায্যই হয়েছিল। কিন্তু তোমাকে যে আবার বাড়ীতে ডেকে এনেছি, তার কারণ,—সেই গায়েপড়া পাহারাওয়ালাকে যে জবাব দিয়েছিলে, সেটি। তাতেই তোমার সাধুতার একটু আভাস পেয়েছি। অবশ্য, এই দুর্ঘটনায় তোমারই দোষ, তবু, তুমি যেটুকু উদারতা দেখিয়েছ, তাতেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তোমার দুর্ভাগ্যবশতঃ তুমি যে শ্রেণীভুক্ত, সেই শ্রেণীর লোক আমার দৃষ্টিতে বড়ই নীচ। কিন্তু তোমার ঐ কথাটা, হঠাৎ তোমাকে অনেক উপরে তুলে দিয়েছে—সে জন্যই তোমাকে আবার ডেকে এনেছি। তোমার সঙ্গে ভাল ক’রে পরিচয়

হওয়া দরকার। তোমার বাঁ হাতের পাশে বাঁশের টেবিলটার উপরে যে ছোট্ট জাপানী ট্রে খানা আছে, অনুগ্রহ ক'রে তাতেই চুরুটের ছাই ফেল্‌বে।"

এই কথাগুলি তিনি এরূপভাবে বলিয়া গেলেন, যেন একজন প্রফেসার ক্লাসে ছাত্রদের নিকট কিছু বলিতেছেন। মাথাটি পিছনের দিকে হেলান, দৃষ্টি চক্ষের পাতায় অর্দ্ধেক ঢাকা। হঠাৎ পাশ ফিরিয়ে তিনি ডেস্কের উপরের স্তূপাকার কাগজপত্র ঘাঁটিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরেই একটি ছেঁড়া নোট্‌বুক হাতে লইয়া আমার দিকে ফিরিলেন।

"সাউথ আমেরিকা সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলব, অনুগ্রহ ক'রে কোন মন্তব্য প্রকাশ কর্‌বে না। সর্ব্বপ্রথম—তোমাকে যা বল্‌ব, সে সব কথা আমার অনুমতি ভিন্ন সর্ব্বসাধারণে প্রকাশ কর্‌তে পার্‌বে না। অবশ্য, সেরূপ অনুমতি দেবার কোনও সম্ভাবনা নাই। বুঝ্‌তে পেরেছ ত ?"

আমি বলিলাম—"এটা বড় কড়া সর্ত্ত কর্‌ছেন। বিশেষ বিবেচনা ক'রে যদি একটা—"

তিনি নোট্‌ বুক খানা টেবিলের উপর রাখিয়া, বলিলেন—"তাহলে, এখানেই শেষ—নমস্কার।"

আমি মহা ব্যস্ত হইয়া বলিলাম—"না, না! আপনি যে সর্ত্ত কর্‌বেন তাতেই আমি রাজি আছি। এ সম্বন্ধে দেখ্‌ছি, আমার ইচ্ছামত কিছুই হবে না।"

"এক বিন্দুও না।"

"তাহলে, আমার কথা দিলাম।"

"সত্যি সত্যি কথা দিলে ?"

"হাঁ, সত্যি কথা দিলাম।"

তিনি সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইলেন।

"কিন্তু তোমার কথার উপর ভরসা কি ?"

আমি রাগিয়া বলিলাম—"সত্যি মশায়, আপনি সাধারণ ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন কর্‌ছেন, আমি জীবনে কখন এমন অপমানিত হই নি।"

একথায় তিনি বিরক্ত হইলেন না, আরও যেন তাঁহার কৌতূহল হইল।

তিনি বিড় বিড় করিয়া বলিতে লাগিলেন—"মাথাটি গোল, কটা চক্ষু, চুল কাল—তুমি কি তাহলে প্রাচীন ব্রিটন, না ওয়েল্‌সের লোক (celtic) ?"

"না মশায়, আমি আইরিস্।"

"ও, আইরিস্ ? তবে ত সব পরিষ্কারই হয়ে গেল। তাহলে, দেখ্‌তে পাচ্ছি—তুমি কথা দিয়েছ, তোমার উপর আমার বিশ্বাস ক্ষুণ্ণ কর্‌বে না। কিন্তু সমস্ত ব্যাপার এখন বল্‌তে পার্‌ব না—তবু, তোমাকে যা আভাস দেব, তাতেই তোমার কৌতূহল হবে। তুমি বোধ করি শুনেছ, আমি দু বছর আগে সাউথ আমেরিকা গিয়েছিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল—ওয়ালেস্ এবং বেট্‌স্-এর কতগুলি সিদ্ধান্তের সত্য প্রমাণ করা। সুতরাং, ঘটনাস্থলে গিয়ে ঠিক তাঁদের মত ক'রে দেখা ভিন্ন প্রমাণের অন্য উপায় ছিল না। আমার এই অভিযান যদি সফল নাও হতো, তবু একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হতো, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেখানে একটি আশ্চর্য্য ঘটনা হয়, এবং তাতেই অনুসন্ধানের একটা নূতন পথ খুলে যায়।

"তুমি বোধ করি জান—কিংবা এই অৰ্দ্ধ-শিক্ষিত যুগে তুমি হয়ত কোন সংবাদই রাখনা, যে, আমাজন নদীর কোন কোন স্থানের আশ-পাশের দেশগুলির খবর আংশিক ভাবে জানা আছে এবং সেখানকার অনেকগুলি উপনদীর সম্বন্ধে ম্যাপে কোন উল্লেখ নাই, অথচ সব গুলিই আদি নদীতে গিয়ে পড়েছে। এই অজ্ঞাত, ক্ষুদ্র দেশটিতে গিয়ে সেখানকার জীবজন্তুর তথ্য সংগ্রহ করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল—সেই তথ্য দ্বারা, প্রাণীতত্ত্ব সম্বন্ধে আমি যে একখানা বিরাট বই লিখ্‌ছি—যে বই আমার জীবন সার্থক কর্‌বে—সেই বইএর অনেকগুলি পরিচ্ছেদ পূর্ণ হয়েছে। কাজ শেষ ক'রে ফির্‌বার পথে একটা শাখানদীর ধারে—সেটার নামধাম সব গোপন রাখ্‌লাম—সে নদীর ধারে, রেড্‌-ইণ্ডিয়ানদের একটা ছোট্ট গ্রামে আমাকে এক রাত কাটাতে হয়েছিল। গ্রামবাসীরা ছিল 'কুকামা ইণ্ডিয়ান্'—বেশ শান্ত শিষ্ট কিন্তু অবনত জাতি। তাদের মানসিক শক্তি সাধারণ লণ্ডন-বাসীদের চাইতে বেশী হবে না। নদী-পথে ভিতরে যাবার সময়, ওষুধ পত্র দিয়ে কয়েক জনের ব্যারাম ভাল করেছিলাম, এবং তাতে আমার প্রতি তারা খুব আকৃষ্ট হয়েছিল। সুতরাং, ফিরে এসে যখন দেখ্‌লাম, আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য তারা এসে জড় হয়েছে, তখন একটুও বিস্মিত হইনি। তাদের আকার ইঙ্গিতে বুঝ্‌তে পারলাম, যে, একজন রোগীর জন্য আমার ডাক্তারির দরকার। আমি তাদের দলপতির সঙ্গে একটা কুটীরে গেলাম। ঘরে ঢুকে দেখ্‌লাম, রোগী ইতিপূর্ব্বেই মারা গিয়েছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, রোগীটি দেখ্‌লাম ইণ্ডিয়ান্ নয়, একজন সাহেব। তার পরনে ছেঁড়া, ময়লা পোযাক, চেহারা অস্থিচর্ম্ম-সার, আর অনেক দিন ধ'রে যেন দারুণ

কষ্ট ভোগ করেছে। গ্রামবাসীদের কাছ থেকে যতটা জান্‌তে পারা গেল, তাতে বুঝ্‌তে পারলাম, লোকটি তাদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। বনের ভিতর দিয়ে তাদের গ্রামে এসে উপস্থিত হয়েছিল —অবসন্ন দেহে এবং প্রায় শেষ অবস্থায়।

"তার ব্যাগ্‌টি খাটিয়ার পাশেই পড়েছিল, আমি খুঁজে দেখ্‌লাম তার মধ্যে কি আছে। ব্যাগের ভিতরে একটা কার্ডে তার নাম লেখা ছিল—'ম্যাপল্ হোয়াইট্, লেক্ আভিনিউ, ডিট্রয়ট্, মিচিঘান।' এই নামের কাছে আমি আজীবন মাথা নীচু করতে প্রস্তুত আছি। বলা বাহুল্য হবে না, যে, এই ব্যাপারের বাহাদুরীর অংশ-ভাগীদের মধ্যে এই বক্তির নাম এবং আমার নাম পাশাপাশি থাকবে।

"ব্যাগের জিনিষপত্র দেখে স্পষ্ট বুঝ্‌তে পারা গেল, লোকটি চিত্রকর এবং কবি—সাধনার সন্ধানে বেরিয়েছিল। টুক্‌রো টুকরো কতগুলি কবিতাও লেখা ছিল। এ বিষয়ের বিচারক আমি নই, তবু বুঝ্‌তে পারলাম, যা-তা লিখে রেখেছে। নদীর দৃশ্যের কতগুলি ছবিও ছিল, একটা রঙের বাক্স, কতগুলো নানা রংএর চক্, কতগুলি তুলি, ঐ আমার দোয়াতের উপরে যে বাঁকা হাড়খানা দেখ্‌তে পাচ্ছ —সেটাও ছিল, বেক্‌ষ্টারের লিখিত একখানা মথস্ এণ্ড বাটারফ্লাইজ্, সস্তাদামের একটা পিস্তল, আর কতগুলি কার্ত্তুজ। নিজের ব্যবহারের জিনিষপত্র হয় কিছু ছিলই না, না হয় দেশ ভ্রমণের সময় হারিয়ে গিয়েছিল। এই হলো সেই অদ্ভুত আমেরিকান্ চিত্রকরের জিনিষের পূর্ণ লিষ্টি।

"আমি তার কাছ থেকে চলে আস্‌ছিলাম, এমন সময় দেখ্‌তে পেলাম—তার ছেঁড়া কোটের সাম্‌নের দিক্ থেকে একটা কি

বেরিয়ে আছে। সেটা তার এই 'স্কেচ্-বুক্'টা। এটা এখন যেমন দেখ্ছ তখনও ঠিক এরকমই জীর্ণাবস্থায় ছিল। এই স্মৃতিচিহ্নটুকু আমার হাতে আসবার পর থেকে, এটাকে আমি যতটা শ্রদ্ধার চোখে দেখ্ছি, নিশ্চয় বল্ছি—সেকস্‌পিয়ারের প্রথম পুস্তকখানিকেও তার চেয়ে বেশী শ্রদ্ধার চোখে দেখ্তাম না। এখন এটা তোমার হাতে দিচ্ছি, তুমি প্রত্যেকটি পাতা উল্টে এতে যা আছে পরীক্ষা করে দেখ।"

প্রফেসার চুরুট ধরাইয়া হেলান দিয়া বসিলেন, তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমার উপরে রহিল—স্কেচ্-বুক দেখিয়া আমার মনে কিরূপ ধারণা জন্মে, সেটা দেখিবার জন্য।

অদ্ভুত একটা কিছু দেখিতে পাইবার আশা লইয়া বইখানি খুলিলাম। প্রথম পাতাটি উল্টাইয়া নিরাশ হইতে হইল, তাহাতে খুব মোটা একটি লোকের ছবি আঁকা ছিল, ছবির নীচে লেখা –'ডাক-জাহাজে জিম্মি কল্‌ভার'। ইহার পর কতগুলি পাতায় রেড্-ইণ্ডিয়ান্‌দের ছবি। তারপর, হাসিখুসী, হৃষ্টপুষ্ট এক পাদ্রির ছবি, একটি অস্থি-চর্ম্ম সার সাহেবের ছবি, নীচে লেখা--"রোজারিওতে ক্রাকৃষ্টোফারের সহিত জলযোগ"। পর পর অনেকগুলি পাতায় দেখিলাম স্ত্রীলোক এবং বালক-বালিকার ছবি। ইহার পর কতগুলি জন্তুর ছবি, নীচে লেখা—'বালির পারে ম্যানটি', 'কচ্ছপ ও তাহার ডিম', 'মিরিটি গাছের নীচে কাল আগুটি'—এটা একটা শূকরের মত জন্তু। তাহার পর দেখিলাম দুইটি পাতা জুড়িয়া, লম্বা ঠোঁট-ওয়ালা দারুণ চেহারার কতগুলি জলচর জন্তুর ছবি। প্রফেসারকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"এগুলো নিশ্চয় সাধারণ মেছো কুমীর?"

"মেছো কুমীর !! সাউথ্ আমেরিকায় খাঁটি মেছো-কুমীর নাই বল্‌লেই চলে। কুমীরের মধ্যে প্রভেদ হচ্ছে—"

"কিন্তু কৈ? অদ্ভুত কিছু ত দেখ্‌তে পেলাম না? এতে আপনার উক্তির প্রমাণ ত পাওয়া গেল না?"

তিনি চিন্তাপূর্ণ মিষ্ট হাসিয়া বলিলেন—"দেখ, পরের পাতা উল্টাও।"

পরের পাতাটিতে দেখিলাম, পাতাটি জুড়িয়া রং দিয়া আঁকা প্রাকৃতিক দৃশ্য। ঠিক ছবি বলা যায় না—আদ্‌রা (Sketch), ইহার সাহায্যে পরে ভাল করিয়া আঁকা হইবে। হাল্‌কা সবুজ বর্ণের গাছপালা ক্রমে উপরের দিকে উঠিয়া, ঘোর লাল রং-এর উঁচু, খাড়া পাহাড়ের লাইনের সঙ্গে গিয়া মিশিয়াছে। পাহাড়গুলির গায়ে খাঁজ-কাটা; যেমন আগ্নেয় প্রস্তরে থাকে। পাহাড় প্রাচীরের মত হইয়া আড়াআড়ি ভাবে চলিয়া গিয়াছে। একস্থানে পিরামিডের মত একটি স্বতন্ত্র পাহাড়, তাহার চূড়ায় প্রকাণ্ড একটা গাছ। একটা গভীর ফাটল এই পাহাড়টিকে মূল পাহাড় হইতে পৃথক্ করিয়াছে। এই সমস্তের পশ্চাতে, গ্রীষ্ম প্রধান দেশের অনন্ত নীল আকাশ। পিরামিডাকৃতি পাহাড়টির উপরেও একেবারে কিনারা পর্য্যন্ত সবুজ গাছপালা রহিয়াছে। পরের পৃষ্ঠায় দেখিলাম, এই দৃশ্যটিই আরও নিকট হইতে আঁকা—যাহাতে সূক্ষ্মভাবে সমস্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রফেসার জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেমন দেখ্‌লে?"

আমি বলিলাম—"দৃশ্যটি কৌতুহল-প্রদ, কিন্তু ভূবিদ্যা সম্বন্ধে আমার তেমন জ্ঞান নাই, যে, এটাকে অত্যদ্ভুত কিছু বল্‌তে পারি।"

তিনি বলিলেন—"বাস্তবিকই ভারি অদ্ভুত! এটার উপমা নাই,

এটা বিশ্বাস-যোগ্য নয়। এরূপ একটা কিছু যে সম্ভব হতে পারে, তা স্বপ্নেও কেউ ভাব্‌তে পারে না। এখন পরের ছবিটা দেখ।"

আমি পাতা উল্টাইবামাত্র, বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিলাম। পাতাটি ভরা একটা অসাধারণ জানোয়ারের ছবি—এরূপ পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। এটা যেন গুলিখোরের উৎকট স্বপ্ন—বিকৃত মস্তিষ্কের কাল্পনিক দৃশ্য! জন্তুর মাথাটি মোরগের মাথার আকৃতি, শরীরটা অতিকায় টিক্‌টিকির মত, পিছনে লেজটির উপরে খাড়া খাড়া, ডগা-বাঁকান গোঁজ এবং বাঁকা পিঠটির উপরে করাতের দাঁতের মত ঝালর দেওয়া—যেন এক ডজন মোরগের ঝুঁটি পর পর বসাইয়া দিয়াছে। জন্তুটার সম্মুখে অতি ক্ষুদ্র একটি মানুষের ছবি আঁকা—মানুষটি জন্তুটার দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে।

জয়োল্লাসে হাত দুইখানি ঘষিতে ঘষিতে, প্রফেসার উৎসাহে বলিয়া উঠিলেন—"এবারে?—এটা দেখে কি মনে হয়?"

"ভীষণ সৃষ্টিছাড়া লুপ্ত জন্তু।"

"এরূপ জানোয়ার চিত্রকর কি ক'রে আঁক্‌লে?"

"আমার ত মনে হয়—গুলিখুরী কল্পনা!"

"বটে, এটাই কি তোমার সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম কৈফিয়ৎ?"

"তাহলে সার্, আপনার মত কি?"

"সুস্পষ্ট যা, তাই আমার মত—জন্তুটি এখনও জীবিত। জীবন্ত জন্তুটি দেখেই চিত্রকর এঁকেছে।"

আমি ত হাসিয়াই ফেলিতাম, কিন্তু, হঠাৎ সেই প্রথম আলাপের ধস্তাধস্তির ব্যাপারটা যেন আমার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল।

আমি বলিলাম—"তা ত বটেই।" ঠিক যেন একটি জড়-বুদ্ধি

লোককে সন্তুষ্ট করিবার জন্য, এই কথা বলিলাম। ইহার পরই বলিলাম—"কিন্তু, এই ছোট্ট মানুষের ছবিটা দেখে, আমার মাথায় গোল লেগেছে। এটা যদি ইণ্ডিয়ানের ছবি হ'তো, তবে, ধ'রে নিতাম—আমেরিকার বামন জাতীয় কোন মানুষের ছবি। কিন্তু এটা মনে হচ্ছে সাহেবের ছবি—মাথায় সান্-হ্যাট্।"

প্রফেসার ক্রুদ্ধ মহিষের মত নাসিকাধ্বনি করিলেন—"সত্যি, বাপু, তোমার সঙ্গে আর পারা যায় না। মানুষ যে এমন স্থূল-বুদ্ধি হতে পারে তা অসম্ভব ব'লে মনে কর্তাম, এখন তুমি তা সম্ভব ক'রে দিলে।"

এরূপ বেখাপ্পা লোকের উপর রাগিয়া আর লাভ কি? শুধু বৃথা শক্তি ক্ষয়। তাহা হইলে সমস্ত ক্ষণই রাগিয়া থাকিতে হইবে। আমি শুধু বিরক্তির হাসি হাসিয়া বলিলাম—"লোকটিকে নিতান্ত ছোট ব'লে মনে হয়েছিল।"

সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া, লোমশ অঙ্গুলি দিয়া ছবিতে মৃদু আঘাত করিয়া প্রফেসার গর্জ্জন করিয়া বলিলেন—"শোন! জন্তুটার পিছনে ঐ গাছটা দেখ্‌তে পাচ্ছ ত? তুমি বোধ করি ভেবেছিলে, ওটা ড্যান্‌ডিলিয়ন্ ফুলের গাছ টাছ হবে—না? কিন্তু ওটা হচ্ছে 'আইভরি পাম,' প্রায় ৫০৷৬০ ফুট উঁচু হয়। বুঝ্‌তে পারছ না—লোকটিকে একটা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এঁকেছে? ঐ ভীষণ জন্তুর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে আর বাঁচ্‌তে হ'তো না—উচ্চতার একটা আভাস দেবার জন্য, চিত্রকর তার নিজের ছবিই ওখানে বসিয়ে দিয়েছে। ধ'রে নেওয়া যাক্, যে, চিত্রকর পাঁচ ফুটের বেশী উঁচু ছিল—গাছটা তার চাইতে দশ গুণ উঁচু।"

আমি চেঁচাইয়া উঠিলাম—"বলেন কি? তাহলে আপনি মনে করেন, যে, জন্তুটা ছিল—বাপ্‌রে বাপ্‌! চেয়ারিং ক্রস্ ষ্টেসনেও ত বোধ হয় তার থাক্‌বার জায়গা কুলাতো না!!"

প্রফেসার সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"হাঁ, বেশ বড় গোছেরই ছিল, এটা ঠিক, আর এটা একটুও বাড়িয়ে বলা হবে না।"

স্কেচ্‌ বুকে আর কোন ছবি ছিল না। তখন আমি বলিলাম—"কিন্তু, মানুষের সমস্ত অভিজ্ঞতা একটা ছবি দেখে উড়িয়ে দেওয়া চলে না—হয়ত বা সেই আমেরিকান্ চিত্রকর নেশা ক'রে কিংবা জ্বরবিকারের ঝোঁকে, অথবা খেয়াল-প্রসূত কল্পনার তৃপ্তির জন্য ঐ ছবি এঁকেছিল। আপনি নিজে এত বড় বৈজ্ঞানিক, আপনি কখনও এরূপ ব্যাপার মান্‌তে পারেন না।"

ইহার উত্তরে প্রফেসার্ শেল্‌ফ্‌ হইতে একখানা পুস্তক টানিয়া বাহির করিলেন।

"আমার গুণবান্ বন্ধু 'রে ল্যাঙ্কেষ্টার' এই সুন্দর প্রবন্ধটি লিখেছেন। এতে একটা ছবি আছে, যাতে তোমার মনোযোগ আকর্ষণ কর্‌বে। এই যে পেয়েছি। ছবিটার তলায় বর্ণনা আছে—সেকালের অতিকায় জন্তু 'ষ্টিগোসরাস্'। এর পিছনের পা খানাই পূর্ণবয়স্ক মানুষের সমান উঁচু। এখন, এসম্বন্ধে তোমার বক্তব্য কি?"

তিনি খোলা পুস্তকখানা আমার হাতে দিলেন। ছবিটার দিকে চাহিয়াই আমি চম্‌কাইয়া উঠিলাম। অজ্ঞাত-জগতের এই পুনর্গঠিত জন্তুটির সঙ্গে, সেই অজ্ঞাত-কুল-শীল চিত্রকরের আঁকা ছবিটির অত্যন্ত সাদৃশ্য আছে। তখন আমি বলিলাম—"এটা নিশ্চয়ই খুব আশ্চর্য্যের বিষয়।"

"কিন্তু, তবু তুমি মান্‌তে চাও না, যে, এটাই শেষ প্রমাণ ?"

"এটা ত ঘটনার ঐক্য বলেও ধরা যেতে পারে ? কিংবা সেই আমেরিকান্ চিত্রকর হয়ত, ঠিক এই রকম একটা ছবি দেখে, মনে করে রেখেছিল। বিকারের অবস্থায় মানুষের মনে সেটা জেগে উঠা বিচিত্র নয়।"

প্রফেসার যেন আমাকে উৎসাহ দিবার জন্য বলিলেন—"আচ্ছা, বেশ। তাহলে, এটা না হয় এখানেই চাপা থাক্। তাহলে, এই হাড়খানা একবার ভাল ক'রে দেখ।" এই বলিয়া, মৃত চিত্রকরের জিনিসের মধ্যে যে হাড়খানা পাওয়া গিয়াছিল, বলিয়াছিলেন—তাহা আমার হাতে দিলেন। হাড় খানা প্রায় ছয় ইঞ্চি লম্বা এবং প্রায় আমার বুড়া আঙ্গুলের মত মোটা। তাহার একটা মাথায় একটু উপাস্থিরও (cartilage) চিহ্ন ছিল।

প্রফেসার জিজ্ঞাসা করিলেন—"এটা তোমার জানা কোন্ জন্তুর হাড় ব'লে মনে হয় ?"

আমি বলিলাম—"এটা ত মানুষেরই মোটা কণ্ঠাস্থি (collar bone) ব'লে মনে হয়।"

বিরক্তি ও ঘৃণার সহিত ঘাড় নাড়িয়া তিনি বলিলেন—"মানুষের কণ্ঠাস্থি বাঁকা। এটা হচ্ছে সোজা। এটার গায়ে খাঁজ কাটা রয়েছে, তাতে মনে হয়—ওখানে একটা শিরা (tendon) খেল্‌ত। কণ্ঠাস্থি হলে, ও খাঁজটা থাক্‌ত না।"

"তাহলে, আমি স্বীকার করছি, যে, এটা কি তা জানিনা।"

"তাতে তোমার লজ্জিত হবার কোন কারণ নাই। কারণ, আমার মনে হয় না, যে সাউথ্ কেন্‌সিংটনের কোন পণ্ডিত এটার নাম বল্‌তে

পার্‌বেন।” তিনি আর একখানা ছোট হাড় বাহির করিয়া বলিলেন—“আমার মতে মানুষের ছোট্ট হাড়খানা, তোমার হাতের ঐ হাড়টির অনুরূপ। তাতেই তুমি কতকটা ধারণা কর্‌তে পার্‌বে, ঐ জন্তুটা কত বড় ছিল। ঐ উপাস্থিটুকু দেখে এটাও বুঝ্‌তে পার্‌বে, যে, তোমার হাতের হাড়খানা সে কালের শিলীভূত (fossilized) হাড়ের নমুনা নয়—একালের নূতন হাড়। এখন তোমার বক্তব্য কি আছে।”

“আমার মনে হয়, হাতীর মধ্যে—”

“থাক্ থাক্—ও কথা বলোনা—সাউথ আমেরিকার ব্যাপারে হাতীর কথা বলো না। আজ কালকার স্কুলের কোন ছাত্রও——”

আমি বাধা দিয়া বলিলাম—“সাউথ আমেরিকার কোন বড় জন্তু —যেমন টেপির।”

“আমার কাজ সম্বন্ধে আমার জ্ঞান যথেষ্ট আছে, সেটা জেনে রেখো, বাপু! টেপির কিংবা জীবতত্ত্বের জ্ঞাত অন্য কোন জন্তুর হাড় ব’লে এটাকে ধারণা করা যায় না। এটা হচ্ছে, কোন অতিকায়, অতিবল, ভীষণ জন্তুর হাড়—যার বংশ এখনও জীবিত কিন্তু সন্ধান অজ্ঞাত—যার আকার কেবল অন্য জীবের সঙ্গে তুলনা দ্বারাই অনুমান করা যায়। এখনও তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না?”

“অন্ততঃ এ কথা বল্‌তে পারি, যে, আমার মনে খুবই কৌতূহল হয়েছে।”

“তাহলে তোমার সম্বন্ধে এখনও আশা আছে। আমি অনুভব কর্‌ছি, তোমার মধ্যে কোথাও বুদ্ধি বিবেচনা লুকিয়ে আছে—একটু হাতড়ে খুঁজে বা’র কর্‌তে হবে। এখন তাহলে, মৃত আমেরিকানের

কথা রেখে, আমার কাহিনী বল্‌ছি। এই বিষয়টা ভাল ক'রে তলিয়ে না দেখে, আমি কিছুতেই চ'লে আস্‌তে পার্‌তাম না—এটা নিশ্চয়ই বুঝ্‌তে পার। ঐ পর্য্যটক চিত্রকর যে দিক্ থেকে এসেছিল, তার চিহ্ন পাওয়া গেল। এ বিষয় ইণ্ডিয়ান্‌দের কিংবদন্তিই শুধু আমার পক্ষে যথেষ্ট পথপ্রদর্শক হতো, কারণ, আমি জান্‌তে পেরেছিলাম—নদীর উপকূল-বাসী সমস্ত জাতির মধ্যেই একটা অজানা এবং অদ্ভুত দেশের সম্বন্ধে গুজব আছে। নিশ্চয়ই তুমি 'কুরুপুরি' সম্বন্ধে কিছু শুনেছ?"

"কখনও শুনিনি।"

"কুরুপুরি হচ্ছে বনের ভূত। অতি সাংঘাতিক এবং অনিষ্টকারী অপদেবতা—একে এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। এর স্বভাব সম্বন্ধে কেউ কিছু বল্‌তে পারে না, কিন্তু, এর নাম শুন্‌লেই আমাজন্ নদীর তীরবাসী সকলে দারুণ ভয় পায়। এখন, এই কুরুপুরি কোন্ দিকে বাস করে, সে সম্বন্ধে সকল জাতিরই এক মত—সেই দিক্ থেকেই আমেরিকান্ চিত্রকর এসেছিল। ঐ পথে ভীষণ মারাত্মক একটা কিছু আছে—সেটার সন্ধান করাই হলো তখন আমার কাজ।"

"আপনি তখন কি কর্‌লেন?" ততক্ষণে আমার মনের চপলতা সব দূর হইয়াছে। এই বিশাল মানুষটি আমার মনোযোগ, শ্রদ্ধাভক্তি সমস্তই আকর্ষণ করিয়া লইলেন।

"আমি সেই লোকদের ভয়, অনিচ্ছা সব দূর করে ফেল্‌লাম—সহজ অনিচ্ছা নয়, ও বিষয় নিয়ে আলাপ কর্‌তেও তাদের দারুণ অনিচ্ছা। কত রকমে বুঝিয়ে, বক্‌সিস্ কবুল ক'রে, কতকটা আবার জবরদস্তি ক'রে নিয়ে যাব ব'লে ভয় দেখিয়ে—তবে দুজন লোক

পেলাম, তারা পথ দেখিয়ে দিতে রাজি হলো। পথে নানা রকম ঘটনাদির পর—সে সব বল্‌বার কিছু দরকার নাই—এবং কতদূর পর্য্যন্ত যেতে হয়েছিল কিংবা কোন্ দিকে গিয়েছিলাম, সে সব কথাও এখন স্থগিত রইল—অবশেষে আমরা এমন একটা জায়গায় গিয়ে উপস্থিত হলাম, যার কথা কোন দিন শোনা যায়নি, যেখানে আমার পূর্ব্ববর্ত্তী সেই হতভাগ্য চিত্রকরটি ভিন্ন, অন্য কেউ কোন দিন পদার্পণও করে নাই। তুমি এটা একবার দেখ্‌বে ?"

একখানা ক্যাবিনেট্ সাইজের ফটোগ্রাফ্ তিনি আমার হাতে দিয়া বলিলেন—"ছবিটা তেমন সন্তোষজনক হয় নি, কারণ, নদী দিয়ে ফিরে আস্‌বার সময়, নৌকাটা উল্টে গিয়ে ছবির প্লেটের বাক্সটা ভেঙ্গে গিয়েছিল। যে কটা প্লেট বাঁচাতে পেরেছিলাম, তারই একটা থেকে এই ছবিটি ছাপান হয়েছে। ফটোখানা খারাপ হওয়ার কৈফিয়ৎ দিলাম, আশা করি তুমি বিশ্বাস কর্‌বে। এটা জাল ফটো ব'লে কথা উঠেছিল—এ বিষয় নিয়ে আমি তর্ক কর্‌তে ইচ্ছুক নই।"

ফটোগ্রাফ্‌টা বাস্তবিকই অত্যন্ত অস্পষ্ট! বিরোধী সমালোচক সহজেই ইচ্ছানুযায়ী অর্থ করিবে। ময়লা ধূসর রংএর একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য! ক্রমে যখন আমি ইহার সূক্ষ্ম অংশগুলি দেখিতে পাইলাম তখন বুঝিতে পারিলাম—লম্বা এবং ভীষণ উঁচু একটি খাড়া পাহাড়ের লাইন চলিয়াছে—ঠিক দেখায়, যেন, বহু দূরস্থ প্রকাণ্ড বড় একটা জলপ্রপাতের মত তাহার সম্মুখে ঢালু, বৃক্ষপূর্ণ জমি।

আমি বলিলাম—"আমার বিশ্বাস, চিত্রকর তার ছবিতে যে জায়গাটি এঁকেছে, এটা ঠিক সেই জায়গা।"

প্রফেসার উত্তর করিলেন—"হাঁ, এটা সেই জায়গাই বটে। আমি

এখানে সেই লোকটির বাসের চিহ্নও দেখ্‌তে পেয়েছিলাম! এখন, তাহলে, এই ফটোটা দেখ।"

এটাও সেই দৃশ্যেরই ফটোগ্রাফ—আরো নিকট হইতে তোলা। অবশ্য এটাতেও অনেক দোষ ছিল, তবু, ঐ স্বতন্ত্র এবং বৃক্ষপূর্ণ পর্ব্বত শৃঙ্গটি স্পষ্টই দেখিতে পাইলাম।

তখন বলিলাম—"এ সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।"

প্রফেসার বলিলেন—"বেশ, বেশ—এতে অনেকটা লাভ হলো। আমরা বেশ অগ্রসর হচ্ছি—না? এখন, তাহলে, পর্ব্বত শৃঙ্গটির দিকে তাকাও। ওখানে কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছ কি?"

"প্রকাণ্ড বড় একটা গাছ দেখ্‌তে পাচ্ছি।"

"কিন্তু গাছের উপরে কি দেখ্‌ছ?"

আমি বললাম—"খুব বড় একটা পাখী।"

প্রফেসার আমার হাতে একটা লেন্স্‌ দিলেন, তাহার ভিতর দিয়া দেখিয়া বলিলাম—"হাঁ, প্রকাণ্ড একটা পাখী গাছের উপরে ব'সে রয়েছে। এটার ঠোঁটটা যেন খুব লম্বা। বোধ করি একটা 'পেলিকান্‌'।"

প্রফেসার বলিলেন—"আমি তোমার দৃষ্টির সুখ্যাতি করতে পারি না। এটা পেলিকান্‌ নয়; সত্যি কথা বল্‌তে গেলে, এটা পাখীই নয়। শুন্‌লে তোমার কৌতূহল হবে—আমি এটাকে গুলি ক'রে মেরেও ছিলাম। আমার অভিজ্ঞতার এই একটি মাত্র অকাট্য প্রমাণ, আমি আন্‌তে পেরেছিলাম।"

"তাহলে, সেটা আপনার কাছে আছে?" ভাবিলাম, অবশেষে একটা স্পষ্ট প্রত্যয়-যোগ্য প্রমাণ পাওয়া গেল।

প্রফেসার বলিলেন—"আমার কাছে ছিল, কিন্তু, সেই নৌকার দুর্ঘটনায় আমার জিনিসপত্র এবং ফটোগ্রাফগুলি নষ্ট হবার সঙ্গে—দুর্ভাগ্যবশতঃ ওটাও হারিয়ে গিয়েছিল। জলের পাকে প'ড়ে ওটা যখন ডুবে যাচ্ছিল, তখন আমি সেটাকে আঁক্‌ড়ে ধরেছিলাম, তার পাখার একটু অংশ শুধু আমার হাতে রয়ে যায়। স্রোতের টানে যখন আমাকে তীরে এনে ফেল্‌লে, তখন আমার জ্ঞান ছিল না, সেই বহুমূল্য নমুনার সামান্য একটু টুক্‌রো তখনও আমার হাতে ছিল—সেটাই তোমাকে এখন দেখাব!"

টেবিলের একটা ড্রয়ার হইতে তিনি যে জিনিস বাহির করিলেন, তাহা দেখিয়া মনে হইল—প্রকাণ্ড বাদুড়ের ডানার উপর দিকের খানিক অংশ। অন্ততঃ দুই ফুট লম্বা, বাঁকা একখানা হাড়, তাহার নীচে ঝিল্লীর (membrane) পর্দ্দা।

আমার ধারণানুযায়ী বলিলাম—"এটা একটা বিশাল বাদুড়!"

প্রফেসার রুক্ষ ভাবে বলিলেন—"মোটেই না। শিক্ষিত এবং বৈজ্ঞানিক বেষ্টনের মধ্যে বাস কর্‌ছি, আমি ত ধারণাই কর্‌তে পারি না, যে, প্রাণিবিজ্ঞানের প্রাথমিক তত্ত্বগুলি পর্য্যন্ত লোকে জানেনা! এটা কি সম্ভব, যে, তুলনা-মূলক অস্থিবিদ্যার মৌলিক সত্যটি পর্য্যন্ত তুমি জাননা—পাখীর পাখাটা যে প্রকৃতপক্ষে তার সাম্‌নের হাত, আর বাদুড়ের পাখায় যে ফাঁক ফাঁক তিনটা আঙ্গুলের মত আর তার মাঝে ঝিল্লী দেওয়া—তাও জাননা? উপস্থিত ক্ষেত্রে এই হাড়খানা সাম্‌নের হাত হতে পারে না। তুমি নিজেই দেখ, এতে একখানা ঝিল্লী একটি মাত্র হাড়ের উপর ঝুল্‌ছে—সুতরাং, এটা কিছুতেই

বাদুড়ের হতে পারে না। কিন্তু, এটা যদি পাখীও নয় বাদুড়ও নয়—তবে এটা কি?"

আমার জ্ঞানের ক্ষুদ্র পুঁজি নিঃশেষ হইয়াছে, বলিলাম—"আমি সত্যি জানি না।"

তিনি তখন রে ল্যাঙ্কেষ্টারের সেই পুস্তকখানা খুলিয়া, একটা উড্ডীয়মান অসাধারণ জন্তুর ছবি দেখাইয়া বলিলেন—"এই দেখ, সেকালের জুরাসিক্ যুগের উড্ডীয়মান সরীসৃপ-জাতীয় জন্তু "টেরোড্যাকটিলের" একটা অতি সুন্দর পুনর্গঠিত নমুনা। পরের পাতাটিতে দেখ—এটার পাখার কল কৌশলের একটা নক্সা দেওয়া আছে। তোমার হাতের নমুনাটার সঙ্গে ওটা একবার মিলিয়ে দেখ।"

দেখিবামাত্র আমার সমস্ত শরীরের উপর দিয়া যেন মহা বিস্ময়ের একটা ঢেউ খেলিয়া গেল। আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল। আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই পুঞ্জীভূত প্রমাণ আমাকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিল। ঐ ফটোগ্রাফগুলি, প্রফেসারের কাহিনী এবং বাস্তব নিদর্শনটি—প্রমাণ একেবারে পূর্ণ। আমি সে কথা বলিলাম এবং খুবই আগ্রহের সঙ্গে বলিলাম। কারণ, আমার মনে হইল, যে, বাস্তবিকই প্রফেসারের উপরে নিতান্ত অবিচার করা হইয়াছে। চেয়ারে হেলান দিয়া, অর্দ্ধমুদ্রিত চক্ষে আনন্দের হাসি হাসিতে হাসিতে, তিনি এই আকস্মিক সমর্থনের আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন।

আমার প্রবল উৎসাহ জাগিয়া উঠিল, যদিও সেটা বৈজ্ঞানিকের উৎসাহ নহে—সাংবাদিকের। তখন বলিলাম—"এত বড় একটা

ব্যাপারের কথা পূর্ব্বে কখন শুনিনি! একেবারে বিরাট ব্যাপার। আপনি বিজ্ঞান জগতের কলাম্বাস্—আপনি একটি অজ্ঞাত জগৎ আবিষ্কার করেছেন। পূর্ব্বে আপনাকে যে একটু সন্দেহ করেছিলাম, সেজন্য নিতান্ত দুঃখিত আছি। বিষয়টা আগাগোড়াই অভাবনীয়। কিন্তু, প্রকৃত প্রমাণটি আমি দেখলেই বুঝ্‌তে পারি—এ প্রমাণ যে কোন লোকের পক্ষে যথেষ্ট।”

প্রফেসারের মুখে পূর্ণ তৃপ্তির আভাস ফুটিয়া উঠিল।

“তারপর, সার্, আপনি তারপর কি কর্‌লেন?”

“সেটা ছিল বর্ষাকাল, মিষ্টার ম্যালোন্, আমার খাদ্য-সামগ্রীও প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। এই বিরাট পর্ব্বতশ্রেণীর কোথাও এমন একটি স্থান দেখ্‌তে পেলাম না, যেখান দিয়ে উপরে উঠা যায়। ঐ পিরামিডের মত স্বতন্ত্র পাহাড়টি—যেটার উপরে টেরোড্যাক্‌টিল্‌টাকে দেখ্‌তে পেয়ে গুলি ক’রে মেরেছিলাম—দেখে মনে হলো, যেন, তার উপরে উঠ্‌তে পারা যাবে। পাহাড়ে-চড়া আমার একটু অভ্যাস ছিল, আমি কোন রকমে সেটার অর্দ্ধেকটা পর্য্যন্ত উঠ্‌তে পারলাম। সেখান থেকে পাহাড়ের চূড়ার অধিত্যকা (plateau) আরো ভাল ক’রে দেখ্‌তে পাওয়া গেল। অধিত্যকাটি খুব বড় বলেই মনে হ’লো। পূব, পশ্চিম কোন দিকেই সবুজ চূড়া বিশিষ্ট পাহাড়ের অন্ত নাই। নীচের দিকে চেয়ে দেখ্‌লাম, জলাভূমি এবং বন জঙ্গলপূর্ণ স্থান—নানা রকমের কীট পতঙ্গ, সাপ এবং ম্যালেরিয়ার আড্ডা। এটাই হলো সেই অদ্ভুত দেশের আত্মরক্ষার স্বাভাবিক ব্যবস্থা।”

“আর কোন জীবিত প্রাণীর চিহ্ন দেখ্‌তে পেয়েছিলেন কি?”

“না, তা পাইনি, কিন্তু, পাহাড়ের নীচে তাঁবু খাটিয়ে যখন আমরা

সপ্তাহ খানেক ছিলাম, তখন উপরে, অদ্ভুত রকম কোলাহল শুন্‌তে পাওয়া গিয়েছিল।”

“কিন্তু, আমেরিকান্ যে সেই জন্তুটা এঁকেছিল, সেটা কি ক’রে আঁকল ?”

“এ সম্বন্ধে আমরা শুধু এই ভেবে নিতে পারি, যে, সে ব্যক্তি চূড়া পর্য্যন্ত উঠ্‌তে পেরেছিল। তা হলেই জানা গেল, উপরে উঠ্‌বার একটা পথ আছে। আর এটাও জান্‌তে পারা যায়, যে, সে পথ ভারি দুর্গম ; তা না হ’লে, পাহাড়ের জীব জন্তু সব এসে চার্‌দিকে ছড়িয়ে পড়্‌ত। এটা ত বেশ পরিষ্কারই বুঝ্‌তে পারা যায় ?”

“কিন্তু, ঐ সব জানোয়ার সেখানে এলো কোথা থেকে ?”

প্রফেসার বলিলেন—“এ সমস্যাটা যে খুবই জটিল, তা মনে হয় না। এ সম্বন্ধে কেবল একটি কৈফিয়ৎ আছে। আমেরিকা গ্রেনাইট্ পাথরের দেশ, এটা বোধ করি শুনে থাক্‌বে। ভিতরের এই স্থানটি বহু-পূর্ব্ব-যুগে, অগ্ন্যুৎপাতিক বিপর্য্যয়ে বোধ করি হঠাৎ ফুলে উঠেছিল ! এই পর্ব্বত-ব্যাসল্‌টিক্ (কৃষ্ণবর্ণ আগ্নেয় পাথর) সুতরাং প্লুটনিক্ যুগের সমস্ত সাসেক্স্ দেশের মত বড় একটা স্থানকে, তার জীবজন্তু গাছপালা সমস্ত শুদ্ধ উপরের দিকে ঠেলে তুলেছে এবং তার চার্‌দিকে একেবারে খাড়া পর্ব্বতের সৃষ্টি করেছে। এই সকল পাহাড়ের গা এম্‌নি শক্ত, যে, এই মহাদেশের অন্য অংশের মত ইহার ক্ষয় হয় না। তার ফল কি হয়েছে ? ফল এই হয়েছে, যে, এখানে প্রকৃতির সাধারণ নিয়মের কার্য্যগুলি থেমে গিয়েছে। পৃথিবী জুড়ে বেঁচে থাক্‌বার যে একটা প্রাণপণ চেষ্টা বর্ত্তমান রয়েছে, নানা রকম বাধা বিঘ্ন এসে তার উপর প্রভাব বিস্তার করে, কিন্তু এখানে সে প্রভাব নষ্ট হয়ে গিয়েছে

কিংবা তার পরিবর্ত্তন ঘটেছে। অন্য অবস্থায় যে সব জন্তু লোপ পেয়ে যেতো, সে সব জন্তু এখানে জীবিত। খেয়াল করো—টেরোড্যাক্‌টিল এবং ষ্টিগোসরাস্, দুটোই জুরাসিক যুগের—বহু কালের জানোয়ার। এই অদ্ভুত আকস্মিক প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের ফলেই তারা ধ্বংস থেকে রক্ষা পেয়েছে।"

"আপনার এই প্রমাণ একেবারে চূড়ান্ত। এখন এগুলি কর্ত্তৃপক্ষদের সাম্‌নে উপস্থিত কর্‌লেই হয়।"

প্রফেসার কর্কশ ভাবে বলিলেন—"আমার বেকুবি, আমিও তাই ভেবেছিলাম। তোমাকে এই মাত্র বল্‌তে পারি, যে, কার্য্যতঃ তা হয়নি। প্রতি পদে আমি অজ্ঞানতা এবং ঈর্ষা-প্রসূত অবিশ্বাস দ্বারাই অভিনন্দিত হয়েছিলাম। আমার কথায় বিশ্বাস না কর্‌লে, কাউকে খোসামোদ করা কিংবা ধ্রুব-সত্য বিষয় প্রমাণ কর্‌বার কোন রকম চেষ্টা করা—আমার স্বভাব বিরুদ্ধ। প্রথম চেষ্টার পর, এই সব স্পষ্ট প্রমাণ আর কাউকে দেখাতে রাজি হইনি। এই বিষয়টাই আমার কাছে দারুণ ঘৃণার বিষয় হয়ে দাঁড়াল—এ সম্বন্ধে আর আমি কোন কথাও বল্‌তাম না। তোমার মত রিপোর্টারের দল যখন আমাকে বিরক্ত কর্‌তে আস্‌ত তখন আমি পদোচিত গাম্ভীর্য্য রক্ষা ক'রে, সংযতভাবে তাদের সঙ্গে কথা বল্‌তে পার্‌তাম না। আমি স্বীকার কর্‌ছি, স্বভাবতঃ আমার প্রকৃতি একটু উগ্র, এবং উত্তেজনা বশে আমি বীভৎস কাণ্ডও ক'রে ফেলি। তুমিও সেটা লক্ষ্য করেছ।"

আমি চক্ষুতে হাত বুলাইতে লাগিলাম, কোন কথা বলিলাম না।

আমার স্ত্রী এসব বিষয় নিয়ে কত সময় আমাকে তিরস্কার করেছেন, কিন্তু আমার মনে হয়, যার একটু আত্মসম্মান বোধ আছে,

সে-ই ঠিক আমার মত অনুভব কর্‌বে। আজ রাত্রে, আমি ঠিক করেছি, মনোবৃত্তির উপর ইচ্ছাশক্তির চরম প্রাধান্যের দৃষ্টান্ত দেখাব। তোমাকে সেখানে উপস্থিত থাকবার জন্য, নিমন্ত্রণ কর্‌ছি।” দেরাজের ভিতর হইতে একখানা কার্ড বাহির করিয়া, তিনি আমার হাতে দিলেন। তারপর বলিলেন—“এতে দেখ্‌তে পাবে, প্রসিদ্ধ প্রাণিতত্ত্ববিৎ মিষ্টার পার্সিভাল্ ওয়াল্‌ড্রন্, আজ রাত্রে সাড়ে আটটার সময়, জুওলজিক্যাল্ ইন্‌ষ্টিটিউট্ হলে ‘যুগইতিহাস’ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবেন। বক্তৃতামঞ্চে উপস্থিত থাক্‌বার জন্য এবং বক্তাকে ধন্যবাদ দেবার জন্য, আমাকে বিশেষ ভাবে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। ভেবেছি, এই প্রসঙ্গে, খুব কৌশলে এবং মোলায়েম ক’রে, কতকগুলি মন্তব্য প্রকাশ কর্‌ব। তাতে শ্রোতাদের কৌতূহল হতে পারে এবং হয়ত কেউ কেউ এ বিষয়টা আরো গভীর ভাবে তলিয়ে দেখ্‌বার জন্য ইচ্ছুক হবে। এর মধ্যে ঝগ্‌ড়া ঝাটির নাম গন্ধও থাক্‌বে না—বুঝলে? শুধু একটু আভাস থাক্‌বে, যে, এ ছাড়া গভীরতর সমস্যা আছে। আমি খুব সংযত হয়েই থাক্‌ব—দেখ্‌ব, এই আত্মসংযমের দ্বারা সুফল পাওয়া যায় কি-না।”

আমি উৎসুক হইয়া জিজ্ঞসা করিলাম—“আমিও এ মিটিংএ আসতে পারি কি?”

তিনি অন্তরের সহিত বলিলেন—“হাঁ, নিশ্চয় পার।” তাঁহার আচরণ বিরাট এবং উদারতাপূর্ণ, তাঁহার উগ্রতার মতই ইহা অভিভূত করে। তাঁহার প্রীতিপূর্ণ হাসি একটা অদ্ভুত জিনিস—তখন তাঁহার চক্ষুদুটি প্রায় বুজিয়া যায়, গালদুটি হঠাৎ টক্‌টকে লাল হইয়া উঠে।—“হাঁ, নিশ্চয় তুমি আস্‌বে। বক্তৃতাগৃহে আমার একজন বন্ধু আছে,

এটা জেনেও আমার মনে সুখ হবে—সে লোক এ বিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞ হলেও, তাতে কিছু আসে যায় না। শ্রোতার সংখ্যার সীমা থাক্‌বেনা সেটা বেশ ধারণা কর্‌তে পারি, কারণ ওয়ালড্রন্ দারুণ ভণ্ড হলেও, তাঁর অনুরক্ত ভক্ত আছে বিস্তর। তাহলে, মিষ্টার ম্যালোন্, তোমাকে আমি যতটা ভেবেছিলাম, তার চাইতে বেশী সময় দিয়েছি। যে সময় জগতের কাজে নিযুক্ত, সেটাকে একজনে নিজস্ব ক'রে নিলে চলবে কেন? আজ রাত্রে তোমাকে বক্তৃতায় দেখ্‌তে পেলে খুসী হব। মনে রেখো, তোমাকে যেসব মাল মশলা দিলাম, তা কিন্তু সর্ব্বসাধারণে প্রচার কর্‌তে পার্‌বেনা।"

"তাত বুঝ্‌লাম, কিন্তু আমাদের পত্রিকার সম্পাদক মিষ্টার ম্যাক্‌আর্ডল যে গেলেই জিজ্ঞাসা কর্‌বেন—আমি কি কর্‌লাম।"

"তাঁকে তুমি যা ভাল বোঝ, বলো। তবে এটাও বলো, যে তিনি যদি আর কাউকে পাঠিয়ে আমাকে জ্বালাতন করেন, তবে চাবুক নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌তে যাব। কিন্তু আমাদের আসল কথাবার্ত্তা যেন কাগজে কলমে না বেরোয়—এ বিষয়ে তোমার বিবেচনার উপর নির্ভর কর্‌লাম। তাহলে, মনে রেখো—রাত্রে সাড়ে আটটার সময়, জুওল-জিক্যাল্ ইন্‌ষ্টিটিউটের বাড়ী।" এই বলিয়া, তিনি আমাকে ঘর হইতে বাহির হইবার জন্য সঙ্কেত করিলেন—বিদায় কালে আবার চক্ষে পড়িল, তাঁহার লাল গাল, ঢেউ খেলান কাল দাড়ি এবং সেই অসহ্য দৃষ্টি।

———

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রফেসার চ্যালেঞ্জারের সহিত প্রথম সাক্ষাতের শারীরিক উত্তেজনা এবং দ্বিতীয়বার সাক্ষাতের মানসিক উত্তেজনা—উভয় ব্যাপারে বিচলিত হইয়া, এন্‌মোর পার্কে পুনরায় আসিলাম। আমার অবসন্ন মস্তিষ্কে একটি মাত্র চিন্তা ধুক্ ধুক্ করিতেছিল—লোকটির কাহিনীর মধ্যে সত্য আছে, ইহার পরিণাম বিরাট এবং অনুমতি পাইলে পর, আমাদের পত্রিকার জন্য খোরাকও হইবে অপর্য্যাপ্ত। একটা ট্যাক্সি করিয়া আমি অফিসে গিয়া উপস্থিত হইলাম—দেখিলাম, ম্যাক্ আর্ডল যথাস্থানে বসিয়া রহিয়াছেন।

মহা উৎসুক হইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন—"কিহে, ব্যাপার কি? আমার মনে হচ্ছে, বাপু, তুমি যেন যুদ্ধ ক'রে এসেছ—ধস্তাধস্তি ব্যাপার কিছু হয়নি ত?"

"প্রথমে আমাদের মধ্যে একটু মতভেদ হয়েছিল বটে, কিন্তু পরে সব ঠিক হয়ে গিয়েছিল—অনেক কথাবার্ত্তা হলো। কিন্তু বিশেষ কিছু জান্‌তে পারলাম না—কাগজে ছাপ্‌বার মত কিছু নাই!"

"তা ঠিক বল্‌তে পারি না। অন্ততঃ চোখে কাল্‌শিরা নিয়ে ফিরেছ দেখ্‌ছি—সেটাই ত ছাপ্‌বার মত। না, মিষ্টার ম্যালোন্, এরকম গুণ্ডামি ত আর বরদাস্ত হয় না। লোকটাকে শায়েস্তা কর্‌তে হবে। কালই তার সম্বন্ধে এমন কিছু লিখ্‌বে যাতে জ্বলে পুড়ে মরে। একটু মাল মশলা দাও, বেটাকে জন্মের মত দাগী ক'রে ছেড়ে দেব। 'প্রফেসার মংকাউজেন্'—এ শিরোনামটা কেমন হবে?

সার্ জন্ ম্যান্ডেভিলি রেডিভাইভাস্—ক্যাগ্লিয়স্ট্রো—এই সব ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ভণ্ড গুণ্ডাদের কারো নাম দিলেও হয়। বেটা কত বড় ভণ্ড আমি সেটা প্রকাশ না ক'রে ছাড়্ব না।"

"কিন্তু, সার্, আমি হ'লে তা করি না।"

"কেন কর না ?"

"কারণ, তিনি মোটেই ভণ্ড নন্।"

ম্যাক্ আর্ডল্ গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—"কি, তুমিও তাহলে বল্তে চাও, যে, তার এই গুলিখুরী ম্যামথ্, ম্যাস্টোডন্ আর বিশাল সামুদ্রিক সাপের কথা বিশ্বাস কর ?"

"তা, সে সম্বন্ধে কিছু বল্তে পারিনা। আমার মনে হয় না, তিনি ও রকম কিছু দাবী করেন। কিন্তু, এটা বেশ জানি, তাঁর নূতন বিষয় কিছু বল্বার আছে।"

"তাহলে, দোহাই ভগবানের, তাই লিখে দাও, বাপু।"

"আমার ত খুবই ইচ্ছা, কিন্তু আমি যা জানি, সে সব তিনি আমাকে গোপনে বলেছেন, এবং সর্ত্ত ক'রে নিয়েছেন, যে, আমি তা প্রকাশ কর্ব না।" এই বলিয়া, অতি সংক্ষেপে আমি প্রফেসারের কাহিনী সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিলাম।—"এই ত হলো ব্যাপার।"

মনে হইল, যেন, তিনি কিছুই বিশ্বাস করিলেন না।

অবশেষে তিনি বলিলেন—"তাহলে, মিষ্টার ম্যালোন্, আজ রাত্রের এই বৈজ্ঞানিক সভা সম্বন্ধে, ওটা ত আর গোপন নয় ? আমার মনে হয়না, যে, কোন কাগজে ওটার রিপোর্ট বেরোবে, কারণ, ইতিপূর্ব্বেই ওয়াল্ড্রন সম্বন্ধে ডজন খানেক রিপোর্ট বেরিয়েছে, এবং চ্যালেঞ্জার যে এ সভায় কিছু বল্বেন, সে কথাও কেউ জানে না।

বরাতে থাক্‌লে, পত্রিকার জন্য হয়ত একটা খবরের মত খবরও পেয়ে যেতে পারি। তুমি ত সেখানে যাচ্ছই, একটা সুন্দর রিপোর্ট লিখে দিও। আমি সেটার জন্য রাত বারটা পর্য্যন্ত পত্রিকায় জায়গা রাখ্‌ব।"

সারাদিন মহা ব্যস্ত ছিলাম, রাত্রে স্যাভেজ্ ক্লাবে বন্ধু হেন্‌রীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেলাম। তাঁহাকে প্রফেসারের ব্যাপার সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিলাম। শুষ্ক মুখে অবিশ্বাসের হাসি লইয়া তিনি শুনিলেন। প্রফেসার প্রমাণ দ্বারা আমার মনে বিশ্বাস জন্মাইয়াছেন শুনিয়া, তিনি উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন।

"আরে ভাই, এ রকম ঘটনা বাস্তব জীবনে প্রায় হয়না! লোকে হঠাৎ একটা কিছু বিরাট আবিষ্কার ক'রে, তার প্রমাণ হারিয়ে ফেলে না। এ সব ঔপন্যাসিকের পক্ষেই শোভা পায়। চিড়িয়াখানার বানরের মত, লোকটার চালাকির অন্ত নাই। এ সব একেবারে ফাঁকি।"

"কিন্তু, আমেরিকান চিত্রকর?"

"তার অস্তিত্বই কোন দিন ছিল না।"

"আমি তার স্কেচ্ বুক্ দেখেছি।"

"ওটা চ্যালেঞ্জারের স্কেচ্ বুক্।"

"তুমি মনে কর, তিনিই ঐ জন্তুটা এঁকেছিলেন?"

"নিশ্চয় তিনি এঁকেছিলেন। আর কে আঁক্‌বে?"

"আচ্ছা, তাহলে, সেই ফটোগুলো?"

"ফটোগ্রাফে ত কিছু ছিল না। তুমি নিজেই স্বীকার করেছ, যে, একটা পাখী শুধু দেখেছ।"

"একটা টেরোড্যাক্‌টিল।"

"এটা ত তিনি বলেছেন। তিনিই তোমার মাথায় টেরোড্যাক্‌টিল্ ঢুকিয়েছেন।"

"আচ্ছা, তাহলে, সেই হাড়গুলো ?"

"প্রথমখানা আইরিস্-ষ্টু থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে, পরের খানা আবশ্যক মত তৈরি করা। তুমি যদি চালাক হও, এবং তোমার কাজের উপযুক্ত জ্ঞান থাকে, তাহলে ঠিক ফটোগ্রাফের মতই অনায়াসে একখানা হাড় তৈরি ক'রে নিতে পার।"

আমি অসোয়াস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। হয়ত বা আমি একটু তাড়াতাড়িই সব স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছি। তখন হঠাৎ আমার মনে সুন্দর একটা খেয়াল হইল।'

বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি এই মিটিংএ আস্‌বে ?"

বন্ধু হেন্‌রি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

তিনি বলিলেন—"চ্যালেঞ্জারকে কেউ পছন্দ করে না। তাঁর সঙ্গে অনেকের অনেক বিষয়ে বোঝা-পড়া কর্‌বার আছে। তাঁকে বোধ হয় লোকে লণ্ডন সহরের মধ্যে সকলের চাইতে ঘৃণা করে। মেডিকেল ষ্টুডেন্ট্‌রা যদি মিটিংএ যায়, তবে তো গোলমালের সীমাই থাক্‌বে না। এরূপ ভীমরুলের আড্ডায় আমার যেতে প্রবৃত্তি হয় না।"

"তাঁর বিষয়ে তিনি কি বলেন—অন্ততঃ সেটা শুনেও তাঁর প্রতি সুবিচার কর্‌তে পার।"

"মন্দ বলনি, এটা ন্যায্য কাজই হবে। আচ্ছা, বেশ—আমি তাহলে, তোমার সঙ্গে যাব।"

আমরা মিটিংএ উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, যেরূপ মনে করিয়াছিলাম তাহার চাইতে অনেক বেশী জনতা হইয়াছে। শ্রেণীবদ্ধ ইলেক্‌ট্রিক্ ব্রুহাম্ একে একে আসিয়া, শ্বেত-শ্মশ্রু প্রফেসারের দলকে নামাইয়া দিল। সাধারণ শ্রোতার দল পদব্রজেই আসিয়াছে; সভাগৃহ একদিকে যেমন শ্রোতায় পরিপূর্ণ, অন্য দিকে তেমনই বৈজ্ঞানিকের সমাবেশ। আমরা বসিবামাত্র দেখিলাম, হলের পশ্চাৎ দিকে এবং গ্যালারিতে যুবক, এমন কি বালকেরাও, দল বাঁধিয়া উপস্থিত হইয়াছে। পিছনের দিকে চাহিয়া মনে হইল, মেডিকেল্ ষ্টুডেণ্টেরও অভাব নাই। শ্রোতৃবর্গ খোস-মেজাজেই আছে, কিন্তু তাহাতে দুষ্ট বুদ্ধিরও ছিট্ দেখা গেল। উৎসাহের সহিত সমস্বরে মৃদু সঙ্গীতও আরম্ভ হইল—বৈজ্ঞানিক বক্তৃতার মুখবন্ধটা হইল অদ্ভুত! ব্যক্তিগত ঠাট্টা তামাসারও ঝোঁক দেখা গেল; তামাসার পাত্রের পক্ষে সেটা বিরক্তিজনক হইলেও, অন্যদের পক্ষে সময়টা আমোদেই কাটিবে।

বৃদ্ধ প্রফেসার ডাক্তার মেল্‌ড্রাম্ আসিয়া প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মাথায় সেই চিরপরিচিত চ্যাটাল টুপিটি; তাঁহাকে দেখিয়াই, চারিদিক্ হইতে যুগপৎ প্রশ্ন উঠিল—"আপনার মাথার এই 'টালি' খানা কোথা থেকে আমদানী কর্‌লেন সার্?" তিনি তাড়াতাড়ি টুপিটা খুলিয়া, চেয়ারের নীচে লুকাইয়া রাখিলেন। তারপর যখন বাতক্লিষ্ট প্রফেসার ওয়াড্‌লি, খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আসিয়া চেয়ারে বসিলেন, তখন চারিদিক্ হইতে অনেকে জানিতে চাহিল, তাঁহার পায়ের অবস্থা কিরূপ—তাহাতে তিনি একটু অপ্রস্তুত হইলেন। সকলের চাইতে বেশী হৈ চৈ পড়িয়া গেল, যখন আমার

সদ্য-পরিচিত বন্ধু প্রফেসার চ্যালেঞ্জার আসিয়া প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের প্রথম লাইনের এক প্রান্তে বসিলেন। তাঁহার সুদীর্ঘ কাল দাড়ি প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের কোণে উঁকিমারা মাত্র, এমনি উচ্চ অভ্যর্থনা ধ্বনি আরম্ভ হইল, যে, তখনই আমার মনে হইল—বন্ধু হেন্‌রী সত্যই অনুমান করিয়াছিলেন, এই জনতা শুধু বক্তৃতা শুনিতে এখানে আসে নাই, প্রফেসার চ্যালেঞ্জার যে ইহাতে যোগ দিবেন—সে সংবাদও রাষ্ট্র হইয়াছে।

সম্মুখস্থ আসনে ভদ্রলোকদিগের মধ্যেও এই সংক্রামক হাসি শুনিতে পাওয়া গেল—যেন ছাত্রদিগের এই আবেগ-প্রকাশ তাঁহাদিগের নিকট অপ্রীতিকর হয় নাই। এই অভ্যর্থনা বাস্তবিক দারুণ কোলাহলের মতই হইয়াছিল—মাংসাশী জন্তুর খাঁচার সম্মুখে রক্ষক খাদ্যের বাল্‌তি লইয়া উপস্থিত হইলে, যেমন একটা ভীষণ চেঁচামেচি আরম্ভ হয়, ইহাও ঠিক তেমনই হইয়াছিল। এই কোলাহলের মধ্যে হয়ত একটা অপ্রীতিকর সুর ছিল, কিন্তু মূলতঃ, আমার মনে হইল, এটা অসংযত কোলাহল মাত্র। তাঁহার আগমনে তাহারা আমোদ পাইয়াছে এবং তাহাদের কৌতূহল হইয়াছে—সেজন্যই কোলাহল-পূর্ণ অভ্যর্থনা, তাঁহাকে ঘৃণা করে বলিয়া নহে। দলবদ্ধ কুকুর ছানা খেউ খেউ করিতে থাকিলে, সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই যেমন সেটাকে আমল দেন না, প্রফেসার চ্যালেঞ্জারও তেমনি এই কোলাহল শুনিয়া অবজ্ঞার হাসি হাসিলেন। তিনি ধীরে ধীরে আসন গ্রহণ করিলেন, বুকটি ফুলাইয়া নিশ্বাস টানিয়া, দাড়িতে হাত বুলাইতে লাগিলেন। তাঁহার সগর্ব্ব-দৃষ্টি জনতা পূর্ণ হলটিকে একবার দেখিয়া লইল। তাঁহার আগমনের কোলাহল তখনও থামে নাই—এমন সময়

সভাপতি প্রফেসার রোলাণ্ড মারে এবং বক্তা মিষ্টার ওয়ালড্রন্ প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন—সভার কার্য্য আরম্ভ হইল।

সাধারণ ইংরেজ বক্তাদের মত প্রফেসার মারেরও একটা দোষ ছিল—তাঁহার বক্তৃতা শুনা যাইত না। শুনাইবার মত যাঁহাদের কিছু আছে, তাঁহারা, বক্তব্য বিষয় যাহাতে শুনা যায়, সে বিষয়ে কেন যে কিছু মাত্র যত্ন নেন না, সেটা আধুনিক সভ্যতার একটা অদ্ভুত রহস্য। প্রফেসার মারে তাঁহার গলার টাইটিতে হাত বুলাইতে বুলাইতে, টেবিলের উপরের জলপাত্রটির দিকে চাহিয়া, আবার কখন কখন চোখ টিপিয়া তাঁহার ডান দিকের রৌপ্যনির্ম্মিত দীপাধারটিকে দেখিতে দেখিতে, কতগুলি গভীর মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। তারপর তিনি বসিলেন এবং জনপ্রিয় প্রসিদ্ধ বক্তা মিঃ ওয়ালড্রন্ উঠিয়া দাঁড়াইলেন —চারিদিক হইতে মৃদু আনন্দ ধ্বনি উত্থিত হইল। লোকটি ক্ষীণকায়, রুক্ষ, তাঁহার স্বর কর্কশ এবং প্রকৃতি কলহ-প্রিয় কিন্তু তাঁহার একটি গুণ ছিল. তিনি অন্যের ধারণা ও সংস্কারকে বাগাইয়া লইয়া, এমন গুছাইয়া উপস্থিত করিতেন, যে, সাধারণ অজ্ঞ লোকেরাও তাহা বুঝিতে পারিত এবং তাহাতে তাহাদের বেশ কৌতূহল জাগিত। গুরুতর বিষয় লইয়াও হাসি তামাসা করিবার কায়দাটি তাঁহার জানা ছিল। অতি দুরূহ বিষয়ও তাঁহার হাতে পড়িয়া, বেশ সরস হইয়া দাঁড়াইত।

বিজ্ঞান-সম্মত সৃষ্টির সংক্ষিপ্তসার, অতি সুন্দর এবং সরল ভাষায় তিনি আমাদের সম্মুখে ব্যক্ত করিলেন।—পৃথিবী একটি বিশাল জ্বলন্ত বাষ্পপিণ্ড, আকাশ-পথে জ্বলিতে ছিল। তারপর ক্রমে উহা জমাট বাঁধিল, ঠাণ্ডা হইল, তাহার গা কোঁচ্‌কাইয়া পাহাড় পর্বতের সৃষ্টি

হইল, বাষ্প জলে পরিণত হইল, ক্রমে ধীরে ধীরে পৃথিবী সেই অবস্থায় উপস্থিত হইল—যাহার উপরে দুরূহ জীবন-নাট্যের অভিনয় হইবে। জীবনের উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনি সতর্ক হইলেন, পরিষ্কার কিছু বলিলেন না। কিন্তু পৃথিবীর আদিম অবস্থায় জীবাণু যে বাঁচিতে পারিত না ভস্ম হইয়া যাইত, সেটা তিনি প্রায় নিশ্চিত রূপেই বলিলেন। অতএব, এই জীবাণু পরে উৎপন্ন হইয়াছে। তবে কি পৃথিবীর শীতল জড়-উপাদান হইতে ইহার সৃষ্টি হইয়াছে? খুব সম্ভবতঃ তাহাই। বাহির হইতে উল্কাপিণ্ডের সাহায্যে এই জীবাণু আসিয়াছিল কি? না, সেরূপ অনুমান করা চলে না। মোটের উপর, এ সম্বন্ধে যিনি যত বড় পণ্ডিত তিনিই তত কম কথা বলেন। এ পর্য্যন্ত আমরা আমাদের ল্যাবরেটরিতে জড় উপাদান হইতে চেতনের সৃষ্টি করিতে সক্ষম হই নাই। মৃত এবং জীবিতের মধ্যে এই যে ব্যবধান, তাহার উপর আমাদিগের রসায়নবিদ্যা আজ পর্যন্ত সেতু নির্ম্মাণ করিতে পারে নাই। কিন্তু, আমাদের রসায়ন-কলা অপেক্ষা প্রকৃতির রসায়ন-কলা অনেক উচ্চ, অনেক কৌশলী; ইহা বহু যুগ যাবৎ বিরাট শক্তিতে কাজ করিয়া সুফল লাভ করিয়াছে—যাহা আমাদিগের পক্ষে অসম্ভব। এ প্রসঙ্গ এই খানেই শেষ করিলাম।

ইহার পর বক্তা প্রাণিজগতের বিপুল বিকাশের ইতিহাস বলিতে আরম্ভ করিলেন—অতি নিম্ন স্তরের শামুক ঝিনুক এবং দুর্ব্বল সামুদ্রিক জীব হইতে আরম্ভ করিয়া, স্তরে স্তরে মাছের পালা শেষ করিয়া, ক্রমে ক্রমে 'ক্যাঙ্গারু-মূষিক'-এ আসিয়া বলিলেন—এই জন্তু জীবিত সন্তান প্রসব করে, স্তন্যপায়ী জীবের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আদিপুরুষ, এবং তাহা হইলে ধরিয়া লইতে পারা যায়, যে উপস্থিত শ্রোতাদের

সকলেরই আদিপুরুষ। ("না, না,"—পিছনের লাইন হইতে একজন অবিশ্বাসী ছাত্র বলিয়া উঠিল)। এই যে লাল-টাই-ওয়ালা যুবকটি "না, না" বলিলে, বোধ হয় সে মনে করে—সে ডিম হইতে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে—সে যদি বক্তৃতার পর তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, তবে, এই কৌতূহলের বস্তুটিকে দেখিলে তিনি খুসী হইবেন (হাস্যধ্বনি)। বড়ই বিস্ময়ের কথা, যে প্রকৃতির বহু যুগের ক্রিয়ার চূড়ান্ত ফল—এই লাল-টাই-ওয়ালা ভদ্রলোকটির সৃষ্টি! কিন্তু সে ক্রিয়া কি বন্ধ হইয়া গিয়াছে? এই ভদ্রলোকটিকেই তবে বিকাশের শেষ নমুনা বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে? লাল-টাই-ওয়ালা ভদ্রলোকটি যতই গুণবান্ হউন না কেন, তাঁহার উৎপত্তিতেই যদি জগতের সৃষ্টি-প্রবাহ একেবারে শেষ হইয়া যাইত, তবে, সৃষ্টি-প্রবাহের পক্ষে সেটা বড় ন্যায্য কাজ হইত না—এই মত যদি তাঁহার থাকে, তবে তিনি আশা করেন, যে, ভদ্রলোকটির মনে তাহাতে কষ্ট দেওয়া হইবে না। ক্রমবিকাশ নষ্ট-শক্তি নহে, এখনও তাহার কাজ চলিতেছে। এমন কি, তাহার বৃহত্তর কীর্ত্তিসকল সঞ্চিত রহিয়াছে।

এইরূপে বাধা প্রদানকারীকে লইয়া তামাসা করিয়া, সকলের খিল্ খিল্ হাসির মধ্যে বক্তা অতীত যুগের ইতিহাসের কথা আরম্ভ করিলেন—সমুদ্র শুকাইয়া গেল, বালির পাড় দেখা দিল, তাহার তীরে মন্দগতি লালাময় জীবের কথা, রাশী রাশী জীবপূর্ণ হ্রদের কথা, এই সমতল বালিতে সামুদ্রিক জীবজন্তুর আশ্রয় লইবার প্রবৃত্তি এবং সেখানে প্রচুর খাদ্য পাইয়া তাহাদের অসম্ভব বৃদ্ধির কথা। তিনি আরও বলিলেন—"এইরূপে, ভদ্রমহিলা এবং ভদ্র মহোদয়গণ, সেই ভয়ঙ্কর জলচর জীবের গোষ্ঠী জন্মগ্রহণ করে—উইল্‌ডেন্ এবং

সলেন্‌হাফেন্ স্লেট্ পাথরে যাহাদের কঙ্কাল দেখিলে, এখনও বিস্ময়ে চক্ষু বড় হইয়া যায়। কিন্তু, সৌভাগ্য-বশতঃ পৃথিবীতে মানবের আগমনের বহু পূর্ব্বে তাহারা লোপ পাইয়াছে।"

"প্রমাণ!" প্ল্যাট্‌ফর্ম্ম হইতে বজ্রগম্ভীর স্বরে এই ধ্বনি হইল।

মিষ্টার ওয়াল্‌ড্রন্ কড়া নিয়মের পক্ষপাতী, আবার সঙ্গে সঙ্গে হাসি তামাসা করিবারও শক্তি আছে—তাহার পরিচয় আমরা লাল-টাইওয়ালা ভদ্রলোকের ব্যাপারেই পাইয়াছি—তাঁহাকে বাধা দেওয়ায় বিপদ খুব। কিন্তু, সহসা উচ্চারিত ঐ শব্দটি তাঁহার নিকট এমনই অসঙ্গত বলিয়া মনে হইল, যে, কি ভাবে এটিকে গ্রহণ করিবেন, বুঝিতে পারিলেন না। সেক্‌পিয়ার-ভক্ত কোন লোক উৎকট বেকন-ভক্তের সম্মুখে পড়িলে কিংবা কোন জ্যোতির্ব্বিদ সমতল-পৃথ্বী-বাদী কর্তৃক আক্রান্ত হইলে—তাহাদিগেরও এইরূপ অবস্থা হয়। তিনি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া, উচ্চতর কণ্ঠে ধীরে ধীরে পুনরাবৃত্তি করিলেন—"মানবের আগমনের বহু পূর্ব্বে লোপ হইয়াছে।"

"প্রমাণ!" আবার সেই স্বর গর্জ্জিয়া উঠিল।

ওয়াল্‌ড্রন্ বিস্মিত হইয়া, প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে উপবিষ্ট প্রফেসার মণ্ডলীর দিকে তাকাইলেন, ক্রমে তাঁহার দৃষ্টি চ্যালেঞ্জারের উপর পড়িল—তিনি চেয়ারে হেলান দিয়া রহিয়াছেন, চক্ষু মুদ্রিত, হাসি হাসি মুখ—যেন, ঘুমের মধ্যে হাসিতেছেন।

ওয়াল্‌ড্রন্ ঘাড় বাঁকাইয়া বলিলেন—"বুঝেছি! এটা আমার বন্ধু প্রফেসার চ্যালেঞ্জারেরই কাজ।" এই বলিয়া হাস্য কলরবের মধ্যে আবার বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন—যেন এটাই শেষ কৈফিয়ৎ, আর কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই।

কিন্তু ব্যাপার এখানেই শেষ হইল না। অতীতের গহনে পড়িয়া ওয়াল্‌ড্রন্ যে পথই ধরিতেছিলেন, ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার তাঁহাকে সেই লুপ্ত প্রাণীর কোন না কোন উল্লেখে উপস্থিত করিতেছিল— সেই মুহূর্ত্তে প্রফেসারের কণ্ঠ হইতেও সেই বজ্র গম্ভীর ধ্বনি! ক্রমে শ্রোতৃবর্গ ইহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, এবং ধ্বনি উঠিলেই আনন্দে চীৎকার করিতে লাগিল। ছাত্রের দল ইহাতে যোগ দিল এবং প্রত্যেক বার কথাটি চ্যালেঞ্জারের মুখ হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বেই শত কণ্ঠে চীৎকার উঠিতে লাগল "প্রমাণ!" সঙ্গে সঙ্গে উত্তর স্বরূপ বিরুদ্ধ চীৎকারও আরম্ভ হইল "অর্ডার!" "শেম্!" ওয়ালড্রন্ দৃঢ়চিত্ত ঝানু বক্তা ছিলেন—তিনিও বিচলিত হইলেন। তিনি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, কথা আট্‌কাইতে লাগিল, এক কথা দুইবার বলিলেন, একটি লম্বা কথা বলিতে গিয়া জড়াইয়া গেল— অবশেষে তিনি এই সব গোলমালের কারণটির দিকে রাগে পাগল হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

চ্যালেঞ্জারের দিকে কট্‌মট্ করিয়া তাকাইয়া বলিলেন—"এ একেবারে অসহ্য ব্যাপার! প্রফেসার চ্যালেঞ্জার! আপনি এরূপ অভদ্র ভাবে এবং না বুঝে শুনে বাধা দেওয়া বন্ধ করুন।"

সমস্ত হল্‌টি নীরব। ওলিম্পাস্ পর্ব্বতের দুইটি দেবতা পরস্পর বিবাদ করিতেছেন—এই ব্যাপার দেখিয়া ছাত্রমণ্ডলীর আনন্দের সীমা রহিল না। চ্যালেঞ্জার ধীরে ধীরে চেয়ার হইতে উঠিয়া বলিলেন—"আমিও পাল্টা আপনাকে বল্‌ছি, মিষ্টার ওয়াল্‌ড্রন্! বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত সত্য কথা ভিন্ন, আপনিও কোন কথা প্রমাণ রূপে বল্‌বেন না।"

এই কথায় তুমুল ঝড় বহিল। "শেম্"! "শেম্"! "উনি কি বলেন শোন!" "ওঁকে বা'র করে দাও!" "ওঁকে প্ল্যাট্‌ফরম্ থেকে ঠেলে ফেলে দাও!" "ন্যায্য বিচার হোক্!" সমবেত ধিক্‌কার এবং আনন্দ কোলাহলের মধ্যে এই সকল উক্তি শুনা গেল। সভাপতি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, উত্তেজিত হইয়া হাত নাড়িতে নাড়িতে যেন কি বলিতে লাগিলেন। "প্রফেসার চ্যালেঞ্জার—ব্যক্তিগত—মন্তব্য—পরে হবে"—তাঁহার অস্পষ্ট কথাগুলির মধ্যে, এই কয়টি মাত্র কথা শুনিতে পাওয়া গেল। বাধাদাতা মাথা নত করিলেন, মুচ্‌কি হাসিলেন, দাড়িতে হাত বুলাইলেন, তারপর চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। আরক্ত-বদন, রণোন্মত্ত ওয়াল্‌ড্রন্, তাঁহার বক্তৃতা আবার আরম্ভ করিলেন। কোন উক্তি দৃঢ়তার সহিত বলিবার সময়, বিদ্বেষ-পূর্ণ দৃষ্টিতে প্রতিদ্বন্দীর দিকে তাকাইতে লাগিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বী যেন নিদ্রিত, তাঁহার মুখে পূর্ব্বের মত মধুর হাসি।

অবশেষে বক্তৃতা শেষ হইল। আমার মনে হইল, যেন, হঠাৎ শেষ হইল, কারণ, উপসংহারটি করা হইল খুবই তাড়াতাড়ি, এবং উহা অসংযত হইল। বক্তা যেন যুক্তির সূত্রটি জোর করিয়া টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। উৎসুক শ্রোতার দল চঞ্চল হইয়া উঠিল। ওয়াল্‌ড্রন্ বসিয়া পড়িলেন, এবং সভাপতির ইঙ্গিতে প্রফেসার চ্যালেঞ্জার উঠিয়া প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের ধারে আসিলেন। আমার পত্রিকার জন্য তাঁহার বাক্যগুলি অক্ষরে অক্ষরে লিখিতে লাগিলাম।

পিছন হইতে বাধার পর বাধা চলিয়াছে, তাহার মধ্যেই প্রফেসার আরম্ভ করিলেন—"ভদ্রমহিলা এবং ভদ্র মহোদয়গণ! (দারুণ কোলাহল) না, না, ভদ্রমহোদয় এবং শিশুর দল—আমার ভুল

হয়েছিল, সেইজন্য দুঃখিত ; শিশু-শ্রোতার দলের কথা খেয়াল ছিল না" (দারুণ হৈ চৈ, তাহার মধ্যে প্রফেসার দণ্ডায়মান—একখানা হাত তুলিয়া এবং চারিদিকে প্রসন্নভাবে বিশাল মাথাটি নাড়িয়া—যেন কোন পাদ্রি জনতাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন), "মিষ্টার ওয়াল্‌ড্রেন্‌ যে সুন্দর এবং কল্পনাময় বক্তৃতাটি দিলেন, তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দেবার ভার আমার উপর প'ড়েছে। তাঁর বক্তৃতার কোন কোন উক্তির সম্বন্ধে আমার ভিন্ন মত এবং সেই উক্তির সঙ্গে সঙ্গে আমাকে সেটা জানিয়ে দিতে হয়েছে : কিন্তু, তা সত্ত্বেও মিষ্টার ওয়াল্‌ড্রন্‌ সুচারুরূপে তাঁর উদ্দেশ্য শেষ করেছেন, সেই উদ্দেশ্যটি ছিল —আমাদের এই গ্রহটির (পৃথিবীর) ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাস-অনুযায়ী একটি সহজ এবং চিত্তাকর্ষক বর্ণনা দেওয়া। জনপ্রিয় বক্তৃতা শুনে যাওয়া সহজ, কিন্তু মিষ্টার ওয়াল্‌ড্রন্‌ (এই স্থলে তিনি পূর্ব বক্তার দিকে চাহিয়া চক্ষু টিপিলেন) আমাকে ক্ষমা করবেন—সেরূপ বক্তৃতা, অজ্ঞ শ্রোতার বোধের উপযুক্ত ক'রে বলতে হয়, সেজন্য সেগুলি ভাসা ভাসা হয়, এবং লোকের মনে ভ্রান্ত ধারণা জন্মায়।" (বিদ্রূপ-পূর্ণ উল্লাস-ধ্বনি) "জনপ্রিয় বক্তারা প্রায়ই পরোপজীবী হন।" (মিষ্টার ওয়াল্‌ড্রনের আপত্তিজ্ঞাপক ক্রুদ্ধ অঙ্গভঙ্গী)। "তাঁদের অজানা গরীব সহ-কর্ম্মীরা যে কাজ ক'রে গিয়েছেন, সেটাই তাঁরা নিজেদের যশ এবং লাভের জন্য ব্যবহার ক'রে থাকেন। জীর্ণ ব্যাখ্যা নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রে বৃথা সময় নষ্ট করা, যাতে কোন ফল হয় না—তার চেয়ে ল্যাবরেটরিতে আবিষ্কৃত সত্যের কণাটুকু এবং বিজ্ঞান মন্দিরের জন্য নির্ম্মিত একখণ্ড ইটও অনেক বেশী মূল্যবান্‌। বিশেষভাবে মিষ্টার ওয়াল্‌ড্রন্‌কে খেলো

কর্‌বার জন্য আমি এ কথার উল্লেখ করিনি, কিন্তু আপনারা যাতে বিচারে গোলমাল না করেন, নগণ্য সেবককে বিজ্ঞান-মন্দিরের উচ্চ পুরোহিত ব'লে ভুল না করেন—সে জন্যই একথা উল্লেখ করলাম।" (এই সময়ে মিষ্টার ওয়াল্‌ড্রন্ সভাপতির কাণে ফিস্ ফিস্ করিলেন, তিনিও অর্দ্ধোত্থিত অবস্থায় জলপাত্রটির দিকে চাহিয়া, যেন কঠোর ভাবে কি বলিলেন)। "যাক্, এসব কথা এখন থাক্!" (উচ্চ সুদীর্ঘ প্রশংসাধ্বনি)। "এখন আমি আরো বিস্তৃত কৌতূহলের বিষয় বল্‌ব। মৌলিক গবেষণাকারী হিসাবে বক্তার কোন কথাটির সত্য সম্বন্ধে আমি আপত্তি করেছিলাম? পৃথিবীতে কোন কোন জাতীয় জন্তুর স্থায়িত্ব সম্বন্ধে। এ বিষয়ে আমি সখের বৈজ্ঞানিক হিসাবে কিংবা জনপ্রিয় বক্তা হিসাবে কিছু বল্‌ছি না; আমার বৈজ্ঞানিক বিবেকবুদ্ধি আমাকে সত্যের সঙ্গে লেগে থাক্‌তেই বাধ্য করে, এবং সেজন্যই বল্‌ছি, যে,—যে হেতু মিষ্টার ওয়ালড্রন্ নিজের চক্ষে তথাকথিত সেকেলে জন্তু দেখেননি, সুতরাং তাদের অস্তিত্ব নাই—এরূপ ধারণা করা অন্যায়। তারা বক্তার কথামত সত্যই আমাদের পূর্ব্বপুরুষ, কিন্তু, আমাকে যদি এ কথাটি বল্‌তে অনুমতি দেন, তবে আমি বল্‌ছি—এরা আমাদের সমসাময়িক পূর্ব্বপুরুষ। কারও যদি তেমন উৎসাহ এবং কষ্টসহিষ্ণুতা থাকে, এবং তাদের বাসস্থান খুঁজে বা'র করতে পারেন, তবে, এই সকল বিকট এবং ভয়াবহ জন্তুকে দেখ্‌তে পারেন। এই সব জন্তু, যাদের জুরাসিক্ যুগের ব'লে ধ'রে নেওয়া হয়েছে, যারা বর্ত্তমান স্তন্যপায়ী যে কোন হিংস্র জন্তুকে তাড়া ক'রে ধ'রে গিলে ফেল্‌বে—তারা এখনও বর্ত্তমান রয়েছে।" ("বাজে কথা!" "এটা প্রমাণ কর!" "আপনি কি ক'রে

জান্‌লেন ?” “প্রমাণ !” “প্রমাণ !” এইরূপ চীৎকারধ্বনি উঠিল)। “আমি কি ক’রে জান্‌লাম, আপনারা জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন ? আমি জানি, কারণ, আমি তাদের গুপ্ত বাসস্থানে গিয়েছি ; আমি জানি, কারণ, আমি তাদের কয়েকটাকে দেখে এসেছি।” (প্রশংসাধ্বনি, চীৎকার, এবং কে একজন বলিল, “মিথ্যাবাদী” !) “আমি মিথ্যাবাদী ?” (সম্মতি জ্ঞাপক ধ্বনি।) “আমাকে কেউ মিথ্যাবাদী বল্‌লেন—তাই কি শুন্‌লাম ? যিনি আমাকে মিথ্যাবাদী বল্‌লেন, তিনি দয়া ক’রে উঠে দাঁড়াবেন কি, যাতে তাঁকে চিনে রাখ্‌তে পারি ?” (একজন বলিল, “এই লোকটি, সার !” দেখা গেল, ছাত্রদলের মধ্যে একটি চশমাধারী ভালমানুষ গোছের ছেলেকে, অন্যেরা তুলিয়া ধরিয়াছে—ছেলেটি ছট্‌ফট্‌ করিতেছে।) “তোমার এত বড় সাহস, তুমি আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছ ?” (“না, সার্‌, না !” চীৎকার করিয়া এই কথা বলিয়া ছেলেটি অদৃশ্য হইল।) “এই হলের কারও যদি আমার সত্যবাদিতা সম্বন্ধে সন্দেহ কর্‌বার ভরসা থাকে তাহলে, বক্তৃতার পর তাঁর সঙ্গে আমি কিছু কথা বল্‌তে চাই।” (“মিথ্যাবাদী !”) “কে এ কথা বল্‌লে ?” (আবার সেই গোবেচারি ছেলেটিকে উপরে তুলিয়া ধরিল।) “আমি যদি একবার ওখানে নেমে আসি—” (সমস্বরে ধ্বনি উঠিল, “এস, যাদু, এস !”) ইহার পর কিছুক্ষণ সভার কাজ বন্ধ হইল। সভাপতি দাঁড়াইয়া, ব্যাণ্ড মাষ্টারের মত হাত দুইটি নাড়িতে লাগিলেন।

প্রফেসারের মুখ লাল, নাসিকা-রন্ধ্র বিস্ফারিত, তাঁহার দাড়ি রাগে কণ্টকিত—একেবারে রণমূর্ত্তি ! এই অবস্থায় বলিলেন—“বড় আবিষ্কারক মাত্রেই এই রকম অবিশ্বাস দ্বারা অভিনন্দিত হয়ে থাকেন

এটাই মূর্খ যুগের স্পষ্ট লক্ষণ। কোন মহামূল্য সত্য তোমাদের সাম্‌নে উত্থাপন কর্‌লে, তোমাদের এমন সহজজ্ঞান বা কল্পনাশক্তি নাই, যার সাহায্যে তোমরা সেটা বুঝ্‌তে পার। যাঁরা জীবন পণ করেছেন বিজ্ঞানের নূতন পথ খুলে দিতে—তাঁদের তোমরা গালাগালি দাও। ভবিষ্যদ্বক্তা পয়গম্বরকে তোমরা নির্য্যাতন কর। গ্যালিলিও, ডারউইন্ এবং আমি—” (অবিরাম উল্লাস-ধ্বনি এবং পূর্ণ বাধা প্রদান।).

তাড়াতাড়িতে আমি যে সব নোট করিয়াছিলাম, তাহা হইতেই এই বর্ণনা দিলাম—ইহাতে তখনকার দারুণ গোলমালের অবস্থা কিছুতেই ধারণা করা যাইবে না। এমনই কোলাহল হইতেছিল, যে, অনেক ভদ্রমহিলা ইতিপূর্ব্বেই প্রস্থান করিয়াছিলেন। গম্ভীর-প্রকৃতি এবং মান্যগণ্য শ্বেত-শ্মশ্রু বৃদ্ধেরাও ছাত্রদের মতই উত্তেজিত হইয়া গোঁয়ার-গোবিন্দ প্রফেসারকে ঘুঁসি দেখাইতে লাগিলেন। সমগ্র জনতা যেন জল-পূর্ণ ফুটন্ত কটাহের মত টগ্‌বগ্‌ করিতে লাগিল। প্রফেসার এক পা অগ্রসর হইয়া, দুই হাত তুলিলেন। তাঁহার সেই তেজঃপূর্ণ ব্যক্তিত্বের মধ্যে, এমন কিছু আকর্ষণী শক্তি ছিল, যে তাঁহার প্রভুত্বব্যঞ্জক ভঙ্গী এবং দৃপ্ত দৃষ্টির সম্মুখে, সেই দারুণ কোলাহল ক্রমে শান্ত হইল। বোধ হইল, যেন, তিনি কোন বিশেষ প্রত্যাদেশ প্রচার করিতে আসিয়াছেন, তাহা শুনিবার জন্যই জনতা নীরব হইল।

তখন তিনি বলিলেন—“আমি আর আপনাদের ধ’রে রাখ্‌ব না, এতে কোন লাভ নাই। সত্য যা, তা চিরকালই সত্য। একদল মূর্খ যুবকের গোলমালে—শুধু তাই বা বলি কেন, এটাও যোগ করা উচিত যে তাঁদের বয়োজ্যেষ্ঠদেরও গোলমালে, বিষয়টার কোন ক্ষতি

হবে না। আমি দাবী কর্‌ছি, আমি বিজ্ঞানের একটা নূতন পথ খুলে দিয়েছি। আপনারা সেটা অস্বীকার কর্‌ছেন।” (আনন্দধ্বনি।) “তাহলে, আপনাদের দিয়ে আমি পরীক্ষা করাতে চাই। আপনারা নিজেদের মধ্য থেকে, জন দুই খুব বিশ্বাসী লোক ঠিক করুন, আপনাদের প্রতিনিধিস্বরূপ তাঁরা গিয়ে, আপনাদের হ'য়ে আমার উক্তি পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌বেন।”

তুলনা-মূলক শরীর-সংস্থান বিদ্যার (anatomy) প্রধান প্রফেসার মিষ্টার সামার্‌লি শ্রোতাদিগের মধ্য হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন—লোকটি লম্বা, রোগা, মেজাজটি রুক্ষ এবং দৃষ্টি ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞের মত শুষ্ক। তিনি জানিতে চাহিলেন—প্রফেসার চ্যালেঞ্জার যে কতকগুলি প্রমাণের উল্লেখ করেছেন, সেগুলি, দুই বৎসর পূর্ব্বে তিনি যে আমাজন্ নদীর উৎপত্তি স্থানে গিয়েছিলেন—সেখানে পাওয়া গিয়েছিল কি না।

প্রফেসার চ্যালেঞ্জার উত্তর দিলেন, যে, সেখানেই পাওয়া গিয়েছিল।

মিষ্টার সামার্‌লি জানিতে চাহিলেন—ওয়ালেস্, বেট্‌স্, এবং আরও পূর্ব্ববর্ত্তী বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগণ ওখানে গিয়ে যা দেখ্‌তে পাননি, প্রফেসার চ্যালেঞ্জার গিয়ে তা কি ক'রে আবিষ্কার করেছেন ব'লে দাবী কর্‌লেন।

প্রফেসার চ্যালেঞ্জার উত্তর দিলেন, যে, বোধ হচ্ছে যেন, মিষ্টার সামার্‌লি, টেমস্ নদীর সঙ্গে আমাজন্ নদীর গোলমাল করেছেন : আমাজন্‌টা বাস্তবিকই একটু বড় নদী ; আর মিষ্টার সামার্‌লির শুন্‌লে কৌতূহল হবে, যে, ওরিনকো নদী আমাজনে এসে পড়েছে

এবং তাতে ক'রে যাতায়াতের উপযুক্ত পঞ্চাশ হাজার মাইল পথ খুলে গিয়েছে ; এবং তাহলে, এত বড় বিস্তৃত জায়গার মধ্যে যে বিষয়টা একজনের চোখে পড়েনি, সেটা অন্য একজনের চোখে পড়্তে পারে।

মিষ্টার সামার্লি কটু হাস্য সহকারে বলিলেন, যে, তিনি টেম্স্ এবং আমাজনের প্রভেদ বেশ বুঝ্তে পারেন, সে প্রভেদ বিশেষভাবে দেখা যাচ্ছে—টেম্স্ নদী সম্বন্ধে কোন উক্তি পরীক্ষা কর্তে পারা যায়, কিন্তু আমাজনের বেলা সেটা পারা যায় না। তিনি অত্যন্ত বাধিত হবেন, প্রফেসার চ্যালেঞ্জার যদি সে দেশের অক্ষাংশ (ল্যাটিটিউড্) এবং দেশান্তরেখা (লঙ্গিটিউড্) জানান—যেখানে সেকালের জন্তুর সন্ধান পাওয়া যাবে।

প্রফেসার চ্যালেঞ্জার উত্তর করিলেন, যে, ব্যক্তিগত বিশেষ কারণে তিনি সে সংবাদটি মুলতুবি রেখেছেন, তবে, উচিত মত সতর্কতা অবলম্বন ক'রে তিনি সেটা শ্রোতৃবর্গ-নির্দ্দিষ্ট সমিতিতে দিতে পারেন। মিষ্টার সামার্লি কি এই সমিতিতে কাজ কর্বেন এবং আমার উক্তি নিজে পরীক্ষা ক'রে দেখ্বেন ?

মিঃ সামার্লি : "হাঁ, আমি নিশ্চয়ই দেখ্ব।" (উচ্চ আনন্দধ্বনি)

প্রফেসার চ্যালেঞ্জার : "আমিও তাহলে কথা দিচ্ছি, যে, এমন সব মাল মশলা আপনার হাতে দেব, যাতে আপনি পথ চিনে নিতে পার্বেন। তবে, এটাও বলা উচিত, যে, যখন মিষ্টার সামার্লি আমার উক্তি পরীক্ষা কর্তে যাবেন, তখন, আমি চাই, তাঁর সঙ্গে আরো জন দুই লোক যাবে—তাঁর সংবাদটা মোকাবিলা কর্বার জন্য। ওকাজে কিন্তু বিপদ যথেষ্ট আছে—সেটা আমি গোপন

কর্‌তে চাই না। মিষ্টার সামার্‌লির আরো একজন কম বয়সের সঙ্গীর দরকার হবে। স্বেচ্ছা-সেবক কেউ যেতে রাজি আছেন কি ?”

এইরূপেই মানুষের জীবনে সঙ্কট-কাল উপস্থিত হয়। বক্তৃতাগৃহে প্রবেশ করিবার সময়, আমি কি কল্পনাও করিতে পারিয়াছিলাম, যে, এরূপ একটি অসম সাহসের কাজে আমি ব্রতী হব, যাহা স্বপ্নেরও অগোচর ? কিন্তু গ্ল্যাডিস্—এইরূপ সুযোগের কথাই না সে বলিয়াছিল ? গ্ল্যাডিস্ নিশ্চয়ই আমাকে যাইতে বলিত। আমি লাফাইয়া উঠিলাম। কথা বলিতে যাইব কিন্তু কি বলিব তাহা তখনও স্থির করি নাই। আমার বন্ধু টার্প হেন্‌রী, আমার কোটের পিছন দিক ধরিয়া টানিতে লাগিলেন এবং শুনিলাম ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিতেছেন—“বসো, ম্যালোন! সকলের সাম্‌নে গাধা বন্‌তে যেয়ো না।” ঠিক সেই সময়ে দেখিলাম—আমার কয়েকটা চেয়ার সম্মুখে একজন লম্বা রোগা লোক, গাঢ় লাল্‌চে রংএর চুল—তিনিও উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। পিছনের দিকে ফিরিয়া, কট্‌মট্‌ করিয়া তিনি আমার দিকে তাকাইলেন, কিন্তু আমি ছাড়িবার পাত্র নই।

“আমি যাব, সভাপতি মশায়!” বার বার এই কথা বলিতে লাগিলাম।

শ্রোতৃবর্গ চেঁচাইয়া উঠিল—“নাম ? আপনার নাম কি ?”

“আমার নাম এড্‌ওয়ার্ড ডান্ ম্যালোন্, ডেলি গেজেট পত্রিকার রিপোর্টার আমি। আমি একজন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ সাক্ষী।”

“আপনার নাম কি, মশায় ?” আমার প্রতিদ্বন্দ্বী সেই লম্বা লোকটিকে সভাপতি এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

"আমি লর্ড জন্ রক্‌স্‌টন্। আমি ইতিপূর্ব্বে আমাজন নদীর পথে গিয়েছি, পথঘাট সমস্তই আমি জানি এবং এই অনুসন্ধান ব্যাপারে আমার বিশেষ যোগ্যতা আছে।"

সভাপতি বলিলেন—"শিকারী এবং পর্য্যটক হিসাবে লর্ড জন্ রক্‌স্‌টনের নাম জগদ্‌বিখ্যাত। কিন্তু, তা হলেও, এরূপ একটা অভিযানে সংবাদপত্রের একজন লোক থাকা খুবই বাঞ্ছনীয়।"

প্রফেসার চ্যালেঞ্জার বলিলেন—"তাহলে, আমি প্রস্তাব কর্‌ছি—এই সভার প্রতিনিধি স্বরূপ, এই দুই জনকেই নির্ব্বাচিত করা হোক্। প্রফেসার সামার্‌লি যখন আমার উক্তির যথার্থ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান ক'রে সংবাদ আন্‌তে যাবেন, তখন তাঁর সঙ্গে এঁরাও যাবেন।"

এইরূপে, কোলাহল এবং আনন্দধ্বনির মধ্যে, আমাদের ভাগ্য স্থির হইয়া গেল। জনস্রোত ঢেউ খেলিতে খেলিতে দরজার দিকে চলিয়াছিল, তাহা আমাকেও টানিয়া নিল। এই বিরাট, নূতন সংকল্পটি এরূপ অকস্মাৎ আমার মনে উদয় হইয়াছিল, যে, ইহা আমাকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। সভাগৃহ হইতে বাহির হইয়াই দেখিলাম, হাস্যরত ছাত্রবৃন্দের মধ্যে একটা হুড়াহুড়ি, ঠেলাঠেলি ব্যাপার লাগিয়া গিয়াছে; তাহাদের মধ্যে একখানা হাত, সেই হাতে একটি ছাতা—ছাতাটি ছাত্রদের উপর উঠিতেছে ও পড়িতেছে। ইহার পর, আর্ত্তনাদ ও জয়ধ্বনির মধ্যে প্রফেসার চ্যালেঞ্জারের ইলেকৃট্রিক্ ব্রুহাম্ চলিয়া গেল।

আমিও রিজেন্ট্ ষ্ট্রীটের উজ্জ্বল আলোকের নীচ দিয়া চলিয়াছি, মনে গ্ল্যাডিসের চিন্তা এবং আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদ্বেগ।

হঠাৎ কে একজন আমার কনুই স্পর্শ করিল। ফিরিয়া দেখিলাম,

যিনি এই অদ্ভূত অনুসন্ধান বাপারে আমার সঙ্গী হইতে চাহিয়াছিলেন, সেই লম্বা এবং প্রভুত্ব-ব্যঞ্জক-দৃষ্টি-পূর্ণ ভদ্রলোকটি।

তিনি বলিলেন—"মিষ্টার ম্যালোন্ বুঝি। আমরা পরস্পর সঙ্গী হব—না? এই রাস্তা পার হয়েই আমার বাসা—আল্‌বেনিতে। অনুগ্রহ ক'রে আমাকে যদি আধ ঘণ্টা সময় দিতে পারেন, তবে দুই একটা বিষয় সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বল্‌তে চাই—বড্ড দরকারী বিষয়।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

লর্ড রক্‌স্‌টন্ এবং আমি, উভয়ে ভিগো ষ্ট্রীট ধরিয়া গিয়া, বড়লোকদিগের প্রসিদ্ধ আড্ডাটির ফটকের মধ্য দিয়া চলিলাম। একটা ধূসর রাস্তার প্রান্তে আসিয়া নবপরিচিত ব্যক্তিটি, একটা দরজা খুলিয়া ইলেক্‌ট্রিক্ লাইটের সুইচ্ টিপিলেন। রঙ্গীন শেড্ দেওয়া কতকগুলি বাতি, যুগপৎ জ্বলিয়া উঠিয়া আমাদের সম্মুখের প্রকাণ্ড ঘরটিকে আলোকিত করিল। ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম—আরাম এবং সৌন্দর্য্যের অদ্ভুত সমাবেশ, তাহার সঙ্গে পুরুষোচিত শৌর্য্যের চিহ্নও বর্ত্তমান। চতুর্দ্দিকে সৌখীন ধনীর বিলাস-সামগ্রী এবং অবিবাহিতের বিশৃঙ্খলতা, উভয় যেন মিশ্রিত। ঘরের মেঝেতে মূল্যবান্ লোমশ চামড়া এবং প্রাচ্য দেশের নানা বর্ণের অদ্ভুত মাদুর ছড়ান রহিয়াছে। দেওয়ালে ভিন্ন ভিন্ন রকমের রাশি রাশি ছবি ও ফটোগ্রাফ টাঙ্গান—আমার মত আনাড়ি

লোকেও দেখিয়া বুঝিতে পারিল, প্রত্যেক ছবি মূল্যবান্ এবং দুষ্প্রাপ্য। এই সকল সাজসজ্জার মধ্যে তাঁহার শিকারের চিহ্নগুলিও (trophies) ছড়ান ছিল; তাহা দেখিয়া আমার মনে পড়িল—লর্ড রক্‌স্টন্ ঐ যুগে মুষ্টিযুদ্ধ, ঘোড়দৌড়, তলোয়ার খেলা, শিকার প্রভৃতিতে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন যাহাকে কথায় বলে—"পাকা স্পোর্টস্‌ম্যান্"। তাঁহার ঘরে, আগুনের চুল্লির তাকের উপর ঢেরা-কাটা ভাবে দুইখানি দাঁড় রহিয়াছে, একখানি দাঁড় ঘোর নীল রং অন্যখানি ঘোর চেরি রং; ইহাতে বুঝিতে পারিলাম, তিনি এককালে অক্স্‌ফোর্ড এবং লিএণ্ডারের লোক ছিলেন। এই দাঁড়ের উপরে ও নীচে, তলোয়ার ও বক্সিং-গ্লাভের শ্রেণী—তিনি উভয় বিদ্যাতেই যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন, এগুলি তাহারই চিহ্ন। ঘরের চারিদিকের দেওয়ালে, ছবির লাইনের উপরে—পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে যে সব বড় বড় জন্তু শিকার করিয়াছেন, তাহাদিগের মাথাগুলি টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছেন।

প্রকাণ্ড ঘরটির মধ্যখানে, লাল রংএর মূল্যবান্ গালিচার উপর একখানা টেবিল ছিল, প্রাচীন শিল্পের অতি সুন্দর একটি নমুনা—সেই টেবিলের এক পাশে একটি চেয়ারে আমাকে বসিতে বলিলেন। একখানা ট্রে-তে করিয়া তাঁহার চাকর, কিছু খাদ্য এবং দুই গেলাস মদ্য আনিয়া টেবিলের উপর রাখিল। তখন, একটা হাভানা চুরুট আমার হাতে দিয়া, তিনি স্বয়ং টেবিলের অন্য পাশে ঠিক আমার সম্মুখেই বসিলেন। তারপর তাঁহার অদ্ভুত এবং বে-পরোয়া দৃষ্টি দ্বারা আমাকে দেখিতে লাগিলেন।

মুখখানার ফটোগ্রাফ পূর্ব্বে আমি দেখিয়াছিলাম—নাকটি বাঁকা

এবং টিকালো, গালদুটি ভাঙ্গা এবং মুখে ক্লান্ত ভাব, মাথার চুল ঘোর লাল রং, চিবুকের ডগায় ছোট এক গোছা দাড়ি—তাহাতে মুখখানিতে খুব সতেজ ভাব আনিয়া দিয়াছে—অনেকটা যেন তৃতীয় নেপোলিয়ন্ এবং ডন্ কুইসোট ধরণের চেহারা। তাহা হইলেও, তাঁহাকে ঠিক গ্রাম্য ভদ্রলোকটির মত দেখায়—তীক্ষ্ণবুদ্ধি, চট্‌পটে—যেন ঘোড়ায় চড়িয়া, কুকুর সঙ্গে লইয়া মুক্ত বাতাসে ভ্রমণ করিতে ভালবাসেন। শরীর পাৎলা হইলেও খুব বলিষ্ঠ—বাস্তবিক, এরূপও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, যে, ইংলণ্ডে তাঁহার তুল্য দীর্ঘশ্রমপটু লোক খুবই বিরল। শরীরটি ছয় ফুটের বেশী উঁচু, কিন্তু কাঁধ দুইটি অদ্ভুত ধরণে গোল হইয়া নামিয়াছে বলিয়া, হঠাৎ তাঁহাকে একটু বেঁটে মনে হয়। ইহাই হইল সেই প্রসিদ্ধ লর্ড রক্‌স্টনের বর্ণনা। আমার সম্মুখে চেয়ারে বসিয়া, চুরুটটি চিবাইতে চিবাইতে তিনি নীরবে একদৃষ্টে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

অবশেষে বলিলেন—"তারপর, বাবাজি, আমরা দেখ্‌ছি তাহলে কর্ত্তব্য স্থির ক'রে ফেলেছি। হাঁ, তুমি আমি দুজনেই ঝাঁপিয়ে পড়েছি। কিন্তু, আমার মনে হয়, বক্তৃতা-গৃহে ঢুক্‌বার সময়, তোমার মাথায় ও রকম কোন খেয়ালই ছিল না—কেমন ?"

আমি বলিলাম—"বিন্দু-বিসর্গও না।"

"আমারও ঠিক তাই, এ রকম ভাবিও নি। কিন্তু, এই দেখ, দুজনেই একেবারে গলাজলে ডুবেছি। এই দেখ না, সবে আমি তিন সপ্তাহ যাবৎ উগাণ্ডা থেকে ফিরে এসেছি, স্কট্‌ল্যাণ্ডে একটা বাড়ীও নিয়েছি—চুক্তিপত্র পর্য্যন্ত সই করা হয়ে গিয়েছে। এখন হলো ভালই—না ? তোমার কেমন লাগ্‌ছে ?"

"তা যদি জিজ্ঞাসা করেন, তবে আমি হচ্ছি সংবাদপত্রের লোক—এরূপ ঘটনা আমার কাজেরই অন্তর্ভুক্ত।"

"তা ত ঠিকই, এ কাজটা গ্রহণ কর্‌বার সময়ই তা তুমি বলেছিলে। আচ্ছা, তুমি যদি আমাকে একটু সাহায্য কর, তাহলে আমার সামান্য একটা কাজের কথা তোমাকে বল্‌তে চাই।"

"খুব খুসী হয়ে সাহায্য কর্‌ব।"

"একটু কিন্তু মুস্কিলের কাজ, তাতে কিছু মনে কর্‌বে না ত?"

"মুস্কিলটা কি?"

"মুস্কিলটা হচ্ছে—ব্যালিঞ্জার। তাঁর কথা নিশ্চয় শুনেছে?"

"না।"

"সে কি হে ছোক্‌রা, তুমি থাক কোথায়? সার্ জন্ ব্যালিঞ্জার হচ্ছেন উত্তর ইংলণ্ডে সব চেয়ে ভাল ভদ্রলোক-ঘোড়সোয়ার (jockey)। সমান জমিতে আমি তাঁকে হারিয়েছি, কিন্তু ঘোড়ায় চ'ড়ে লাফাবার বেলা তিনি আমার ওস্তাদ। সবাই জানে, শিক্ষার সময় ভিন্ন অন্য সময়ে, তিনি ভীষণ মদ্যপান করেন। গত মঙ্গলবার থেকে তিনি নেশার ঝোঁকে প্রলাপের অবস্থায় প'ড়ে আছেন। আমার ঘরের উপরেই তাঁর ঘর। ডাক্তারেরা বলেছেন—তাঁকে কিছু খাদ্য না খাওয়াতে পার্‌লে, তাঁর বাঁচ্‌বার কোন আশা নাই। কিন্তু, বিছানার চাদরের নীচে পিস্তল নিয়ে শুয়ে আছেন, আর বলেছেন—কেউ তাঁর কাছে গেলে, পিস্তলের ছ'টা গুলিই চালাবেন। চাকরেরা ভয়ে ধর্ম্মঘট করেছে—তাঁর কাছে কেউ যাবে না। উনি বড় কড়া লোক, সার্ জন্, আবার তাঁর সাংঘাতিক হাতের টিপ। কিন্তু, এত বড় একটা লোক—গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল্ উইনার

—তাঁকে ত এরূপভাবে মর্‌তে দেওয়া যেতে পারে না—তুমি কি বল?”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“তাহলে, কি কর্‌তে চান?”

“আমি ঠাউরেছি, তুমি আমি দুজনায় মিলে, ধাঁ ক'রে গিয়ে তাঁকে ধরে ফেল্‌ব। হয়ত তখন নেশায় ঢুল্‌তে থাকবেন, আর না হয় এক জনকে ঘায়েল করবেন, তখন অন্য জনে গিয়ে ধরে ফেল্‌ব। পাশ-বালিশের খোলটা যদি একবার তাঁর হাতে জড়িয়ে ফেলতে পারি তবে, টেলিফোন ক'রে ষ্টমাক্‌-পাম্প্‌ আনিয়ে নেব, তা দিয়ে আচ্ছা ক'রে খাওয়াব।”

অত্যন্ত বিপদপূর্ণ কাজ আসিয়া, হঠাৎ এরূপ ভাবে উপস্থিত হইল। আমি খুব সাহসী, এ কথা বলিতে পারি না। আমার কল্পনাশক্তিটা আইরিশ্‌, তাহাতে অজানা বিপদটাকে বেশী সাংঘাতিক বলিয়া মনে হয়। পক্ষান্তরে, শিশুকাল হইতেই কাপুরুষতাকে আমি দারুণ ভয় করি, এ কলঙ্কের কথা ভাবিলেও আমার আতঙ্ক হয়। কোন কাজে আমার সাহসের অভাব—এরূপ কেহ মনে করিলে, আমি নিশ্চয় উঁচু পাহাড় হইতেও লাফাইয়া পড়িতে পারি। সুতরাং, উপরের ঘরে পানোন্মত্ত লোকটিকে মানস-চক্ষে কল্পনা করিয়া, আমি একটু দমিয়া গেলাম বটে, কিন্তু, যথাসম্ভব নিশ্চিন্ত ভাবেই বলিয়াছিলাম—আমি যাইতে প্রস্তুত। এ সম্বন্ধে লর্ড রক্‌সটন্‌ আরও কিছু বলিতে লাগিলেন, তাহাতে আমি বিরক্তি বোধ করিলাম।

বলিলাম—“কথায় কোন কাজ হবে না—চলুন যাই।”

আমি চেয়ার হইতে উঠিলাম। তিনিও উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তখন একটু মিটি মিটি হাসিয়া, তিনি আমার বুকে দুই তিনবার

মৃদু আঘাত করিয়া, আমাকে ঠেলিয়া আবার চেয়ারে বসাইয়া দিলেন।

তখন তিনি বলিলেন—"বেশ, বাবাজি বেশ! তোমাকে দিয়ে ঠিক কাজ হবে।"

অমি বিস্মিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম।

"আজ সকালে আমি নিজেই ব্যালিঞ্জারের ব্যবস্থা করেছি। শুধু আমার কিমনোর পিছনে একটা ফুটো ক'রে দিয়েছিলেন, ভাগ্যিস্ তাঁর হাত কেঁপে গিয়েছিল! যাহোক্, সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই তিনি ঠিক হয়ে যাবেন। তাহলে, বাবাজি, তুমি কিছু মনে করোনা—কেমন? দেখ, এই সাউথ আমেরিকার ব্যাপারটা গুরুতর, সুতরাং, এ কাজে এমন লোক আমার সঙ্গী হওয়া চাই, যার উপর ভরসা কর্তে পারি। এই জন্যই তোমাকে একটু বাজিয়ে নিলাম, এবং আমি বল্তে বাধ্য যে, তুমি পরীক্ষায় বেশ প্রশংসার সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছ। তোমার এবং আমার উপরেই কিন্তু সব নির্ভর করে, কারণ, দেখ্‌বে এখন, এই বুড়ো সামার্‌লিকে প্রথম থেকেই সাম্‌লাবার দরকার হবে। ভাল কথা, আয়ারলণ্ডের তরফে যে ম্যালোন্‌কে রাগ্‌বি-কাপ্ দেবার কথা হয়েছে, তুমি কি সেই ম্যালোন্?"

"আমি বোধ করি, নির্ব্বাচিতদের মধ্যে অতিরিক্ত হিসাবে (reserve) আমি।"

"আমিও ভেবেছিলাম, তোমার মুখ চেনা-চেনা লাগ্‌ছে। রিচ্‌মণ্ডের বিপক্ষে তুমি যে ট্রাই-টা করেছিলে, তখন আমিও উপস্থিত ছিলাম—এমন এড়িয়ে ছোটা আমি সমস্ত ফুট্‌বল সিজনে আর দেখিনি। পারত পক্ষে আমি রাগ্‌বি ম্যাচ্ কখনও বাদ দি

না। যাক্, তোমাকে খেলার কথা বল্‌তে ডেকে আনিনি। আমাদের কাজ সম্বন্ধে একটা ঠিক ক'রে ফেল্‌তে হবে। এই যে, টাইম্‌স্ পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠাতেই জাহাজ ছাড়্‌বার খবর আছে। এই ত দেখ্‌ছি, বুথ্ কোম্পানির একটা জাহাজ আস্‌ছে সপ্তাহে বুধবারে প্যারীতে যাবে; তুমি আর প্রফেসার যদি সব ঠিক ক'রে নিতে পার, তবে, এটাতেই যাওয়া উচিত—কেমন? আচ্ছা, আমিই তাঁর সঙ্গে এ বিষয় ঠিক ক'রে ফেল্‌ব। তোমার সরঞ্জাম সম্বন্ধে কি কর্‌বে?"

"ওসব ব্যবস্থা আমার কাগজ কর্‌বে।"

"তুমি বন্দুক ছুঁড়্‌তে পার?"

"এই প্রায় সাধারণ টেরিটোরিয়েল্‌দের মত পারি।"

"কি সর্ব্বনাশ! এত কাঁচা হাত? আজকালকার ছোক্‌রারা দেখ্‌ছি এ সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন। নিজেদের চাক রক্ষা করা বিষয়ে, তোমরা দেখ্‌ছি হুল-শূন্য মৌমাছির দল। কেউ যখন একদিন এসে মধুটি খেয়ে যাবে, তখন বোকা বন্‌বে। সাউথ্ আমেরিকায় কিন্তু বন্দুকের নিশানা অব্যর্থ হওয়া চাই, কারণ, আমাদের বন্ধুটি যদি পাগল কিংবা মিথ্যাবাদী না হন, তবে ফির্‌বার আগে, সেখানে অনেক কিছু সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার দেখ্‌তে পাব। তোমার কোন্ বন্দুক আছে?"

তিনি একটা ওক্ কাঠের আলমারির নিকটে গিয়া দরজাটা খুলিলেন, আমি তাহার মধ্যে, সারি সারি চক্‌চকে অনেকগুলি খাড়া নল দেখিতে পাইলাম—যেন অর্‌গ্যানের চোঙ্গা।

তিনি বলিলেন—"দেখি, আমার বন্দুকগুলি থেকে কোন্‌টা তোমাকে দিতে পারি।"

এই বলিয়া তিনি এক একটা করিয়া, চমৎকার রাইফল্‌গুলি বাহির করিতে লাগিলেন ; খটাখট্‌ শব্দে খোলেন আর বন্ধ করেন। আবার সেগুলির গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন—ঠিক যেমন করিয়া মা তাঁহার সন্তানকে আদর করেন।

"এ বন্দুকটা হলো ব্ল্যাণ্ডের তৈরী '৫৫৭, এক্‌সাইট্‌ একস্‌প্রেস্‌। ঐ বড় জানোয়ারটাকে এটা দিয়ে মেরেছিলাম।" দেওয়ালে যে সাদা গণ্ডারের বিশাল মাথাটি টাঙ্গান ছিল, সেটার দিকে দেখাইলেন। "আর গজ দশেক এগুতে পার্‌লে, সে-ই আমাকে সাবাড় ক'রে ফেল্‌ত।"

"এই দেখ একটা খুব কাজের বন্দুক '৪৭০ টেলিস্‌কোপিক্‌ সাইট্‌, ৩৫০ গজ পর্য্যন্ত সোজাসুজি মারা যায়। তিন বছর আগে, পেরুভিয়ান্‌ দাসব্যবসায়ীদের উপর এটা চালিয়েছিলাম। সে দেশে আমি যেন বিধাতার দণ্ডের মত বাস কর্‌তাম, যদিও এ সংবাদটি ছাপার অক্ষরে কোথাও দেখ্‌তে পাবে না। এমন সময় আসে, বাবাজি, যখন আমাদের প্রত্যেককেই মানুষের দাবী এবং তাদের প্রতি ন্যায় বিচার বজায় রাখ্‌বার জন্য, লড়াই কর্‌তে হয়—তা না হলে, আমরা যেন অপরাধী হয়ে পড়ি। সে জন্যই আমাকে একটু লড়্‌তে হয়েছিল। আমিই লড়াইটা আরম্ভ করি, চালাই এবং শেষও আমিই করেছিলাম। এই যে খাঁজ-কাটাগুলি দেখ্‌ছ, এর প্রত্যেকটা এক একজন দাস-খুনীর নামে। ঐ বড় খাঁজটা পিড্রো লোপেজের নামে। পিড্রো লোপেজ্‌ ছিল ঐ খুনীদের সর্দ্দার—তাকেই আমি পুটোমাও নদীর ধারে ঐ বন্দুকটা দিয়ে মেরেছিলাম। এই একটা বন্দুক আছে, এটাতেই তোমার কাজ হবে।" তিনি সুন্দর একটি

ব্রাউন এবং রূপালি কাজ করা রাইফল্ লইলেন। "এটা হাতে থাক্‌লে, তোমার কোন ভাবনা থাক্‌বে না।" বন্দুকটা আমার হাতে দিয়া, তিনি আলমারি বন্ধ করিলেন। তখন চেয়ারে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—"ভাল কথা, প্রফেসার চ্যালেঞ্জারের বিষয় তুমি কি জান ?"

"আজই তাঁকে প্রথম দেখেছি।"

"বেশ, আমিও তাই। বড় মজার কথা—যে লোককে জানিনা, তাঁরই সিল্ করা হুকুম নিয়ে আমাদের যাত্রা কর্‌তে হবে। বুড়োকে একটু উদ্ধত বলে মনে হলো। তাঁর বৈজ্ঞানিক সহযোগীরাও যেন তাঁকে বড় পছন্দ করেন না। এ কার্য্যে তোমার উৎসাহ হলো কি ক'রে ?"

আমি সকালবেলার সমস্ত ঘটনা সংক্ষেপে তাঁহার নিকট বলিলাম, তিনি খুব মন দিয়া সমস্ত শুনিলেন। তারপর, সাউথ্ আমেরিকার একটা ম্যাপ আনিয়া টেবিলের উপর পাতিলেন।

উৎসাহের সহিত বলিলেন—"তিনি তোমাকে যা যা বলেছেন, তার প্রত্যেকটি কথা আমি সত্য ব'লে বিশ্বাস করি। মনে রেখো, বিশেষ কারণ থাক্‌লেই আমি ও রকম কথা ব'লে থাকি। সাউথ্ আমেরিকা আমার খুব ভাল লাগে, এবং আমার মনে হয়, ডেরিয়েন থেকে ফিউগো পর্য্যন্ত স্থানটা—পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর এবং সব চেয়ে অদ্ভুত। জায়গাটাকে লোকে এখনও জান্‌তে পারেনি এবং ধারণা কর্‌তে পারে না, এ স্থানটা কি রকম হতে পারে। আমি এ জায়গার এক ধার থেকে অন্য ধার পর্য্যন্ত যাতায়াত করেছি, দুটো গ্রীষ্ম ওখানে কাটিয়েছি—তখনই দাস-ব্যবসায়ীদের

সঙ্গে আমার সেই লড়াই হয়েছিল। সেখানে থাকতে আমিও ঐ রকমের গল্প শুনেছিলাম—ইণ্ডিয়ান্‌দের কিংবদন্তী, কিন্তু ওর পশ্চাতে কিছু আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ঐ দেশের সম্বন্ধে যত বেশী জান্‌তে পার্‌বে, বাবাজি, ততই বুঝ্‌তে পার্‌বে—ওখানকার পক্ষে অসম্ভব কিছু নেই। সেখানে কতগুলি অপ্রশস্ত জলপথ মাত্র আছে, তাই ধ'রে লোকে যাতায়াত করে—এর বাইরে যা কিছু আছে, সবই অন্ধকার।" তারপর চুরুট দিয়া ম্যাপের একটি স্থান দেখাইয়া বলিলেন—"নীচে, এখানে, এই ম্যাটো গ্রসোতে, আর উপরে ঐ কোণটার কাছে, যেখানে তিনটা দেশ এসে মিশেছে—এই দুই জায়গায় অত্যদ্ভুত কিছু দেখ্‌লেও আমি বিস্মিত হব না। আজ মিটিংএ প্রফেসার যেমন বলেছেন, সত্যি, তেমনই, প্রায় সমস্ত ইউরোপের মত বড় একটা বনের মধ্য দিয়ে, পঞ্চাশ হাজার মাইল জল-পথ ব'য়ে গিয়েছে। তুমি আমি হয় ত, স্কট্‌লণ্ড থেকে কন্‌ষ্টান্‌টিনোপল্ পর্য্যন্ত—এতটা দূরে রয়েছি, কিন্তু তবু আমরা আছি সেই বিশাল ব্রেজিল্লিয়ান বনের মধ্যেই। এই গোলক-ধাঁধার মধ্যে মানুষ এখানে সেখানে সামান্য পথ ক'রে নিয়েছে। এদিকে আবার নদীর জল বাড়ে কমে প্রায় চল্লিশ ফুট, অর্দ্ধেকটা দেশ জলাভূমি—তার উপর দিয়ে যাবার উপায় নেই। এ রকম দেশে নূতন এবং অদ্ভুত কিছু থাক্‌বেনা কেন? আর, আমরাই বা সেটাকে খুঁজে বা'র কর্‌ব না কেন? তা ছাড়া, সেখানে প্রতি মাইলের মধ্যে জীবন বিপন্ন হবার আশঙ্কা। আমি ঠিক পুরান গল্‌ফ্ বল্‌টির মত, আমার সাদা রং মার খেয়ে খেয়ে কবে উঠে গিয়েছে! এখন আমাকে যা খুসী তা কর্‌লেও গায়ে দাগ পড়্‌বে না। কিন্তু বাবাজি, রঙ্গচ্ছলে

যে জীবন বিপন্ন করা, তাতেই ত জীবনের স্বাদ। তাহলেই, বেঁচে থাকা সার্থক। আমরা বড় সুখপ্রিয়, নির্জীব এবং ননীর পুতুলের মত হয়ে যাচ্ছি। এই রকম প্রশস্ত, পতিত জায়গা আমাকে দাও, আমার হাতে একটা বন্দুক থাকবে, আর সেখানে খোঁজ্‌বার যোগ্য কোন কিছুর সন্ধান করতে হবে। আমি যুদ্ধে গিয়েছি, ষ্টিপ্‌ল্ চেজিং করেছি, এয়ারোপ্লেন চালিয়েছি, কিন্তু, এই জন্তু শিকার করাটা একটা সম্পূর্ণ নূতন—হুলস্থূল ব্যাপার।"—এই ভবিষ্যৎ আশায় তিনি আনন্দে টিপিটিপি হাসিলেন।

হয়ত বা, এই নূতন বন্ধুটির বিষয় লইয়া আমি অনেক সময় নষ্ট করিলাম, কিন্তু বহুদিন পর্য্যন্ত যিনি আমার সঙ্গী হইবেন, তাঁহাকে প্রথম সাক্ষাতে যেরূপ দেখিয়াছিলাম—তাঁহার অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব, কথা বলিবার আশ্চর্য্য কৌশল ইত্যাদি হুবহু বর্ণন করিলাম। অবশেষে, মিটিংএর রিপোর্টের কথা মনে পড়াতে, তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইতে হইল। বিদায়কালে দেখিলাম, তিনি তাঁহার সেই প্রিয় রাইফ্‌ল্‌টিতে তেল মাখাইতেছেন, আর তখনও আমাদের ভবিষ্যৎ বিপদপূর্ণ কার্য্যটির কথা ভাবিয়া, মিটিমিটি হাসিতেছেন। আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম—আমাদের কাজে যদি বিপদ থাকেই, তবে, সে বিপদের ভাগী হইবার উপযুক্ত স্থিরবুদ্ধি এবং সাহসী ব্যক্তি, সমস্ত ইংলণ্ডে তাঁহার মত অন্য কেহ নাই।

দিনমানের অদ্ভুত ঘটনাবলীর ফলে অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করিতেছিলাম, তবু অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত মিষ্টার ম্যাক্ আর্ডালের সঙ্গে বসিয়া, অবস্থাটা আগাগোড়া তাঁহাকে বলিলাম। সমস্ত বিষয় পরদিন প্রাতঃকালেই পত্রিকার মালিক সার্ জর্জ্জ বোমাণ্ট্‌কে বলাটা

তিনি বলিলেন—“না, না, অনেক ধন্যবাদ ; আমি আর জাহাজের উপরে যাব না। কয়েকটা কথা শুধু আপনাদের বল্‌বার আছে, সেটা এখানেই বেশ বলা চল্‌বে। আপনারা ভাব্‌বেন্ না, যে, এই যাত্রার জন্য আপনাদের কাছে কোন রকমে আমি ঋণী আছি—এই আমার অনুরোধ। এটাও জান্‌বেন—এতে আমার কিছুই এসে যাবে না, এবং বাধ্যবাধকতার বিন্দুমাত্র চিন্তাও মনে পোষণ কর্‌তে আমি রাজি নই। সত্য যা, তা চিরকালই সত্য, আপনাদের রিপোর্টে তার ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না—যদিও তাতে কতগুলি অকর্ম্মণ্য লোকের মানসিক বৃত্তি উত্তেজিত এবং কৌতূহল নিবারণ কর্‌তে পারে বটে। পথ-জ্ঞাপন এবং আপনাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমার উপদেশগুলি, এই সিল্-করা খামটির মধ্যে পাবেন। আমাজন্ নদীর তীরে যে মেনাওস্ সহর আছে সেখানে পৌঁছে, তবে এই খামটি খুল্‌বেন, কিন্তু খামের উপরে যে তারিখ এবং সময়ের কথা লেখা আছে, তার আগে খুল্‌বেন্ না। সব পরিষ্কার বুঝ্‌তে পার্‌লেন ত ? এখন, এই সর্ত্তগুলি মেনে চলা সম্বন্ধে, আমি আপনাদের সততার উপর নির্ভর কর্‌ছি। না, মিষ্টার ম্যালোন্, কাগজে লেখা সম্বন্ধে কোন বাধা রাখ্‌ছি না, কারণ, সত্যের প্রকাশ করাটাই হলো এই যাত্রার উদ্দেশ্য ; তবে, আমি চাই, তোমাদের প্রকৃত গম্য স্থান সম্বন্ধে সূক্ষ্ম ভাবে কিছু লিখবে না, এবং ফিরে না আসা পর্য্যন্ত কাগজে কিছু বা'র কর্‌তে পার্‌বে না। বিদায় হই তাহলে। তোমার এই ঘৃণিত ব্যবসায়ের উপর আমার যে মনের ভাব, তোমার কার্য্যে তা অনেকটা লাঘব হয়েছে। বিদায় হই, লর্ড জন্। আমি জানি, বিজ্ঞানের আপনি কোন ধার ধারেন না, কিন্তু আপনার জন্য যে-শিকারের জায়গা

অপেক্ষা কর্‌ছে, তাতে নিজেকে ভাগ্যবান্ মনে কর্‌তে পারেন। ডাইমর্‌ফডন্ কি ক'রে শিকার কর্‌লেন, তার বর্ণনাটা ফিল্ড কাগজে ছাপাবার বেশ সুযোগ পাবেন। আর আপনার কাছেও বিদায় নিচ্ছি, প্রফেসার সামার্‌লি। এখনও যদি আপনার আত্মোন্নতির ক্ষমতা থাকে—যদিচ সে সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস খুবই কম—তবে আপনি আরও জ্ঞানলাভ ক'রে লণ্ডনে ফির্‌বেন।"

এই বলিয়া তিনি ফিরিয়া চলিলেন। এক মিনিট পরে জাহাজের ডেক হইতে দেখিলাম—ঐ দূরে তিনি তাঁহার ট্রেণ ধরিবার জন্য চলিয়াছেন। তারপর—এখন আমরা চ্যানেল্ ধরিয়া চলিয়াছি। বিদায়ের শেষ ঘণ্টা বাজিল, এবং তাহাতেই পাইলট্ বোটের নিকট বিদায় জানাইল। এখন হইতে আমরা সমুদ্র পথেই ক্রমাগত চলিতে থাকিব। পশ্চাতে যাঁহাদিগকে ফেলিয়া গেলাম, ভগবান্ তাঁহাদের মঙ্গল করুন এবং আমাদিগকে নিরাপদে ফিরাইয়া আনুন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আমার গল্প যাঁহাদিগের কাণে পৌঁছিবে, তাঁহাদিগকে বুথ্ কোম্পানির জাহাজের ভোগবিলাসের কথা বলিয়া বিরক্ত করিব না, প্যারা-তে যে এক সপ্তাহ কাটাইয়াছিলাম, সে সম্বন্ধেও কিছু বলিব না (তবে, পেরিরা ডা পিণ্টা কোম্পানির সদয় ব্যবহারের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি, তাঁহারাই আমাদের জিনিসপত্র গুছাইয়া একত্র করিয়া দিয়াছিলেন)। নদী-পথে যাত্রার কথাও খুব সংক্ষেপে বলিব—নদীটি প্রশস্ত, স্রোত কম এবং জল কাদাটে। যে রকম ষ্টিমারে

আমরা আট্‌লান্টিক্ সমুদ্র পার হইয়াছিলাম, তাহার চাইতে এই ষ্টিমারটি বেশী ছোট নয়। ক্রমে আমরা ওবিডোন্ নদীর সংকীর্ণ স্থান পার হইয়া, মেনাওস্ সহরে গিয়া পৌঁছিলাম। স্থানীয় হোটেলটি ছিল ছোটখাট, ইহার নিতান্ত সাধারণ বিধি ব্যবস্থার হাত হইতে আমাদিগকে ব্রিটিশ এবং ব্রেজিলিয়ান্ ট্রেডিং কোম্পানির প্রতিনিধি মিষ্টার সর্টম্যান্ উদ্ধার করিলেন। তাঁহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-পূর্ণ বাড়ীতে আমরা দিন কাটাইতে লাগিলাম এবং সেই দিনটির জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম, যেদিন প্রফেসার চ্যালেঞ্জারের নির্দ্দেশপূর্ণ চিঠি আমরা খুলিতে পারিব। সেইদিনের আশ্চর্য্য ঘটনাগুলি উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে, এই কার্য্যে যাঁহারা আমার সঙ্গী হইয়াছিলেন এবং ইতিপূর্ব্বে দক্ষিণ আমেরিকায় আমরা যে সব নূতন লোক নিযুক্ত করিয়াছিলাম—তাহাদের সকলেরই একটু পরিষ্কার বর্ণনা দিতে ইচ্ছা করি। আমি খোলাখুলি ভাবেই সমস্ত কথা বলিতেছি এবং আমার মালমশলাগুলি ব্যবহার করা সম্বন্ধে আপনার বিবেচনার উপরই নির্ভর করিলাম, মিষ্টার ম্যাক্ আর্ডল্—কারণ, ইহা জগতে প্রচার হওয়ার পূর্ব্বে, আপনার হাত দিয়াই যাইবে।

প্রফেসার সামার্‌লির বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সুবিদিত, সে সম্বন্ধে আমার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তাঁহাকে প্রথম দেখিয়া এইরূপ বিপদপূর্ণ অভিযানের যতটা উপযুক্ত বলিয়া মনে হয়, তাহার চাইতে তিনি বেশী উপযুক্ত। তাঁহার লম্বা, রোগা এবং মজবুত শরীরটি পরিশ্রম গ্রাহ্যও করে না, তাঁহার শুষ্ক, বিদ্রূপপূর্ণ এবং সম্পূর্ণ সহানুভূতিশূন্য আচরণ, পারিপার্শ্বিক দৃশ্যের পরিবর্ত্তনেও বদ্‌লায় না। যদিও তাঁহার ৬৬ বৎসর বয়স, তবু, সময়ে সময়ে আমাদিগকে যখন

কষ্ট পাইতে হইয়াছে, তখন তাঁহাকে একটুও অসন্তোষ প্রকাশ করিতে শুনি নাই। তাঁহার উপস্থিতিটা-কে আমি এই অভিযানে বাধা স্বরূপ মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু, প্রকৃত পক্ষে, এখন আমার বেশ বিশ্বাস হইয়াছে, যে, তাঁহার সহনশক্তি ঠিক আমারই মত প্রবল। মেজাজটা তাঁহার স্বভাবতঃ কর্কশ এবং সন্দিগ্ধ। প্রফেসার চ্যালেঞ্জার যে একেবারে ফাঁকিবাজ, আর আমরা যে একটা সম্পূর্ণ হাস্যকর কাজে হাত দিয়াছি, বিপদ এবং নিরাশা ভিন্ন সাউথ আমেরিকায় আমাদের ভাগ্যে আর কিছু নাই এবং ইংলণ্ডে ফিরিয়া গিয়া যে আমাদিগকে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে—তাঁহার এই সমস্ত দৃঢ় বিশ্বাসের কথা, তিনি প্রথম হইতেই কখন গোপন করেন নাই। পথে, সাউদাম্‌টন্ হইতে মেনাওস্ পর্য্যন্ত, রাগে নানারকম অঙ্গভঙ্গী করিয়া এবং তাঁহার ছাগল-দাড়ি নাড়িয়া, তিনি তাঁহার এই মত সর্ব্বক্ষণ আমাদের কাণে ঢালিয়াছেন। জাহাজ হইতে নামিবার পর, চারিদিকে নানারকম কীটপতঙ্গ এবং পাখীর সৌন্দর্য্য দেখিয়া, মনে কতকটা সান্ত্বনা পাইলেন, কারণ, বিজ্ঞানের প্রতি তাঁহার একান্ত নিষ্ঠা। তিনি বন্দুক এবং প্রজাপতি ধরিবার জাল লইয়া, সারাদিন বনের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ান, এবং যে সমস্ত নমুনা সংগ্রহ করেন, বিকালে সেগুলিকে কাগজে আঁটিয়া রাখেন। তাঁহার চালচলন ছিল কিছু খামখেয়ালি রকমের—পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে দৃষ্টি নাই, শরীর অপরিচ্ছন্ন, স্বভাব অত্যন্ত অন্যমনস্ক, মুখে ছোট একটি তামাকের পাইপ লাগিয়াই রহিয়াছে। যৌবনে তিনি অনেক বৈজ্ঞানিক অভিযানে সংসৃষ্ট ছিলেন (রবার্টসনের সঙ্গে তিনি "পাপুয়া অভিযানে" ছিলেন)—অরণ্যবাস এবং নৌকাভিযান তাঁহার নিকট নূতন নহে।

কতগুলি বিষয়ে প্রফেসার সামার্‌লির সঙ্গে লর্ড জন্ রক্‌স্‌টনের মিল আছে, আবার কতগুলি বিষয়ে একজন অন্যজনের ঠিক উল্টা। লর্ড জন রক্‌স্‌টনের বয়স কুড়ি বৎসর কম, কিন্তু তাঁহার শরীর প্রফেসারের মতই কতকটা পাতলা এবং ছিপ্‌ছিপে। তাঁহার আকৃতি সম্বন্ধে, আমার মনে পড়ে, লণ্ডনে আমার গল্পের যে অংশটুকু রাখিয়া আসিয়াছি—তাহাতেই বর্ণনা আছে। চালচলন সম্বন্ধে তিনি অতিশয় পরিষ্কার এবং পরিপাটি, সর্ব্বদা যত্নপুর্ব্বক সাদা ড্রিলের স্যুট্ এবং ব্রাউন রংএর উঁচু মস্‌কুইটো বুট পরিয়া থাকেন এবং দিনে অন্ততঃ একবার দাড়ি কামান। কর্ম্মী লোকের মত তিনি কথা বলেন কম, যখন তখন চিন্তামগ্ন হইয়া পড়েন, কিন্তু কাহারও প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় কিংবা বাক্যালাপে যোগ দিবার সময় তিনি ভারি চট্‌পটে —তখন কথা বলেন একটু হাসি তামাসা করিয়া এবং ঝাঁকানি দিয়া। সকল বিষয়ে, বিশেষতঃ দক্ষিণ আমেরিকা সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান অদ্ভুত, আমাদের যাত্রার সফলতা সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস—প্রফেসার সামার্‌লির ঠাট্টা তামাসায় সে বিশ্বাস চূর্ণ হইবার নহে। তাঁহার স্বর মিষ্ট এবং আচরণ প্রশান্ত, কিন্তু, তাঁহার ঐ মিট্‌মিটে নীল চক্ষুদুটির পশ্চাতে প্রচণ্ড ক্রোধ এবং অটল সঙ্কল্পের আভাস লুক্কায়িত আছে এবং সেগুলি সুসংযত আছে বলিয়াই আরও ভয়াবহ। তাঁহার পেরু এবং ব্রেজিলের কীর্ত্তিগুলি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেন নাই। কিন্তু, তাঁহার দর্শনে নদীতীর-বাসী স্থানীয় লোক, যাহারা তাঁহাকে তাহাদিগের পরিত্রাতা ও রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া জানিত, তাহাদিগের মধ্যে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া আমি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলাম। তাঁহাকে তাহারা "রেড্‌চিফ্" বলিত—

এই রেড্ চিফের ঘটনাবলী তাহাদের মধ্যে উপকথার মত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিকই ঘটনাগুলি, আমি যতদূর জানিতে পারিয়াছিলাম, একেবারে বিস্ময়কর।

ব্যাপারটি এইঃ—পেরু, ব্রেজিল এবং কলাম্বীয়ার সীমানা দ্বারা বেষ্টিত যে মালিক-শূন্য দেশটি আছে, লর্ড রক্স্টন্ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সেখানে গিয়াছিলেন। এই বিস্তৃত স্থানটিতে বুনো রবারের গাছ জন্মায়, এবং কঙ্গো দেশের মত, এটা স্থানীয় লোকদিগের পক্ষে একটা অভিসম্পাতের মত দাঁড়াইয়াছে—ইহার তুলনা শুধু স্পেনিয়ার্ডদিগের অধিকৃত ডেরিয়ানের পুরাতন রৌপ্য-খনির বেগার-বন্দোবস্তের সঙ্গে হইতে পারে। জনকতক দুর্বৃত্ত বর্ণসঙ্কর লোক দেশের সর্ব্বেসর্ব্বা ছিল; তাহারা সাহায্য করিতে প্রস্তুত—এমন ইণ্ডিয়ান্দের অস্ত্রশস্ত্র দিয়া দলভুক্ত করিয়া, বাকি গুলিকে পাশবিক অত্যাচারের ভয় দেখাইয়া ক্রীতদাস করিল এবং রবার সংগ্রহ কার্য্যে বাধ্য করিল। এই রবার সংগ্রহ হইলে, জলপথে পারাতে পাঠান হইত। লর্ড জন্ এই হতভাগ্য দাসদিগের পক্ষ হইয়া ঘোরতর আপত্তি করিলেন, কিন্তু অপমান এবং ভয় প্রদর্শন ভিন্ন তাঁহার পরিশ্রমের অন্য কোন ফল হইল না। অবশেষে তিনি দাস-ব্যবসায়ী-দিগের দলপতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন, তাঁহার কার্য্যে কতগুলি পলাতক দাসকে দলবদ্ধ করিয়া সে অভিযানে প্রবৃত্ত হইলেন, সেই অভিযানে, তাঁহার হস্তে দাস-ব্যবসায়ী বর্ণসঙ্কর দলপতির মৃত্যুতে শেষ হইল—ক্রীতদাস-ব্যবসায়ের চিহ্নমাত্রও রহিল না।

এইরূপ সাদাসিধা, সরল এবং মিষ্ট প্রকৃতির লোকটিকে যে

আমেরিকার সেই বৃহৎ নদীতীরে সকলে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিবে—সেটা আর বিচিত্র কি? অবশ্য, যে ভাব দ্বারা তিনি সকলকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন, তাহা মিশ্রিত। স্থানীয় লোকেরা যেমন কৃতজ্ঞ ছিল, সেইরূপ, যাহারা স্থানীয় লোকদের কাজে লাগাইতে পারে নাই, তাহাদের রাগও হইয়াছিল খুব। এই পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতার ফলে তাঁহার একটি কাজ এই হইয়াছিল, যে, তখনকার ব্রেজিলে চলিত ভাষা—যাহার এক তৃতীয়াংশ পর্ত্তুগীজ এবং দুই তৃতীয়াংশ ইণ্ডিয়ান্ - সেই ভাষায় তিনি অনর্গল কথা বলিতে পারিতেন।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, লর্ড রক্স্টন্ সাউথ আমেরিকা বলিতে পাগল। জ্বলন্ত উৎসাহ ভিন্ন, তিনি ঐ মহাদেশটি সম্বন্ধে কথাই বলিতে পারিতেন না। এবং এই উৎসাহ সংক্রামক ছিল, কারণ, যদিচ এ বিষয়ে আমি অজ্ঞ, তবু তিনি আমার মন আকর্ষণ করিতেন এবং আমার কৌতূহল উত্তেজিত করিতেন। তাঁহার কথাবার্ত্তার চমৎকারিতা, তাঁহার সঠিক জ্ঞান এবং সরস কল্পনার অদ্ভুত সংমিশ্রণ—এই সমস্ত মিলিয়া একটা মোহ উৎপন্ন করিত—এমন কি, শুনিতে শুনিতে অবশেষে, প্রফেসারের মুখের রুক্ষ এবং অবিশ্বাসের হাসিও দূর হইয়া যাইত। আমার ইচ্ছা হয়, তাঁহার সেই অপূর্ব্ব ক্ষমতা যদি বর্ণনায় প্রকাশ করিতে পারিতাম! তিনি ঐ বিশাল নদীটির ইতিহাস বলিতেন—কত শীঘ্র উহার সন্ধান লওয়া হইয়াছিল (পেরুর সর্ব্বপ্রথম বিজেতাদের মধ্যে কেহ কেহ, নদী পথে সমগ্র দেশটি পার হইয়াছিল) কিন্তু তবু, ইহার চির-পরিবর্ত্তনশীল তীরের অন্তরালে কি আছে না আছে—সে সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় নাই।

উত্তর দিকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া তিনি চেঁচাইয়া উঠিতেন—

"ওদিকে কি আছে? গাছপালা, জলাভূমি আর বন—যার ভিতরে কেহ কোন দিন প্রবেশ করেনি। সে বনে কি থাকে, কে জানে? আর ঐ দক্ষিণ দিকে? জলাভূমি-পূর্ণ বিস্তৃত বন, যেখানে কোন শ্বেতাঙ্গ কোন দিন যায়নি। নদীর সঙ্কীর্ণ রেখার বাইরের খবর কে জানে? এ রকম একটা দেশে কি থাকা সম্ভব? বৃদ্ধ চ্যালেঞ্জারের কথাই বা ঠিক না হবে কেন? এইরূপ স্পষ্ট "স্পর্দ্ধিত" কথায় প্রফেসার সামার্‌লির মুখে অদম্য বিদ্রূপের হাসি ফিরিয়া আসিত, তিনি তাঁহার চুরুটের ধোঁয়ার আড়ালে, সহানুভূতিশূন্য নীরবতার সহিত মাথাটি নাড়িতে নাড়িতে বসিয়া থাকিতেন।

আমার শ্বেতাঙ্গ সঙ্গীদিগের সম্বন্ধে এখন এই পর্য্যন্তই বলিলাম, পরে, আমার গল্প যেমন অগ্রসর হইতে থাকিবে, তেমনি তাঁহাদিগের ও আমার স্বভাব এবং দোষগুণ ক্রমে প্রকাশ পাইবে। কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই আমরা কতকগুলি অনুচর দলভুক্ত করিয়াছি, ভাবী ঘটনাবলীতে ইহাদের অংশও নিতান্ত কম হইবে না। প্রথম হইল একটি অতিকায় নিগ্রো, জাম্বো তাহার নাম—যেন একটি কৃষ্ণকায় হারকিউলিস্। লোকটি গাধার মত খাটিতে পারে এবং বুদ্ধিটিও প্রায় তদ্রূপ। পারা-তে ষ্টিম্‌শিপ্ কোম্পানির সুপারিসে তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলাম, জাহাজের কাজে সে একটু ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজিও শিখিয়াছিল।

পারাতেই আমরা, নদীতীর-বাসী দুইজন বর্ণসঙ্কর লোককে নিযুক্ত করিয়াছিলাম, তাহাদের নাম গোমেজ্ এবং ম্যানুয়েল—তাহারা লাল কাঠের মাল বোঝাই করিয়া, সম্প্রতিই আসিয়াছিল। দুইজনেই কৃষ্ণকায়, মুখে দাড়ি এবং ভয়ঙ্কর চেহারা—চিতা বাঘের মত চট্‌পটে

এবং মজবুত। উভয়ে আমাজন্ নদীর উৎপত্তি স্থানের নিকটেই জীবন কাটাইয়াছে—ঠিক যে স্থান আমরা অনুসন্ধান করিতে যাইতেছি, এবং শুধু এই বিশেষত্বের জন্যই লর্ড জন্ লোক দুইটিকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে গোমেজের আরও একটি গুণ ছিল—সে চমৎকার ইংরাজি বলিতে পারিত। মাসে পনর ডলার মাহিনা—ইহাতে তাহারা আমাদের জন্য রান্না করিতে, নৌকা বাহিতে, অর্থাৎ আমাদের সব রকম কাজই করিতে রাজি হইয়াছিল। এই সকল লোক ভিন্ন আমরা বোলিভিয়াতে তিন জন "মজো ইণ্ডিয়ান্" নিযুক্ত করিয়াছিলাম—ইহারা মাছধরা এবং নৌকা চালান বিদ্যায়, নদীতীর-বাসী সমস্ত জাতির মধ্যে সকলের চাইতে নিপুণ। এই তিন জনের মধ্যে সর্দ্দারটিকে ডাকিতাম 'মজো', অন্য দুইজন ছিল যোশী এবং ফার্‌নেণ্ডো। তাহা হইলে, তিনটি শ্বেতাঙ্গ, দুইজন বর্ণসঙ্কর, একটি নিগ্রো এবং তিনজন ইণ্ডিয়ান্—ইহারাই সেই ক্ষুদ্র অভিযানের সেনা—সেই অদ্ভুত অনুসন্ধানে রওয়ানা হইবার পূর্ব্বে, ইহারা মানাওস্ সহরে উপদেশের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

অবশেষে, সপ্তাহকাল অধীর অপেক্ষার পর, সেই দিন এবং সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, কল্পনা-চক্ষে একবার, মানাওস্ সহর হইতে দুই মাইল ভিতরে, "সাণ্টো ইগ্‌নাসিও" বাংলোর বসিবার ঘরটি দেখিতে চেষ্টা করুন। বাহিরে সূর্য্যের স্বর্ণোজ্জ্বল, পিঙ্গল কিরণ, তাহাতে পাম্ বৃক্ষগুলির কাল ছায়া, গাছেরই মত সুস্পষ্ট আকারে পড়িয়াছে। বাতাস শান্ত, চারিদিকে কীট-পতঙ্গের অবিরাম গুঞ্জন—গ্রীষ্মপ্রধান দেশের নানা সুরের ঐকতান, মৌমাছির ভন্ ভন্ হইতে আরম্ভ করিয়া, মশকের পিন্

পিন্ ধ্বনি পর্য্যন্ত। বাংলোর বারান্দার বাহিরে পরিষ্কার ছোট একটি বাগান, তাহার চারিদিকে ফণিমনসার বেড়া, পুষ্পিত গুল্মের ঝোপ—তাহার চারিদিকে বড় বড় নীল রংএর প্রজাপতি এবং ক্ষুদ্র মধু-পক্ষীর দল তীব্র আলোকে ঘুরিয়া ফিরিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। বাংলোর ভিতরে একটি বেতের টেবিলের চারিদিকে আমরা উপবিষ্ট। টেবিলের উপরে একটি শিল্-করা এন্‌ভেলাপ, তাহার উপরে, প্রফেসার চ্যালেঞ্জারের হাতের আঁকা বাঁকা অক্ষরে লেখা—

"লর্ড জন্ রক্‌স্‌টন্ এবং তাঁহার দলের জন্য উপদেশ। মানাওস্ সহরে, ১৫ই জুলাই, ঠিক বেলা বারটার সময় খুলিতে হইবে।"

লর্ড জন্ তাঁহার ঘড়িটি তাঁহার পাশেই টেবিলের উপর রাখিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন—"আর সাত মিনিট বাকি আছে। বৃদ্ধ দেখ্‌ছি, ভারি নিয়ম-নিষ্ঠ।"

প্রফেসার সামার্‌লি তিক্ত হাস্য করিয়া তাঁহার অস্থি-চর্ম্ম-সার হাতে খামখানি তুলিয়া লইলেন।

তিনি বলিলেন—"খামটা এখনি খুলি আর সাত মিনিট পরে খুলি—তাতে কি আসে যায়? এটা ত সেই বুজরুকি আর প্রলাপেরই অঙ্গ! আমাকে দুঃখের সহিত বল্‌তে হচ্ছে, যে, লেখকের এ সুখ্যাতি যথেষ্ট আছে।"

লর্ড জন বলিলেন—"না, না, আমরা ঠিক নিয়মমত কাজ কর্‌বই কর্‌ব। এটা প্রফেসার চ্যালেঞ্জারের কাজ, তাঁর ইচ্ছায়ই আমরা এখানে এসেছি, এখন তাঁর উপদেশগুলি যদি বর্ণে বর্ণে পালন না করি, তবে সেটা অত্যন্ত অভদ্রতা হবে।"

প্রফেসার বিরক্তির সহিত বলিলেন—"আচ্ছা মজার কাজ বটে!

লণ্ডনে থাক্‌তেই এটা আমার কাছে অসঙ্গত ব'লে মনে হয়েছিল, কিন্তু আমি বল্‌তে বাধ্য, যে, এই ব্যাপারটার সঙ্গে যত ঘনিষ্ঠতা হচ্ছে, ততই এটাকে আরো বেশী অসম্ভব ব'লে মনে হচ্ছে। এই খামের মধ্যে কি আছে জানিনা, কিন্তু, এতে সুস্পষ্ট কিছু না থাক্‌লে, নৌকায় ফিরে, পারাতে গিয়ে, বোলিভিয়া জাহাজ ধরবার আমার ইচ্ছা হতে পারে। সে যা হোক্‌, একটা বাতুলের উক্তি অপ্রমাণ কর্‌বার জন্য ছুটাছুটি ক'রে বেড়ানর চাইতে, জগতে অনেক বেশী দায়িত্বপূর্ণ কাজ আমার আছে। তাহলে, রক্‌স্‌টন্‌, এখন নিশ্চয়ই সময় হয়েছে ?"

লর্ড জন্‌ বলিলেন—"হাঁ, সময় হয়েছে বৈকি। এখন বাঁশি বাজাতে পারেন।" তিনি খামটি লইয়া, ছুরি দিয়া কাটিলেন। ভিতর হইতে ভাঁজ করা এক তা কাগজ বাহির হইল। তাহা খুলিয়া টেবিলের উপরে পাতিলেন। এক তা সাদা কাগজ! কাগজখানি উল্টাইলেন; সে পিঠও সাদা। হতবুদ্ধি হইয়া আমরা নীরবে পরস্পরের দিকে তাকাইলাম—প্রফেসার সামার্‌লির উচ্চ, বিদ্রূপ-পূর্ণ হাসি এই নীরবতা ভঙ্গ করিল।

তিনি চেঁচাইয়া উঠিলেন—"এটা ত স্পষ্ট স্বীকৃতি, আপনারা আর বেশী কি চান? লোকটা যে প্রতারক, সেটা ত সে নিজেই প্রমাণ কর্‌লে। এখন শুধু বাড়ী ফিরে গিয়ে রিপোর্ট করা, সে কত বড় নির্লজ্জ ভণ্ড প্রতারক।"

আমি বলিলাম—"অদৃশ্য কালী নয় ত?"

লর্ড রক্‌স্‌টন্‌ আলোর দিকে কাগজখানা ধরিয়া বলিলেন—"তা আমার মনে হয় না। না, বাবাজি, মিথ্যে আশা করোনা। এ কাগজে কোনদিন কিছু লেখা হয়নি—এ বিষয়ে আমি জামিন থাক্‌তে পারি।"

এমন সময় বারান্দা হইতে গম্ভীর ধ্বনি উঠিল—"ভিতরে আস্‌তে পারি কি?"

রৌদ্রখণ্ডের উপর একটি খর্ব্ব-মূর্ত্তির ছায়া অলক্ষ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। ঐ স্বর! ঐ স্কন্ধের বিশাল বিস্তার! আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া লাফাইয়া উঠিলাম, যখন চ্যালেঞ্জার লাল ফিতা লাগান একটি ষ্ট্র-হ্যাট্ মাথায় পরিয়া, কোটের পকেটে দুটি হাত রাখিয়া এবং কেন্‌ভাস্ জুতা পায়ে দিয়া, আমাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মাথাটি তুলিয়া তিনি সূর্য্যালোকে দণ্ডায়মান, প্রচুর শ্মশ্রু-মণ্ডিত মুখ, আর সেই উদ্ধত অসহিষ্ণু দৃষ্টি।

ঘড়িটি বাহির করিয়া বলিলেন—"মনে হচ্ছে, আমার মিনিট কয়েক দেরি হয়ে গিয়াছে। আমি স্বীকার কর্‌ছি, এই খামটা আপনাদের দেবার সময় আমার এমন উদ্দেশ্য ছিল না, যে আপনারা এটা খোলেন। কারণ, আমি ঠিক করেছিলাম—সময়ের পূর্ব্বেই আপনাদের কাছে আমি উপস্থিত হব। দুর্ভাগ্যবশতঃ, পাইলটের বোকামিতে আর একটা বালুচরে আট্‌কে গিয়েই এই দেরিটা হয়ে গেল। খুব সম্ভব, তাতে, আমার সহকর্ম্মী প্রফেসার সামার্‌লিকে, অপভাষা প্রয়োগ করবার সুযোগ দিয়েছে।"

লর্ড জন একটু কঠোর স্বরে বলিলেন—'আমি বল্‌তে বাধ্য হচ্ছি, মশায়, আপনি এসে পড়ায় আমরা নিশ্চিন্ত হলাম, কারণ, এই বিশেষ কাজটা অসময়ে শেষ হয়ে গেল বলেই মনে হয়েছিল। এখনও কোনমতে বুঝ্‌তে পার্‌ছি না—আপনি এমন সৃষ্টিছাড়া উপায় কেন অবলম্বন করলেন।"

এই কথার কোন উত্তর না দিয়া, প্রফেসার চ্যালেঞ্জার ভিতরে

আসিয়া আমার এবং লর্ড জনের সহিত করমর্দ্দন করিলেন, প্রফেসার সামারলির দিকে প্রচণ্ড ঔদ্ধত্য সহকারে মাথা ঈষৎ নত করিলেন—তারপর একখানি বেতের চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন—তাঁহার চাপে চেয়ার মড়মড় করিয়া উঠিল।

জিজ্ঞাসা করিলেন—"যাত্রার সমস্ত প্রস্তুত আছে কি?"

"আমরা কালই রওয়ানা হতে পারি।"

"তাহলে, তাই হবেন। এখন আর নির্দ্দেশের নক্‌সার দরকার হবে না, আমার পরিচালনার অমূল্য সুযোগটিই পাবেন। প্রথম থেকেই আমি স্থির করেছিলাম, আপনাদের অনুসন্ধানের উপর আমি স্বয়ং কর্ত্তৃত্ব করব। আপনি নিজেই এটা স্বীকার করবেন, যে, নক্‌সা যতই তথ্যপূর্ণ হোক না কেন, আমার নিজের বুদ্ধি এবং উপদেশের কাছে সেটা কিছুই না। আর, আপনাদের সঙ্গে যে খামটা নিয়ে চালাকি খেলল্‌াম, সেটা পরিষ্কার বুঝতে পারবেন, যে—আমার উদ্দেশ্যের কথা যদি আগে থাকতেই বলতাম, তাহলে, আপনাদের সঙ্গে একত্র যাবার জন্য অপ্রীতিকর অনুরোধটিকে বাধ্য হয়ে আমাকে প্রত্যাখ্যান করতে হ'তো।"

প্রফেসার সামারলি বলিলেন—"আটলান্টিক মহাসাগরে আর একটি জাহাজ থাকতে, আমার তরফ থেকে তা হ'তো না, সার্।"

চ্যালেঞ্জার লোমশ হাতখানি নাড়িয়া কথাটা উড়াইয়া দিলেন।

"আমার বিশ্বাস, সহজেই আমার আপত্তিটি ন্যায্য বলে বুঝবেন এবং এটাও মানবেন, যে, আমার গতিবিধি আমি নিজে পরিচালনা করব এবং যে মুহূর্ত্তে আমার উপস্থিতি দরকার, ঠিক তখনই গিয়ে উপস্থিত হব—এটাই আমার পক্ষে উত্তম ব্যবস্থা। সেই মুহূর্ত্ত এখন

এসেছে। এখন আপনাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছাতে অক্ষম হবেন না। এখন থেকে আমি এই অভিযানের নেতৃত্ব গ্রহণ করলাম। আজ রাত্রেই সমস্ত আয়োজন শেষ ক'রে ফেলুন, যাতে কাল খুব সকালে আমরা রওয়ানা হতে পারি। আমার সময় মূল্যবান এবং আপনাদেরও তাই, যদিচ আপনাদেরটা কম মূল্যবান—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অতএব, আমি প্রস্তাব করছি, যা দেখতে এসেছেন তা আমি প্রমাণ না করা পর্য্যন্ত, যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা অগ্রসর হতে থাকব।"

লর্ড রক্স্টন্ একটা বড় ষ্টিম্-লঞ্চ ভাড়া করিয়াছিলেন—এস্মারেল্ডা, এই লঞ্চ আমাদিগকে নদীপথে ভিতরের দিকে লইয়া যাইবে। আবহাওয়া বিচার করিয়া আমাদিগের অভিযানের সময় স্থির করিবার কোন আবশ্যকতা ছিল না, কারণ, শীত এবং গ্রীষ্ম উভয় ঋতুতেই উত্তাপের পরিমাণ ৭৫ ডিগ্রী হইতে ৯০ পর্যন্ত কম বেশী হইত, গরমের প্রভেদটা প্রায় বুঝাই যাইত না। আর্দ্রতা সম্বন্ধে অন্যপ্রকার ; ডিসেম্বর হইতে মে মাস পর্যন্ত বর্ষার সময়, এই সময়ে নদীর জল বাড়িতে থাকে এবং ক্রমে চল্লিশ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়। নদীর পার ডুবিয়া গিয়া, বহু বিস্তৃত স্থানে জলাশয়ের মত হইয়া যায়, এইরূপ দেশগুলিকে স্থানীয় লোকেরা "গাপো" বলে এবং এই গাপো-গুলি পাঁক-পূর্ণ বলিয়া পদব্রজে যাতায়াতের পক্ষে অনুপযুক্ত আর এত অগভীর, যে, উপর দিয়া নৌকা চালানও অসম্ভব। প্রায় জুন মাসে এই জল কমিতে আরম্ভ করে এবং অক্টোবর নভেম্বর মাসে একেবারে কমিয়া যায়। অতএব আমাদের অভিযান আরম্ভ হইল, যখন বৃষ্টি হয় না, তখন—সেই সময়ে বড় বড় নদী এবং তাহাদের শাখা-প্রশাখা গুলি অনেকটা স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল।

নদীতে স্রোত খুব সামান্যই ছিল। অন্য কোন নদীই নৌকা চালানর পক্ষে এমন সুবিধাজনক নহে, কারণ, নদীতে সচরাচর দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিক্ হইতেই বাতাস বয়, সেজন্য' পালে-চলা জাহাজ পেরুভিয়ার সীমানা পর্য্যন্ত ক্রমাগত চলিতে পারে এবং ফিরবার কালে স্রোতের সাহায্যেই চলিয়া আসে। আমাদের বেলা, এসমারেল্ডার উৎকৃষ্ট এঞ্জিন নদীর এই সামান্য স্রোত অগ্রাহ্য করিয়া চলিতেছিল এবং আমরা বেশ দ্রুতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম। তিন দিন যাবৎ আমরা এমন একটা নদী ধরিয়া যাইতে লাগিলাম, যেটা মোহানা হইতে হাজার মাইল দূর হইলেও এমনই বৃহৎ, যে, তাহার মধ্যস্থল হইতে উভয় তীরকে, দিগন্ত ছায়ার মত মনে হইতেছিল। মানাওস ছাড়িবার পর চতুর্থ দিনে, আমরা একটা শাখানদীতে প্রবেশ করিলাম, এটা মুখের কাছে মূল নদী হইতে একটু ছোট ছিল। হঠাৎ এটা সঙ্কীর্ণ হইতে লাগিল এবং আরও দুইদিন চলিবার পর, আমরা ইণ্ডিয়ানদের একটা গ্রামে গিয়া পৌঁছিলাম—চ্যালেঞ্জার জেদ্ করিতে লাগিলেন, এখানেই আমাদিগকে নামিতে হইবে এবং এখান হইতেই এসমারেলডাও ফিরিয়া যাইবে মানাওসে। তিনি বুঝাইয়া বলিলেন, একটু আগেই আমরা নদীপ্রপাতে গিয়া পড়িব, এস্মারেল্ডা আর কোন কাজে লাগিবে না। মৃদুস্বরে আরও বলিলেন - এখন আমরা অজ্ঞাত দেশের প্রবেশ-দ্বারের নিকটবর্ত্তী হইতেছি, যত কম লোক এই সংবাদ জানিতে পারে, ততই ভাল। এই উদ্দেশ্যে তিনি আমাদিগকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিলেন, যে, আমরা এমন কিছু বলিতে কিংবা প্রকাশিত করিতে পারিব না, যাহাতে আমাদের ভ্রমণের ঠিকঠিকানার সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত দেয়; চাকরদিগকেও এই সর্ত্তে

শপথ করান হইল। এই কারণেই আমি আমার গল্পটিকে অস্পষ্ট করিতে বাধ্য হইয়াছি, এবং আমার পাঠকদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছি—আমি যদি কোন ম্যাপ কিংবা ছবি দেই, তবে, তাহার স্থানগুলির পরস্পরের সম্বন্ধ ঠিক থাকিলেও দিঙ্‌নির্দ্দেশ ইচ্ছা করিয়া গোলমাল করিয়া দেওয়া হইয়াছে—সেটাকে সেই দেশে যাইবার প্রকৃত পথপ্রদর্শক রূপে কোন মতে গ্রহণ করা যায় না। প্রফেসার চ্যালেঞ্জারের এই গোপনের ইচ্ছা ন্যায্য হইতে পারে কিংবা না-ও হইতে পারে, কিন্তু উহা মানিয়া লওয়া ভিন্ন অন্য কোন উপায় ছিল না, কারণ, আমাদিগকে পরিচালনা করিবার সর্ত্তগুলিকে পরিবর্ত্তন করার চাইতে, বরঞ্চ তিনি সমগ্র অভিযানটাকেই পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন।

আগষ্ট মাসের দ্বিতীয় দিনে, আমরা এস্‌মারেল্‌ডার নিকট হইতে বিদায় হইয়া, বহির্জগতের সহিত বন্ধনের শেষ সূত্রটি ছিন্ন করিলাম। তারপর, চারিটি দিন পার হইয়াছে, ইহার মধ্যে আমরা ইণ্ডিয়ান্‌দের নিকট হইতে দুইটা বড় ক্যানো (ডিঙ্গা) ভাড়া করিয়া লইলাম। ক্যানো দুইটি খুব হাল্‌কা জিনিসের তৈরি (বাঁশের ফ্রেমের উপরে চাম্‌ড়া দেওয়া)—কোন বাধা উপস্থিত হইলে, সে গুলিকে বহন করিয়া লইতে পারা যাইবে। আমাদের সমস্ত সরঞ্জাম এই ক্যানোতে বোঝাই করিলাম, এবং দুইজন অতিরিক্ত ইণ্ডিয়ান্ নিযুক্ত করিলাম, ক্যানো-চালনে আমাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য। আমি জানিতে পারিলাম, ইহারা—আটাকা এবং ইপিটু—প্রফেসার চ্যালেঞ্জারের পূর্ব্ব যাত্রার সময়, তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিল। সেই ব্যাপারের পুনরভিনয় হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া, তাহারা যেন দারুণ

ভয় পাইল বলিয়া মনে হইয়াছিল ; কিন্তু এই সকল দেশে দলপতির আধিপত্য অসাধারণ, তিনি যদি কোন ব্যাপার লাভজনক মনে করেন, তাহাতে অন্য সকলের উচ্চবাচ্য করিবার উপায় থাকে না।

তাহা হইলে, কালই আমরা অজ্ঞাত-দেশে প্রবেশ করিতে যাইতেছি। এই খবর আমি ক্যানোর সাহায্যে নদীপথে পাঠাইতেছি, এবং যাঁহারা আমাদের পরিণাম জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া আছেন, হয়ত তাঁহাদের নিকট এটাই আমাদের শেষ কথা হইতে পারে। প্রিয় মিষ্টার ম্যাক্ আর্ডল্! আমাদের ব্যবস্থানুযায়ী, এই চিঠি আপনাকেই লিখিলাম, আপনার বিবেচনানুসারে ইহার রক্ষণ, বর্জ্জন এবং পরিবর্ত্তন—যাহা খুসী করিতে পারেন। প্রফেসার সামার্‌লির অবিচ্ছিন্ন অবিশ্বাস সত্ত্বেও, প্রফেসার চ্যালেঞ্জারের ভরসাজনক আচারব্যবহার দেখিয়া, আমার খুবই বিশ্বাস হয়—আমাদের দলপতি তাঁহার উক্তি প্রমাণ করিবেন, এবং আমরা সত্য সত্যই অত্যদ্ভুত অভিজ্ঞতা লাভের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে আসিয়া পড়িয়াছি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আমাদের বন্ধুগণ শুনিয়া আমাদেরই মত খুসী হইবেন, আমরা গন্তব্য স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, এবং অন্ততঃ আংশিক ভাবে আমরা দেখিয়াছি, যে, প্রফেসার চ্যালেঞ্জারের উক্তি প্রমাণ করা যাইতে পারে। একথা সত্য, আমরা এখনও অধিত্যকায় চড়ি নাই, কিন্তু উহা আমাদের সম্মুখেই বর্ত্তমান রহিয়াছে, এবং, এমন কি, প্রফেসার

সামার্‌লির মেজাজও অনেকটা শান্ত হইয়াছে। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী যে ঠিক কথাই বলিয়াছেন, এটা তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও স্বীকার করিবেন না বটে, কিন্তু, তাহা হইলেও এখন তিনি আর বারবার আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন না, এবং অধিকাংশ সময় সব বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া, নীরবে বসিয়া থাকেন। যাহা হউক, এখন আমি পূর্ব্ব বিষয়ে ফিরিয়া যাইব—আমার গল্প যেখানে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, সেখান হইতে আবার বলিতে আরম্ভ করিব। আমাদের স্থানীয় ইণ্ডিয়ান্‌দের একজন আঘাত পাইয়াছেন, তাহাকে তাহার বাড়ীতে ফিরাইয়া পাঠাইতেছি—তাহারই নিকট এই চিঠিখানা দিতেছি; চিঠিখানা পৌঁছিবে কি-না, সে বিষয়ে মনে গভীর সন্দেহ রহিল।

গতবারে যখন চিঠি লিখিয়াছিলাম, তখন, এস্‌মারেল্‌ডা আমাদিগকে ইণ্ডিয়ান্‌দের যে গ্রামে পৌঁছাইয়া দিয়াছিল, সেই গ্রাম আমরা ছাড়িবার উদ্যোগ করিতেছিলাম। একটা দুঃসংবাদ দিয়া আমার বিবরণী আরম্ভ করিতে হইল, কারণ, আজই বিকালে একটা গুরুতর ব্যক্তিগত ফেসাদ (প্রফেসার দুইটির মধ্যে যে অবিরাম খিটিমিটি চলিয়াছিল—সেটা ছাড়িয়াই দিলাম) উপস্থিত হইল, তাহার পরিণাম দুঃখময় হইতে পারিত। ইংরাজি বলিতে পারিত যে দো-আঁস্‌লা গোমেজ্, তাহার কথা আগে বলিয়াছি—লোকটা বেশ কাজের এবং খুব চট্‌পটে কিন্তু আমার মনে হয়, লোকটার একটু দোষ ছিল—বড় কৌতূহলপরায়ণ; এ রকম লোকের মধ্যে প্রায়ই এই দোষ দেখা যায়। শেষ দিন বিকালে, আমার যে কুটীরে বসিয়া আমাদের প্ল্যান্ সম্বন্ধে পরামর্শ করিতেছিলাম, সেই কুটীরের নিকটেই না কি সে লুকাইয়াছিল। আমাদের অতিকায় নিগ্রোটি—জাম্বো—

তাহাকে দেখিতে পায়। জাম্বো কুকুরের মত প্রভুভক্ত এবং তাহার স্বজাতিদের মত সে-ও বর্ণ সঙ্করদের অত্যন্ত ঘৃণা করে। সে লুক্কায়িত গোমেজ্ কে দেখিবামাত্র, টানিয়া আমাদের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল। গোমেজ্ ছোরা বাহির করিল এবং জাম্বোর গায়ে বসাইয়াই দিত, কিন্তু অসুরের মত বলবান্ নিগ্রো, এক হাতে সেই ছোরা কাড়িয়া লইল। তিরস্কার দ্বারাই এই ব্যাপারের নিষ্পত্তি হইয়াছেঃ প্রতিদ্বন্দ্বী দুইটিকে পরস্পরের করমর্দ্দন করিতে বাধ্য করা হইল, এবং ইহার পর আশা করি, আর কোন অশান্তির কারণ উপস্থিত হইবে না। এটা স্বীকার করিতে হইবে, যে, চ্যালেঞ্জার একেবারে অসহ্য, কিন্তু সামার্লিরও ভাষা বড় কর্কশ এবং তাহাতেই ব্যাপার আরও খারাপ হইয়া দাঁড়ায়। গত রাত্রে চ্যালেঞ্জার বলিয়াছিলেন, যে, টেমস্ নদীর দিকে চাহিয়া, তাহার পোস্তার উপর বেড়াইবার প্রবৃত্তি তাঁহার নাই, কারণ, নিজের চরম গম্যস্থানটা দেখিতে পাওয়া মানুষের পক্ষে অপ্রীতিকর। অবশ্য তাঁহার সমাধিস্থান যে ওয়েষ্ট্‌মিনিষ্টার এবিতে নির্দ্দিষ্ট হইবে, সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ। সামার্লি কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া, এই বলিয়া, কড়া জবাব দিয়াছিলেন, যে, তাঁহার বিশ্বাস মিল্‌ব্যাঙ্ক্ কারাগারটি ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে। চ্যালেঞ্জারের দম্ভ এতই বিপুল, যে, কিছুতেই তিনি বিচলিত হন না। শিশুর সঙ্গে লোকে যেমন সদয় ভাবে কথা বলে, তেমনই ভাবে তিনি শুধু হাসিয়া বলিলেন, "বটে! বটে!" বাস্তবিক ইহারা যেন দুইটি শিশু— একজন নীরস এবং কলহপ্রিয়, অন্যজন উদ্ধত এবং ভয়াবহ; কিন্তু, তবু, প্রত্যেকেরই বিপুল জ্ঞান তাঁহাদিগকে বিজ্ঞান-জগতে পুরোবর্ত্তী পদে স্থান দিয়াছে। জ্ঞান, চরিত্র এবং সহৃদয়তা—ইহাদের প্রত্যেকটি

কিরূপ বিভিন্ন, তাহা আমরা মানুষের জীবন সম্বন্ধে যত অভিজ্ঞতা লাভ করি, ততই বুঝিতে পারি।

ইহার পরদিনই আমরা এই অদ্ভুত অভিযানে প্রকৃত পক্ষে যাত্রা করিলাম। আমাদের জিনিসপত্র দুইটি ক্যানোতে সহজেই ধরিল। দুইভাগে ছয়জন করিয়া আমরা এক একটায় চড়িলাম, প্রফেসার দুটিকে দুই ক্যানোতে আলাদা করিয়া দিয়া, শান্তি রক্ষার ব্যবস্থা করা হইল। আমি নিজে রহিলাম চ্যালেঞ্জারের সঙ্গে; তিনি বেশ খোস-মেজাজে ছিলেন, তাঁহার প্রতি আচরণে যেন নীরব আনন্দ ফুটিয়া উঠিতেছিল, প্রতি অঙ্গ হইতে যেন প্রীতি উদ্ভাসিত হইতেছিল। তাঁহার অন্য রকমের মেজাজ সম্বন্ধেও আমার কিছু অভিজ্ঞতা ছিল, সুতরাং এই সূর্য্যালোকের মধ্য হইতে হঠাৎ ঝড় বজ্রপাত দেখা দিলেও, আমি বেশী কিছু বিস্মিত হইব না। তাঁহার সংসর্গে নিশ্চিন্ত থাকা যেরূপ অসম্ভব, তেমনই বিষণ্ণ থাকাও অসম্ভব—কারণ, তাঁহার দারুণ মেজাজ যে কখন কোন্ দিকে ঝুঁকিয়া পড়িবে, সে সম্বন্ধে সব সময় সশঙ্ক সন্দেহের মধ্যে থাকিতে হয়।

দুইদিন পর্য্যন্ত আমরা বেশ বড় একটি নদী দিয়া চলিলাম, প্রায় একশত গজ চওড়া, তাহার জল কাল কিন্তু টল্‌টলে পরিষ্কার—নদীর তলাটা পর্য্যন্ত দেখা যায়। আমাজনের শাখা নদী গুলির অর্দ্ধেকই প্রায় এই রকমের, বাকি অর্দ্ধেকের জল সাদাটে এবং অস্বচ্ছ—এই প্রভেদ নির্ভর করে, যেরূপ দেশের মধ্যে দিয়া বহিয়া যায়, তাহার উপরে। পচা গাছ পালার জন্য কাল রং হয় এবং সাদা রং হয় কাদাটে জমির জন্য। দুইবার আমরা প্রপাতের সম্মুখে পড়িয়াছিলাম, প্রত্যেক বারেই আধ মাইল ঘুরিয়া গিয়া, সেগুলিকে এড়াইতে

হইয়াছিল। নদীর উভয় পাশের বন ছিল আদিম যুগের, এ কালের বনের চাইতে সহজে উহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারা যায়—তাহার মধ্য দিয়া আমাদের ক্যানো বহিয়া নিতে বেশী মুস্কিল হইল না। আর, জীবনে এই গভীর রহস্য কি কখন ভুলিতে পারিব? গাছগুলি যে কত উঁচু এবং তাহাদের কাণ্ড যে কত মোটা—আমি সহরের লোক—সেটা আমার ধারণার অতীত। বিরাট স্তম্ভের মত ক্রমাগত ঊর্দ্ধ দিকে উঠিয়াছে, অবশেষে আমাদের মাথার বহু ঊর্দ্ধে ডাল পালাগুলি মিশ্রিত হইয়া, যেন সবুজ রংএর জমাট একটি ছাদ প্রস্তুত করিয়াছে—তাহার ভিতর দিয়া স্বর্ণোজ্জ্বল, সূক্ষ্ম আলোক-রশ্মি, মহান্ অন্ধকার দূর করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে নীচের দিকে পড়িতেছে। আমরা যখন পুরু কার্পেটের মত মোলায়েম গলিত উদ্ভিদের উপর দিয়া নিঃশব্দে চলিতেছিলাম, তখন, ওয়েষ্ট্ মিনিষ্টার এবিতে গোধূলির নীরবতার মত একটা ভাব আমাদের মনের মধ্যে আসিল; এমন কি চ্যালেঞ্জারের জোরাল স্বরও ফিস্‌ফিসানিতে নামিয়া আসিল। একাকী হইলে, এই সকল প্রকাণ্ড গাছের একটারও নাম জানিতে পারিতাম না, কিন্তু আমাদের বৈজ্ঞানিক হুটি সিডার (দেবদারু জাতীয়) গাছ এবং আরও কত রকমের গাছ আমাদিগকে চিনাইয়া দিলেন। উজ্জ্বল সজীব অর্কিড (পরগাছা) এবং কত অদ্ভুত বর্ণের শৈবাল, গাছগুলির কাল গায়ে যেন ঝল্‌মল্ করিতেছিল। এই সকল বিস্তীর্ণ এবং পতিত বনের মধ্যে, যে সকল উদ্ভিদ অন্ধকার পছন্দ করে না, সেগুলি ক্রমাগত ঊর্দ্ধে আলোকের দিকে উঠিবার চেষ্টা করে। প্রত্যেক গাছ এমন কি ছোটগুলি পর্য্যন্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই সবুজ ছাদের দিকে উঠিবার চেষ্টায়, বৃহত্তর গাছগুলিকে জড়াইতে থাকে।

লতাজাতীয় গাছগুলি প্রকাণ্ড এবং ঘন পল্লব-যুক্ত হয়, যে সকল গাছ লতাজাতীয় নহে, সেগুলিও নিরানন্দ অন্ধকারের হাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য, লতান-বিদ্যা শিক্ষা করে, তাহার ফলে দেখা যায় —বিছুটি, যুঁই জাতীয় গাছ এবং জ্যাকিটারা পাম্ গাছ, বিরাট সিডার বৃক্ষের কাণ্ড জড়াইয়া সেটার ডগায় পৌছিবার চেষ্টা করিতেছে। আমরা চলিয়াছি, মাথার উপর দিয়া সেই বিরাট় সবুজ ছাদটিও চলিয়াছে, কিন্তু তাহার নিম্নে কোন প্রাণীর গতিবিধি দেখা গেলনা, কিন্তু আমাদের মাথার বহু উর্দ্ধে একটা অবিরাম নড়াচড়া দ্বারা জানা গেল, যে, আলোকবাসী নানা রকমের সাপ, বানর, পক্ষী এবং শ্লথ্—অপরিসীম নিম্নে অন্ধকারের মধ্য দিয়া, আমরা কয়টি ক্ষুদ্র প্রাণী যে হোঁচট্ খাইতে খাইতে চলিয়াছি—তাহাই যেন তাহারা বিস্মিত হইয়া দেখিতেছিল। ভোর বেলা এবং সূর্য্যাস্তের সময়, কোলাহল-প্রিয় বানরের দল একত্রে চীৎকার করিত, টিয়া পাখীর দল কিচিরমিচির করিত, কিন্তু দিনের বেলা গরমের সময়, শুধু কীট পতঙ্গের ভন্ ভন্ শব্দ আসিয়া কাণে পৌঁছিত—যেন, বহু দূরে সমুদ্রের ঢেউ ভাঙ্গিতেছে। কিন্তু সেই বিরাট অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন তরুবীথির মধ্যে কোন জীবের সাড়া পাওয়া যাইত না। একবার মাত্র কোন লুক্কায়িত বক্রপাদ জানোয়ায়, হয়ত এণ্ট্ইটার কিংবা ভল্লুক, আমাদিগকে দেখিবামাত্র হুড়মুড় করিয়া অন্ধকারে অদৃশ্য হইল। এই বিরাট আমাজনীয় বনের মধ্যে, এই একটি মাত্র জীবন্ত প্রাণীর চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল।

কিন্তু তাহা হইলেও, এই রহস্যপূর্ণ নির্জ্জন স্থানে আমাদের অনতিদূরেই যে মানুষও রহিয়াছে, তাহারও আভাস পাওয়া গেল।

তৃতীয় দিনে, শুনিতে পাইলাম, যেন শূন্যে একটা অদ্ভুত গভীর ভড়র্ ভড়র্ শব্দ হইতেছে—গম্ভীর এবং ছন্দের সহিত, ক্ষণে ক্ষণে—সমস্তটা সকাল জুড়িয়া। প্রথম যখন এই শব্দ শুনিতে পাইলাম, তখন নৌকা দুটি কাছাকছি দাঁড় টানিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ ভয় পাইয়া আমাদের ইণ্ডিয়ান্ অনুচরগুলি পাথরের মত নিশ্চল হইয়া গেল এবং কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"এটা কি?"

লর্ড জন্ নিশ্চিন্ত ভাবে বলিলেন—"দামামা, যুদ্ধের ঢাক। আমি আগেও এ রকম শুনেছি।"

গোমেজ্ বলিল—"হ্যাঁ সার্, যুদ্ধের ঢাক। জংলি ইণ্ডিয়ান্, এরা ব্রেভো জাতের, মান্সো নয়। সারা পথ জুড়ে আমাদের উপর নজর রাখ্ছে—সুবিধা পেলেই আমাদের খুন কর্বে।"

আমি নিশ্চল অন্ধকারের দিকে চাহিয়া, জিজ্ঞাসা করিলাম—"আমাদের তারা কেমন ক'রে দেখ্তে পাচ্ছে?"

গোমেজ্ ঘাড় নাড়িয়া বলিল—"ইণ্ডিয়ান্রা জানে। তাদের জান্বার কায়দা আছে। তারা আমাদের উপর নজর রাখে। ঢাকের বোলে তারা পরস্পরে কথা বলে। সুবিধা পেলেই আমাদের মেরে ফেলবে।"

সেইদিন বিকালের দিকে—আমার পকেট-ডায়েরিতে দেখিলাম, সেটা ছিল মঙ্গলবার, ১৮ই আগষ্ট—নানাদিক্ হইতে অন্ততঃ ৬।৭টা ঢাক বাজিতেছিল। কখন বা দ্রুত বাজে, কখন ধীরে ধীরে; কখন মনে হয়, যেন প্রশ্নোত্তর চলিতেছে। একবার, দূরে পূর্ব্ব দিকে একটা খ্যান্ খ্যান্ করিয়া উঠিল, একটু পরেই আবার উত্তর দিক্

হইতে গভীর ধ্বনি। ঐ অবিরাম ধ্বনির মধ্যে এমনই একটা লোমহর্ষক এবং আসন্ন বিপদের ভাব ছিল, যে, মনে হইল যেন দো-আঁস্‌লার সেই কথা গুলিই ঢাকে বারবার বাজিতেছে—"সুবিধা পেলেই তোমাদের মারব।" এই নীরব অরণ্যের মধ্যে জনপ্রাণীও নড়িতেছে না, গাছগাছড়ার অন্ধকার আবরণের মধ্যে শান্তি এবং প্রকৃতির স্নিগ্ধ নীরবতা বর্ত্তমান— কিন্তু দূরে পশ্চাৎ হইতে, আমাদের স্বজাতি মানবের বার্ত্তা অবিরাম আসিতে লাগিল। তাহারা পূর্ব্ব দিক হইতে বলিতেছে, "সুবিধা পেলেই তোমাদের মার্‌ব।" উত্তর দিক হইতেও বলিতেছে, "সুবিধা পেলেই তোমাদের মার্‌ব।"

সারাদিন ঢাকের বাদ্য চলিল, কখনও জোরে, কখনও আস্তে, সেই বাদ্যের ভয় আমাদের কৃষ্ণকায় সঙ্গীদের মুখে প্রতিফলিত হইল। এমন কি, দাম্ভিক এবং দুঃসাহসী বর্ণসঙ্করও যেন ভয় পাইল। কিন্তু সেইদিন আমি সামার্‌লি এবং চ্যালেঞ্জারের চরম সাহসিকতার পরিচয় পাইলাম—সে সাহসিকতা বৈজ্ঞানিকের। যে সাহস আর্জেন্টাইনের হিংস্র, অসভ্য জাতির মধ্যে ডারউইন্‌কে এবং মালয়দেশের নরমুণ্ড-লোলুপ অসভ্যদিগের মধ্যে ওয়ালেস্‌কে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল, তদনুরূপ সাহস ইঁহাদিগেরও ছিল। প্রকৃতির বিধানই এইরূপ, যে, মানুষ একসঙ্গে দুইটি বিষয় চিন্তা করিতে পারে না, কাজেই, কাহারও মন যখন বৈজ্ঞানিক কৌতূহলে ভরপুর থাকে, তখন ব্যক্তিগত ভাবনা তাহার মনে স্থান পায় না। সারাদিন এই বিরামশূন্য ভয়ের মধ্যে আমাদের প্রফেসার দুইটি, প্রত্যেকটি উড্ডীয়মান্ পক্ষীকে এবং নদীর পারের প্রত্যেকটি গুল্মকে লক্ষ্য করিতেছিলেন এবং সেগুলির সম্বন্ধে বেশ বচসাও চলিতেছিল—চ্যালেঞ্জারের গভীর গর্জ্জনের সঙ্গে

সঙ্গে সামার্‌লিরও খেঁক্‌খেকানি সমানে চলিত। সেণ্ট্‌ জেম্‌স্‌ স্ট্রিটে রয়েল সোসাইটির ক্লাবে, আরাম-ঘরে তাঁহারা যেমন নিশ্চিন্ত মনে থাকিতেন, এইখানেও তেমনিই—বিপদের ভাবনাও নাই, বাদ্যকারী ইণ্ডিয়ান্‌দের কথাও না। শুধু একবার যেন নিতান্ত অনুগ্রহ করিয়া তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন।

প্রতিধ্বনিত বনের দিকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া চ্যালেঞ্জার বলিলেন—"মিরান্‌হা কিংবা আম্বাজুয়াকা নরখাদক এরা।"

সামার্‌লি বলিলেন—"তাতে কোন সন্দেহ নাই, মশায়! আমি একরকম ধ'রে নিতে পারি, যে, এরকম জাতের লোকেদের মত এরাও মঙ্গোলীয় শ্রেণীর এবং এদের ভাষা "বহুলীনপদময়"।*

চ্যালেঞ্জার, যেন একটু সদয় ভাবে বলিলেন—"ভাষা বহুলীনপদময় ত বটেই, আমার কাছে শতাধিক ভিন্ন ভিন্ন ভাষার ব্যাখ্যা আছে, এই মহাদেশে অন্য কোন রকম ভাষার অস্তিত্ব আছে কি না, সেটা আমার জানা নাই। মঙ্গোলীয়-মতবাদটাকে আমি অত্যন্ত সন্দেহের চক্ষে দেখি।"

সামর্‌লি তিক্তভাবে বলিলেন—"আমার বিশ্বাস ছিল, তুলনা-মূলক শারীর সংস্থান বিদ্যায় সাধারণ রকমের জ্ঞান থাকলেই, ওটার মীমাংসার যথেষ্ট সহয়তা হয়।"

চ্যালেঞ্জার সদর্পে মুখ তুলিয়া বলিলেন—"ঠিক কথাই বলেছেন, মশায়। সাধারণ জ্ঞান থাকলে তাই হত বটে। যার জ্ঞান চূড়ান্ত তাকে কিন্তু অন্য সিদ্ধান্তে উপস্থিত হতে হয়।" তাঁহারা ঔদ্ধত্যপূর্ণ

* Polysynthetic—ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে কট্‌মট্ করিয়া তাকাইলেন—তখনই চারিদিকে দূর হইতে ধ্বনি উঠিল, "তোমাদের মার্‌ব—সুবিধা পেলেই তোমাদের মেরে ফেল্‌ব।"

সেই রাত্রে আমরা ভারি ভারি পাথর নোঙ্গর স্বরূপ ব্যবহার করিয়া, নদীর মধ্যস্থলে আমাদের ক্যানোদুটি বাঁধিলাম এবং সম্ভাবনীয় আক্রমণের জন্য ব্যবস্থা করিয়া রাখিলাম। যাহা হউক, কোন বিপদ আসিল না এবং প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও আবার চলিলাম —ঢাকের বাদ্য আমাদের পশ্চাতে ক্রমে ডুবিয়া গেল। বিকাল প্রায় তিনটার সময় আমরা খুব খাড়া এবং এক মাইলের উপর লম্বা একটা নদী-প্রপাতের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলাম—ঠিক এই-খানেই প্রফেসার চ্যালেঞ্জার তাঁহার প্রথম অভিযানের সময় বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। আমি স্বীকার করিতেছি, যে, এই দৃশ্য আমার মনে ভরসা আনিয়া দিল, কারণ, বিষয়টা সামান্য হইলেও তাঁহার উক্তির সত্য সম্বন্ধে এটাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ইণ্ডিয়ান্‌রা প্রথমে আমাদের ক্যানোদুটি পরে আমাদের জিনিসপত্র ঘন ঝোপের মধ্য দিয়া বহিয়া লইয়া গেল, আমরা শ্বেতাঙ্গ চারিজন আমাদের বন্দুক কাঁধে করিয়া তাহাদের আগে আগে পদব্রজে চলিলাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বে নদীপ্রপাত পার হইয়া, আরও দশ মাইল গিয়া, রাত্রির জন্য নৌকা বাঁধিলাম। এইখানে হিসাব করিয়া দেখিলাম, শাখানদীর পথে আদি-নদী হইতে একশত মাইলের কম দূর আসি নাই।

পরদিন মধ্যাহ্নের কিছু পূর্ব্বে, আমরা "মহা-যাত্রা" করিলাম। প্রাতঃকাল হইতেই প্রফেসার চ্যালেঞ্জার, উৎকণ্ঠিত-চিত্তে নদীর উভয় পার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিতে ছিলেন। হঠাৎ তিনি মহোল্লাসে

চীৎকার করিয়া, আঙ্গুল দিয়া একটা গাছ দেখাইলেন—গাছটা নদীর উপরে একটু বিশেষভাবে কাৎ হইয়াছিল।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"এটা কি বলুন দেখি ?"

সামার্লি বলিলেন—"এটা আসাই পাম, আর কি।"

"ঠিকই বলেছেন। একটা আসাই পামই আমি চিহ্ন রেখে-ছিলাম। গুপ্ত প্রবেশ-পথটি নদীর অন্য পারে, আর আধ মাইল আন্দাজ গেলেই পাওয়া যাবে। চেয়ে দেখুন, গাছের পর গাছ চলেছে এবং এটাই এর আশ্চর্য্য এবং রহস্য। ঐ দেখুন, যেখানে ঘোর সবুজ ঝোপের বদলে হালকা সবুজ নল খাগড়া আরম্ভ হয়েছে —ঐখানে, ঐ বিশাল শিমূল গাছগুলির মধ্যে আমার অজ্ঞাত দেশে যাইবার সেই গুপ্ত পথটি। এগিয়ে চলুন, তা হলেই সব বুঝতে পারবেন।"

স্থানটি বাস্তবিকই অপূর্ব্ব। সেই নলখাগড়া-চিহ্নিত জায়গাটিতে পৌঁছিয়া, আমরা লগি ঠেলিয়া তাহার মধ্য দিয়া ক্যানোছুটিকে প্রায় একশত গজ লইয়া গেলাম, এবং অবশেষে স্থির জলের একটি অগভীর স্থানে পৌঁছিলাম—বেশ পরিষ্কার টল্‌টলে জল, তাহার তলায় বালু। নদীটা বোধ হয় গজ কুড়ি চওড়া ছিল এবং ছুইটি পারই ঘন ঝোপ জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। খানিক দূর পর্য্যন্ত গাছপালার পরিবর্ত্তে যে নলখাগড়া চলিয়াছে, এটা যে লক্ষ্য করে নাই তাহার পক্ষে এরূপ একটি নদীর অস্তিত্ব অনুমান করা অসম্ভব ; আবার ইহার পর যে একটি পরীরাজ্য আছে, সেটা ত সে স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারিবে না।

বাস্তবিক এটা পরীরাজ্যই—মানুষের কল্পনা ইহার চাইতে

অদ্ভুত কিছু ধারণাই করিতে পারে না। ঘন ডালপালা মাথার উপরে মিলিত হইয়া, একটি স্বাভাবিক সুড়ঙ্গের সৃষ্টি করিয়াছে এবং শ্যামল সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়া, অস্পষ্ট স্বর্ণাভ আলোকে সবুজ নির্ম্মল জলের নদীটি বহিয়া চলিয়াছে—শুধু এই দৃশ্যটিই চমৎকার, তদুপরি উপর হইতে উজ্জ্বল আলোকের নানা বর্ণের আভা পড়িয়া, ইহাকে আরও অপরূপ করিয়া ছিল। স্ফটিকের মত উজ্জ্বল কাচের মত স্থির নদীটি আমাদের সম্মুখে পাতার তোরণের নীচ দিয়া প্রসারিত, আমাদের বৈঠার প্রত্যেক আঘাতে ইহার উজ্জ্বল পৃষ্টদেশে হাজার হাজার তরঙ্গের সৃষ্টি করিতে ছিল। বিস্ময়পূর্ণ দেশের এইটি উপযুক্ত প্রবেশ-পথই বটে। ইণ্ডিয়ান্‌দের সাড়া শব্দ আর পাওয়া যাইতেছিল না, কিন্তু জীব জন্তু আরও ঘন ঘন দেখা যাইতেছিল এবং ইহাদের শান্ত ভাব দেখিয়া বুঝিতে পারা গেল, ইহারা শিকারী দেখে নাই। কাল মখ্‌মলের মত লোমওয়ালা ছোট ছোট বানর, সাদা ধপ্‌ধপে দাঁত বাহির করিয়া আমাদিগকে ভেংচাইতেছিল এবং কিচিরমিচির করিতেছিল। মধ্যে মধ্যে নদীর পার হইতে কুমীর ঝপ্‌ ঝপ্‌ করিয়া জলে পড়িতেছিল। একটা কাল, আনাড়ি টেপির ঝোপের ফাঁক দিয়া আমাদের দিকে চাহিয়াই, হুটোপাটি করিয়া বনের মধ্যে চলিয়া গেল। একবার একটা হল্‌দে রংএর খুব বড় পুমা (সিংহের মত জন্তু), হিংস্র-দৃষ্টিতে আমাদের দিকে কট্‌মট্‌ করিয়া তাকাইয়া, ঝোপের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। পাখী দেখা গেল প্রচুর, বিশেষতঃ কঙ্ক, সারস এবং আইবিস্‌, নীল, লালচে এবং সাদা রংএর ছোট ছোট দল বাঁধিয়া, পারের উপর লম্বমান প্রত্যেকটি ডালে বসিয়াছিল, আবার আমাদের নীচে স্ফটিকের মত জলে, নানা বর্ণ এবং আকৃতির মাছ ছিল অনেক।

এই ঝাপ্‌সা সবুজ আলোকের সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়া, আমরা তিন দিন চলিলাম। একটানা লম্বা জায়গায় আসিলে, সম্মুখের দিকে চাহিয়া বলা কঠিন দূরে কোথায় জল শেষ হইয়াছে এবং কোনখানে দূরস্থ সবুজ খিলানের নীচের পথ আরম্ভ হইয়াছে। এই অদ্ভুত জল-স্রোতের গভীর শান্তি মানুষের আগমনে নষ্ট হয় নাই।

গোমেজ্ বলিল—"এখানে কোন ইণ্ডিয়ান্ আসেনা। তারা কুরু-পুরিকে ভয়ানক ভয় করে।"

লর্ড জন্ বুঝাইয়া বলিলেন—"কুরুপুরি বনের ভূত। যে কোন অপদেবতার এই নাম। বেচারি ইণ্ডিয়ান্‌দের বিশ্বাস, এদিকে দারুণ ভয়ের কিছু আছে—তাই তারা এদিক্ মাড়ায় না।"

তৃতীয় দিনে স্পষ্ট বুঝিতে পারা গেল, যে, আমাদের ক্যানো-যাত্রা আর বেশী দূর চলিবে না, কারণ, নদী ক্রমেই অগভীর হইতে লাগিল। ঘণ্টা দুইএকের মধ্যে দুই বার নৌকার তলা মাটিতে আট্‌কাইয়া গেল। অবশেষে আমরা নৌকা টানিয়া ঝোপের মধ্যে লইয়া গিয়া, নদীর তীরে রাত্রি কাটাইলাম। পরদিন সকাল বেলা লর্ড জন্ এবং আমি, বনের মধ্য দিয়া নদীর পাশাপাশি দুই মাইল পথ গেলাম; কিন্তু যখন দেখিলাম নদীর জল ক্রমেই কমিতেছে, তখন ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিলাম—প্রফেসার চ্যালেঞ্জার যাহা পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিলেন, আমরা ক্যানো চলিবার চরম সীমায় আসিয়াছি। সুতরাং সেগুলিকে টানিয়া পারে তুলিয়া, ঝোপের মধ্যে লুকাইয়া রাখিলাম, এবং নিকটেই একটা গাছে কুড়াল দিয়া দাগ কাটিয়া রাখা হইল, যাহাতে আবার ক্যানোগুলিকে খুঁজিয়া বাহির করা যায়। তারপর আমাদের জিনিসপত্রগুলি আমাদের

মধ্যে ভাগাভাগি করা হইল—বন্দুক, গুলি, খাদ্য, একটা তাঁবু, কম্বল এবং অন্য সব জিনিস—তখন, আমাদের পুঁটুলিগুলি কাঁধে লইয়া, আমাদের পর্যটনের অধিকতর পরিশ্রমের পথে যাত্রা করিলাম।

দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের এই নূতন অবস্থার আরম্ভটা হইল, আমাদের ঐ ধানী-লঙ্কা দুটির কলহ দ্বারা। আমাদিগের সঙ্গে মিলিবার পর হইতেই, চ্যালেঞ্জার দলের সকলকে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে হুকুম দিতেন, সামার্‌লি তাহা মোটেই পছন্দ করিতেন না! এ ক্ষেত্রে তাঁহার সহকর্ম্মী প্রফেসারকে কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়াতে (কাজটা ছিল, শুধু একটা এনিরয়েড্ ব্যারোমিটার বহিয়া নেওয়া) ব্যাপারটা সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইল।

ভীষণ ধীর ভাবে সামার্‌লি বলিলেন—"জিজ্ঞাসা করতে পারি কি —কোন্ অধিকারে মশায় এসব হুকুম চালাচ্ছেন ?"

চ্যালেঞ্জার কট্‌মট্ করিয়া তাকাইলেন, তাঁহার চুল খাড়া হইয়া উঠিল।

"প্রফেসার সামার্‌লি, আমি এই অভিযানের দলপতি হিসাবে এসব হুকুম করছি।"

"আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, মশায়, ও হিসাবে আপনাকে আমি স্বীকার করিনা।"

চ্যালেঞ্জার অসংযত বিদ্রূপের সহিত মাথা নীচু করিয়া বলিলেন —"বটে! তাহলে, দয়া ক'রে ব'লে দিন, আমার পদটা কি!"

"হাঁ তা, বল্‌ছি। আপনার সত্যবাদিতার বিচার হচ্ছে, এই সমিতি সেই বিচার কর্‌তে এসেছেন। সুতরাং, আপনাকে বিচারকদের কথা মেনে নিতে হবে।"

একটা ক্যানোর ধারে বসিয়া চ্যালেঞ্জার বলিলেন—"ওরে বাপ্‌-রে! তাহলে, অবশ্য, আপনারা আপনাদের ইচ্ছামত যান্‌; আমি সুবিধামত আপনাদের পিছনে আসছি। আমি যদি নেতা-ই না হই, তবে, আপনাদের আমি নিয়ে যাব—এটা আপনারা আশা করতে পারেন না।"

ভগবানের কৃপায়, এই দুটি বিজ্ঞ প্রফেসারের নির্ব্বুদ্ধিতার এবং খিট্‌খিটানিতে বাধা দিবার জন্য, আমার এবং লর্ড জনের মত দুইটি প্রকৃতিস্থ লোক দলের মধ্যে ছিল, নতুবা শূন্য-হস্তে আমাদিগকে লণ্ডনে ফিরিয়া আসিতে হইত। তাঁহাদিগকে শান্ত করিতে কত না যুক্তি তর্ক, অনুনয় বিনয় এবং কৈফিয়ৎ দিতে হইয়াছিল। ইহার পর সামার্‌লি বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া, পাইপটি মুখে করিয়া অগ্রসর হইলেন, চ্যালেঞ্জারও গজ্‌ গজ্‌ করিতে করিতে দুলিয়া দুলিয়া পিছনে চলিলেন। এই সময়ে সৌভাগ্যবশতঃ, একটা বিষয় আমরা জানিতে পারিলাম—এডিন্‌বরার প্রাণিতত্ত্ববিৎ ডাক্তার ইলিংওয়ার্থ সম্বন্ধে, আমাদের পণ্ডিত দুইটিরই অত্যন্ত হীন ধারণা। তখন হইতে এই বিষয়টাই হইল আমাদের রক্ষা কবচ। ঝগড়া উপস্থিত হইলেই, আমরা এই স্কচ্‌ প্রাণিতত্ত্ববিৎ এর কথা তুলিতাম, আর তখনই প্রফেসার দুইটি সাময়িক সন্ধিস্থাপন করিয়া, এক যোগে এই সাধারণ প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিন্দা করিতেন, গালাগালি দিতেন।

এক এক জনে লাইনবন্দী করিয়া নদীর পার দিয়া অগ্রসর হইয়া, ক্ষণকাল পরেই দেখিতে পাইলাম—নদীটি ছোট হইতে হইতে প্রায় নালার মত হইয়া, স্পঞ্জের মত শেওলা-পূর্ণ একটা বিরাট জলাভূমিতে গিয়া অদৃশ্য হইয়াছে—সেইখানে আমাদের পা হাঁটু পর্য্যন্ত বসিয়া

গেল। জায়গাটা মশা এবং সকল রকমের কীটপতঙ্গে একেবারে পরিপূর্ণ—যেন মেঘের মত উড়িয়া বেড়াইতেছিল। আমরা বনের মধ্য দিয়া ঘুরিয়া, এই মারাত্মক স্থানটাকে পাশ কাটাইয়া, আবার যখন শক্ত জমি পাইলাম, তখন খুবই আনন্দ হইল।

ক্যানো ছাড়িবার পর দ্বিতীয় দিনে, আমরা দেখিলাম, যে, সমস্তটা দেশের চেহারা বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। আমাদের পথ ক্রমাগত উপরের দিকে চলিয়াছে এবং আমরা যত উঁচুতে উঠিতে ছিলাম, ততই বন পাত্‌লা হইতেছিল এবং গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মত তেমন আর জম্‌কাল ছিল না। আমাজোনীয় প্রদেশের পলি-জাত সমতল ভূমির বিরাট গাছগুলির জায়গায়, ফিনিক্স্ এবং ককো পামএর ঝোপ ছত্রভঙ্গ হইয়া জন্মিয়াছে। সেগুলির মাঝে মাঝে ঘন ঝোপ। বেশী স্যাঁতসেতে নীচু জমিতে মরিসিয়া পাম্—তাহার বাহারি পাতাগুলি যেন মাথা নীচু করিয়া রহিয়াছে। আমরা ষোল আনা কম্পাসের সাহায্যে চলিতেছিলাম, একবার কি দুইবার চ্যালেঞ্জার এবং ঐ দুইটি ইণ্ডিয়ানের মধ্যে মতভেদ হইল, তখন প্রফেসারের ক্রোধমিশ্রিত কথাগুলি উল্লেখ করিয়াই বলিতেছি—দলের সকলে, “আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠ আদর্শের চাইতে, নিম্নস্তরের অসভ্যদিগের ভ্রান্ত সহজ-বুদ্ধির উপরেই বেশী বিশ্বাস স্থাপন করিতে”, সম্মত হইল। তৃতীয় দিনে যখন দেখা গেল, যে, চ্যালেঞ্জার তাঁহার পূর্ব্ব পর্য্যটনের অনেক চিহ্ন চিনিতে পারিলেন, তখন বুঝিতে পারিলাম—আমরা ঠিকই করিয়াছিলাম; এক স্থানে আমরা চারিটি কাল, পোড়া উনানের পাথর দেখিতে পাইলাম—এখানেই প্রথম বারে তাঁবু ফেলা হইয়াছিল।

রাস্তা তখনও উপরের দিকেই চলিয়াছিল, আমরা একটা পাথর-পূর্ণ ঢালু জায়গা পার হইলাম, পার হইতে দুই দিন লাগিল। আবার গাছের পরিবর্ত্তন দেখা গেল, শুধু ভেজিটেব্‌ল্‌ আইভরি ট্রি এবং প্রচুর পরিমাণে অতি অদ্ভুত সমস্ত অর্‌কিড্‌—তাহার মধ্যে দুষ্প্রাপ্য নুটোনিয়া ভেক্‌সিলারা এবং ক্যাট্‌লিয়া আর অডোন্‌টোগ্লসামের গোলাপী এবং লাল্‌চে রংএর উজ্জ্বল ফুলগুলি চিনিতে পারিলাম। মধ্যে মধ্যে, পাথরপূর্ণ তলদেশ এবং দুটি পার ফার্ণ-এ ঢাকা—এরূপ ক্ষুদ্র নদী সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কটের মধ্য দিয়া কুল্‌কুল্‌ শব্দে বহিয়া যাইতেছিল; এইরূপ পাথরপূর্ণ জলাশয়ের পারে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় তাঁবু খাটাইতাম; সেই জলাশয়ে ট্রাউট মাছের মত রাশি রাশি মাছ ছিল, তাহা দিয়া উপাদেয় নৈশ-ভোজন হইত।

ক্যানো ছাড়িবার পর, নবম দিনে, প্রায় একশত কুড়ি মাইল পথ আসিয়া, আমরা বৃক্ষপূর্ণ স্থান হইতে বাহির হইতে লাগিলাম; গাছ-গুলি ক্রমে ছোট হইতে হইতে শেষে ঝোপে পরিণত হইল এবং সেগুলির স্থানে বিশাল বাঁশবন আরম্ভ হইল; এই বাঁশবন এমনই ঘন সন্নিবিষ্ট, যে, ইণ্ডিয়ান্‌দের কুড়াল দিয়া কাটিয়া পথ বানাইয়া, তবে আমরা তাহার মধ্যে ঢুকিতে পারিলাম; সকাল সাতটা হইতে রাত্রি আটটা পর্যন্ত চলিলাম, মধ্যে এক ঘণ্টা করিয়া দুইবার বিশ্রাম—এইভাবে, সারাদিনে আমরা এই বাধা অতিক্রম করিতে পারিয়াছিলাম। ইহার চাইতে একঘেয়ে এবং ক্লান্তিজনক কিছু কল্পনা করা যায় না, কারণ, খুব খোলা জায়গায়ও আমি দশ বার গজের বেশী দূরে দেখিতে পাইতাম না। সাধারণতঃ, আমার দৃষ্টি, সম্মুখে লর্ড জনের কোটের উপরে এবং দুই পাশে ফুটখানেক দূরে, সেই

হল্‌দে দেওয়ালের উপরেই সীমাবদ্ধ থাকিত। উপর হইতে সূক্ষ্ম সূর্য্যকিরণ পড়িত এবং আমাদের মাথার পনর ফুট উপরে দেখা যাইত —বাঁশের ডগাগুলি গভীর নীল আকাশের গায়ে দোল খাইতেছে। এই বাঁশবনে কোন্ জাতীয় জন্তু বাস করে জানি না, কিন্তু, অনেক সময়, খুব নিকটেই যেন বড় জানোয়ার লাফাইয়া পড়ার মত শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলাম। শব্দ শুনিয়া লর্ড জন স্থির করিলেন, সেগুলি গো-জাতীয় বন্য জন্তু। ঠিক সন্ধ্যার পর আমরা এই বাঁশবন পার হইলাম, সারাদিনের দারুণ ক্লান্তির পর তখনই তাঁবু খাটান হইল।

পরদিন ভোর বেলা আবার চলিলাম; দেখা গেল, জায়গার চেহারা আবার বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। আমাদের পিছনে বাঁশের দেওয়াল দেওয়া রাস্তা, দেখাইতেছিল, যেন, একটি নদীর ধারা বহিয়া গিয়াছে। আমাদের সম্মুখে খোলা সমতল ভূমি, উপরের দিকে চড়াই, তাহাতে মধ্যে মধ্যে ঝোপ ঝাড়ও ছিল—সমস্ত জায়গাটা বাঁকিয়া, শেষে লম্বা, তিমি মাছের পিঠের মত একটা পাহাড়ে গিয়া পরিণত হইয়াছে। এই জায়গাটায় আমরা বেলা প্রায় দুই প্রহরের সময় গিয়া পোঁছিলাম; পোঁছিয়া দেখিলাম, সম্মুখে আরও একটা উপত্যকা, তাহার পরেই ক্রমে উঁচু হইয়া আকাশের গোল সীমার সঙ্গে গিয়া মিশিয়াছে। এইখানে, যখন আমরা প্রথম পাহাড়টি পার হইতেছিলাম, তখন, একটি ঘটনা হইয়াছিল যেটা উল্লেখযোগ্য হইতেও পারে কিংবা নাও হইতে পারে।

প্রফেসার চ্যালেঞ্জার, স্থানীয় দুটি ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে সকলের আগে ছিলেন, তিনি হঠাৎ থামিয়া, উত্তেজিত হইয়া ডান দিকে আঙ্গুল দিয়া

দেখাইলেন। আমরা চাহিয়া দেখিলাম—মাইল খানেক দূরে একটা কিছু, যেন গ্রে রংএর প্রকাণ্ড একটা পাখী, মাটি হইতে উঠিয়া খুব নীচ দিয়া ধীরে ধীরে সোজা উড়িয়া যাইতেছে এবং ক্রমে ক্রমে গাছের ঝোপের মধ্যে গিয়া অদৃশ্য হইয়া পড়িল।

চ্যালেঞ্জার আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"সামারালি, এটা দেখ্‌তে পেয়েছিলে কি?"

জন্তুটা যেখানে অদৃশ্য হইয়াছিল, চ্যালেঞ্জারের সহকর্ম্মী সেইদিকে এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া ছিলেন।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওটা কি ছিল, বল্‌তে চাও?"

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ওটা একটা টেরোড্যাক্‌টিল্‌।"

সামার্‌লি বিদ্রূপপূর্ণ উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন—"টেরো-ঘোড়ার ডিম! ওটা একটা সারস।"

চ্যালেঞ্জারের এত রাগ হইল, যে তিনি কথা বলিতে পারিলেন না। পুঁটুলিটি আবার পিঠে লইয়া চলিতে লাগিলেন। যাহা হউক, লর্ড জন্‌ আমার নিকটে আসিলেন, তাঁহার হাতে "সাইস্‌" দূরবীণ এবং মুখ অতিরিক্ত গম্ভীর।

তিনি বলিলেন—"গাছের মধ্যে অদৃশ্য হবার আগেই ওটাকে আমি দূরবীণ দিয়ে দেখেছিলাম। ওটা কি ছিল, সে সম্বন্ধে কিছু বল্‌ব না কিন্তু শিকারী হিসাবে বাজি রাখ্‌তে পারি, যে, আমি জীবনে যত রকমের পাখী দেখেছি, তার কোনটার মত এটা নয়।"

এই ত হইল ব্যাপার। প্রফেসার যে দেশের কথা বলেন, আমরা কি সেই অজ্ঞাত জগতের কিনারায় আসিয়া, তাহার প্রবেশ

দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি ? যেরূপ ঘটনা হইয়াছিল; তাহাই আপনাকে লিখিলাম ; আমি যতটুকু জানি, আপনিও ততটুকুই জানিতে পারিবেন। এই একটি মাত্র ঘটনাই হইয়াছে, ইহার পর এমন কিছু দেখি নাই যাহাকে অদ্ভুত বলা যাইতে পারে।

যদি সত্যই আমার এই লেখাগুলি কাহারও পড়িবার সুযোগ উপস্থিত হয়, তবে—হে পাঠক বর্গ, আমি আপনাদিগকে প্রশস্ত নদী দিয়া, খাগ্ড়ার বনের মধ্য দিয়া সবুজ সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া, পাম্গাছ-পূর্ণ ঢালু জমি দিয়া, কাঁটাওয়ালা বাঁশ বনের মধ্য দিয়া, এবং এই ফার্ণগাছপূর্ণ সমতল জমি পার করিয়া আনিয়াছি। অবশেষে আমাদের গন্তব্যস্থান একেবারে আমাদের চোখের সাম্নে। আমরা আলির মত দ্বিতীয় পাহাড়টি পার হইয়া সম্মুখে দেখিলাম পাম্গাছ-পূর্ণ অসমান একটি প্রান্তর এবং তাহার পরেই ছবিতে যে লাল রং খাড়া পর্ব্বতশ্রেণী দেখিয়াছিলাম—সেইটি। আমি লিখিতেছি, আর দেখিতেছি – ঐ সেটি রহিয়াছে, এবং এটা যে ঠিক সেটাই, সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই হইতে পারে না। আমাদের বর্ত্তমান আড্ডা হইতে, এই পর্ব্বতশ্রেণীর নিকটতম অংশটি হইবে সাত মাইল দূরে এবং দৃষ্টির শেষ সীমা পর্য্যন্ত এটা বাঁকিয়াই চলিয়াছে। চ্যালেঞ্জার লক্কা-পায়রার মত বুক ফুলাইয়া চলিতেছেন, সামার্লি নীরব কিন্তু এখনও সন্দিগ্ধচিত্ত। অন্য একদিন হয়ত আমাদের কতক সন্দেহ দূর হইবে। ইতিমধ্যে, আমাদের চাকর যোশীর হাতে, ভাঙ্গা বাঁশের খোঁচা লাগিয়ে ফুটা হইয়া গিয়াছিল, সে ফিরিয়া যাইবার জন্য জেদ করিতেছে ; তাহার হাতেই এই চিঠি পাঠাইতেছি, আশা করি চিঠি অবশেষে আপনার হাতে পৌঁছিবে। সুবিধা হইলেই আবার

লিখিব। চিঠির সঙ্গে আমাদের পর্য্যটনের একটা মোটামুটি নক্‌সা দিলাম, তাহা দেখিয়া আমার বিবরণী বুঝা সহজ হইতে পারে।

———

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ভয়ঙ্কর একটা ঘটনা হইয়াছে। ইহার কথা পূর্ব্বে কি কেহ ভাবিতে পারিয়াছিল? আমাদের দুঃখ কষ্টের শেষ দেখিতেছি না। হয়ত বা চিরজীবন এই অদ্ভুত অগম্য স্থানে কাটাইবার জন্য আমরা দণ্ডিত হইয়াছি। এখনও আমার মাথায় এমন গোল লাগিয়া রহিয়াছে, যে, বর্ত্তমানের ঘটনাগুলি এবং ভবিষ্যতে কি হইতে পারে কোনটার সম্বন্ধেই পরিষ্কার চিন্তা করিতে পারিতেছি না। আমার স্তম্ভিত বুদ্ধির কাছে একটাকে মনে হইতেছে দারুণ সাংঘাতিক এবং অন্যটা রাত্রির মত গভীর অন্ধকার।

কোন লোক কোন দিন এরূপ খারাপ অবস্থায় পড়ে নাই। আপনার কাছে আমাদের সঠিক ভৌগোলিক অবস্থানটি প্রকাশ করিয়া এবং আমাদের উদ্ধারের জন্য, বন্ধুদের নিকট লোক পাঠাইবার অনুরোধ জানাইয়া কোন লাভ নাই। তাঁহারা লোক পাঠাইলেও, খুব সম্ভবতঃ তাহারা সাউথ আমেরিকায় পৌঁছিবার বহু পূর্ব্বেই আমাদের ভাগ্য সম্বন্ধে একটা নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে।

চন্দ্রলোকে থাকিলে আমরা মানুষের সাহায্য হইতে যতটা দূরে থাকিতাম, এখনও বাস্তবিক সেই রূপই আছি। আমাদিগকে জয়লাভ করিতে হইলে, শুধু আমাদের শক্তি সামর্থ্যই আমাদিগকে

উদ্ধার করিতে পারে। প্রসিদ্ধ তিনটি লোক আমার সঙ্গী—সকলেরই অগাধ বুদ্ধিবল এবং অটল সাহস। ইহার উপরেই আমাদের এক মাত্র ভরসা! আমার সঙ্গীদিগের উদ্বেগশূন্য মুখের দিকে যখনই তাকাই, তখনই এই অন্ধকারে ক্ষীণ আলোক দেখিতে পাই। বাহিরে আমি তাঁহাদের মতই উদাসীন ভাব দেখাই, কিন্তু ভিতরে আমার মন আতঙ্কে পূর্ণ।

পরপর যে সকল ঘটনা আমাদিগকে এই বিপদে আনিয়া ফেলিয়াছে, সেইগুলির সম্বন্ধে, যতটা সম্ভব, পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আপনাকে দিতেছি।

আমার আগের চিঠিখানা শেষ করিবার সময়, আমি বলিয়াছিলাম, প্রফেসার চ্যালেঞ্জার যে মালভূমিটির কথা বলিয়াছিলেন, সেটিকে যে লাল রংএর বিশাল পর্ব্বতশ্রেণী চারিদিকে ঘিরিয়া আছে—সে পর্ব্বতশ্রেণী হইতে আমরা সাত মাইলের মধ্যে ছিলাম। সেগুলির নিকটে যাইতে যাইতে দেখিলাম, তাহাদের উচ্চতা স্থানে স্থানে, প্রফেসার যেরূপ বলিয়াছিলেন, তাহার চাইতে বেশী—কোন কোন স্থানে হাজার ফুট উঁচু—এবং সেগুলি এরূপ বিচিত্রভাবে স্তরীভূত যে, আমার বিশ্বাস তাহা ব্যাসল্ট্ শৈল-উৎক্ষেপের লক্ষণ। এইরূপ কতকটা এডিন্‌বরার স্যালিস্‌বারি পাহাড়ে দেখা যায়। পর্ব্বতের শীর্ষদেশে বিস্তর জঙ্গল দেখিতে পাওয়া গেল; শীর্ষের কিনারায় ঝোপ এবং ভিতরের দিকে বড় বড় অনেক গাছ। জীবিত প্রাণীর কোন চিহ্ন দেখা গেল না।

সেই রাত্রে, এই পাহাড়ের নীচেই আমরা তাঁবু ফেলিলাম—স্থানটি নিরতিশয় গহন এবং জনপ্রাণিহীন। উপরের পাহাড়গুলি শুধু যে

খাড়া ছিল তাহা নহে, সেগুলির মাথা সাম্‌নের দিকে ঝুঁকিয়াছিল—কাজেই, উপরে উঠা একেবারে অসম্ভব। আমাদের নিকটেই মন্দিরের চূড়ার ন্যায় সেই বিচ্ছিন্ন ছোট পাহাড়টি ছিল, যেটির কথা মনে হয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এটা গির্জ্জার চওড়া এবং লাল বুরুজের মত, ইহার ডগাটি পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতপ্রাচীরের উপরিস্থ মালভূমির সঙ্গে সমান সমান, কিন্তু উভয়ের মধ্য দেশে প্রকাণ্ড একটা ফাটল, হাঁ করিয়া রহিয়াছে। ছোট পাহাড়টির চূড়ায় একটি মাত্র উঁচু গাছ ছিল। এই চূড়া এবং অপর দিকের পর্ব্বতপ্রাচীর—দুটিই অপেক্ষাকৃত নীচু—আমার মনে হয় পাঁচ ছয় শত ফুট মাত্র হইবে।

গাছটা দেখাইয়া প্রফেসার চ্যালেঞ্জার বলিলেন—"এই গাছেই সেই টেরোড্যাক্‌টিল্ বসেছিল। আমি ঐ ছোট পাহাড়টার মাঝামাঝি উঠে, ওটাকে গুলি ক'রে মেরেছিলাম। আমার মনে হয়, আমার মত পর্ব্বতারোহী এই পাহাড়ের ডগায় উঠ্‌তে পার্‌ত; অবশ্য, তাহলেও সে মালভূমির দিকে আর বেশী অগ্রসর হতে পার্‌ত না।"

চ্যালেঞ্জার যখন তাঁহার টেরোড্যাক্‌টিলের কথা বলিলেন, তখন আমি প্রফেসার সামার্‌লির দিকে তাকাইয়াছিলাম, এবং এই প্রথম মনে হইল, যেন, তাঁহার মুখে একটু বিশ্বাস এবং অনুতাপের চিহ্ন দেখিতে পাইলাম। তাঁহার মুখে আর বিদ্রূপের চিহ্নমাত্র নাই, বরঞ্চ, চক্ষে উত্তেজনা এবং বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি। চ্যালেঞ্জারও ইহা দেখিয়াছিলেন, এবং বিজয়ের এই প্রথম আস্বাদনে আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন।

তিনি স্থূল এবং উদ্ভট রসিকতা করিয়া বলিলেন—"অবশ্য, প্রফেসার সামার্‌লি ধ'রে নিতে পারেন, যে, আমি যখন টেরোড্যাক্‌টিলের কথা বলি, তখন মনে করি সারস, তবে কি-না সে

সারসের পালক নাই—আছে কঠিন চাম্‌ড়া, ঝিল্লীময় ডানা এবং মাড়িতে দাঁত।" এই বলিয়া, তিনি তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন এবং চক্ষু মিট্‌মিট করিয়া এমনই হাসিতে লাগিলেন, যে, তাঁহার সহকর্ম্মী সেস্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে কফি এবং ম্যানিয়োক্ (কন্দ বিশেষ) দিয়া সামান্য রকম জলযোগ করিলাম, কারণ, আমাদের খাদ্যসামগ্রী সম্বন্ধে মিতব্যয়ী হওয়া দরকার ছিল। তারপর, উপরে মালভূমিতে উঠিবার সকলের চাইতে ভাল উপায় কি হইতে পারে, সে সম্বন্ধে মন্ত্রণা-সভা বসিয়া গেল।

চ্যালেঞ্জার গম্ভীরভাবে সভাপতির কাজ করিতে লাগিলেন, যেন, তিনি প্রধান বিচারপতিরূপে বিচারাসনে বসিয়াছেন। কল্পনাচক্ষে দেখুন—তিনি বড় একটা পাথরের উপর বসিয়াছেন, তাঁহার বালকোচিত বেখাপ্পা ষ্ট্র-হ্যাট্‌টি মাথার পিছনে হেলান ভাবে রহিয়াছে, তাঁহার উদ্ধত অর্দ্ধমুদ্রিত দৃষ্টি আমাদের উপর কর্ত্তৃত্ব ফলাইতেছে, এবং আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ গতিবিধিগুলি যখন ধীরে ধীরে নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন, তখন তাঁহার বিপুল কাল দাড়ি দুলিতেছে।

তাঁহার নীচে আমরা তিন জন—আমি, রোদে-পোড়া, তরুণ এবং মুক্ত বাতাসে ঘুরিয়া সতেজ; সামার্‌লি গম্ভীর, মুখে তখনও তার্কিকের ভাব এবং তামাকের পাইপ; লর্ড রক্‌স্‌টন্ তীক্ষ্ণবুদ্ধি, লঘুকায়, সতর্ক, বন্দুকের উপর ভর দিয়া দণ্ডায়মান এবং তাঁহার ঈগল পক্ষীর মত দৃষ্টি বক্তার উপরে নিবদ্ধ। আমাদের পিছনে সেই কৃষ্ণকায় বর্ণসঙ্কর দুইজন এবং ইণ্ডিয়ান্‌দের ছোট দলটি, আর সম্মুখে

এবং মাথার উপরে সেই বিশাল রক্তিম শিলারাশি, আমাদের গন্তব্যপথের অন্তরায় রূপে খাড়া হইয়া রহিয়াছে।

আমাদের দলপতি বলিলেন—"বলা বাহুল্য, যে, আগের বারে আমি এই পাহাড়ে চড়বার জন্য সব রকম চেষ্টাই করেছিলাম কিন্তু কৃতকার্য্য হই নাই, এবং আমি যেটা পারিনি, সেটা বোধ করি না, যে, আর কেউ পার্‌বে ; কারণ, আমার পাহাড়ে চড়বার অভ্যাস বেশ আছে। তখন পাহাড়ে চড়বার কোন সরঞ্জাম আমার কাছে ছিল না, কিন্তু এখন খেয়াল ক'রে সে সব সঙ্গে এনেছি। সেগুলির সাহায্যে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস—এই স্বতন্ত্র বুরুজের মত পাহাড়টার চূড়ায় উঠ্‌তে পার্‌ব। কিন্তু আদত পর্ব্বতমালাটি যখন সাম্‌নের দিকে ঝুঁকে রয়েছে, তখন সেটায় চড়বার চেষ্টা বৃথা। আগের বারে বর্ষা এসে পড়েছিল, খাদ্যও ফুরিয়ে এসেছিল—কাজেই, আমাকে তাড়াতাড়ি কর্‌তে হয়েছিল খুবই। এই সব কারণে আমি সময় বেশী পাইনি, শুধু পাহাড়ের পূর্ব্বদিকে প্রায় ছয় মাইল পর্য্যন্ত সন্ধান ক'রে দেখেছিলাম—উপরে উঠ্‌বার কোন পথ পাইনি। এখন, তাহলে, আমরা কি কর্‌ব ?"

প্রফেসার সামার্‌লি বলিলেন—"কর্‌বার মত একটি মাত্র যুক্তিসঙ্গত কাজ আছে। আপনি যদি পূর্ব দিক্ দেখে থাকেন, তবে, আমরা পাহাড়ের ভিত্তি ধ'রে পশ্চিম দিকে যাব এবং সন্ধান ক'রে দেখ্‌ব, আরোহণের উপযুক্ত স্থান পাই কি-না।"

লর্ড জন্ বলিলেন—"ঠিক কথাই বলেছেন। সম্ভবতঃ এই পর্ব্বত-মালার মাথার মালভূমিটা খুব বড় নয় ; উপরে উঠ্‌বার সহজ জায়গা না পাওয়া পর্য্যন্ত, আমরা এটার চার্‌দিকে ঘুরে বেড়াব, আর,

না হয়, যেখান থেকে রওয়ানা হয়েছিলাম সেইখানেই আবার ফিরে আসা হবে।"

চ্যালেঞ্জার বলিলেন—"আমি আগেই আমাদের এই তরুণ বন্ধুটিকে বুঝিয়ে বলেছি, (আমার সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলেই, তিনি এরূপভাবে বলিতেন, যেন, আমি স্কুলের ছাত্র, দশ বৎসর বয়স) যে, পাহাড়ের কোনখানে চড়বার সহজ পথ থাকা একেবারে অসম্ভব, কারণ, তা যদি থাক্‌ত, তবে চূড়াটা এরূপ স্বতন্ত্র হতোনা, এবং এমন অবস্থাও ঘট্‌ত না যা প্রাণীর উদ্বর্ত্তনের সাধারণ নিয়মে এরূপ আশ্চর্য্য ভাবে বাধা দিতে পারে। তবু, আমি স্বীকার কর্‌ছি, যে, হয়ত এমন জায়গা থাক্‌তে পারে, যেখান দিয়ে নিপুণ কোন পর্ব্বতারোহীর পক্ষে চূড়ায় পৌঁছান সম্ভব। কিন্তু প্রকাণ্ড এবং ভারি কোন জন্তু, সে পথে নাম্‌তে পারে না। তবে, চড়বার উপযুক্ত স্থান যে আছে সেটা নিশ্চিত।"

সামার্‌লি গর্জ্জিয়া উঠিলেন—"সেটা আপনি কি করে জান্‌লেন, মশায়?"

"এই জন্য, যে, আমার পূর্ব্ববর্ত্তী সেই আমেরিকান্ ম্যাপল্ হোয়াইট্ সত্যি সত্যি উপরে উঠেছিল। তা না হলে, সে যে ঐ রাক্ষুসে জন্তুটার ছবি এঁকেছিল—সেটা ও দেখ্‌লে কি করে?"

নাছোড়বান্দা সামার্‌লি বলিলেন—"বিষয়টা প্রমাণিত হবার আগেই আপনি সেটার দোহাই দিচ্ছেন। আপনার মালভূমি স্বীকার ক'রে নিচ্ছি, কারণ, সেটা আমি দেখেছি। কিন্তু, সেখানে কোন জীবিত প্রাণী আছে ব'লে এখনও নিঃসন্দেহ হতে পারিনি।"

"মশায়, আপনি কি স্বীকার করেন বা কি স্বীকার করেন না—

তার এক রতিও গুরুত্ব নাই। মালভূমিটা যে বাস্তবিকই আপনার বোধগম্য হতে পেরেছে, তা দেখেই আমি খুসী হয়েছি।"—এই বলিয়া চ্যালেঞ্জার মালভূমিটার দিকে তাকালেন, তারপর, এক অদ্ভুত কাণ্ড!—তিনি পাথর হইতে লাফাইয়া উঠিলেন এবং সামার্‌লির মুখখানা আকাশের দিকে ফিরাইয়া ধরিয়া, উত্তেজনার সহিত চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"দেখুন, দেখুন! মালভূমিতে যে জীবন্ত জন্তু আছে, এখন সেটা আপনাকে উপলব্ধি করাতে পেরেছে কি?"

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে, খাড়া পাহাড়ের কিনারায়, সবুজ, ঘন বন ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। এই বনের মধ্য হইতে একটা কাল চক্‌চকে জিনিস ধীরে ধীরে বাহির হইয়া ঝুলিতে লাগিল। আমরা দেখিলাম—একটা প্রকাণ্ড সাপ, তাহার মাথাটা চ্যাটাল এবং কোদালের মত গড়ন। মিনিট খানেক আমাদের মাথার উপর হেলিতে ছুলিতে লাগিল—তাহার পাকান কুণ্ডলীগুলিতে সূর্য্যকিরণ ঝল্‌সিতে লাগিল। তারপর ধীরে ধীরে সেটা ভিতরের দিকে অদৃশ্য হইল।

সামার্‌লির এতই কৌতূহল হইয়াছিল যে, চ্যালেঞ্জার যখন তাঁহার মাথা বাঁকাইয়া ধরিয়াছিলেন, তখন তাহা বাধা দেন নাই। এখন তিনি সহকর্ম্মীকে ঠেলিয়া দিয়া, আবার নিজের স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিলেন।

তিনি বলিলেন—"প্রফেসার চ্যালেঞ্জার, আমার দাড়িটি না ধ'রে যদি কোন মন্তব্য প্রকাশ কর্‌তে পারেন, তবেই আমি সুখী হব। সাধারণ একটা পাহাড়ে-অজগর দেখে আপনার এরূপ আচরণ আমি সমর্থন কর্‌তে পারি না।"

জয়োল্লাসের সহিত চ্যালেঞ্জার বলিলেন—"তা হলেও, মালভূমিতে জীবন্ত প্রাণী আছে—এটা ত ঠিক। এই সারবান্ সিদ্ধান্তটি হাতে কলমে দেখান হয়েছে, যতই নির্ব্বোধ কিংবা বিরুদ্ধবাদী হোক না কেন, সকলের কাছেই এখন এটা পরিষ্কার। তাহলে, এখন আমার মতে, এখান থেকে তাঁবু তুলে, চড়বার পথ না পাওয়া পর্য্যন্ত, আমাদের পশ্চিম দিকে চলা উচিত।"

পাহাড়ের নীচের জমি উব্ড়াখুবড়া এবং পাথরপূর্ণ ছিল, সুতরাং ধীরে ধীরে এবং আয়াসের সহিত আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। হঠাৎ একটা স্থান দেখিয়া আমাদের মনে আনন্দ হইল। এখানে পূর্ব্বে কেহ তাঁবু ফেলিয়াছিল—কতগুলি খালি মাংসের টিন, একটা ব্রাণ্ডির বোতল, একটা টিন খুলিবার ভাঙ্গা যন্ত্র এবং কতগুলি ভাঙ্গাচোরা অন্য জিনিস—ভ্রমণকারীর এই সমস্ত চিহ্ন পড়িয়াছিল। একটা ছেঁড়া মোচ্ড়ান "সিকাগো ডিমক্রেট" সংবাদপত্রও ছিল কিন্তু তাহার তারিখটা পড়া গেল না।

চ্যালেঞ্জার বলিলেন—"এগুলো আমার নয়, নিশ্চয়ই ম্যাপল্ হোয়াইটের চিহ্ন।"

তাঁবুর জায়গাটার উপরে একটা বড় ফার্ণ-গাছ ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল, লর্ড জন্ সেটার দিকে উৎসুক হইয়া দেখিতেছিলেন। তিনি বলিলেন—"এই দেখুন, এটা কি। আমার মনে হয়, এটা পথের চিহ্ন স্বরূপ দেওয়া হয়েছে।"

একখণ্ড কাঠ এরূপভাবে গাছের সঙ্গে পেরেক দিয়া আঁটা—যেন সেটা পশ্চিম দিকে দেখাইয়া দিতেছে।

চ্যালেঞ্জার বলিলেন—"এটা নিশ্চয়ই গাইড্-পোষ্ট, তা নইলে

আর কি হবে? আমাদের পূর্ব্বগামী লোকটি নিজের যাত্রার বিপদ বুঝ্‌তে পেরে, এই চিহ্নটি রেখে গিয়েছিল যাতে অনুসরণকারী লোকেরা জান্‌তে পারে, সে কোন্ পথে গিয়েছে। হয়ত যেতে যেতে আমরা আরো চিহ্ন পাব।"

চিহ্ন আমরা পাইয়াছিলাম ঠিকই, কিন্তু সে বড় ভীষণ এবং একেবারে অপ্রত্যাশিত চিহ্ন! পাহাড়ের ঠিক নীচেই অনেকটা জায়গা জুড়িয়া বাঁশগাছ ছিল, পথে আমরা যে রকম বাঁশ পাইয়াছিলাম ঠিক সেই রকম। ইহার অনেকগুলি কুড়ি ফুঠ উঁচু এবং ডগাগুলি শক্ত আর তীক্ষ্ণ—যেন দারুণ বল্লমের শ্রেণী খাড়া হইয়া রহিয়াছে! এই বাঁশ বনের পাশ দিয়া যাইবার সময়, হঠাৎ আমার চক্ষে পড়িল—যেন ইহার ভিতরে সাদা একটা কিছু চক্‌চক্ করিতেছে। বাঁশের ফাঁক দিয়া মাথা গলাইয়া দেখিলাম, মাংসহীন একটা নরমুণ্ড! সমস্তটা কঙ্কালও ছিল, কিন্তু মুণ্ডটা কঙ্কাল হইতে খুলিয়া গিয়া, খোলা জায়গার দিকে কয়েক ফুট আসিয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

ইণ্ডিয়ান্‌দের কুড়াল দিয়া ঐ স্থানটা পরিষ্কার করিয়া, এই অতীত দুর্ঘটনার অনেক তথ্য দেখিতে পাইলাম! কাপড়ের কয়েকটি ফালি মাত্র দেখা গেল, কঙ্কালের পায়ে জুতার কিছু অবশিষ্ট ছিল এবং মৃতব্যক্তি যে ইউরোপীয় ছিল, সেটা খুব পরিষ্কারই বুঝিতে পারা গেল। নিউ ইয়র্কের হাড্‌সন কোম্পানির দোকানের একটা সোণার ঘড়ি এবং ষ্টাইলোগ্রাফিক্ কলম শুদ্ধ একটা চেন্‌ও হাড়ের মধ্যে ছিল। একটা সিগারেটের কেস্ ছিল সেটার ডালায় "জে—সি; ফ্রম এ-ই, এস্" লেখা ছিল। কেস্‌টির অবস্থা কেখিয়া মনে হইল, এই নিদারুণ ব্যাপার খুব বেশী আগে ঘটে নাই।

লর্ড জন্ জিজ্ঞাসা করিলেন—"লোকটি কে ছিল? বেচারির প্রত্যেকটি হাড় যেন ভাঙ্গা ব'লে মনে হয়।"

সামার্লি বলিলেন—"এর চূর্ণ হাড়ের মধ্যে দিয়ে বাঁশ গজিয়েছে। বাঁশ খুবই তাড়াতাড়ি বাড়ে, কিন্তু বাঁশটা যতদিনে বিশ ফুট লম্বা হয়েছে, ততদিন ধরেই যে শরীরটা এখানে ছিল—এটা ধারণার অতীত।"

প্রফেসার চ্যালেঞ্জার বলিলেন—"এ ব্যক্তিকে সনাক্ত করা সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নাই। আপনাদের সঙ্গে মিল্‌বার জন্য নদীপথে আস্‌বার সময়, ম্যাপল্ হোয়াইট্ সম্বন্ধে আমি পুঙ্খানুপুঙ্খ সন্ধান নিয়েছিলাম। পারা-তে কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। সৌভাগ্যবশতঃ আমার কাছে একটা সূত্র ছিল—তার স্কেচ-বুকএ একটা ছবি আঁকা ছিল, তাতে সে রোজারিওতে একজন পাদ্রির সঙ্গে জলযোগ কর্‌ছে। এই পাদ্রিকে খুঁজে বা'র কর্‌লাম এবং আধুনিক বিজ্ঞান যে তাঁর মতের অনিষ্টকারী, এটা আমি দেখিয়ে দেওয়াতে যদিও তিনি আমার উপর চটেছিলেন তবু, আমাকে কতগুলি খবর দিয়েছিলেন খুব পাকা। ম্যাপল্ হোয়াইট্ চার বছর আগে, কিংবা, আমি তার মৃতদেহ দেখ্‌বার দুই বছর আগে, রোজারিও হয়ে গিয়েছিল। সে সময়ে তার সঙ্গে তার একজন বন্ধুও ছিল—জেম্‌স্ ক্লোভার নামে একজন আমেরিকান—এই বন্ধুটি পাদ্রির কাছে আসে নাই, নৌকাতেই ছিল। তাই, আমার মনে হয়—এই যে কঙ্কাল দেখ্‌ছি, এটা যে জেন্‌স্ ক্লোভারের সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।"

লর্ড জন্ বলিলেন—"আর তার কি ক'রে মৃত্যু হলো, সে বিষয়েও

বেশী সন্দেহ নাই। সে প'ড়ে গিয়েছিল কিংবা উপর থেকে তাকে ফেলে দেওয়া হয়েছিল—তাই সে শূলবিদ্ধ হয়েছে। তা না হলে, তার হাড়ই বা ভাঙ্গল কি ক'রে আর মাথার এত উপরে এই বাঁশের চোখা ডগা তার গায়ে বিঁধ্‌লই বা কি ক'রে ?"

এই চূর্ণ বিচূর্ণ ধ্বংসাবশেষের চারিদিকে দাঁড়াইয়া, লর্ড রক্‌স্‌টনের কথার যাথার্থ্য যখন আমরা উপলব্ধি করিলাম, তখন, আমাদের মধ্যে একটা গভীর নীরবতা আসিল। পাহাড়ের মাথা বাঁশ ঝোপের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে! লোকটি নিশ্চয়ই উপর হইতে পড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু, সত্যই কি সে পড়িয়া গিয়াছিল ? এটা কি একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা ? কিংবা—এই অজ্ঞাত দেশে যে কত রকমের ভীষণ সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটিতে পারে, সে সম্বন্ধে নানা চিন্তা আমাদের মনে জাগিতে লাগিল।

আমরা নীরবে অগ্রসর হইলাম এবং পর্ব্বতশ্রেণীর পাশ ধরিয়া ঘুরিতে লাগিলাম। এই পর্ব্বতশ্রেণী দক্ষিণ মেরুর হিমানী-ক্ষেত্রের মত অবিচ্ছিন্ন ও সমোন্নত। ছবিতে দেখিয়াছি, এই হিমানী-ক্ষেত্র, আবিষ্কারের জাহাজের মাস্তুলের বহু ঊর্দ্ধে দিগন্ত ব্যাপিয়া বিস্তৃত রহিয়াছে। পাঁচ মাইলের মধ্যে আমরা এই পাহাড়ের গায়ে কোন ফাটল কিংবা ভাঙ্গা জায়গা দেখিতে পাইলাম না। তারপর হঠাৎ এমন কিছু দেখিতে পাইলাম, যাহাতে আমাদের মনে নূতন আশা জাগিয়া উঠিল। পাহাড়ের গায়ে, যেখানে বৃষ্টির জল লাগে না, এমন একটা গর্ত্তের মধ্যে খড়ি দিয়া একটা তীর আঁকা—তাহা পশ্চিম দিকেই দেখাইয়া দিতেছে।

প্রফেসার চ্যালেঞ্জার বলিলেন—"এটাও ম্যাপল্‌ হোয়াইটের

কাজ। সে আগে থাক্‌তেই অনুভব করেছিল, যে, উপযুক্ত লোক তার পিছন পিছনেই আস্‌বে।"

"তাহলে, তার কাছে খড়ি ছিল ?"

"তার ব্যাগের মধ্যে অন্য জিনিসের সঙ্গে, এক বাক্‌স রঙ্গীন চক্‌ও পেয়েছিলাম। আমার মনে আছে, সাদা চক্‌টা ক্ষয়ে প্রায় নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল।"

সামার্‌লি বলিলেন—"এটাকে ভাল প্রমাণই বল্‌তে হবে। এখন তার নির্দ্দেশ অনুসারে, আমাদিগকে পশ্চিম দিকেই যেতে হবে।"

আরও প্রায় পাঁচ মাইল চলিয়া, পাহাড়ের গায়ে আবার একটা সাদা তীর দেখিতে পাইলাম। তীরটা যেখানে ছিল, সেখানে পাহাড়ের গায়ে এই প্রথম ফাঁক হইয়া একটা ফাটল হইয়াছিল। এই ফাটলের মধ্যে দেখা গেল আবার একটা তীর, সেটার ডগা উপরের দিকে—যেন জমির উপরে কোন স্থান দেখাইতেছে।

স্থানটি নিস্তব্ধ গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ। ফাটলের দেওয়াল দুটি বিশাল, মাথার উপরে আকাশ একটি নীল ফিতার মত দেখাইতেছিল, তাহাতে আবার দুই পাশ বনে এমনই ঢাকা ছিল, যে, ফাটলের মধ্যে খুব কম আলোই পড়িয়াছিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার হইয়াছে, আমরা কিছুই আহার করি নাই ; অসমান পাথুরে-পথ চলিয়া ক্লান্তও হইয়াছিলাম খুব, কিন্তু, তবু, উত্তেজনা বশতঃ বিশ্রাম করিতে পারিলাম না। ইণ্ডিয়ান্‌দের তাঁবু খাটাইতে বলিয়া, আমরা চারিজন বর্ণসঙ্কর দুটির সহিত, সেই সংকীর্ণ ফাটল ধরিয়া উপরের দিকে চলিলাম।

ফাটলটার মুখের কাছে চল্লিশ ফুটের বেশী চওড়া ছিল না, কিন্তু

ক্রমে সরু হইয়া সূক্ষ্ম কোণের মত হইয়া গেল—চড়িবার পক্ষে অত্যন্ত খাড়া এবং মসৃণ। আমাদের পূর্ব্বগামী ব্যক্তি যাহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিল, এটা নিশ্চয় সে পথ নয়। আমরা ফিরিয়া চলিলাম—ফাটলের পথ সবশুদ্ধ সিকি মাইলের বেশী হইবে না—হঠাৎ লর্ড জনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, আমরা যাহা খুঁজিতেছিলাম, তাহার উপরে পড়িল। আমাদের মাথার অনেক উপরে, অন্ধকারের ভিতরে, একটা গোল গভীরতর অন্ধকার স্থান দেখা গেল। এটা নিশ্চয়ই কোন গহ্বরের মুখ।

এইস্থানে পর্ব্বতের ভিত্তিটায়, স্তূপাকার পাথর পড়িয়াছিল, উপরে উঠা মুস্কিল হইল না। উপরে উঠিয়া সব সন্দেহ দূর হইয়া গেল। দেখিলাম, পাহাড়ের গায়ে একটা ফুটা, তাহার পাশে, আবার একটা তীরের চিহ্ন। এই পথেই ম্যাপল্ হোয়াইট্ এবং তাহার হতভাগ্য বন্ধু উপরে উঠিয়াছিল।

আমরা এতই উত্তেজিত হইয়াছিলাম, যে, তাঁবুতে ফিরিতে পারিলাম না—আমাদের প্রথম অনুসন্ধান তখনই আরম্ভ করিতে হইবে। লর্ড জনের কাছে একটা ইলেক্‌ট্রিক্ টর্চ ছিল, সেটার আলো ফেলিতে ফেলিতে তিনি অগ্রসর হইলেন—আমরাও শ্রেণীবদ্ধ হইয়া, এক একজন করিয়া তাঁহার পিছনে পিছনে চলিলাম।

গহ্বরের পাশ তুটি মসৃণ, মেঝেতে গোল গোল পাথর ছড়ান, বুঝিতে পারিলাম—পূর্ব্বে ইহার মধ্য দিয়া জল বহিয়া যাইত। পথ নিতান্ত সংকীর্ণ, একটি মানুষ নীচু হইয়া কোন মতে চলিতে পারে। প্রায় পঞ্চাশ গজ পর্য্যন্ত গহ্বর পর্ব্বত-গাত্র ভেদ করিয়া সোজা চলিল, তারপর বাঁকিয়া খাড়া হইয়া উপরের দিকে উঠিতে লাগিল। ক্রমে

আরও খাড়া হইল, আমরা আল্‌গা পাথরের উপর হামাগুড়ি দিয়া উঠিতে লাগিলাম, পাথরগুলি হড়্‌কাইতে লাগিল। হঠাৎ লর্ড রক্‌স্‌টনের মুখ হইতে একটি চীৎকার নিঃসৃত হইল।

তিনি বলিলেন—"গহ্বর বন্ধ।"

তাঁহার পিছনে জড় হইয়া, টর্চের আলোতে দেখিলাম—খণ্ড খণ্ড ব্যাসল্টের একটি দেওয়াল গহ্বরের ভিতরের দিকে ছাদ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে।

"গহ্বরের ছাদটি ভেঙ্গে পড়েছে!"

বৃথাই আমরা কতগুলি পাথর টানিয়া বাহির করিলাম। তাহার একমাত্র ফল ইহাই হইল, যে, বড় পাথরগুলি আল্‌গা হইয়া গিয়া, গড়াইয়া আসিয়া আমাদিকে গুঁড়া করিয়া দিবার উপক্রম করিল। ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা গেল—আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, বাধাটি কিছুতেই দূর করিতে পারিব না। যে পথে ম্যাপল্‌ হোয়াইট্‌ উপরে উঠিয়াছিল, সে পথ আর পাওয়া যাইবে না।

এতই ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িয়াছিলাম, যে, মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না, আমরা হোঁচট্‌ খাইতে খাইতে অন্ধকার সুড়ঙ্গ-পথে নামিয়া আসিয়া, তাঁবুর দিকে ফিরিয়া চলিলাম।

যাহা হউক, ফাটল ছড়িয়া আসিবার আগে একটি ঘটনা হইয়াছিল, যাহা পরবর্ত্তী এক ব্যাপার সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য।

ফাটলের পাদদেশে, গহ্বরের মুখ হইতে প্রায় চল্লিশ ফুট নীচে, আমরা চারিজন একত্র জড় হইয়াছি, এমন সময়, বিশাল একটা পাথর হঠাৎ নীচের দিকে গড়াইয়া আসিল এবং কামানের গোলার মত ছুটিয়া আমাদের পাশ দিয়া পার হইয়া গেল—আমরা মরিতে মরিতে

উপলব্ধি করিতে পারিবেন, যে, পত্রিকা আমাকে বাজে কাজে পাঠায় নাই, এবং জগতের জন্য একটি চিত্তাকর্ষক সংবাদ অপেক্ষা করিতেছে ; এখন প্রফেসার উহা প্রকাশ করিবার অনুমতি দিলেই হয়। আমি প্রমাণ লইয়া ইংলণ্ডে ফিরিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত, এই সকল প্রবন্ধ ছাপাইতে ভরসা পাইব না, তাহা হইলে আমি দারুণ ভণ্ড বলিয়া গণ্য হইব। আপনার মতও ঠিক এই রকমই, তাহার সন্দেহ নাই। এরূপ প্রবন্ধ সকলে সমালোচনা এবং অবিশ্বাস করিবে এবং তাহার উত্তর দিবার মত অবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত আপনিও, পত্রিকার যাহাতে সুনাম নষ্ট হয়—এরূপ কাজ কখনও করিবেন না। কাজেই, এই অদ্ভুত সংবাদটি এখন আপনার দেরাজেই পড়িয়া থাকুক—যদিও প্রবন্ধের শিরোনামরূপে ইহার উল্লেখ খুবই চিত্তাকর্ষক হইবে।

ব্যাপারটি যেমন ঘটিল, তেমনই মুহূর্ত্তের মধ্যে শেষও হইয়া গেল।

ঘটনাটি হইয়াছিল এইরূপ। লর্ড জন্ গুলি করিয়া একটা এগুটি (ছোট শূকরের মত জন্তু) মারিয়াছিলেন। ইহার অর্দ্ধেকটা ইণ্ডিয়ান্‌দের দিয়া, বাকি অর্দ্ধেকটা আমরা রাঁধিতেছিলাম। সন্ধ্যার পরে শীত শীত বোধ হয়, সেজন্য, সকলে আগুনের ধারে বসিয়াছিলাম। চাঁদের আলো ছিল না, কিন্তু আকাশে উজ্জ্বল তারা কতকগুলি ছিল, তাহাতে প্রান্তরের কিছুদূর পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেছিলাম। এমন সময় রাত্রির অন্ধকারের মধ্য হইতে হঠাৎ একটা কি আসিয়া, এয়ারোপ্লেনের মত সোঁ সোঁ শব্দে এক ছোঁ মারিল। মুহূর্ত্তের জন্য আমাদের ক্ষুদ্র দলটি চামড়ার মত ডানার চাঁদোয়ায় ঢাকা পড়িয়া

গেল। সাপের মত লম্বা গলা, ভয়ঙ্কর, লাল এবং লোলুপ চক্ষু, দংশনোৎসুক বিশাল ঠোঁট তাহাতে চক্‌চকে দাঁত—এইরূপ একটা ছায়ার মত জানোয়ার ক্ষণকালের জন্য দেখিতে পাইলাম। পরমুহূর্ত্তেই সেটা চলিয়া গেল—সঙ্গে সঙ্গে আমাদের খাদ্যও অদৃশ্য হইল। প্রায় কুড়ি ফুট চওড়া বিশাল একটা কাল ছায়া, ধীরে ধীরে আকাশে উঠিল ; তাহার বিরাট ডানাদুটি ক্ষণকালের জন্য আকাশের তারা ঢাকিয়া, আমাদের মাথার উপরে শৈলপ্রান্তের উপর দিয়া অদৃশ্য হইয়া পড়িল। আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া, আগুনের চারিদিকে বসিয়া রহিলাম—যেন ভার্জিলের সেই বীরদিগের মত, আমাদের উপরেও হার্পিস্ পড়িয়াছিল। সামার্‌লিই সকলের আগে কথা বলিলেন।

তিনি আবেগ-কম্পিত গভীর স্বরে বলিলেন—"প্রফেসার, চ্যালেঞ্জার, আপনার কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থনা কর্‌ছি। আমারই অন্যায় হয়েছে, মশায়—আমি মিনতি কর্‌ছি, আপনি অতীত কথা ভুলে যান।"

সামার্‌লি বড় সুন্দর করিয়া কথাগুলি বলিলেন এবং ইহার পরেই দুই জনে পরস্পরের করমর্দ্দন করিলেন। প্রথম টেরোড্যাক্‌টিল্‌টি দেখিয়া, আমাদের এইটুকু লাভ হইয়াছে। গেলই বা খাদ্য চুরি, এরূপ দুইটি লোকের মিলন যে হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট।

কিন্তু সেকালের জন্তু মালভূমিতে থাকিলেও তাহাদের সংখ্যা খুব বেশী নয়, কারণ, পরে তিনদিন পর্য্যন্ত আমরা আর কিছু দেখিতে পাইলাম না। এই সময়ে আমরা পাহাড়ের উত্তর এবং পূর্ব্ব দিকে একটি শুষ্ক দুর্গম দেশ পার হইলাম। সেখানে মধ্যে মধ্যে পাথরপূর্ণ

মরুভূমির মত, আবার কখন বা নির্জ্জন জলাভূমি, তাহাতে নানা জাতীয় জলচর পক্ষী। সেই দিক্ হইতে পাহাড়ের উপরে উঠা অসম্ভব, এবং ঐ খাড়া জায়গাটার তলা দিয়া একটা শক্ত স্তরের মত যদি না থাকিত, তবে, আমাদিগকে ফিরিয়াই যাইতে হইত। অনেক সময় আমরা এই প্রাচীন জলাভূমির পাঁক এবং থক্‌থকে কাদার মধ্যে, কোমর পর্য্যন্ত ডুবিয়া যাইতে লাগিলাম। অবস্থাটি আরও সঙ্গীন হইল—কারণ, স্থানটা সাউথ্ আমেরিকার সর্ব্বাপেক্ষা হিংস্র এবং বিষাক্ত জরাকাকা সাপের একটি আড্ডা। এই ভীষণ সাপগুলা পচা জলাভূমির পৃষ্ঠ দিয়া মোচড় খাইতে খাইতে, লাফাইয়া লাফাইয়া আমাদের দিকে আসিতে লাগিল—ক্রমাগত ছিটাগুলি চালাইয়া তবে আমরা রক্ষা পাই। এই জলায় গাঢ় সবুজ রঙের এবং শেওলাতে-ভর্তি একটা ফানেলের মত গর্ত্ত ছিল—সেটার কথা, একটা বিকট দুঃস্বপ্নের মত চিরকাল মনে থাকিবে। গর্ত্তটা এই সাপে পূর্ণ ছিল, তাহারা ক্রমাগত আমাদিগকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কারণ, জরাকাকা সাপের দস্তুর এই, যে, ইহারা মানুষ দেখিবামাত্র তাড়া করিয়া আসে। গুলি আর কত মারিব, শেষে আমরা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলাম এবং একেবারে ক্লান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত থামিলাম না। আমরা যে নক্‌সাটি প্রস্তুত করিতেছিলাম, তাহার মধ্যে এই জায়গাটার নাম দিলাম, "জারাকাকা জলা।"

দূরের পাহাড়গুলির রং এখন লালএর জায়গায় চকলেটের মত ব্রাউন; উপরের বন জঙ্গল তেমন নিবিড় নয় এবং উচ্চতা কমিয়া এখানে প্রায় তিন চারি শত ফুট হইয়াছে, কিন্তু, তবু, উপরে উঠিবার মত কোন স্থান দেখিতে পাইলাম না। বরঞ্চ, প্রথম যেরূপ

দেখিয়াছিলাম, তাহার চাইতে উপরে উঠা এখন আরও অসম্ভব বলিয়া মনে হইল। আমি এই পাথরপূর্ণ মরুতুল্য স্থানটির ফটোগ্রাফ তুলিয়া ছিলাম, তাহাতে এখানকার চড়াইএর একটু আভাস পাওয়া যাইবে।

আমাদের এই অবস্থা সম্বন্ধে যখন আলোচনা হইতেছিল, তখন আমি বলিলাম—"কোন না কোন পথে বৃষ্টির জল নাম্বেই, সুতরাং, পাহাড়ের গায়ে কোথাও নালী আছেই।"

প্রফেসার চ্যালেঞ্জার আমার কাঁধ চাপ্ড়াইয়া বলিলেন—"আমাদের তরুণ বন্ধুটির দেখ্ছি, মাঝে মাঝে বুদ্ধির চমক্ ফুটে ওঠে।"

আমি আবার বলিলাম—"বৃষ্টির জলটাকে কোথাও যেতেই হবে।"

"এ দেখ্ছি, বাস্তব বিষয়কে একেবারে আঁকড়ে ধ'রে থাকে। তবে তার মধ্যে একটি গলদ আছে—চক্ষে দেখে আমরা চূড়ান্ত প্রমাণ করেছি, পাহাড়ের গায়ে জল সর্বার কোন পথ নাই।"

আমি আপত্তি করিলাম—"তবে সে জল যায় কোথায়?"

"সে সম্বন্ধে আমার মনে হয়, বেশ ধ'রে নেওয়া যেতে পারে, যে, জলটা যখন বেরিয়ে আসে না, তখন নিশ্চয়ই ভিতর দিকে যায়।"

"তাহলে, মালভূমির মাঝখানে একটা হ্রদ আছে।"

"আমি ত তাই মনে করি।"

সামার্লি বলিলেন—"খুব সম্ভবতঃ এই হ্রদটি প্রাচীন আগ্নেয় পর্ব্বতের মুখ হবে। অবশ্য, এ জায়গার সমস্ত ধরণটাই খুব অগ্ন্যুৎ-পাতিক। তা যা হোক্, আমি আশা করি—পরে দেখতে পাওয়া যাবে, যে, মালভূমির পৃষ্ঠদেশটা ক্রমে ঢালু হয়ে নেমেছে এবং তার

মাঝখানে, অনেকটা জায়গা জুড়ে জল ; এই জল মাটির নীচে কোন পথ দিয়ে, জারাকাকা জলাভূমিতে বেরিয়ে যায়।”

চ্যালেঞ্জার মন্তব্য প্রকাশ করিলেন—“কিংবা, বাষ্পে পরিণত হয়েও সাম্য রক্ষা করতে পারে।” ইহার পর, পণ্ডিত দুইটির মধ্যে, যেমন প্রায়ই হইয়া থাকে, বৈজ্ঞানিক বাদানুবাদ চলিল—তাহার বিন্দু বিসর্গও বুঝিতে পারিলাম না।

ষষ্ঠ দিনে পর্ব্বতশ্রেণীর চারিদিকে পর্য্যটন শেষ হইল, আমরা সেই স্বতন্ত্র বুরুজাকৃতি পাহাড়টি নীচে, আমাদের প্রথম আড্ডায় ফিরিয়া আসিলাম। সকলেই হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলাম, কারণ, ইহার চাইতে সূক্ষ্ম অনুসন্ধান সম্ভব নয়, এবং ইহা ধ্রুব সত্য, যে, এমন একটি স্থানও নাই, যেখান দিয়া খুব পটু লোকের পক্ষেও পর্ব্বতে চড়া সম্ভব হইতে পারে। ম্যাপল্ হোয়াইটের তীর-চিহ্নিত পথটি, যে পথে সে নিজে উঠিয়াছিল—সে পথ ত একেবারে বন্ধ।

আমাদের এখন কর্ত্তব্য কি? আমাদের খাদ্যসামগ্রী বন্দুকের সাহায্যে পুষ্ট হইয়া বেশ যথেষ্ট ছিল, কিন্তু, একদিন ইহাকেও পূরণ করিতে হইবে। মাস দুইএর মধ্যে বর্ষাও আরম্ভ হইতে পারে, তখন ত আমাদের তাঁবু টাবু সব ধুইয়া লইয়া যাইবে। পর্ব্বতপৃষ্ঠ মার্ব্বল পাথরের চাইতেও শক্ত, এত উপর পর্য্যন্ত কাটিয়া পথ প্রস্তুত করার সময়ও ছিল না, সেরূপ সরঞ্জামও ছিল না। সে রাত্রে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে যে পরস্পরের দিকে তাকাইয়াছিলাম এবং নীরবে কম্বলের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিলাম—সেটা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আমার মনে পড়ে, ঘুমাইতে যাওয়ার আগে দেখিয়াছিলাম, চ্যালেঞ্জার আগুনের পাশে একটা বিকট ব্যাঙের মত বসিয়া আছেন, তাঁহার

হাতের উপরে বিশাল মাথাটি নত করিয়া গভীর চিন্তামগ্ন—আমি শুইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়াছিলাম, তিনি সেটা খেয়ালই করিলেন না।

পরদিন প্রাতঃকালে, যেন অন্য একজন চ্যালেঞ্জার আমাদিগকে অভিবাদন করিলেন—এখন তৃপ্তি এবং আনন্দ যেন তাঁহার সমস্ত শরীরে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমরা যখন প্রাতর্ভোজনের জন্য মিলিত হইলাম, তখন তিনি আমাদের দিকে চাহিলেন। তাঁহার চক্ষে ফাঁকা-বিনয়-পূর্ণ দৃষ্টি, যেন বলিতে চাহেন—"আপনারা যা যা বল্‌বেন, সমস্তই আমার প্রাপ্য, কিন্তু, আমি মিনতি কর্‌ছি—সে সব কথা ব'লে আমাকে লজ্জা দেবেন না।" উল্লাসে তাঁহার দাড়ির চুল খাড়া হইয়া উঠিয়াছে, হাতদুটি কোটের পকেটে রাখিয়া বুকটি বাড়াইয়া দিয়াছেন। তারপর চেঁচাইয়া উঠিলেন :—

"পেয়েছি! ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা আনন্দ করুন, আমাকে বাহবা দিন্—সমস্যা পূরণ হয়েছে।"

"উপরে ওঠ্‌বার পথ আবিষ্কার করেছেন কি?"

"হাঁ, তাই মনে হচ্ছে।"

"কোথা সে পথ?"

ইহার উত্তরে তিনি আমার ডাইনে সেই বুরুজের মত চূড়াটি দেখাইলেন।

বুরুজটি দেখিয়া আমাদের—অন্ততঃ আমার—উৎসাহ দমিয়া গেল। এটার উপরে যে চড়া যায়, সে সম্বন্ধে তিনি কথা দিলেন। কিন্তু, এটার এবং মূল পর্ব্বতশ্রেণীর উপরিস্থ মালভূমির মধ্যে যে ভীষণ অতলস্পর্শ খাদ!

আমি বিস্ময়ের সহিত বলিলাম—"আমরা যে ঐ খাদ কিছুতেই পার হতে পার্‌ব না।"

তিনি বলিলেন—"অন্ততঃ আমরা সকলে ওটার উপরে যেতে পার্‌ব। উপরে উঠ্‌লে পরে আপনাদের দেখাতে পার্‌ব, যে, আমার মাথায় ফন্দি ফিকির এখনও নিঃশেষ হয়ে যায়নি।"

প্রাতর্ভোজনের পর, দলপতি যে পাহাড়-চড়ার সরঞ্জামের বাণ্ডিলটি সঙ্গে আনিয়াছিলেন, সেটি খুলিলাম। তাহার ভিতর হইতে তিনি একটা খুব মজবুত এবং হাল্‌কা দড়ির কুণ্ডলী লইলেন—প্রায় দেড় শত ফুট লম্বা, তাহাতে পাহাড়-চড়ার লোহা, আঁক্‌ড়া এবং অন্য সব কলকৌশল লাগান ছিল। লর্ড জন্ নিজে একজন অভিজ্ঞ পর্ব্বতারোহী, সামার্‌লিও সময়ে সময়ে কঠিন পাহাড়-চড়ার কাজ করিয়াছেন ; দলের মধ্যে কেবল আমিই ছিলাম এ কাজে আনাড়ী ; কিন্তু আমার বল এবং ক্ষিপ্রকারিতাই হয়ত অনভ্যাসের বাধা অতিক্রম করিতে পারিবে।

প্রকৃত পক্ষে কাজটা তেমন কঠিন মনে হইল না, কিন্তু তবু, সময় সময় আমার মাথার চুল খাড়া হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রথম অর্দ্ধেকটা সহজ ছিল খুবই, কিন্তু তাহার পর হইতেই উপরের দিকে ক্রমেই খাড়াই বেশী হইতে লাগিল, এবং শেষ পঞ্চাশ ফুট, আমরা, পাহাড়ের গায়ে যে সামান্য ফাটল এবং স্তর ছিল, তাহার মধ্যে আঙ্গুল এবং পায়ের ডগা লাগাইয়া, যেন ঝুলিতেছিলাম। চ্যালেঞ্জার যদি আগে উপরে উঠিয়া (এরূপ স্থূলকায় লোকের পক্ষে এমন ক্ষিপ্রকারিতা—সে এক অসাধারণ ব্যাপার) দড়িটা চূড়ার সেই বড় গাছটার গোড়ায় না বাঁধিতেন, তাহা হইলে, আমি কিংবা সামার্‌লি

—কেহই উঠিতে পারিতাম না। এই দড়িটাকে আশ্রয় করিয়া আমরা পাহাড়ের উব্‌ড়ো-খাব্‌ড়ো গায়ে হামাগুড়ি দিয়া উঠিতে লাগিলাম, এবং অবশেষে একটি ছোট বেদীর মত তৃণাচ্ছাদিত ভূমিতে গিয়া পৌঁছিলাম। বেদীটি প্রায় কুড়ি ফুট লম্বা-চওড়া, এবং এটাই বুরুজাকৃতি পর্ব্বতের উপরিভাগ।

উপরে উঠিয়া একটু দম লইবার পর, পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলাম। যে দেশটি আমরা পার হইয়া আসিয়াছি, তাহার অসাধারণ সুন্দর দৃশ্যটি মনে ছাপ মারিয়া দিল। সমস্ত ব্রেজিলীয় প্রান্তরটি যেন আমাদের নীচে বিস্তৃত, ক্রমাগত চলিয়া অবশেষে বহুদূরস্থ আকাশ প্রান্তের ঝাপ্‌সা, নীল কুয়াসার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। সম্মুখে সেই লম্বা ঢালু জমি, তাহার উপরে এখানে সেখানে পাহাড় এবং ফার্ণ-গাছ; আরও দূরে, মধ্যখানে, গদির মত পাহাড়টির উপর দিয়া, সেই যে হল্‌দে এবং সবুজ বাঁশবন পার হইয়া আসিয়াছিলাম, তাহারই আভাস দেখা যায়; তারপর ক্রমে গাছ ঝোপ প্রভৃতি বৃদ্ধি পাইয়া, অবশেষে সেই বিরাট এবং বিস্তৃত বন, দৃষ্টি যতদূর যায়—তাহার পর প্রায় দুইহাজার মাইল পর্য্যন্ত চলিয়াছে।

আমি এই অত্যদ্ভুত বিরাট দৃশ্যটি মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছিলাম,—এমন সময় প্রফেসার চ্যালেঞ্জারের হাত দুইখানি আমার কাঁধের উপর পড়িল।

তিনি বলিলেন—"এদিকে দেখ, বাবাজি। পশ্চাতের দিকে চাইতে নাই, সর্ব্বদা মহান্ লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখ্‌বে।"

মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম, আমরা যে পাহাড়টিতে চড়িয়াছি তাহার সঙ্গে মালভূমিটি সমান সমান; সবুজ ঝোপের পাড়, তাহার মধ্যে মধ্যে

গাছ—সেটা এত কাছে, যে, কি করিয়া যে সেটা এরূপ অগম্য, তাহা বুঝা কঠিন। মোটামুটি মনে হইল, খাতটা প্রায় চল্লিশ ফুট চওড়া হইবে, কিন্তু আমার কাছে সেটা চল্লিশ মাইল হইলেও কোন ক্ষতি বৃদ্ধি ছিল না। আমি গাছটার গোড়া একহাতে ধরিয়া, সেই খাতের উপরে উপুড় হইয়া দেখিলাম—ঐ বহু নিম্নে আমাদের কৃষ্ণকায় চাকরদের ক্ষুদ্র দলটি, উপরের দিকে চাহিয়া আমাদিগকে দেখিতেছে। আমাদের দেওয়াল এবং সম্মুখের দেওয়াল উভয়ই একেবারে খাড়া।

কট্‌কটে-স্বরে সামার্‌লি বলিলেন—"এটা ত ভারি আশ্চর্য্যের বিষয়!"

ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলাম, আমি যে গাছটায় ধরিয়াছিলাম, সেটা খুব মনোযোগের সহিত দেখিতেছেন। ঐ মোলায়েম ছাল, এবং শিরা-ওয়ালা পাতাগুলি দেখিয়া পরিচিত বলিয়া মনে হইল। আমি চেঁচাইয়া উঠিলাম—"বা রে, এটা যে দেখ্‌ছি বীচ্‌ গাছ!"

সামার্‌লি বলিলেন—"সত্যি তাই, এই দূরদেশে দেশী গাছ—যেন আমাদের আপন জন।"

চ্যালেঞ্জার বলিলেন—"শুধু আপন জন নয়, প্রফেসার সামার্‌লি! আমি যদি আপনার উপমাটাকে বাড়িয়ে বলি, তবে, এটি আমাদের পরম সহায়। এই বীচ্‌ গাছটাই আমাদের উদ্ধার কর্‌বে।"

লর্ড জন্‌ চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"তাইত, ঠিক কথা—এটা দিয়ে পোল হবে।"

চ্যালেঞ্জার বলিয়া উঠিলেন—"ঠিকই বলেছেন—পোলই হবে! কাল রাত্রে প্রায় ঘণ্টা খানেক, আমাদের অবস্থা সম্বন্ধে যে চিন্তা

করেছিলাম, সেটা বৃথা যায়নি। আমার একটু একটু মনে পড়ে, আমাদের এই তরুণ বন্ধুটিকে বলেছিলাম, যে, জি, ই, সি যখন দেওয়ালের দিকে পিঠ ক'রে থাকেন, তখনই তাঁর বুদ্ধি সব চেয়ে বেশী খেলে। কাল রাত্রে আমাদের সকলেরই পিঠ দেওয়ালের দিকে ছিল, সেটা আপনারা স্বীকার কর্‌বেন। কিন্তু, যখন ইচ্ছাশক্তি বুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন উদ্ধারের একটা উপায় নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। ঐ গভীর খাতের উপরে একটা টানা পোল ফেলার বিশেষ প্রয়োজন ছিল।—ঐ দেখুন সেই পোল!"

বাস্তবিক মৎলবটি অতি চমৎকার। গাছটা প্রায় ষাট ফুট উঁচু, যদি এটা ঠিক ভাবে পড়ে, তবে খাত অতি সহজেই পার হইয়া যাইবে। চড়িবার সময় চ্যালেঞ্জার কুড়ালটি সঙ্গে আনিয়া ছিলেন। এখন সেটা আমাকে দিলেন।

তারপর বলিলেন—"আমাদের তরুণ বন্ধুটির মাংসপেশী আছে, শরীরে বল আছে—এ কাজের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। কিন্তু, মিনতি ক'রে বল্‌ছি দয়া ক'রে নিজের বুদ্ধি খাটিওনা—ঠিক যেমনটি বলা হবে, তেমনটি করা চাই।"

তাঁহার নির্দ্দেশমত কোপ দিয়া এমন ভাবে খানিকটা কাটিলাম, যাহাতে গাছটা আমাদের ইচ্ছামত পড়ে। আগে থেকেই গাছটা মালভূমির দিকে বেশ কাৎ হইয়া ছিল, কাজেই বিষয়টা শক্ত ছিল না। শেষে আমি এবং লর্ড জন্ পালা করিয়া কাটিতে লাগিলাম। ঘণ্টা খানেক পরেই মট্‌মট্ শব্দে গাছটা সাম্‌নের দিকে দোল খাইয়া হুড়মুড় করিয়া পড়িল, এবং ডালপালাগুলি ওপারের ঝোপের মধ্যে ডুবিয়া গেল। কাটা কাণ্ডটা গড়াইতে গড়াইতে আমাদের বেদীর

কিনারা পর্য্যন্ত গেল ; মুহূর্ত্তের জন্য মনে ভয় হইল - বুঝি বা সব পণ্ড হয়। যাহা হউক, অবশেষে কিনারা হইতে ইঞ্চি কয়েক ভিতরে স্থির হইয়া রহিল—অজ্ঞাত দেশে যাইবার, ঐ আমাদের পোলটি প্রস্তুত।

সকলে বসিয়া নীরবে প্রফেসার চ্যালেঞ্জারের সহিত করমর্দ্দন করিলাম, তিনিও ষ্ট্র হ্যাট্‌টি তুলিয়া প্রত্যেককে নমস্কার করিলেন।

চ্যালেঞ্জার বলিলেন—"অজ্ঞাত দেশে প্রথম প্রবেশ কর্‌বার সম্মানটি আমি দাবী কর্‌ছি—যা ভবিষ্যতে একটা ঐতিহাসিক চিত্রের উপাদান হয়ে থাক্‌বে।"

চ্যালেঞ্জার পোলের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময় লর্ড জন্‌ তাঁহার কোট ধরিয়া টানিলেন।

তিনি বলিলেন—"না মশায়, সেটি হচ্ছে না—আমি কিছুতেই হতে দিচ্ছি না।"

"হতে দিচ্ছেন না মানে?" তাঁহার মাথা উৰ্দ্ধে তুলিলেন এবং দাড়ি সম্মুখে প্রসারিত হইল।

"এটা বুঝ্‌তে পারছেন না, বিজ্ঞানের কাজে আপনাকেই অনুসরণ করি, কারণ, আপনি বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত। কিন্তু, আমার বিভাগে আপনাকেই আমায় অনুসরণ কর্‌তে হবে।"

"আপনার বিভাগে কি রকম?"

"আমাদের সকলেরই নিজের নিজের বাঁধা কাজ আছে—আমার হলো সৈনিকের কৰ্ম্ম। আমার ধারণা মত, আমরা একটা নূতন আক্রমণ কর্‌তে যাচ্ছি ; সেখানে নানা রকমের শত্রু থাক্‌তে পারে। একটু ধৈর্য্য এবং বুদ্ধি খরচ না ক'রে, সেখানে অন্ধের মত গিয়ে পড়া—আমার তত্ত্বাবধানে হতে পারে না।"

আপত্তিটি খুবই যুক্তিসঙ্গত ছিল, অবহেলা করিবার উপায় ছিল না। চ্যালেঞ্জার মাথাটি তুলিয়া উপেক্ষাভরে কাঁধ দুটি নাড়িলেন।

"তা হলে, মশায়, আপনি কি প্রস্তাব করেন?"

লর্ড জন্ পোলটির পরপারে তাকাইয়া বলিলেন—"কে জানে, হয়ত ঐ সকল ঝোপের মধ্যে নরখাদক কোন জাতি খাদ্যের জন্য অপেক্ষা কর্ছে। একেবারে তাদের রান্নার হাঁড়ির মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হওয়ার চেয়ে, একটু বুদ্ধি খরচ ক'রে কাজ করা ভাল। অতএব, যদিও আশা কর্ব যে সেখানে কোন বিপদ নাই, তথাপি, বিপদ আছে ভেবেই প্রস্তুত হতে হবে। ম্যালোন্ আর আমি নেমে গিয়ে, আমাদের বন্দুক চারটা এবং সঙ্গে ক'রে দো-আঁসলা দুটিকে নিয়ে আস্ব। তখন একজন ওপারে যাবে, যতক্ষণ না সে বল্বে যে, কোন ভয়ের কারণ নাই, সকলেই যেতে পারি—ততক্ষণ আর সবাই বন্দুক নিয়ে তাকে পাহারা দেব।"

চ্যালেঞ্জার গাছের কাটা গোড়াটার উপরে বসিয়া, অধীর ভাবে গজ্গজ্ করিতে লাগিলেন; কিন্তু, আমি এবং সামার্লি, এরূপ ব্যাপারে লর্ড জন্ই যে আমাদের দলপতি—সেটা মানিয়া লইলাম। নামিয়া যাওয়া মুস্কিল হইল না, কারণ, দড়িটা চড়াইএর সব চেয়ে খারাপ জায়গাটা ছাড়াইয়া ঝুলিতে ছিল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমরা রাইফল্ এবং ছিটাগুলির বন্দুক, সমস্তই লইয়া আসিলাম। দো-আঁস্লা দুটিও লর্ড জনের হুকুমে, এক বস্তা খাদ্য-সামগ্রী কাঁধে করিয়া উপরে উঠিল—যদি বা আমাদের প্রথম অনুসন্ধানটি দীর্ঘকাল-স্থায়ী হয়। আমরা প্রত্যেকে কার্ত্তুজের পেটিও সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলাম।

সমস্ত আয়োজন শেষ হইলে, লর্ড জন্ বলিলেন—"তাহলে, প্রফেসার চ্যালেঞ্জার, আপনি প্রথম যাবেন ব'লে যদি জেদ্ করেন, তবে আস্থন।"

চ্যালেঞ্জার কখন কোন রকম কর্তৃত্ব সহ্য করিতে পারিতেন না, তিনি মেজাজ গরম করিয়া বলিলেন—"আপনার এই সদয় আদেশের জন্য, আমি আপনার কাছে ঋণী। যখন দয়া ক'রে অনুমতি দিলেন, তখন আমি নিশ্চয়ই এই কাজে অগ্রগামী হব।"

খাতের উপরিস্থিত গাছটির এক এক পাশে এক একটি পা ঝুলাইয়া বসিয়া, এবং পিঠে কুড়ালটি লইয়া চ্যালেঞ্জার, গাছের কাণ্ড দিয়া ব্যাঙের মত থপ্ থপ্ করিতে করিতে, নিমেষ মধ্যে অন্য পারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তারপর দাঁড়াইয়া শূন্যে হাত নাড়িতে লাগিলেন।

চীৎকার করিয়া বলিলেন—"এসেছি! অবশেষে এসেছি!"

আমি উৎকণ্ঠিত হইয়া তাঁহার দিকে তাকাইলাম; মনে কেমন যেন সন্দেহ হইতে লাগিল—পিছনের সবুজ পর্দ্দার আড়াল হইতে, কখন বা দারুণ কোন বিপদ তাঁহার উপরে আসিয়া পড়ে। কিন্তু সমস্তই নীরব নিস্তব্ধ, কেবল একটি নানা বর্ণের অদ্ভুত পাখী তাঁহার পায়ের নীচ হইতে উঠিয়া, গাছের মধ্যে অদৃশ্য হইল।

ইহার পর পার হইলেন সামারলি। এই রূপ ক্ষীণ কাঠামের মধ্যে এমন তেজ—এটা বড়ই আশ্চর্য্য। তিনি জেদ্ করিয়া পিঠে দুইটি রাইফল্ ঝুলাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন—ওপারে পৌঁছিলে পর, উভয় প্রফেসার সশস্ত্র হইতে পারিবেন। ইহার পর গেলাম আমি; এবং যাহাতে সেই ভীষণ খাতের দিকে না তাকাই সে জন্য প্রাণপণ

চেষ্টা করিয়াছিলাম। সামার্লি তাঁহার বন্দুকের কুঁদাটি বাড়াইয়া দিলেন এবং পরমুহূর্ত্তেই আমি তাঁহার হাতখানি ধরিতে পারিলাম। আর, লর্ড জন্—তিনি হাঁটিয়া পার হইলেন—সত্যই তিনি কোন কিছু আশ্রয় না করিয়া, সটান হাঁটিয়াই গেলেন! কি অসাধারণ সাহস!

এইরূপে আমরা চারিজন, স্বপ্নরাজ্যে, ম্যাপল্ হোয়াইটের অজ্ঞাত দেশে উপস্থিত হইলাম। আমাদের সকলের পক্ষেই ইহা বিপুল জয়োল্লাসের একটা বিশেষ মুহূর্ত্ত বলিয়া মনে হইল। কিন্তু হায়, কে তখন কল্পনা করিতে পারিয়াছিল, যে, এটাই আবার আমাদের ভীষণ বিপদের মুখবন্ধ স্বরূপ হইবে। কি করিয়া এই দারুণ আঘাত আসিয়া আমাদিগকে চূর্ণ করিয়া দিল, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি।

আমরা মালভূমির পাশ হইতে ফিরিয়া, ঝোপের মধ্য দিয়া অনুমান পঞ্চাশ গজ ভিতরে প্রবেশ করিয়াছি, এমন সময়, পিছনের দিক্ হইতে ভীষণ একটা হুড়মুড় শব্দ উঠিল। মহা উত্তেজিত হইয়া সকলে সেই পথে ছুটিয়া গিয়া দেখিলাম—পোলটি অদৃশ্য হইয়াছে!

উপুড় হইয়া দেখিতে পাইলাম, বহু নিম্নে পর্ব্বতের পাদদেশে, ডাল পালা এবং কাণ্ড ফালিফালি হইয়া স্তূপাকারে পড়িয়া রহিয়াছে। আমাদের বীচ্ গাছটিরই এই পরিণাম। বেদীর কিনারা বসিয়া গিয়া কি এই কাণ্ড হইয়াছে? মুহূর্ত্তের জন্য এই কৈফিয়ৎটি-ই সকলের মনে আসিল। পরমুহূর্ত্তে, আমাদের সম্মুখেই বুরুজাকৃতি পাহাড়ের অন্য দিক্ হইতে একটা কাল মুখ—দো-আঁস্‌লা গোমেজের মুখটা বাহির হইয়া আসিল। হাঁ, গোমেজই বটে কিন্তু এখন আর তাহার মুখ আগের মত কপট-হাসি-পূর্ণ নয়। এ মুখে যেন চক্ষু দিয়া আগুন বাহির হইতেছে - ঘৃণা এবং প্রতিশোধের আনন্দে বিকৃত।

সে চীৎকার করিয়া বলিল—"লর্ড রক্স্টন্! লর্ড জন্ রক্স্টন্!"

আমাদের সঙ্গীটি বলিলেন—"কেন হে, এই যে আমি।"

খাতের অন্য দিক্ হইতে কর্কশ হাস্যধ্বনি আসিল।

"হাঁ, ঐ তুমি রয়েছ দেখ্তে পাচ্ছি। হতভাগা ইংরাজ কুকুর! ওখানেই তোমাকে থাকতে হবে! আমি অনেক দিন থেকে অপেক্ষা ক'রে আছি, এখন আমার সুযোগটি এসেছে। উপরে ওঠা যেমন কঠিন বোধ হয়েছিল, এখন নীচে নামা আরও শক্ত হবে। হতভাগা মূর্খের দল, তোমরা সবাই ফাঁদে পড়েছ।"

আমরা এমনই স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলাম, যে মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। শুধু বিস্ময়ে চক্ষু বাঁকাইয়া চাহিয়া রহিলাম।

একটা বড় ভাঙ্গা ডাল ঘাসের উপর পড়িয়াছিল, বুঝিতে পারিলাম এটার সাহায্যে চাড় দিয়া, পোলটাকে ফেলিয়া দিয়াছে। মুখটা অদৃশ্য হইয়াছিল কিন্তু তখনই আবার দেখা গেল—তাহাতে আগের চাইতেও ক্রোধোন্মত্ত দৃষ্টি।

চীৎকার করিয়া বলিল—"ঐ গহ্বরের মধ্যে পাথর ফেলে তোমাদের প্রায় শেষ করেছিলাম, কিন্তু এটা আরও ভাল হয়েছে। এখন মৃত্যু ধীরে ধীরে হবে এবং আরও ভয়াবহ হবে। তোমাদের হাড় ওখানে প'ড়ে সাদা হয়ে যাবে, কেউ জান্তেও পার্বে না তোমরা কোথায় প'ড়ে আছ—সে হাড়ে কেউ মাটি দিতেও আস্বে না। মর্বার সময় এবার লোপেজের কথা স্মরণ করো, যাকে তুমি পাঁচ বছর আগে, পুটোমাও নদীর ধারে গুলি ক'রে মেরেছিলে। আমি সেই লোপেজেরই ভাই, এখন আমি সুখে মর্তে পার্ব—এখন তার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে।" ক্রোধে একখানা হাত

নাড়াইয়া আমাদিগকে শাসাইল, তারপর আর কোন সাড়া শব্দ নাই।

দো-আঁসলা প্রতিশোধ লইয়াই যদি চলিয়া যাইত, তবে তাহার পক্ষে ভালই হইত। কিন্তু মূর্খের মত বাহাদুরি দেখাইতে গিয়াই তাহার দফা রফা হইল। লর্ড রক্‌স্‌টন্ "বিধাতার দণ্ড" বলিয়া, তিনটি দেশে নাম কিনিয়াছেন—তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া গালাগালি দেওয়াটা নিরাপদ নহে। দো-আঁস্‌লা বুরুজের অন্য পাশ দিয়া নামিতে যাইতেছিল; কিন্তু সেখানে পৌঁছিবার আগেই লর্ড রক্‌স্‌টন মালভূমির পাশ দিয়া ছুটিয়া, এমন একটা জায়গায় গেলেন—যেখান হইতে তাহাকে দেখা যায়। "ক্রম্" করিয়া তাঁহার বন্দুকের একটি মাত্র আওয়াজ হইল, এবং আমরা কিছু দেখিতে পাইলাম না বটে, কিন্তু একটা দারুণ চীৎকার এবং দূর হইতে শরীরটা মাটিতে ধপাস্ করিয়া পড়িবার শব্দ শুনিতে পাইলাম। লর্ড রক্‌স্‌টন্ অটল পাথরের মত মুখ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

তিনি দুঃখের সহিত বলিলেন—"আমি অন্ধ, বেয়াকুব—আমার নির্ব্বুদ্ধিতার দোষেই আপনাদের এই কষ্টের মধ্যে পড়তে হয়েছে। আমার মনে রাখা উচিত ছিল, এসব লোকে কুল-শত্রুতা অনেক দিন ধ'রে মনে পুষে রাখে—আমার আরও সতর্ক থাকা উচিত ছিল।"

"অন্য লোকটার কি হলো? পোলটাকে ত ফেলেছিল দুজনে মিলে।"

"আমি তাকেও গুলি করে মারতে পারতাম, কিন্তু ছেড়ে দিলাম। ওর বোধ করি এ ব্যাপারে কোন হাত ছিল না। কিন্তু এখন,

আপনাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে, ওটাকেও মার্‌লে ভাল হতো—ও লোকটাও সাহায্য করেছিল।”

এখন যখন তাহার কার্য্যের সূত্র পাওয়া গিয়াছে, তখন এই দো-আঁস্‌লা গোমেজের পূর্ব্বের দুষ্কার্য্যগুলির কথা আমাদের প্রত্যেকের স্মরণ হইল—আমাদের কার্য্যপ্রণালী জানিবার জন্য তাহার ক্রমাগত চেষ্টা, আমাদের পরামর্শ শুনিতে যাইয়া তাহার ধরা পড়া, এবং আমাদের প্রতি তাহার ঘৃণাপূর্ণ গোপন দৃষ্টি যে সময়ে সময়ে আমরা দেখিতে পাইয়াছি—এ সমস্তই আমাদের মনে পড়িয়া গেল। আমরা তখনও এই সমস্ত ঘটনা লইয়া আলোচনা করিতেছিলাম, এখন সময় নীচে সমতল জমিতে একটি অদ্ভুত দৃশ্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

সাদা কাপড় পরা একটি লোক—অবশিষ্ট দো-আঁস্‌লাটি হইবে—এমন ভাবে ছুটিতেছিল, যেন মৃত্যু তাহাকে তাড়া করিয়াছে। তাহার কয়েক গজ পিছনে, আমাদের অনুরক্ত নিগ্রো জাম্বোর বিশাল দেহটি লাফাইয়া চলিয়াছে। দেখিতে দেখিতে সে দো-আঁসলার পিঠে লাফাইয়া পড়িয়া, তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল। তারপর উভয়ে মাটিতে গড়াগড়ি! মুহূর্ত্ত পরে জাম্বো উঠিয়া, ভূপাতিত দেহটির দিকে তাকাইল, তারপর আহ্লাদে হাত নাড়িতে নাড়িতে, আমাদের দিকে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। দো-আঁস্‌লার নির্জীব দেহটা পড়িয়া রহিল, সেই বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যখানে।

দুইজন বিশ্বাসঘাতক শেষ হইয়াছে, কিন্তু যে অনিষ্টটি করিয়া গিয়াছে তাহা এখনও বর্ত্তমান। বুরুজে ফিরিয়া যাইবার আর কোনও উপায় নাই। পূর্ব্বে আমরা পৃথিবীর অধিবাসী ছিলাম, এখন

মালভূমির অধিবাসী হইয়াছি—এই দুটি অবস্থা সম্পূর্ণ পৃথক। ঐ সম্মুখে প্রান্তর, যাহা আমাদের ক্যানো পর্য্যন্ত চলিয়াছে। ওদিকে, ঐ অস্পষ্ট লাল্‌চে-বেগুনী দিগন্তের পরে, সেই নদীটি আছে যাহা দ্বারা সভ্যজগতে যাওয়া যায়, কিন্তু তাহার মধ্যবর্ত্তী বন্ধনটি হারাইয়া গিয়াছে। আমাদের এবং আমাদের পূর্ব্বাবস্থার মধ্যখানে যে গভীর খাত হাঁ করিয়া রহিয়াছে, সে ফাঁক যুক্ত করিয়া দিবার ব্যবস্থা, সাধ্য নাই, যে, কোন মানুষ করিতে পারে। একটি মাত্র মুহূর্ত্ত আসিয়া আমাদের অস্তিত্বের সমস্ত অবস্থা বদ্‌লাইয়া দিয়াছে।

কি উপাদানে আমার তিনটি সঙ্গী গঠিত, এই সময়ে তাহা জানিতে পারিলাম। ইহারা সকলেই গম্ভীর এবং চিন্তাশীল, কিন্তু ইহাদের প্রশান্ত ভাব দূর হইবার নহে। তখন আর কি করা যায়, জাম্বোর আগমনের অপেক্ষায় আমরা ধৈর্য্য ধরিয়া ঝোপের মধ্যে বসিয়া রহিলাম। ক্ষণকাল পরেই তাহার সরল মুখখানি পাহাড়ের উপর দিয়া উঁকি মারিল এবং তাহার অসুরের মত দেহটি বুরুজের চূড়ায় উপস্থিত হইল।

সে চেঁচাইয়া বলিল—"এখন আমাকে কি কর্‌তে হবে? বলুন, আমি তাই কর্‌ব।"

এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা সহজ কিন্তু ইহার উত্তর দেওয়া কঠিন। একটি বিষয় পরিষ্কার বুঝিতে পারা গেল। বহির্জগতের সঙ্গে জাম্বোই আমাদের একমাত্র বিশ্বস্ত বন্ধন। সে আমাদের ছাড়িয়া গেলে চলিবে না।

সে চেঁচাইয়া বলিল—"না, না! আমি আপনাদের ছেড়ে যাব না। যাই হোক্ না কেন, এখানেই আমাকে সব সময় পাবেন।

কিন্তু ইণ্ডিয়ান্‌দের আর রাখ্‌তে পারছি না। এরই মধ্যে তারা অস্থির হয়ে পড়ছে, এখানে নাকি কুরুপুরি থাকে—তারা বাড়ী চ'লে যাবে।"

এটা সত্যই, ইণ্ডিয়ান্‌রা কিছুদিন হইতেই চলিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল—জাম্বো সত্য কথাই বলিয়াছে, তাহাদিগকে কোন মতেই আর রাখিতে পারিবে না।

আমি চেঁচাইয়া বলিলাম—"কাল পর্য্যন্ত তাদের কোন মতে রেখে দাও, জাম্বো, তাদের হাতে আমি চিঠি পাঠাব।"

জাম্বো বলিল—"বেশ, আমি কথা দিচ্ছি, যেমন করেই হোক্ তাদের কালকের দিনটা রেখে দেব। কিন্তু, এখন আপনাদের জন্য কি করতে পারি?"

তাহার করণীয় অনেকই ছিল এবং ঐ বিশস্ত চাকর সেগুলি খুব ভাল করিয়াই করিল। সর্ব্বপ্রথম, আমাদের নির্দ্দেশ মত সে দড়িটি গাছের গোড়া হইতে খুলিয়া, একটা মাথা আমাদের কাছে ছুড়িয়া দিল। দড়িটা বেশী মোটা ছিল না কিন্তু মজবুত ছিল খুব এবং এটা দিয়া পোল বানাইতে না পারিলেও ভবিষ্যতে আমাদের পাহাড়ে চড়ার দরকার হইলে, এটা কাজে লাগিবে। সে খাদ্য-সামগ্রীর যে বস্তাটি তুলিয়া আনিয়াছিল, তাহাতে দড়ির মাথাটি বাঁধিল, আমরা সেই বস্তা পার করিয়া আনিলাম। অন্য কিছু না পাওয়া গেলেও, এই খাদ্যে আমাদের সপ্তাহ খানেক চলিবে। অবশেষে জাম্বো নামিয়া গিয়া, নানা রকম জিনিসপত্রের দুইটি বাণ্ডিল লইয়া আসিল—এক বাক্স গুলিবারুদ এবং অন্য সব জিনিস, সমস্তই দড়ির সাহায্যে পার করিয়া আনিলাম। বিকালে সে

নামিয়া গেল, এবং বলিয়া গেল যে, ইণ্ডিয়ান্‌দের পরের দিন সকাল পর্য্যন্ত ধরিয়া রাখিবে।

মালভূমিতে প্রথম রাত্রিটা আমি একটা মোমবাতির সাহায্যে, আমাদের অভিজ্ঞতার বিবরণ লিখিয়াই প্রায় কাটাইয়া দিয়াছি।

রাত্রিতে আমরা পাহাড়ের ধারে বসিয়াই আহার করিলাম। বাক্‌সের মধ্যে দুই বোতল 'এপোলিনারিস্' (খনিজ জল বিশেষ) ছিল, তদ্দ্বারা তৃষ্ণা দূর করিলাম। জল খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে, কিন্তু আমার মনে হয়, একদিনের পক্ষে লর্ড জনের মত লোকও ঢের সাহসের কাজ করিয়াছিলেন, এবং অজ্ঞাত স্থানে প্রথম প্রবেশ করিতে, আমাদের অন্য কাহারও ইচ্ছা হইতেছিল না। আমরা আগুন জ্বালাইলাম না, এবং মিছামিছি কথাবার্ত্তা বলাও বন্ধ করিলাম।

কাল (কিংবা আজও বলিতে পারি, কারণ, তখন প্রায় ভোর হইয়া আসিয়াছিল) আমরা এই অজ্ঞাত দেশে প্রথম প্রবেশ করিব। আবার কখন লিখিতে পারিব—কিংবা কোন দিন লিখিতে পারিব কিনা—তাহা জানিনা। ইতিমধ্যে আমি দেখিতে পাইতেছি, ইণ্ডিয়ান্‌রা এখনও যথাস্থানে রহিয়াছে, জাম্বো যে চিঠি লইবার জন্য শীঘ্রই আসিয়া উপস্থিত হইবে, সেটা নিশ্চিত। এখন, আশা করি এই চিঠি আপনার নিকট পৌঁছিবে।

পুনশ্চ—যতই ভাবি ততই আমাদের অবস্থা আরও ভরসাশূন্য বলিয়া মনে হয়। আমাদের প্রত্যাবর্ত্তনের কোনও আশা দেখিতে পাইতেছিনা। মালভূমির কিনারায় কোন গাছ থাকিলে, ফিরিবার পোল ফেলিতে পারিতাম, কিন্তু পঞ্চাশ গজের মধ্যে কোন গাছ নাই।

কার্য্যসিদ্ধির উপযুক্ত গাছ আমাদের সমবেত চেষ্টায়ও বহিয়া আনিতে পারিব না। দড়িটিও নামিবার পক্ষে অত্যন্ত ছোট। না, আমাদের আর কোন আশা নাই—অবস্থাটা একেবারেই ভরসাশূন্য!

নবম পরিচ্ছেদ

অত্যদ্ভুত কাণ্ড সকল ঘটিয়াছে এবং ক্রমাগত ঘটিয়াই চলিয়াছে। আমার নিকট কাগজের মধ্যে পাঁচখানা পুরাতন নোটবুক, অনেকগুলি ফালি ফালি কাগজ আছে, আর আছে একটিমাত্র ষ্টাইলোগ্রাফিক্ কলম; কিন্তু যতক্ষণ হাত নাড়িতে পারিব, ততক্ষণ আমাদের অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতিগুলি লিখিতে থাকিব; কারণ, এই অদ্ভুত বিষয়গুলি যখন একমাত্র আমরাই দেখিলাম, তখন এগুলি গরম গরম এবং আমাদের কোন বিপদ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই লিখিয়া রাখা ভাল। শেষে জাম্বোই চিঠিগুলি নদী পর্য্যন্ত লইয়া যাউক, কিংবা, কোন অলৌকিক উপায়ে আমি নিজেই সঙ্গে করিয়া লইয়া যাই, অথবা, অবশেষে যদি কোন অসমসাহসী অনুসন্ধানকারী, প্রকৃষ্ট মনোপ্লেনের সাহায্যে আসিয়া আমাদের চিহ্ন দেখিতে পাইয়া, এই পাণ্ডুলিপির পোঁট্‌লাটি উদ্ধার করে—যে রূপেই হউক, আমি দেখিতে পাইতেছি, যে, আমার এই লেখাগুলি চিরকাল সত্য এবং বিচিত্র ঘটনাপূর্ণ প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থরূপে নির্দিষ্ট হইবে।

হতভাগা গোমেজ্ যেদিন আমাদিগকে মালভূমিতে ফাঁদে ফেলিয়াছিল, তাহার পরদিনই আমরা একটা নূতন অভিজ্ঞতার

ধারায় আসিয়া পৌঁছিলাম। প্রথম ঘটনাটিতেই ঐ স্থানটা বড় সুবিধার বোধ হইল না। সকালবেলা একটু ঘুমাইয়াছিলাম; জাগিলে পর আমার পায়ের মধ্যে একটা অদ্ভুত জিনিসের প্রতি আমার নজর পড়িল। আমার প্যাণ্টালুন্‌টা মোজার উপর পর্য্যন্ত উঠিয়া পড়িয়াছিল, এবং তাহাতে খানিকটা চামড়া বাহির হইয়া পড়ে। এই চামড়ার উপরে দেখিলাম, বেগুনী রংএর প্রকাণ্ড এক আঙ্গুরের মত কি একটা রহিয়াছে। আমি ত একেবারে অবাক্! উপুড় হইয়া তুলিতে গেলে পর, কি সর্ব্বনাশ! ওটা ফাটিয়া গিয়া চারিদিকে রক্তের ছড়াছড়ি! ঘৃণায় চীৎকার করিয়া উঠিলাম, প্রফেসার দুইটি আমার পাশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

আমার পায়ের উপর উপুড় হইয়া, সামার্‌লি বলিলেন—"ভারি চমৎকার! এটা একটা বিশাল এঁটুলি; আমার বিশ্বাস, এপর্য্যন্ত এটা শ্রেণীভুক্ত হয়নি।"

চ্যালেঞ্জার জ্ঞানগর্ব্বিত হুঙ্কার দিয়া বলিলেন—"আমাদের পরিশ্রমের প্রথম ফল। এটার নাম দেব 'ম্যালোন্ এঁটুলি'! এটার কামড়ে একটু অসুবিধা হলোই বা, বাপু, তোমার নামটি যে প্রাণি-বিদ্যার তালিকায় চিরকালের জন্য লিখিত থাকবে—এই উচ্চ সম্মানের তুলনায়, কামড়ের কষ্টটা কিছুই নয়।"

আমি চেঁচাইয়া উঠিলাম—"কি জঘন্য পোকা!"

প্রফেসার চ্যালেঞ্জার আমার কথার প্রতিবাদ স্বরূপ ভ্রূকুটি করিয়া, পর মুহূর্ত্তেই সান্ত্বনা দিবার উদ্দেশ্যে, আমার কাঁধে তাঁহার লোমশ থাবাটি রাখিলেন।

তিনি বলিলেন—"বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি এবং নির্লিপ্ত বৈজ্ঞানিকের

মনটিও গড়বার চেষ্টা কর। আমার মত দার্শনিক ভাবাপন্ন লোকের কাছে, বাঁকা ছুরির মত শুঁড় এবং ফুলো পেট-ওয়ালা রক্তশোষক এঁটুলি, প্রকৃতির সৃষ্টির মধ্যে ময়ূর কিংবা অরোরা-বোরিয়েলিসের মতই সুন্দর। এই পোকাটির যথার্থ কদর বুঝ্‌তে পারলেনা দেখে, আমার বড় কষ্ট হয়েছে। উপযুক্ত পরিশ্রম কর্‌লে, আমরা আরো নমুনা সংগ্রহ করতে পার্‌ব—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

সামার্‌লি কঠোরভাবে বলিলেন—"সত্যি, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কারণ, এইমাত্র একটা আপনার সার্টের কলারের মধ্যে ঢুকেছে।"

ষাঁড়ের মত চীৎকার করিয়া চ্যালেঞ্জার শূন্যে লাফাইয়া উঠিলেন এবং কোট সার্ট খুলিবার জন্য, পাগলের মত টানাটানি করিতে লাগিলেন। সামার্‌লি এবং আমি তাঁহাকে সাহায্য করিব কি, আমরা হাসিয়াই খুন! অবশেষে সেই বিপুল ধড়টির (দর্জ্জির ফিতার মাপে, চুয়ান্ন ইঞ্চি) আবরণ খুলিলাম। তাঁহার সমস্ত শরীর কাল লোমে যেন জটাপাকান, সেই জঙ্গলের মধ্য হইতে পোকাটা বাহির করিলাম, সেটা তখনও তাঁহাকে কাম্‌ড়ায় নাই। কিন্তু চারিদিকে ঝোপগুলি এই বীভৎস উৎপাতে ভর্ত্তি, আমাদিগকে জায়গা বদ্‌লাইতে হইবে।

সর্ব্বপ্রথম বিশ্বাসী নিগ্রোটির সঙ্গে, কাজের বন্দোবস্ত করা চাই। দেখিতে দেখিতে সে কতগুলি কোকো এবং বিস্কুটের টিন লইয়া, বুরুজের চূড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সেগুলি আমাদের নিকট পার করিয়া দিল। নীচে যে সকল খাদ্য ছিল, বলিয়া দিলাম, তাহা হইতে তাহার নিজের জন্য দুই মাসের মত খাদ্য রাখিয়া, বাকিগুলি

ইণ্ডিয়ান্‌দিগকে তাহাদের বেতন স্বরূপ এবং আমাদের চিঠিগুলি যে আমাজন পর্য্যন্ত লইয়া যাইবে, তাহার জন্য পুরস্কার স্বরূপ দিবে। কয়েক ঘণ্টা পরে দেখিতে পাইলাম, ঐ দূরে প্রান্তরের মধ্য দিয়া তাহারা সারি বাঁধিয়া মাথায় এক একটা বাণ্ডিল লইয়া—যে পথে আমরা আসিয়াছিলাম সেই পথে চলিয়াছে। বুরুজের নীচে আমাদের তাঁবুটিতে জাম্বো থাকিবে—জগতের সঙ্গে আমাদের ঐ একটিমাত্র বন্ধন।

তারপর আমাদের গতিবিধি সম্বন্ধে তখনই একটা স্থির করিয়া ফেলিলাম। এই এঁটুলিপূর্ণ ঝোপ হইতে সরিয়া পড়িলাম। ছোট একটি খোলা জায়গা পাওয়া গেল, চারিদিকে গাছ দিয়া ঘেরা, মধ্যখানে কতগুলি চ্যাটাল পাথর এবং নিকটেই একটা চমৎকার উৎস —এই পরিষ্কার স্থানটিতে বেশ আরামে বসিয়া, এই নূতন দেশে অভিযানের সব মতলব স্থির করিতে লাগিলাম। পাতার আড়ালে বসিয়া পাখী ডাকিতেছিল—বিশেষতঃ একটি একেবারে নূতন ধরণের পাখী, তাহার অদ্ভুত হুপ্‌ হুপ্‌ ডাক। এই পাখীর ডাক ভিন্ন অন্য কোন জীবন্ত প্রাণীর সাড়া শব্দ ছিল না।

আমাদের প্রথম কাজ হইল খাদ্যের একটা লিষ্টি প্রস্তুত করা, খাদ্যের পরিমাণ কতটা আছে দেখা দরকার। আমরা যাহা সঙ্গে আনিয়াছিলাম এবং জাম্বো দড়ির সাহায্যে যাহা পার করিয়া দিয়াছিল —সমস্ত মিলাইয়া দেখা গেল, খাদ্য-সামগ্রী যথেষ্ট আছে। বিপদ আমাদের চারিদিকেই থাকিতে পারে, তাহার জন্য যাহা খুব দরকারী তাহাও আছে—চারিটা রাইফেল্‌, এক হাজার তিনশত কার্ত্তুজ, ইহা ভিন্ন একটা ছিটাগুলির বন্দুক এবং প্রায় দেড়শত মাঝারি গুলি

ভরা কার্ত্তুজ। এই খাদ্যে অনেক সপ্তাহ কাটিয়া যাইবে, তাহার উপর যথেষ্ট তামাক, কতগুলি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, একটা বড় দূরবীণ এবং একটা ভাল ফিল্ড্-গ্লাস্ রহিয়াছে। সেই খোলা জায়গাটিতে আমরা এই সব জিনিস জড় করিলাম। তারপর কুড়াল এবং ছুরি দিয়া অনেকগুলি কাঁটা ঝোপ কাটিয়া, চারিদিকে প্রায় পনর গজ চওড়া গোল একটা বেড়া দিলাম—এইরূপে সতর্কতা অবলম্বন করা হইল। এই স্থানটাই হইল আমাদের প্রধান আড্ডা, আমাদের বিপদে আশ্রয়—জিনিসপত্রের ভাণ্ডার। এটার নাম রাখিলাম 'চ্যালেঞ্জার দুর্গ'।

আমাদের অবস্থা নিরাপদ করিতে বেলা দুইপ্রহর হইল, কিন্তু গরমটা তেমন কষ্টকর বোধ হইল না। উত্তাপ এবং বৃক্ষাদি বিষয়ে মালভূমির আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। বীচ্, ওক্, বার্চ্চ সমস্ত গাছই আমাদের চারিদিকে বেড়িয়া ছিল। একটা বিশাল 'গঙ্কো' গাছ, সকল গাছের উপরে উঠিয়া ডালপালা, পাতা দিয়া আমাদের দুর্গটি ছাইয়া ফেলিয়াছিল। ইহার ছায়ায় বসিয়া আমাদের আলোচনা আবার চলিল, লর্ড জন্ তাঁহার মতগুলি বলিতে লাগিলেন।

তিনি বলিলেন—"যতক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষ বা জন্তু আমাদের দেখ্‌তে বা আমাদের কথা শুন্‌তে না পায়, ততক্ষণ আমরা নিরাপদ। যখন থেকে আমাদের অস্তিত্ব জান্‌তে পারবে, তখন থেকেই আমাদের বিপদও আরম্ভ হবে। আমাদের তারা দেখ্‌তে পেয়েছে এমন কোন লক্ষণ এখন পর্য্যন্ত পাওয়া যায়নি। কাজেই, এখন আমরা চুপ্‌চাপ থেকে স্থানটার উপর নজর রাখ্‌ব। তারা আমাদের দেখ্‌বার আগেই, তাদেরকে আমাদের দেখা চাই।"

আমি ভরসা করিয়া বলিলাম—"কিন্তু, তবু, আমাদের অগ্রসর হ'তে হবে।"

"সেটাত নিশ্চয়ই, বাবাজি, আমরা অগ্রসর হব বৈকি। কিন্তু বুদ্ধি খাটিয়ে। কখনও এমন দূরে যাব না, যে, আড্ডায় ফিরে আস্‌তে আমাদের মুস্কিল হয়। সকলের উপরে, নিতান্ত প্রাণের দায়ে না হলে, আমরা কখনও বন্দুক ছুড়্‌ব না।"

সামার্‌লি বলিলেন—"কাল ত আপনি বন্দুক চালিয়েছিলেন।"

"তা কি হবে, বাধ্য হয়েই যে চালাতে হয়েছিল। যাহোক্‌, বেশ জোর বাতাস ছিল এবং সেটা বাইরের দিকে বইছিল। সে আওয়াজ যে মালভূমি পর্য্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছিল, তা মনে হয় না। ভাল কথা, এই জায়গার কি নাম দেওয়া যাবে? এটার একটা নাম দেওয়া বোধ করি দরকার।"

অনেকগুলি প্রস্তাব হইল, ভাল মন্দ দুইই ছিল, কিন্তু চ্যালেঞ্জার যাহা প্রস্তাব করিলেন সেটা গ্রহণ করাই স্থির হইল।

তিনি বলিলেন—"এই দেশের শুধু একটা নামই হতে পারে। পূর্ব্ববর্ত্তী যে লোক এটা আবিষ্কার করেছিল, তার নামেই এর নামকরণ করা হোক্‌—এটা 'ম্যাপল্‌-হোয়াইট্‌ দেশ'।"

'ম্যাপল্‌-হোয়াইট্‌ দেশই' নাম হইল, এবং আমি যে নক্‌সাটি প্রস্তুত করিতেছি, তাহার মধ্যেও এই নামই লেখা হইয়াছে। আমার বিশ্বাস, ভবিষ্যতের ম্যাপেও এই নামই থাকিবে।

ম্যাপল্‌-হোয়াইট্‌ দেশে নীরবে চুপি চুপি প্রবেশ করিতে হইবে—এটাই হইল উপস্থিত জরুরি বিষয়। জায়গাটাতে অজ্ঞাত জীবজন্তুর বসতি আছে, তাহার চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ইহার চাইতে

আরও ভীষণ, হিংস্র এবং বিকটাকৃতি জন্তুও যে থাকিতে পারে, ম্যাপল্-হোয়াইটের স্কেচ্-বুক্ই তাহার নিদর্শন। আততায়ী মানুষ থাকারও যে সম্ভাবনা আছে, সেই বাঁশের শূলবিদ্ধ কঙ্কালই তাহার প্রমাণ—উপর হইতে কেহ ছুড়িয়া না ফেলিলে, উহা সেখানে যাইতে পারিত না। যেখান হইতে উদ্ধারের সম্ভাবনা নাই এরূপ একটি স্থানে আট্‌কাইয়া গিয়া, আমাদের অবস্থাটি সমূহ বিপদপূর্ণ হইয়াছিল এবং এই সম্বন্ধে সতর্ক হইবার জন্য লর্ড জনের অভিজ্ঞতা যাহা নির্দ্দেশ করিত, তাহাই আমরা মানিয়া লইতাম। এই রহস্যপূর্ণ স্থানটির ভিতরে প্রবেশ করিয়া ইহার অন্তর্নিহিত তথ্যগুলি সংগ্রহ করিবার জন্য, আমাদের মন অস্থির—আমাদের পক্ষে ইহার কিনারায় বসিয়া থাকা অসম্ভব।

আমাদের দুর্গের মুখটি কাঁটা ঝোপ দিয়া বন্ধ করিলাম, এবং এই বেড়ার আশ্রয়ে আমাদের জিনিসপত্র রাখিয়া, বাহির হইলাম। ধীরে ধীরে হুঁশিয়ার হইয়া এই অপরিচিত স্থানে চলিলাম। আমাদের ঐ উৎসটি হইতে একটি ছোট নদী বাহিয়া গিয়াছিল, তাহারই তীর ধরিয়া চলিলাম, কারণ, ফিরিবার পথে এটাই আমাদের পথপ্রদর্শক হইবে।

সবে মাত্র রওয়ানা হইয়াছি, তখনই এমন সব লক্ষণ দেখিতে পাওয়া গেল, যে, বুঝিতে পারিলাম, কিছু আশ্চর্য্য ব্যাপার আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। কয়েক শত গজ পর্য্যন্ত ঘন বন, তাহার মধ্যে অনেক অজানা গাছ ছিল, কিন্তু আমাদের উদ্ভিদতত্ত্ববিৎ সামারলি সেগুলিকে কণিফার এবং সাইকেডেসিয়াস্ গাছের মত বলিয়া চিনিতে পারিলেন এবং এই সকল গাছ নিম্নতর জগৎ হইতে বহুকাল যাবৎ লোপ পাইয়াছে। এই বন পার হইয়া আমরা একটা স্থানে প্রবেশ

করিলাম, সেখানে নদীটি বিস্তৃত হইয়া একটা জলাভূমি সৃষ্টি করিয়াছে। বেশ উঁচু এবং অদ্ভুত রকমের ঘন নলখাগ্ড়ার বন আমাদের সম্মুখে—সেগুলি নাকি ইকুইসেটাসিয়া বা মেয়ার্স্‌-টেল্‌স্‌; মধ্যে মধ্যে আবার ফার্ণ-গাছও এগুলির মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—সমস্ত গাছ বাতাসে দুলিতেছিল। লর্ড জন্‌ সকলের আগে ছিলেন, তিনি হঠাৎ হাত তুলিয়া দাঁড়াইলেন।

তিনি বলিলেন—"এটা কি, দেখুন! সর্ব্বনাশ! এটা নিশ্চয় পাখীর পূর্ব্বপুরুষের পায়ের দাগ।"

আমাদের সম্মুখে নরম-মাটিতে, তিন-আঙ্গুল-বিশিষ্ট একটা বিশাল পায়ের দাগ পড়িয়াছিল। যে জন্তুই হউক, এটা জলাভূমি পার হইয়া বনের মধ্যে গিয়া ঢুকিয়াছে। এই বিশাল দাগগুলি দেখিবার জন্য সকলে থামিলাম। এটা যদি বাস্তবিকই পাখী হয়—এরূপ দাগ অন্য কোন্‌ জন্তু ফেলিবে?—ইহার পা উট পাখীর পায়ের চাইতে এতটা বড়, যে, সেই পরিমাণে ইহার উচ্চতা হইবে প্রকাণ্ড। লর্ড জন্‌ তাঁহার হাতীমারা বন্দুকটিতে দুইটি কার্ত্তুজ পুরিয়া, উৎকণ্ঠার সহিত চারিদিকে দেখিতে লাগিলেন।

তিনি বলিলেন—"শিকারী হিসাবে আমার সুনামটি পণ রাখ্‌তে পারি—এই দাগ তাজা। দশ মিনিটের বেশী হয়নি পাখীটা এখান দিয়ে গিয়েছে। ঐ দেখ, গভীর দাগগুলিতে এখনও গিয়ে জল ঢুক্‌ছে। এ কি! দেখ, এখানে একটা বাচ্চার পায়ের দাগও রয়েছে যে!"

বাস্তবিকই তাই, ঠিক সেই রকমেরই ছোট ছোট দাগ, বড় দাগের সমানে সমানে চলিয়াছে।

এই সকল তিনআঙ্গুল-ওয়ালা দাগের মধ্যে, একটা পাঁচআঙ্গুল-ওয়ালা মানুষের থাবার মত দাগও ছিল—সেটাকে উল্লাসে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া, প্রফেসার সামার্‌লি বলিলেন—"কিন্তু, তাহলে এ কিসের ?"

চ্যালেঞ্জারও মহা উল্লাসে চেঁচাইয়া উঠিলেন—"উইল্‌ডেন্! আমি উইল্‌ডেনের পাঁকে এ রকম দাগ দেখেছি। এটা এমন একটা জন্তু, যে, তিনআঙ্গুল-ওয়ালা পায়ের উপর ভর দিয়ে, সোজা হয়ে চলে, এবং মাঝে মাঝে তার পাঁচআঙ্গুল-ওয়ালা সামনের পা দুখানাও মাটিতে রাখে। পাখী নয়, বুঝ্‌লে রক্‌স্‌টন্। এটা পাখী নয়।"

"তবে কি এটা চতুষ্পদ জন্তু ?"

"তা নয় ; সরীসৃপ জাতীয় জন্তু—এটা একটা ডাইনোসর্। অন্য কোন জন্তুর পায়ের ছাপ এরকম নয়। নব্বই বছর আগে, সাসেক্‌সের একজন বিজ্ঞানাচার্য্য এই দাগ দেখে ভ্যাবাচেকা খেয়ে গিয়েছিলেন ; কিন্তু, এ রকম একটা দৃশ্য দেখতে পাবে ব'লে, পৃথিবীতে কেউ কি আশা কর্‌তে—আশা কর্‌তে—পার্‌ত ?"

তাঁহার উচ্চ স্বর ক্রমে ফিস্‌ফিসানিতে পরিণত হইয়া গেল, আমরা সকলে বিস্ময়ে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। দাগ ধরিয়া ধরিয়া আমরা জলাভূমি ছাড়িয়া, গাছ এবং ঝোপপূর্ণ একটা স্থান পার হইয়া গেলাম। তাহার পরেই একটা খোলা জায়গা, তাহাতে পাৎলা জঙ্গল আছে। এইখানে পাঁচটা অতি অসাধারণ জন্তু ছিল—এমন জন্তু পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। ঝোপের মধ্যে গুড়ি মারিয়া আমরা অবসর মত এগুলিকে দেখিতে লাগিলাম।

ওখানে পাঁচটা জন্তু ছিল বলিয়াছি—স্বামী স্ত্রী এবং তাহাদের

অজ্ঞাত জগৎ

দ্বিতীয় খণ্ড

দশম পরিচ্ছেদ

লর্ড জন্ রক্স্টন্ সন্দেহ করিয়াছিলেন, ঐ বিকট জন্তুগুলির কামড়ে হয়ত কোনরকম বিষ থাকিতে পারে—সন্দেহ ঠিকই করিয়াছিলেন।

মালভূমিতে আমাদের এই প্রথম বিচিত্র ঘটনার পরদিন প্রাতঃকালে আমার এবং সামার্লির জ্বর ও দারুণ বেদনা হইল। চ্যালেঞ্জারের হাঁটু এমনই থেঁৎলাইয়া গিয়াছিল যে, তিনি খোঁড়াইয়াও চলিতে পারিতেছিলেন না। আমরা সারাদিন ক্যাম্পেই রহিলাম, লর্ড জন্ কাঁটার বেড়াটাকে আরও উঁচু এবং পুরু করিলেন, আমরা তাঁহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিলাম। আমার মনে আছে, সারাদিন একটা ভাবনা আমার মনে লাগিয়াই ছিল—যেন কোন কিছু আমাদিগকে সূক্ষ্মভাবে নজরে রাখিয়াছে, যদিও কোথা হইতে এবং কে দেখিতেছে—সেটা অনুমান করিতে পারিলাম না।

আমার মনের এই ভাবটা এমনই প্রবল ছিল যে, প্রফেসার চ্যালেঞ্জারকে এ কথা বলিলাম, তিনি এটাকে জ্বরের জন্য আমার মস্তিষ্কের উত্তেজনা বলিয়া ধরিয়া লইলেন। বার বার আমি চারি-দিকে তাকাইতে লাগিলাম—এই বুঝি কিছু চক্ষে পড়ে; কিন্তু দেখিলাম শুধু কাঁটার বেড়ার ছায়া, আর আমাদের মাথার উপরে সেই গাছের প্রলম্বিত ডালের অন্ধকার। কিন্তু তবু মনে সেই

ভাব ক্রমে প্রবলতর হইতে লাগিল—যেন সজাগ এবং বিদ্বেষপূর্ণ কিছু আমাদের হাতের নিকটেই রহিয়াছে। বনের সেই ভীষণ প্রচ্ছন্ন দেবতা 'কুরুপুরি' সম্বন্ধে ইণ্ডিয়ান্‌দের কুসংস্কারের কথা ভাবিলাম—তাহার বহুদূরস্থ পবিত্র বাসস্থান যাহারা চড়াও করে, তাহাদিগকে যে সে ভয়ঙ্করভাবে দেখা দেয়, এই কুসংস্কারটি প্রায় বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম।

সেইদিন রাত্রে (ম্যাপল্ হোয়াইট্ দেশের তৃতীয় রাত্রি) আমরা এমন একটা অভিজ্ঞতালাভ করিয়াছিলাম যে, সেটা আমাদের মনে একটা ভয়ঙ্কর ছাপ মারিয়া দিল এবং লর্ড জন্ যে দারুণ পরিশ্রম করিয়া আমাদের আড্ডাটিকে দুর্ভেদ্য করিয়াছিলেন, সেজন্য আমরা কৃতজ্ঞ হইলাম। আমরা আমাদের নির্বাণোন্মুখ আগুনের চারিদিকে ঘুমাইতেছিলাম, এমন সময় হঠাৎ আমরা জাগিয়া গেলাম—জাগিয়া গেলাম ঠিক নয়, পর পর অতি ভয়ঙ্কর চিৎকার ও আর্তনাদ শুনিয়া তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া উঠিলাম—তেমন চিৎকার আমি কখনও শুনি নাই। এরূপ বিস্ময়কর চিৎকারের তুলনা কিসের সঙ্গে করিব জানি না। আমাদের আড্ডার কয়েকশত গজের মধ্যে কোন স্থান হইতে ইহা আসিতেছিল। রেলওয়ে এঞ্জিনের বাঁশীর শব্দের মত ইহাও যেন কাণ ফাটাইয়া দেয়। তবে, বাঁশীর শব্দ পরিষ্কার, তীক্ষ্ণ এবং যন্ত্রের শব্দ, এটা ছিল অনেক গভীর, আর যেন, অতিরিক্ত ভয় এবং যাতনার ক্লান্তিপূর্ণ শব্দ। সেই কাণ-ফাটা আর্তনাদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, আমরা দুই হাতে কাণ চাপিয়া ধরিলাম। আমার সর্বাঙ্গে কালঘাম ছুটিল, মন একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িল। নির্যাতিত প্রাণীর সমস্ত ক্লেশ, তাহার সঙ্কটকালের আর্তনাদ,

তাহার সমস্ত শোক, তাপ—এই সমস্তই যেন ঐ ভয়ঙ্কর যাতনার চিৎকারের মধ্যে ঘনীভূত ছিল। এই উচ্চ গগন-ভেদী শব্দের নীচেই অপেক্ষাকৃত মৃদু এবং গম্ভীর হাস্যধ্বনি—উল্লাসের ঘড় ঘড় শব্দ—সেই আর্তনাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া অদ্ভুত সঙ্গৎ সৃষ্টি করিয়াছিল। ক্রমাগত চার পাঁচ মিনিট পর্যন্ত এই সঙ্গৎ চলিল, পাখীগুলি চম্‌কাইয়া পলায়ন করিতে লাগিল এবং সেইসঙ্গে গাছের পাতা খচ্‌মচ্‌ করিয়া উঠিল। তারপর সেটা যেমন হঠাৎ আরম্ভ হইয়াছিল তেমনি সহসা বন্ধ হইয়া গেল। আমরা দারুণ ভয় পাইয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত নীরবে বসিয়া রহিলাম। তারপর লর্ড জন্‌ আগুনে এক বোঝা ডালপালা ফেলিয়া দিলেন, লাল আলোকে সঙ্গীদিগের উৎকণ্ঠিত মুখ উজ্জ্বল হইল, আমাদের মাথার উপরে ডালপালাগুলিও আলোকিত হইল।

আমি ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া বলিলাম—"ব্যাপার কি?"

লর্ড জন্‌ বলিলেন—"সকালে জান্‌তে পারা যাবে। এটা কাছেই হয়েছে—সেই খোলা জায়গাটা থেকে দূরে হবে না।"

প্রফেসার চ্যালেঞ্জার অস্বাভাবিক গাম্ভীর্যের সহিত বলিলেন—"সেকালের একটা লোমহর্ষণ ব্যাপার শোন্‌বার আমাদের সুযোগ ঘটেছে। পুরাতন জুরাসিক্‌ যুগের ডোবার কিনারায় নল-বনে এ রকম দৃশ্যকাব্যের অভিনয় হতো; বলবান্‌ রাক্ষুসে জানোয়ারগুলি তাদের চাইতে দুর্বলগুলিকে পাঁকের মধ্যে মেরে পুঁতে ফেল্‌ত। মানুষ যে সৃষ্টির ধারায় পরে এসেছিল, সেটা তার পক্ষে সৌভাগ্য বল্‌তে হবে। সেকালে এমন সব ক্ষমতাশালী জন্তু চার্‌দিকে ছিল যে, কোনরকম বল কিংবা কলকৌশল দ্বারা তাদের সঙ্গে পেরে

উঠ্‌বার যো ছিল না। আজ রাত্রে পশু-বলের যে অভিনয়টি হয়ে গেল, মানুষের তীর, ধনু এবং গুল্‌তি দিয়ে কি তার সঙ্গে আঁট্‌তে পারা সম্ভব! এমনকি, আজকালকার বন্দুক, রাইফল্‌ও এ রকম রাক্ষুসে জানোয়ারের কাছে তুচ্ছ।"

লর্ড জন্ তাঁহার এক্‌স্‌প্রেস্ রাইফল্‌টিতে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—"তবু আমি এটার সুখ্যাতি কর্‌ব, কিন্তু, জন্তুটার নিশ্চয়ই জয়ের সম্ভাবনা থাক্‌বে।"

সামার্‌লি হাত তুলিয়া বলিলেন—"চুপ্! সত্যি, আমি কিছু শুন্‌তে পাচ্ছি।"

নীরবতার মধ্য হইতে, একটা স্পষ্ট থপ্‌থপ্ শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। কোন জন্তুর পায়ের শব্দ—নরম অথচ ভারি থাবা, খুব হুঁশিয়ার হইয়া মাটিতে ফেলিবার মত শব্দ। শব্দটি ধীরে ধীরে আমাদের আড্ডা ঘুরিয়া, শেষে দরজার সম্মুখে আসিয়া থামিল। একটা মৃদু ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ, একবার উঠিতেছে, একবার নামিতেছে —জন্তুটা নিঃশ্বাস ফেলিতেছে। রাত্রির এই বিভীষিকার সঙ্গে, আমাদের এই সামান্য বেড়াটি মাত্র ব্যবধান। আমরা সকলেই নিজ নিজ রাইফল্ হাতে লইলাম, লর্ড জন্ বেড়ায় একটু খাঁজ করিবার জন্য, একটা ছোট কাঁটাঝোপ খুলিয়া লইলেন।

তিনি ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন—"বাপ্‌রে! আমি যেন এটাকে দেখ্‌তে পাচ্ছি।"

আমি নীচু হইয়া তাঁহার কাঁধের উপর দিয়া ফুটার মধ্যে উঁকি মারিলাম। হাঁ, আমিও দেখিতে পাইলাম। গাছের গভীর ছায়ার মধ্যে গভীরতর একটা ছায়া, কাল, ঝাপ্‌সা—হিংস্র বল এবং

বিভীষিকাপূর্ণ একটা গুঁড়ি-মারা দেহ। দেহটা ঘোড়ার চাইতে উঁচু হইবে না, কিন্তু, অস্পষ্ট মোটামুটি ভাবটা দেখিয়া মনে হইল—দেহটি বিরাট এবং বিপুল বলশালী। এঞ্জিনের গ্যাস্ ছাড়িবার নিয়মিত এবং জোরাল আওয়াজের মত, সেই ফোঁস্ ফোঁস্ নিঃশ্বাসের শব্দটি, ইহার শরীরের অসাধারণ আভ্যন্তরিক গঠনের পরিচয় দিতেছিল। একবার জন্তুটা নড়িল। সঙ্গে সঙ্গে যেন ভীষণ দুইটা সবুজ চক্ষু দেখিতে পাইলাম। সতর্ক পায়ের শব্দ হইল—মনে হইল, যেন জন্তুটা হামাগুড়ি দিয়া অগ্রসর হইতেছে।

বন্দুকের ঘোড়া তুলিয়া, আমি বলিলাম—"ওটা যেন লাফাতে যাচ্ছে!"

ফিস্ ফিস্ করিয়া লর্ড জন্ বলিলেন—"বন্দুক ছুঁড়ো না! বন্দুক ছুঁড়ো না বলছি! এই নিঝুম রাতে বন্দুকের আওয়াজ বহু দূর থেকে শোনা যাবে। ওটা শেষ মুহূর্তের জন্য রেখে দাও!"

সামার্লি বলিলেন—"ওটা যদি বেড়া ডিঙ্গিয়ে আসে, তাহলে আমরা গিয়েছি!" এই কথাটি বলিবার সময়, তাঁহার স্বর ভীত কাষ্ঠহাসিতে পরিণত হইল।

লর্ড জন্ বলিলেন—"না, ওটাকে ডিঙ্গিয়ে আস্‌তে দেব না। গুলি করাটা শেষ মুহূর্তের জন্য রেখে দাও। দেখি, হয়ত ওটাকে জব্দ কর্‌তে পার্‌ব। অন্ততঃ একবার চেষ্টা ক'রে দেখি।"

এমন সাহসের কাজ মানুষকে করিতে দেখি নাই। তিনি উপুড় হইয়া আগুন হইতে একটা জ্বলন্ত কাঠ তুলিয়া লইলেন। তারপর দরজায় একটা ফুটা করিয়া বাহিরে গেলেন। ভীষণ ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া জন্তুটা অগ্রসর হইল। লর্ড জন্ একটুও ইতস্ততঃ

করিলেন না, জন্তুটার দিকে অগ্রসর হইয়াই, চক্ষের নিমেষে জ্বলন্ত কাঠখানা ওটার মুখে ঠাসিয়া ধরিলেন। মুহূর্তের জন্য ছায়ার মত দেখিলাম—অতিকায় ব্যাঙের মত ভীষণ একটা মুখ, তাহাতে কুষ্ঠ-রোগীর মত আঁচিলপূর্ণ চাম্‌ড়া এবং সেই ঢিলা মুখে টাট্‌কা রক্ত মাখা! পর মুহূর্তে, ঝোপের মধ্যে হুড় মুড় শব্দ করিতে করিতে, সেই জন্তুটা অদৃশ্য হইল।

লর্ড জন্ ফিরিয়া আসিয়া কাঠখানা আগুনে ফেলিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"আমি ভেবেই ছিলাম, জন্তুটা আগুন বরদাস্ত কর্‌তে পার্‌বে না।

আমরা সকলে মিলিয়া চেঁচাইয়া উঠিলাম—"এমন বিপদ ঘাড়ে নেওয়াটা আপনার উচিত হয়নি।"

"আর কিছু কর্‌বার ছিল না যে। ওটা যদি আমাদের মধ্যে এসে পড়্‌ত, তাহলে ওটাকে মার্‌তে গিয়ে, হয়ত আমরা পরস্পরকে গুলি কর্‌তাম। আবার বেড়ার ফাঁক দিয়ে গুলি ক'রে ওটাকে যদি জখম কর্‌তাম, তাহলে আমরা যে এখানে আছি সেটা প্রকাশ ত হ'তোই, তা ছাড়া মুহূর্তের মধ্যে ঐ জন্তুটা এসে আমাদের উপরে পড়্‌ত। মোটের উপর, আমরা বেশ পার পেয়ে গিয়েছি।—ও জন্তুটা কি?"

সামার্‌লি আগুন হইতে তামাকের পাইপটা ধরাইয়া লইয়া বলিলেন —"ওটা কোন্ শ্রেণীর জন্তু সেটা আমি নিশ্চয় ক'রে বলতে পার্‌ব না।"

প্রফেসার চ্যালেঞ্জার খুব ভদ্রতার সহিত বলিলেন—"তুমি যে সঠিক কিছু বল্‌তে চাচ্ছ না, সামার্‌লি, তাতে বৈজ্ঞানিকের উপযুক্ত

বাক্-সংযমই দেখানো হচ্ছে। আমিও সাধারণভাবে বলার চাইতে বেশী অগ্রসর হতে প্রস্তুত নই—আজ রাত্রের জন্তুটা কোন মাংসাশী ডাইনোসর হবে। আমি ইতিপূর্বেই আমার অনুমানের কথা বলেছি যে, এই ধরণের কোন কিছু মালভূমিতে থাক্‌তে পারে।”

সামার্‌লি মন্তব্য প্রকাশ করিলেন—“আমাদের মনে রাখ্‌তে হবে, সেকালের অনেকরকম জন্তু আছে, যার সম্বন্ধে আমাদের কিছুই জানা নাই। আমরা যা দেখ্‌তে পাব তারই একটা নাম দিতে পারা যাবে—এরূপ মনে করা দুঃসাহসিকের কাজ।”

চ্যালেঞ্জার বলিলেন—“ঠিক বলেছ। একটা মোটামুটি শ্রেণী-বিভাগের চেষ্টা করাটাই সবচেয়ে ভাল। কাল আরও প্রমাণ পেলে বোধ হয় সনাক্ত করার পক্ষে সাহায্য হ’তে পারে। এখন তাহলে আবার ঘুমের চেষ্টা করা যাক্।”

লর্ড জন্ দৃঢ়তার সহিত বলিলেন—“কিন্তু প্রহরী না রেখে নয়। এ রকম দেশে বরাতের উপর নির্ভর ক’রে কিছু করা যেতে পারে না। ভবিষ্যতে আমরা প্রত্যেকে দুই ঘণ্টা ক’রে জেগে পাহারা দেব।”

সামার্‌লি বলিলেন—“তাহলে আমার তামাকটা শেষ করেই প্রথম পাহারাটা দেব আমি।” ইহার পর হইতে সর্বদা আমরা প্রহরী না রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতাম না।

রাত্রিতে যে বীভৎস কোলাহল আমাদিগকে জাগাইয়া দিয়াছিল, প্রাতঃকালে আমরা তাহার কারণ দেখিতে পাইলাম। যে বনপথে ইগুয়ানোডন্ দেখিতে পাইয়াছিলাম, সেখানে ভীষণ একটা হত্যাকাণ্ড হইয়াছিল। ঘাসের উপরে রক্তের নদী বহিয়া গিয়াছে, চারিদিকে বড় বড় মাংসের টুক্‌রা ছড়াইয়া পড়িয়া রহিয়াছে—এই সব দেখিয়া

প্রথমে ভাবিয়াছিলাম, অনেকগুলি জন্তু নিহত হইয়াছে, কিন্তু টুক্‌রা-গুলি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারিলাম, রক্তপাত শুধু একটা সেই বিকটাকৃতি গোব্‌দা জানোয়ারেরই—অন্য কোন একটা জন্তু সেটাকে ছিঁড়িয়া একেবারে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছে; সে জন্তু হয়ত এটার চাইতে বড় না হইতে পারে, কিন্তু অনেক বেশি হিংস্র।

আমাদের প্রফেসার দুইটি এক একটি করিয়া টুক্‌রা পরীক্ষা করিয়া বাদানুবাদ করিতে লাগিলেন, সেই টুক্‌রাগুলিতে ভয়ানক দাঁত এবং প্রকাণ্ড নখের দাগ ছিল।

প্রফেসার চ্যালেঞ্জার মস্ত বড় এক টুক্‌রা চ্যাটাল সাদাটে রংয়ের মাংস হাঁটুর উপরে লইয়া বলিলেন—"আমাদের বিচারফল এখন মুলতুবি থাক্‌বে। চিহ্নগুলি খড়্গদন্ত বাঘের অস্তিত্বই প্রমাণ করে – যেগুলির কঙ্কাল এখনও আমাদের দেশে গিরি-গহ্বরে মধ্যে মধ্যে দেখ্‌তে পাওয়া যায়, কিন্তু যে জন্তুটা আমরা দেখেছিলাম, সেটা যে আরো বড় এবং আরো সরীসৃপজাতীয় ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমি নিজে ওটাকে 'এলোসরাস্' বল্‌তে চাই।"

সামার্‌লি বলিলেন—"কিংবা 'মোগলোসরাস্'।"

চ্যালেঞ্জার বলিলেন– "ঠিকই বলেছ। ওটা যে কোন বৃহত্তর মাংসাশী ডাইনোসরাস্ হতে পারে। যে সকল ভীষণ জন্তু কোনকালে পৃথিবীর অভিসম্পাতস্বরূপ বিচরণ করেছে কিম্বা কোন যাদুঘরের শোভা বৃদ্ধি করেছে, তার সবগুলিকেই এই ডাইনোসরাস্‌জাতির মধ্যে পাওয়া যায়।" এই বলিয়া তিনি নিজের গর্বে নিজেই উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন, কারণ, যদিও তাঁহার হাসি-তামাসার

জ্ঞান কমই ছিল, তবু, নিজের রসিকতাটা নিতান্ত মোটা হইলেও, চিৎকার করিয়া সেটার দাম বাড়াইয়া দিতেন।

লর্ড জন্ রুক্ষভাবে বলিলেন—"গোলমালটা যত কম হয়, ততই ভাল। আমাদের নিকটে কে না কি আছে, সেটা জানি না। এই মহাপ্রভু যদি প্রাতরাশের জন্য আবার এসে হাজির হন এবং আমাদের ধরেন—তাহলে, হাস্‌বার মত বেশি কিছু পাব না। ভাল কথা, এই ইগুয়ানোডন্‌টার পাশে ঐ দাগটা কিসের?"

ঐ ম্যাড়মেড়ে, আঁইশ-ওয়ালা, শ্লেট্‌-রংএর চাম্‌ড়ার মধ্যে, কাঁধের কিছু উপরে একটা অদ্ভুত কাল গোল দাগ ছিল, যেন, আল্‌কাত্‌রার মত কোন জিনিস দিয়ে করা। এটা কি তাহা আমরা কেহই কিছু অনুমান করতে পারিলাম না। যদিও সামার্‌লি বলিলেন যে, দুইদিন আগে একটা বাচ্চার গায়ে ঐ রকম দাগ দেখিয়াছিলেন। চ্যালেঞ্জার কিছুই বলিলেন না, কিন্তু তাঁহাকে খুব গম্ভীর এবং গরবে যেন ফুলিয়া রহিয়াছেন দেখাইতেছিল—যেন, ইচ্ছা করিলে এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারেন। অবশেষে লর্ড জন্ সোজাসুজি তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিলেন।

চ্যালেঞ্জার বেশ একটু বিদ্রূপ করিয়াই বলিলেন—"হুজুর যদি অনুগ্রহ ক'রে আমাকে কিছু বল্‌তে অনুমতি দেন, তাহলে, আমি খুসী হয়ে আমার মনের ভাব বল্‌তে পারি। আপনি যে রকম হুকুম চালাচ্ছেন, আমার তা বরদাস্ত করা অভ্যাস নাই। একটু নির্দোষ রসিকতায় হাস্‌বার আগে যে আবার আপনার অনুমতি চাইতে হবে—সেটা আমার জানা ছিল না।"

আমাদের অভিমানী বন্ধুটি, ক্ষমা না চাওয়া পর্যন্ত আর সন্তুষ্ট

হইলেন না। অবশেষে যখন তাঁহার মেজাজ ঠাণ্ডা হইল, তখন তিনি, মাটিতে একটা গাছ পড়িয়াছিল সেটার উপর বসিয়া, খানিকক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলিলেন—ঠিক যেমন তাঁহার স্বভাব, তেমনই ভাবে কথা বলিলেন—যেন ক্লাসের অনেক ছেলেকে মূল্যবান্ কোন তথ্য জানাইতেছেন।

তিনি বলিলেন—"ঐ দাগ সম্বন্ধে আমি আমার বন্ধু এবং সহকর্মী প্রফেসার সামার্লির সঙ্গে এক মত হতে চাই—দাগগুলি আল্কাত্রারই বটে, কিন্তু এই মালভূমিটি স্বভাবতঃ বেশিরকম আগ্নেয় এবং যেহেতু আল্কাত্রাকেও আগ্নেয়শক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব'লে ধ'রে নেওয়া হয়, তখন এটা যে তরল অবস্থায় এখানে রয়েছে—সে বিষয়ে সন্দেহ কর্তে পারি না; আর, ঐ জন্তুগুলো হয়ত তার সংস্পর্শে এসেছিল। এটার চাইতেও বেশি জরুরী সমস্যা হচ্ছে, সেই মাংসাশী রাক্ষুসে জানোয়ারের অস্তিত্ব সম্বন্ধে—যেটা এই বনপথে তার চিহ্নসকল রেখে গিয়েছে। আমরা মোটামুটি জানি—এই মালভূমিটা ইংলণ্ডের সাধারণ জেলার চাইতে বড় হবে না। নীচে পৃথিবীতে যে ধরণের জন্তুর অস্তিত্ব নাই, এই সীমাবদ্ধ স্থানটিতে সেই ধরণের জন্তু সংখ্যাতীত বৎসর যাবৎ একত্রে বাস কর্ছে। তাহলে, এটা আমার কাছে বেশ পরিষ্কার মনে হচ্ছে, এই দীর্ঘকালের মধ্যে মাংসাশী জন্তুগুলো, অবাধ বংশবৃদ্ধির ফলে, তাদের খাদ্য শেষ করে ফেল্ত এবং বাধ্য হয়ে—হয় মাংস খাওয়ার অভ্যাস বদ্‌লে ফেল্ত, আর না হয় ক্ষুধার জ্বালায় মরেই যেত, কিন্তু, আমরা দেখ্তে পাচ্ছি, এ ক্ষেত্রে তা হয়নি। সেজন্য, আমরা শুধু ধারণা কর্তে পারি যে, প্রকৃতির জমা-খরচ কোন বাধা দ্বারা নিয়মিত

হয়েছে, যে বাধা এই সব মাংসাশী জন্তুর সংখ্যাকে সীমাবদ্ধ করে। অতএব, যে কয়টি গভীর সমস্যা আমাদের সমাধান করতে হবে, তার মধ্যে একটি হ'লো—এই বাধাটা কি এবং এটা কার্যকরী হয় কি উপায়ে—সেটা বা'র করা। আমার খুব বিশ্বাস, এই মাংসাশী ডাইনোসরগুলিকে, ভবিষ্যতে ভাল ক'রে পরীক্ষা কর্‌বার সুযোগ পেতে পারি।"

আমি মন্তব্য প্রকাশ করিলাম—"সে সুযোগটা না এলেই বাঁচি।"

চ্যালেঞ্জার শুধু তাঁহার বিশাল ভ্রূ দু'টি উপরের দিকে তুলিলেন—ক্লাসে কোন দুষ্ট বালক অপ্রাসঙ্গিক কথা বলিলে, মাষ্টার যেমন করিয়া থাকেন।

চ্যালেঞ্জার বলিলেন—"প্রফেসার সামার্‌লির বোধ করি কিছু বল্‌বার আছে।" এই বলিয়া তাঁহারা দুইজন উচ্চ বৈজ্ঞানিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন—খাদ্য কমিয়া যাওয়ায় জীবনসংগ্রামে বাধা উপস্থিত হওয়াতে, জন্ম-হারেও পরিবর্তন ঘটিতে পারে কি না।

সেইদিন সকালবেলা, টেরোড্যাক্‌টিলের জলাভূমিটা বাদ দিয়া এবং নদীর পশ্চিম পারের বদলে পূর্ব পার ধরিয়া গিয়া, মালভূমির খানিকটা জায়গা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সন্ধান করিলাম। সেইদিকেও দেশটা ঘন বনজঙ্গলে ভর্তি এবং ঝোপঝাপ এত বেশি যে, আমরা দ্রুত চলিতে পারিতেছিলাম না।

এ যাবৎ আমি ম্যাপল্‌ হোয়াইট্‌ দেশের বিভীষিকা লইয়াই আলোচনা করিয়াছি; কিন্তু স্থানটার সম্বন্ধে অন্য কথাও বলিবার আছে। সমস্ত সকালবেলা আমরা সুন্দর সুন্দর ফুলের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি—অধিকাংশ ফুলই দেখিলাম সাদা কিংবা হল্‌দে রং-য়ের।

সামার্লি বলিলেন, সে কালের ফুলের এই রকম রং-ই ছিল। অনেক জায়গায় এই সকল ফুলে জমি একেবারে আবৃত ছিল এবং ঐ অদ্ভুত গালিচার উপর দিয়া গুল্ফ পর্যন্ত ডুবাইয়া যখন চলিতেছিলাম, তখন ফুলের উগ্র, মিষ্ট গন্ধে আমাদিগকে প্রায় মাতাইয়া দিয়াছিল। আমাদের চারিদিকে ইংলণ্ডের সাধারণ মৌমাছি গুণ গুণ শব্দ করিতেছিল। অনেক গাছের নীচ দিয়া গেলাম, সেগুলির ডাল ফলের ভারে নুইয়া পড়িয়াছে ; কোন কোন ফল পরিচিত, নূতন ফলও ছিল অনেক। কোন্ কোন্ ফলে পাখী ঠোক্‌রাইয়াছে, সেটা দেখিয়া বিষের ভয় এড়াইলাম এবং আমাদের সঞ্চিত খাদ্যের মধ্যে এই উপাদেয় নূতন খাদ্য যোগ করিলাম। বনের মধ্যে দেখিলাম, বন্য জন্তু চলিয়া চলিয়া অনেক পথ করিয়াছে ; জলা-জায়গায় অদ্ভুত সমস্ত পায়ের দাগ দেখিতে পাওয়া গেল, তাহার মধ্যে ইগুয়ানোডনের পায়ের দাগও ছিল। এববার একটা কুঞ্জবনে দেখিলাম, এই প্রকাণ্ড জন্তু অনেকগুলি চরিয়া বেড়াইতেছে, লর্ড জন্ তাঁহার দূরবীণ দিয়া দেখিয়া বলিলেন যে, সকালে যেটাকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম, সেটার শরীরে যেমন আল্‌কাত্‌রার দাগ ছিল, এগুলিরও তেমনি আছে—কিন্তু শরীরের ভিন্ন স্থানে। এই অদ্ভুত ব্যাপারের অর্থ আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

ছোট জন্তু অনেক দেখিলাম—সজারু, আঁইশ-ওয়ালা পিপীলিকা-ভুক্ আর হরঙ্গা, লম্বা, বাঁকান দাঁতওয়ালা একটা বন্য শূকর। একবার গাছের একটা ফাঁক দিয়া একটা শ্যামল পাহাড়ের পরিষ্কার কাঁধটা দেখিতে পাইয়াছিলাম এবং তাহার উপর দিয়া ধূসর রং-য়ের কি একটা জন্তু দ্রুত চলিয়া যাইতেছিল। এমন বেগে চলিয়া গেল যে, সেটা কি জানোয়ার তাহা চিনিতে পারিলাম না ; লর্ড জনের

কথামত এটা যদি হরিণ হয়, তবে আমার দেশে জলাভূমিতে মধ্যে মধ্যে যে অতিকায় আইরিস 'এল্ক্'এর অস্থি পাওয়া গিয়াছে— এটাও সেই রকমই বড়।

আমাদের ক্যাম্পে সেই রহস্যপূর্ণ জানোয়ারটির আগমনের পর হইতে, আমরা এখানে ফিরিবার সময় সর্বদা মনে দুর্ভাবনা লইয়া ফিরিতাম। যাহা হউক, এ যাত্রা আমরা সমস্তই ঠিক আছে দেখিতে পাইলাম। সেইদিন সন্ধ্যার পর, আমাদের বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে গভীর আলোচনা হইল, তাহা আমি একটু বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিব। কারণ, অনেক সপ্তাহ অনুসন্ধান করিয়া ম্যাপল্ হোয়াইট্ দেশ সম্বন্ধে যে জ্ঞানলাভ করিতে পারিতাম—তাহার চাইতে পূর্ণ জ্ঞান, ঐ আলোচনার ফলে আমরা লাভ করিলাম। প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন সামার্লি। সমস্ত দিন তাঁহার মেজাজটি ছিল খিট্‌খিটে ; এখন, পরদিন সকালবেলা আমরা কি করিব, সে সম্বন্ধে লর্ড জনের মন্তব্য শুনিয়া—তাঁহার মেজাজ চরম সীমায় উঠিল।

তিনি বলিলেন—"আমাদের আজকার, কালকার এবং সমস্ত সময়েরই কর্তব্য হচ্ছে—এই যে ফাঁদে পড়েছি, এটা থেকে বা'র হবার পথ দেখা। তোমরা সবাই দেশটার ভিতরে ঢোক্‌বার জন্য মাথা ঘামাচ্ছ। আমি বলি, এখান থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য একটা ফন্দি বা'র করা উচিত।"

চ্যালেঞ্জার তাঁহার বিপুল দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে, গম্ভীর-স্বরে বলিলেন—"কোন বিজ্ঞানবিৎ যে এরূপ নিকৃষ্ট মনোভাব পোষণ কর্‌তে পারে, এটা বড়ই আশ্চর্যের বিষয়! তুমি এমন একটি দেশে

এসেছ, যা গৌরবলিপ্সু প্রাণিতত্ত্ববিদের পক্ষে পরম লোভনীয়; পৃথিবীর আদি থেকে অন্য কারও এমন সৌভাগ্য ঘটে নাই—আর, তুমি প্রস্তাব কর্‌ছ, এই দেশের এবং এর ভিতরের বস্তুর সম্বন্ধে নিতান্ত ভাসা ভাসা জ্ঞানের চাইতে বেশি জ্ঞান লাভ কর্‌বার আগেই চলে যেতে! প্রফেসার সামার্‌লি, এর চাইতে ভাল কিছু তোমার কাছ থেকে আশা করেছিলাম।”

সামার্‌লি কঠোরভাবে বলিলেন—“একটা কথা মনে রেখো—লণ্ডনে আমার অনেক ছাত্র আছে, তারা এখন অত্যন্ত অনুপযুক্ত লোকের হাতে রয়েছে। সুতরাং, তোমার অবস্থা থেকে আমার অবস্থা ভিন্ন, প্রফেসার চ্যালেঞ্জার! কারণ, আমি যতদূর জানি, শিক্ষাসম্বন্ধীয় কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার কখনও তোমাকে দেওয়া হয়নি।”

চ্যালেঞ্জার বলিলেন—“ঠিক বলেছ। যে মস্তিষ্ক সর্বশ্রেষ্ঠ মৌলিক গবেষণার উপযুক্ত, সেটাকে তুচ্ছ বিষয়ে নিযুক্ত করাটা আমি পাপ ব'লে মনে করি। এইজন্যই আমি পণ্ডিতী কাজ কঠোর ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছি।”

সামার্‌লি বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিলেন—“কোন্ কাজটা শুনি?” এই সময়ে লর্ড জন্ তাড়াতাড়ি অন্য কথা তুলিয়া ফেলিলেন।

তিনি বলিলেন—“আমি বল্‌তে বাধ্য যে, এই স্থান সম্বন্ধে বর্তমানে যা জানি, তার চেয়ে অনেক বেশি না জেনে লণ্ডনে ফিরে গেলে কাজটা নেহাৎ খারাপ হবে।”

আমি বলিলাম—“আমি আমার কাগজের আফিসে ফিরে গিয়ে, বৃদ্ধ ম্যাক্ আর্ডলের সাম্‌নে দাঁড়াতে ভরসা পাব না।” (আমার এই

কৈফিয়তের সরলতা ক্ষমা কর্‌বেন, সার্‌।) "এমন একটা প্রবন্ধের খোরাক অসমাপ্ত রেখে গেলে, তিনি কখনই আমাকে ক্ষমা কর্‌বেন না। তা ছাড়া, আমি যতদূর দেখ্‌তে পাচ্ছি, আমরা ইচ্ছা কর্‌লেও যখন নীচে নাম্‌তে পার্‌ব না, তখন এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা বৃথা।"

চ্যালেঞ্জার বলিলেন—"আমাদের তরুণ বন্ধুটি দেখ্‌ছি, তার মানসিক অসম্পূর্ণতা আদিম সহজ জ্ঞান দিয়ে পুষিয়ে নেয়। এর ঘৃণিত ব্যবসায়ের ক্ষতিবৃদ্ধিতে আমাদের কিছু এসে যায় না, কিন্তু, কথাটা বলেছে ঠিক—কিছুতেই আমরা নামতে পার্‌ব না, অতএব, এ সম্বন্ধে আলোচনা করা পণ্ডশ্রম।

সামার্‌লি তামাক টানিতে টানিতে গজ্‌ গজ্‌ করিয়া উঠিলেন—"এটা ছাড়া অন্য কিছু করাও পণ্ডশ্রম। মনে ক'রে দেখ, আমরা এখানে এসেছিলাম একটা ধরাবাঁধা কাজের জন্য—লণ্ডনে জুওলজি-ক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট্ আমাদিগকে সে কাজের ভার দিয়েছিলেন। কাজটা ছিল—প্রফেসার চ্যালেঞ্জারের উক্তির সত্য প্রমাণ করা। আমি বল্‌তে বাধ্য যে, সে উক্তি সমর্থন কর্‌বার মত অবস্থা এখন আমাদের হয়েছে। কাজেই, আমাদের আসল কাজটি শেষ হয়েছে। এই মালভূমিতে সূক্ষ্ম অনুসন্ধানের কাজ যা বাকি আছে, তা এমনি বিরাট যে, বিশেষরকম সরঞ্জাম নিয়ে বড় একটা অভিযান যদি এখানে আসে, তবেই সে কাজ সম্পন্ন হতে পার্‌বে। আমরা যদি তা করবার চেষ্টা করি, তা হলে তার ফল হবে এই—বিজ্ঞান-ভাণ্ডারে দেবার মত যেটুকু আমরা ইতিপূর্বেই পেয়েছি—সেটুকু নিয়েও ফিরে যেতে পার্‌ব না। যে মালভূমিটা এমন দুরারোহ মনে হয়েছিল, তাতে

উঠ্‌বার উপায় চ্যালেঞ্জার করেছেন। অতএব, আমরা যে জগৎ থেকে এসেছি, সেখানে যাতে ফিরে যেতে পারি, এখন সেই বুদ্ধি খাটাতেই তাঁকে অনুরোধ করা উচিত।"

আমি স্বীকার করিতেছি, সামার্‌লির মত আমার নিকট যুক্তিসঙ্গতই মনে হইল। এমনকি, প্রফেসার চ্যালেঞ্জারও এই ভাবিয়া বিচলিত হইলেন যে, যাহারা তাঁহার উক্তিতে সন্দেহ করিয়াছিল, তাহাদিগের নিকট তাহার প্রমাণ না পৌঁছিলে, তাঁহার সেই বিপক্ষদের প্রতিবাদ মিথ্যা প্রতিপন্ন হইবে না।

চ্যালেঞ্জার বলিলেন—"নাম্‌বার সমস্যাটা আপাততঃ দুর্জয় বলেই মনে হয়, কিন্তু, তবু, বুদ্ধিবলে যে সেটা পূরণ করা যাবে—সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। ম্যাপল্‌ হোয়াইট্‌ দেশে দীর্ঘকাল থাকাটা যে এখন যুক্তিসঙ্গত নয় এবং আমাদের ফিরে যাবার কথাটা যে শীগ্‌গিরই ভাব্‌তে হবে—সে বিষয়ে আমি আমার সহকর্মীর সঙ্গে একমত হতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু, তবু যে পর্যন্ত না এ দেশটার অন্ততঃ একটা ভাসা ভাসা পরীক্ষা কর্‌তে পার্‌ব এবং একটা নক্সা সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে পার্‌ব—সে পর্যন্ত কিছুতেই আমি এখান থেকে যাব না।"

প্রফেসার সামার্‌লি নাক দিয়া একটা অধীরতাসূচক শব্দ করিলেন।

তিনি বলিলেন—"দুটি দিন আমরা অনুসন্ধানে কাটিয়েছি, কিন্তু জায়গাটার ভৌগোলিক তত্ত্ব সম্বন্ধে, প্রথমের চাইতে বেশি জ্ঞান-লাভ কর্‌তে পারিনি। পরিষ্কার জানা গিয়েছে, জায়গাটা ঘন বনে ভর্তি। এটার ভিতরে ঢুকে, এক স্থানের সঙ্গে অন্য স্থানের কি

সম্পর্ক—এ সব বিষয় জান্‌তে মাসের পর মাস কেটে যাবে। ঠিক মাঝখানে একটা চূড়া থাক্‌লে অন্য কথা ছিল, কিন্তু, যতদূর দেখা যায় —সমস্তই যেন নীচের দিকে ঢালু হয়ে নেমেছে। যত দূরে যাব ততই সাধারণ দৃশ্যটি দেখ্‌বার সম্ভাবনা কম।"

ঠিক এই সময়ে আমার মনে একটা প্রেরণা আসিল। সেই যে বিশাল 'গিঙ্কো' গাছটা, যেটার ডাল আমাদের মাথার উপরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল—সেই গাছটার কাণ্ডটার দিকে হঠাৎ আমার নজর পড়িল। বাস্তবিক, এটার কাণ্ড যদি অন্য সব গাছের চাইতে মোটা হয়, তবে, এটার উচ্চতাও নিশ্চয় বেশি হইবে। মালভূমির কিনারাটা যখন সত্যই সকলের চাইতে উঁচু জায়গা, তখন, এই গাছটার উপরে উঠিলে সমস্ত দেশটা দেখা যাইবে না কি? ছেলেবেলায় আমি যখন আয়ারলণ্ডে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতাম, তখন হইতেই গাছ-চড়ার আমায় খুব সাহস এবং নিপুণতা ছিল। পর্বতারোহণে আমার সঙ্গীগণ আমার চাইতে ওস্তাদ হইতে পারেন, কিন্তু গাছের বেলা আমিই শ্রেষ্ঠ। ঐ বিশাল ডালগুলির সকলের চাইতে নীচেরটাতে যদি একবার পা দিতে পারি, তবে, ডগায় উঠিতে না পারাটা বাস্তবিকই আশ্চর্যের বিষয় হইবে। আমার সঙ্গীগণ আমার এই মতলব শুনিয়া খুসী হইলেন।

আনন্দে প্রফেসার চ্যালেঞ্জারের গালদুটি লাল এবং উঁচু হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—"আমাদের তরুণ বন্ধুটি এসব বাজিকরের কাজের উপযুক্ত। কোন ভারিক্কী লোকের চেহারা হয়ত ওর চাইতে জবর হইতে পারে, কিন্তু তাঁর পক্ষে এ কাজ একেবারে অসম্ভব। আমি ওর প্রস্তাবে বাহবা দিচ্ছি।"

লর্ড জন্ আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন—"তাইত, বাবাজি। ঠিক খেয়ালটাই করেছ, দেখ্ছি। আমরা কেন যে আগে এটার কথা ভাবিনি, সেটা ধারণা করতে পারি না! এখন বেলা পড়্তে ঘণ্টাখানেকের বেশি বাকি নাই, কিন্তু, তুমি যদি নোট-বুকটি সঙ্গে নিয়ে যাও, তাহলে, জায়গাটার একটা মোটামুটি নক্সা ক'রে আন্তে পার। ডালটার নীচে এই গুলিবারুদের বাক্স তিনটে রেখে, সহজেই তোমাকে তুলে দিতে পার্ব।"

লর্ড জন্ বাক্সগুলির উপরে দাঁড়াইলেন, আমি গাছের দিকে মুখ করিলাম এবং সবেমাত্র তিনি আস্তে আস্তে তুলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময় চ্যালেঞ্জার লাফাইয়া আসিয়া, তাঁহার বিশাল হাত দিয়া আমাকে এমনই ঠেলিয়া দিলেন যে, আমি যেন বন্দুকের গুলির মত বেগে গাছের ডালের কাছে উঠিয়া পড়িলাম। দুই হাতে ডালটি ধরিয়া পায়ে চেষ্টা করিতে করিতে, ক্রমে শরীর ও হাঁটু ডালের উপরে তুলিলাম। আমার মাথার উপরে যেন সিঁড়ির ধাপের মত পর পর তিনটা গাছের ঝুরি ছিল এবং তাহার উপরেই সুবিধামত কতকগুলি ডালও ছিল—সেইগুলির সাহায্যে আমি এত তাড়াতাড়ি উঠিতে পারিলাম যে, শীঘ্রই মাটি অদৃশ্য হইল—আমার নীচে ডাল, পাতা ভিন্ন আর কিছুই দেখা গেল না। মধ্যে মধ্যে বাধাও পড়িল—খানিকটা জায়গা, আট-দশ ফুট লতা বাহিয়া উঠিতে হইল, কিন্তু, তবু আমি বেশ উঠিতে লাগিলাম এবং চ্যালেঞ্জারের গুরুগম্ভীর স্বর ক্রমে নীচে অনেক দূরে বোধ হইতে লাগিল। গাছটা ছিল বিশাল; উপরের দিকে চাহিয়া, মাথার উপরে পাতা পাত্লা হওয়ার চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। যে ডালটা ধরিয়া উঠিতেছিলাম

সেটাতে একটা ঝোপের মত পাতার ঝাড় ছিল—যেন একটা পরগাছা গজাইয়াছে। এটার ওপিঠে কি আছে দেখিবার জন্য মাথাটি বাড়াইলাম এবং যাহা দেখিলাম, তাহাতে দারুণ ভয় এবং বিস্ময়ে গাছ হইতে প্রায় পড়িয়াই গিয়াছিলাম!

মাত্র এক ফুট কি দুই ফুট দূরেই—একটা মুখ আমার দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে! যে জন্তুটার মুখ সেটা এই পরগাছার পিছনে গুঁড়ি মারিয়াছিল এবং আমার সঙ্গে সঙ্গেই সেটাও পরগাছার অন্য পাশে তাকাইয়াছিল। এটা মানুষের মুখ, অন্ততঃ এ পর্যন্ত যত বানরের মুখ দেখিয়াছি, তাহার চাইতে এটা দেখিতে বেশি মানুষের মত। মুখটা লম্বা, সাদাটে এবং ব্রণতে ভর্তি, নাকটা চেপ্‌টা, নীচের চোয়াল সম্মুখের দিকে বাহির হইয়া আছে—চিবুক জুড়িয়া শূয়রের কুঁচির মত দাড়ি। মোটা ভ্রূর নীচে দুটি চক্ষু পাশবিক এবং হিংস্র; মুখ খুলিয়া যখন গর্জন করিল—যেন অভিসম্পাতের মত শুনাইল—তখন দেখা গেল, ইহার কুকুরের মত বাঁকা এবং তীক্ষ্ণ দাঁত আছে। মুহূর্তের জন্য দেখিলাম, ইহার দৃষ্টি বিদ্বেষপূর্ণ এবং ভীতি-প্রদর্শক। পর মুহূর্তেই চকিতে ভয়ের ভাব আসিয়া তাহাকে অভিভূত করিল। মড় মড় শব্দে ডাল ভাঙিয়া জন্তুটা নীচের দিকে ঝাঁপাইয়া পড়িল, সেই সময় লাল্‌চে শূয়রের মত একটা লোমশ দেহ এক নজর দেখিতে পাইলাম।

লর্ড রক্‌স্‌টন্‌ নীচ হইতে চেঁচাইয়া উঠিলেন—"আরে, হ'লো কি? কোন মুস্কিলে পড়্‌লে নাকি?"

আমার গা ছম্‌ছম্‌ করিতেছিল. দুই হাতে ডালটা জড়াইয়া ধরিয়া, চিৎকার করিয়া বলিলাম—"ওটাকে দেখ্‌তে পেয়েছিলেন কি?"

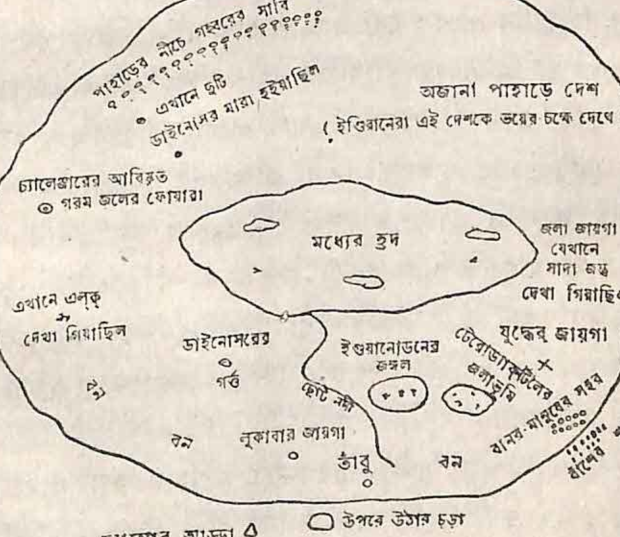
"একটা গোলমাল শুন্‌তে পেয়েছিলাম, যেন তোমার পা পিছ্‌লে গিয়েছিল। ওটা কি?"

হঠাৎ এরূপ অদ্ভুতভাবে এই নর-বানরটা দেখিয়া, এমনই হতভম্ব হইয়া গিয়াছিলাম যে, আমি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম—তৎক্ষণাৎ নীচে নামিয়া গিয়া, সঙ্গীদিগকে আমার এই অভিজ্ঞতার কথা বলা উচিত কি-না, কিন্তু ইতিপূর্বেই গাছের এতটা উপরে উঠিয়া পড়িয়াছিলাম যে, আমার কাজ শেষ না করিয়া গেলে অত্যন্ত লজ্জার বিষয় হইবে।

একটু দম লইবার জন্য এবং মনে সাহস ফিরাইয়া আনিবার জন্য, কিছুক্ষণ থামিয়া আবার চড়িতে লাগিলাম। একবার শুধু একটা শুক্‌না ডালে পা পড়াতে ডালটা ভাঙ্গিয়া গিয়া আমি কয়েক সেকেণ্ড হাতের ভরে ঝুলিয়াছিলাম, কিন্তু মোটের উপরে চড়াটা বেশ সহজই হইয়াছিল। ক্রমে আমার চারিদিকে গাছের পাতা পাত্‌লা হইতে লাগিল এবং মুখে বাতাস লাগিতে বুঝিতে পারিলাম—বনের অন্য সব গাছের উপরে উঠিয়াছি। আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলাম, গাছটার সকলের চাইতে উঁচু জায়গায় না পৌঁছিয়া, চারিদিকে তাকাইব না, কাজেই আরও উঠিলাম—অবশেষে সর্বোচ্চ ডালটি আমার ভারে নুইয়া পড়িতে লাগিল। সেখানে দুটি ডালের সন্ধিস্থলে সুবিধামত বসিলাম এবং নিরাপদে স্থির হইয়া নীচের দিকে চাহিয়া—এই অদ্ভুত দেশের অত্যাশ্চর্য মহাদৃশ্যটি দেখিতে লাগিলাম।

তখন সূর্য পশ্চিমে আকাশ-প্রান্তের একটু উপরে, বিকালটি বিশেষভাবে উজ্জ্বল এবং পরিষ্কার—সমগ্র বিস্তৃত মালভূমিটি আমার

নীচে দেখিতে পাওয়া গেল। উপর হইতে দেখিলাম মালভূমিটি ডিম্বাকৃতি—প্রায় ত্রিশ মাইল লম্বা এবং কুড়ি মাইল চওড়া। ইহার সাধারণ আকৃতিটা চ্যাটাল ফানেলের মত এবং সমস্ত ধারগুলি ক্রমে ঢালু হইয়া নামিয়া মধ্যখানে বেশ বড় একটা হ্রদে গিয়া শেষ হইয়াছে। এই হ্রদটার পরিধি মাইল দশেক হইতে পারে, গোধূলির আলোকে বেশ সুন্দর দেখাইতেছিল। হ্রদের কিনারা জুড়িয়া ঘন নল-বন, এবং স্থানে স্থানে বালুচর—তাহাতে সূর্যের ক্ষীণ আলো পড়িয়া সোণার মত চক্ চক্ করিতেছিল। কতকগুলি লম্বা এবং



ম্যাপল্ হোয়াইট দেশের নক্সা

কাল জিনিস এই বালুচরের কিনারায় পড়িয়াছিল—সেগুলি কুমীরের চাইতে অনেক বড় এবং ক্যানোর চাইতে অনেক লম্বা। দূরবীণ

দিয়া পরিষ্কার দেখিতে পাইলাম—এগুলি জীবিত, কিন্তু কি জানোয়ার সেটা আমি বুঝিতে পারিলাম না।

আমরা মালভূমির যে দিক্‌টাতে ছিলাম, সেখান হইতে বন ঢালু হইয়া মধ্যের হ্রদটি পর্যন্ত গিয়া নামিয়াছে, সেই বনে মধ্যে মধ্যে উন্মুক্ত স্থানও (glade) আছে। আমার প্রায় পায়ের নীচেই ইগুয়ানোডনের স্থানটি দেখিতে পাইলাম। কিছু দূরের বনের মধ্যে একটা গোল খোলা জায়গা ছিল—তাহাই টেরোড্যাক্‌টিলের সেই জলা। আমার মুখের সাম্‌নেই মালভূমির যে অংশটি ছিল, তাহার দৃশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। বাহিরের দিকে ব্যাসল্ট্‌ পাথরের যেমন খাড়া পাহাড়, ভিতরের দিকেও সেইরকম পাহাড় ছিল, প্রায় দুইশত ফুট উঁচু এবং দুর্গ-প্রাচীরের বাহিরের দিকের মত গঠন—তাহার নীচে বনপূর্ণ ঢালু জমি। এইসকল লাল পাহাড়ের ভিত্তি ধরিয়া জমি হইতে একটু উঁচুতে, দূরবীণ দিয়া কতকগুলি অন্ধকার গর্ত দেখিতে পাইলাম, অনুমান করিলাম সেগুলি গহ্বরের মুখ হইবে। ইহার একটার মুখের কাছে সাদা একটা কিছু চক্‌চক্‌ করিতেছিল—সেটা কি বুঝিতে পারিলাম না। আমি বসিয়া দেশটার নক্সা প্রস্তুত করিতে লাগিলাম। ক্রমে এত অন্ধকার হইয়া গেল যে, সূক্ষ্মভাবে কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

তখন আমি নীচে সঙ্গীদিগের নিকট নামিয়া আসিলাম, তাঁহারা উৎসুক হইয়া ঐ বিশাল গাছের তলায় বসিয়াছিলেন। অভিযানের কাজে এইবারে অন্ততঃ আমিই বাহাদুরি দেখাইয়াছি। ইহা আমি নিজে ভাবিয়াছি, শেষও করিয়াছি নিজেই, আর, যে নক্সাটি প্রস্তুত করিয়াছি, তাহাতে এই বিপদ-সঙ্কুল প্রদেশে অন্ধভাবে পথসন্ধানের

পরিশ্রমটা অনেকটা কমিবে। সঙ্গীরা প্রত্যেকে আমার সহিত সসম্মানে করমর্দন করিলেন, কিন্তু নক্সাটি সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিবার আগে, আমাকে গাছে সেই নর-বানরের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা তাঁহাদিগকে বলিতে হইল।

আমি বলিলাম—"ওটা সারাক্ষণই ওখানে ছিল।"

লর্ড জন্ জিজ্ঞাসা করিলেন—"তা তুমি কি ক'রে জান্‌লে?"

আমি বলিলাম—"যেহেতু, এ ভাবটা কিছুতেই আমার মন থেকে দূর হচ্ছিল না, যে, 'সাংঘাতিক একটা কিছু সব সময়ই আমাদের নজরে রেখেছে'। প্রফেসার চ্যালেঞ্জার, আপনাকেও ত এ কথা আগে বলেছি।"

চ্যালেঞ্জার বলিলেন—"হাঁ, তরুণ বন্ধুটি এ ধরণের কিছু বলেছিল, সত্যি। আমাদের মধ্যে ও-ই কেল্টিক্ ধাতের লোক—এরূপ ভাব তার মনের মধ্যে থাকারই কথা।"

তামাকের নলটি পূর্ণ করিয়া সামার্‌লি বলিলেন—"টেলিপ্যাথির সমগ্র মতবাদটা—"

চ্যালেঞ্জার দৃঢ়তার সহিত বলিলেন—"অতিশয় বিরাট, এখন সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যায় না।" তারপর, ঠিক যেন পাদ্রি নীতি-বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বলিতেছেন, এরূপভাবে আমাকে বলিলেন —"এখন, বল দেখি, জন্তুটা তার বুড়ো আঙ্গুল হাতের তেলোর উপর এড়োভাবে রাখ্‌তে পারে কি না—সেটা তুমি দেখ্‌তে পেয়েছিলে কি?"

"না, তা পাইনি।"

"ওটার কি ল্যাজ ছিল?"

"না।"

"পা মুঠো করতে পারে, এমন দেখ্‌লে কি ?"

"আমার মনে হয়, তা না পার্‌লে ওটা ডাল ধ'রে এমন তাড়াতাড়ি চ'লে যেতে পার্‌ত না।"

চ্যালেঞ্জার বলিলেন—"সাউথ্‌ আমেরিকায়, আমার মনে আছে—প্রফেসার সামার্‌লি, আমার উক্তি ঠিক হয় কি না, দেখো—প্রায় ছত্রিশরকমের বানর আছে, কিন্তু নর-বানর একেবারে অজ্ঞাত। যাহোক্, এদেশে দেখ্‌ছি সেটা আছে। গরিলার মত লোম-ওয়ালা জাতের বানর ওটা নয়, আফ্রিকা এবং পূর্ব দেশের বাইরে ও রকম বানর দেখা যায় না।" (আমি তাঁহার দিকে যখন চাহিলাম, তখন তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিবার ইচ্ছা হইয়াছিল যে, কেন্‌সিংটন্‌ যাদুঘরে ইহার স্বজাতিকে দেখিয়াছি)। "এটা হচ্ছে দাড়িওয়ালা এবং বর্ণহীন ; পরের বিশেষত্বটায় প্রমাণ কর্‌ছে—এটা গাছের মধ্যে নির্জনে বাস করে। এখন প্রশ্ন এই—বানরের না মানুষের সঙ্গে এর বেশি সাদৃশ্য। পরেরটা ঠিক হ'লে, সাধারণ লোকেরা যে মানুষ এবং বানরের মধ্যবর্তী জীবের কথা বলে—এটাও তার কাছাকাছি। এই সমস্যাটি পূরণ করাই আমাদের প্রথম কর্তব্য কাজ।"

সামার্‌লি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—"না, তা কখনই না। ম্যালোনের বুদ্ধি এবং ক্ষিপ্রকারিতার বলে (কথাগুলি উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না) যখন আমার নক্‌সাটি পেয়েছি, তখন আমাদের একমাত্র কর্তব্য কাজটি হচ্ছে—এই ভয়ঙ্কর জায়গা থেকে নিরাপদে স'রে পড়া।"

চ্যালেঞ্জার গুম্‌রিয়া উঠিলেন—"সভ্যতার ভোগ-বিলাস!"

সামার্‌লি বলিলেন—"তা নয়, হে, সভ্যতার কালি-কলম।

আমাদের কাজ হচ্ছে, যা দেখেছি তা লিখে রাখা—বাকি অনুসন্ধান অন্যের জন্য থাক্। ম্যালোন্ নক্সা বানাবার আগে, তোমরা সকলেই তা বলেছিলে।"

চ্যালেঞ্জার বলিলেন—"বেশ, আমি স্বীকার কর্ছি—আমাদের অভিযানের ফল বন্ধুদের কাছে ঠিক পাঠানো হয়েছে, এটা জান্তে পারলেই আমি নিশ্চিন্ত হব। এখান থেকে নাম্ব কি ক'রে, সে সম্বন্ধে এখন পর্যন্ত কিছু ভাব্তে পারিনি। যা হোক্, এ পর্যন্ত এমন কোন সমস্যা উপস্থিত হয়নি, যা আমার উদ্ভাবক মস্তিষ্ক পূরণ ক'রতে অসমর্থ হয়েছে। আমি কথা দিচ্ছি, নাম্বার বিষয়টা সম্বন্ধে আমি কাল ভাব্ব।"

বিষয়টা এইরূপে স্থগিত রহিল। সেইদিন সন্ধ্যার পর, আগুন এবং একটি মোমবাতির আলোকে—অজ্ঞাত জগতের প্রথম নক্সা বিস্তৃতভাবে আঁকা হইল। গাছের উপর হইতে যাহা মোটামুটি টুকিয়া আনিয়াছিলাম, তাহার প্রত্যেকটি যথাস্থানে আঁকিলাম। হ্রদের প্রকাণ্ড ফাঁকা জায়গাটার উপরে চ্যালেঞ্জারের পেন্সিল ইতস্ততঃ নড়িতে লাগিল।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"এটার কি নাম দেব?"

সামার্লি তাঁহার স্বাভাবিক কর্কশভাবে বলিলেন—"তোমরা নামটি চিরস্মরণীয় কর্বার এ সুযোগটা ছাড় কেন?"

চ্যালেঞ্জার কড়া জবাব দিলেন—"ভবিষ্যৎ বংশের উপর আমার নামের জন্য এবং আরো ব্যক্তিগত দাবি থাক্বে। মূর্খ লোকেই কোন নদী কিংবা পাহাড়ের উপর তার স্মৃতি রেখে যায়। এরূপ স্মৃতি-স্তম্ভের আমার প্রয়োজন নাই।"

সামার্‌লি ঠোঁট বাঁকাইয়া হাসিয়া, আবার আক্রমণ করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় লর্ড জন্‌ তাড়াতাড়ি মধ্যে আসিয়া পড়িলেন।

তিনি বলিলেন—"বাবাজি, হ্রদের নাম দেওয়া তোমারই কাজ। তুমিই প্রথম এটাকে দেখেছ, এখন, তুমি যদি এটাকে 'ম্যালোন্‌-হ্রদ' নাম দিতে চাও, তবে তাই হোক্‌।"

চ্যালেঞ্জার বলিলেন—"নিশ্চয়। আমাদের তরুণ বন্ধুটি-ই তাহলে এটার নাম দিক্‌।"

আমি বলিলাম—বলিবার সময় নিশ্চয় আমার মুখ লাল হইয়াছিল—"এটার তাহলে, 'গ্ল্যাডিস্‌ হ্রদ' নাম রাখা হোক্‌।"

সামার্‌লি মন্তব্য করিলেন—" 'সেণ্ট্রাল লেক্‌' নাম রাখ্‌লে আরো ভাল হবে ব'লে তোমার মনে হয় না কি?"

"আমি গ্ল্যাডিস্‌ হ্রদটা-ই বেশী পছন্দ করি।"

চ্যালেঞ্জার সহানুভূতির সহিত আমার দিকে তাকাইলেন এবং অসম্মতির ভাণ করিয়া মাথা নাড়িলেন। তিনি বলিলেন—"ছেলে-মানুষ ছেলেমানুষই থাক্‌বে। গ্ল্যাডিস্‌ হ্রদই তাহলে নাম হোক্‌।"

একাদশ পরিচ্ছেদ

আমি বলিয়াছি যে,—কিংবা, হয়ত বলি নাই, কারণ, বর্তমান অবস্থায় আমার স্মৃতি আমার সঙ্গে চালাকি খেলিতেছে—আমাদের এই অবস্থাটার একটা কিনারা করিয়া দেওয়াতে, অন্ততঃ, সে বিষয়ে

অনেকখানি সাহায্য করাতে, যখন আমার সঙ্গীদিগের মত তিনটি লোক আমাকে ধন্যবাদ করিলেন, তখন আমি অহঙ্কারে ফুলিয়া উঠিলাম। দলের মধ্যে আমিই সকলের ছোট, শুধু বয়সে নয়—জ্ঞান, চরিত্র, অভিজ্ঞতা—মানুষ হইতে হইলে যাহা কিছু দরকার—সব বিষয়েই আমি প্রথম হইতেই সঙ্গীদের নগণ্য ছিলাম এবং এখন আমি অনেকটা অভিজ্ঞতালাভ করিয়াছি—এই ভাবিয়া আমি উৎফুল্ল হইলাম, কিন্তু, হায়রে, পতনের পূর্বেই অহঙ্কার দূর হয়। আত্মতৃপ্তির এই আভাটুকু, যাহাতে আমার আত্মনির্ভরতা বাড়াইয়া দিল, সেই রাত্রেই আমাকে আমার জীবনের মহা ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতায় লইয়া উপস্থিত করিল, তাহার ফলে আমার এমনই একটা ধাক্কা লাগিয়াছিল যে, সে কথা ভাবিলে আমার মন ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া যায়।

ঘটনাটি এই—সেই গাছের বিচিত্র ব্যাপারে আমি অতিরিক্ত উত্তেজিত হইয়াছিলাম, ঘুমানো অসম্ভব বোধ হইল। সামারলি ছিলেন প্রহরী—আগুনের পাশে উপুড় হইয়া বসিয়াছিলেন, অদ্ভুত কাঠখোট্টা চেহারা, রাইফল্‌টি তাঁহার হাঁটুর উপরে এবং ক্লান্তিবশতঃ ঝিমাইতেছিলেন—সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ছুঁচাল ছাগল-দাড়িও নড়িতেছিল। লর্ড জন্ একটা কম্বল মুড়ি দিয়া পড়িয়াছিলেন, আর চ্যালেঞ্জার ঘড়র-ঘড়র শব্দে বন প্রতিধ্বনিত করিয়া নাক ডাকাইতেছিলেন। উজ্জ্বল আলোক, বাতাস রীতিমত ঠাণ্ডা—নৈশভ্রমণের উপযুক্ত রাত্রি। এই সময়ে হঠাৎ মনে আসিল—"এক কাজ করি না কেন?"—চোরের মত চুপি চুপি যদি বাহির হইয়া যাই, যদি সেই সেণ্ট্রাল্ লেকটায় গিয়া উপস্থিত হই এবং সেটার সংবাদ লইয়া প্রাতরাশের পূর্বেই আবার ফিরিয়া আসি—তাহা হইলে আমি আরও বেশি উপযুক্ত

পূর্ণচন্দ্রের সঙ্গী বলিয়া বিবেচিত হইব না কি? তারপর সামার্‌লির মতেই যদি আমাদের চলিতে হয় এবং পলায়নের কোন উপায় করা যায়, তবে, মালভূমির কেন্দ্রস্থিত রহস্যের সন্ধান লইয়া, আমরা লণ্ডনে ফিরিয়া যাইতে পারিব—আর সেই রহস্যপূর্ণ স্থানে প্রবেশ করিব কি না আমি—একাকী! গ্ল্যাডিসের কথা মনে পড়িল, "আমাদের চারিদিকেই বীরের কাজ বর্তমান," এই কথাটি সে বলিয়াছিল—স্বরটি যেন শুনিতে পাইলাম। ম্যাক্‌ আর্ডলের কথাও মনে পড়িল। কাগজের জন্য কি জবরদস্ত তিন কলাম্‌ প্রবন্ধ! উন্নতির একেবারে পাকা ভিত্তি! ইহার পর কোন বড় যুদ্ধ বাধিলে, সংবাদদাতার কাজটি পাইতে মুস্কিল হইবে না। খপ্‌ করিয়া একটা বন্দুক তুলিয়া লইলাম—পকেটটি কার্তুজে ভর্তিই ছিল—ক্যাম্পের দরজায় কাঁটা ঝোপ ফাঁক করিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িলাম। শেষ দেখিয়া গেলাম, অকর্মণ্য প্রহরী সামার্‌লি, ঘুমন্ত অবস্থায় কলের পুতুলের মত তখনও আগুনের সম্মুখে বসিয়া ঢুলিতেছেন।

একশত গজ যাইতে না যাইতেই, আমি আমার এই দুঃসাহসিক কাজের জন্য অনুতাপ করিতে লাগিলাম। আমার এই বিবরণের কোন স্থানে হয়ত বলিয়াছি যে, আমি অত্যধিক কল্পনাপ্রবণ, সেজন্য আমার প্রকৃত সাহসের অভাব আছে, অথচ ভীরুর মত আচরণ দেখাইতেও আমি অত্যন্ত ভয় পাই। এই ভাবটাই আমাকে লইয়া চলিল। কিছু না করিয়া চুপি চুপি ফিরিয়া আসিতে আমি কোন-মতেই পারিলাম না। আমার সঙ্গীরা যদি আমার বহির্গমন টের না পান এবং আমার দুর্বলতার কথা জানিতে না পারেন, তবু, আমার মনে একটা অসহ্য আত্মগ্লানি থাকিয়া যাইবে। এই সব সত্ত্বেও,

আমার বর্তমান অবস্থায় আমার গায়ে কাঁটা দিল এবং তখন মানে মানে এই ব্যাপার হইতে মুক্ত হইবার জন্য আমার যথাসর্বস্ব দিতে পারিতাম।

বনের মধ্য অতি ভীষণ। গাছগুলি এমন ঘন এবং তাহাদে শাখাপ্রশাখা এমন বিস্তৃত যে, আমি চাঁদের আলো দেখিতে পাইলাম না, শুধু মধ্যে মধ্যে উঁচু ডালগুলি তারাপূর্ণ আকাশের গায়ে সূক্ষ্ম জালির নক্সার মত দেখা যাইতেছিল। ক্রমে চক্ষু অন্ধকারে অভ্যস্ত হইয়া গেলে অবশ্য দেখা যায় যে, গাছের মধ্যে অন্ধকারের তারতম্য আছে—কোথাও ঝাপ্‌সা, কোথাও আবার তাহার মধ্যে ঘুট্‌ঘুটে কাল চাপ্‌ড়ার মত—যেন গহ্বরের মুখ; চলিতে চলিতে এগুলি দেখিয়া আমি দারুণ ভয়ে সরিয়া যাইতে লাগিলাম। সেই যে নির্যাতিত ইগুয়ানোডনের হতাশ আর্তনাদে যে বন প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল—তাহা মনে পড়িয়া গেল। লর্ড জনের মশালের আলোকে সেই যে স্ফীত, আঁচিলপূর্ণ, রক্তাক্ত মুখ মুহূর্তের জন্য দেখিয়াছিলাম—সেটাও মনে পড়িল। এখন আমি সেই জন্তুর শিকার-ভূমিতে রহিয়াছি। এই অজ্ঞাত-কুল-শীল সাংঘাতিক রাক্ষুসে জানোয়ার, অন্ধকারের ভিতর হইতে যে-কোন মুহূর্তে আমার উপর লাফাইয়া পড়িতে পারে। আমি দাঁড়াইলাম এবং পকেট হইতে একটা কার্ত্তুজ লইয়া বন্দুকে পুরিতে গিয়া দেখিলাম, কি সর্ব্বনাশ! রাইফলের জায়গায় ছিটাগুলির বন্দুকটি লইয়া আসিয়াছি!

আবার ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা মনে জাগিল। এটা আমার ফিরিয়া যাইবার অতি উত্তম কারণ, ইহার জন্য কেহই আমাকে দোষ দিতে পারিবে না,কিন্তু, আবার সেই নির্বোধের অহঙ্কার আসিয়া

বাধা দিল—আমি অকৃতকার্য হইতে পারি না, হইলে চলিবে না। যে রকম বিপদ হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহাতে রাইফল্ হইলেই বা কি? ছিটাগুলির বন্দুকের মত সেটাতেও কাজ দিবে না। অস্ত্র বদ্‌লাইবার জন্য তাঁবুতে ফিরিয়া গেলে, কাহারও চক্ষে না পড়িয়া ভিতরে প্রবেশ করা, আবার বাহির হইয়া আসা—অসম্ভব। ধরা পড়িলে কৈফিয়ৎ দিতে হইবে এবং আমার প্রচেষ্টা গোপন থাকিবে না। একটু ইতস্ততঃ করার পর সাহসে বুক বাঁধিয়া, অকর্মণ্য বন্দুকটি বগলে লইয়া আবার চলিলাম।

বনের অন্ধকারটা ছিল ভীষণ, ইগুয়ানোডনের সেই উন্মুক্ত বিচরণ-ভূমিতে যে উজ্জ্বল চন্দ্রালোক পড়িয়াছিল—তাহা আরও ভয়ঙ্কর! ঝোপের মধ্যে লুকাইয়া থাকিয়া আমি সেদিকে চাহিলাম। সেই প্রকাণ্ড জন্তুর একটাকেও দেখিতে পাইলাম না। তাহাদিগের একটার বিপত্তি দেখিয়া, বোধ করি অন্যগুলি চরিবার জায়গা হইতে পলাইয়াছিল। সেই কুহেলিকাময় রজতোজ্জ্বল রাত্রিতে কোন জীবন্ত প্রাণীর চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। সাহসে ভর করিয়া তাড়তাড়ি এই স্থানটা পার হইয়া গিয়া, অন্য পাশের বনের মধ্যে সেই নদীটি খুঁজিয়া পাইলাম—এই নদীটিই ছিল আমার পথ-প্রদর্শক। ইহার কুলুকুলুধ্বনি আমাকে বেশ উৎসাহ দিল—শৈশবে আমি আমার দেশে, ট্রাউট্‌মৎস্যপূর্ণ সেই প্রিয় নদীটিতে মাছ ধরিবার সময় যেমন উৎসাহ পাইতাম, ঠিক সেইরকম। ইহার তীর দিয়া ক্রমাগত চলিলে, আমি সেই হ্রদটিতে নিশ্চয় গিয়া পৌঁছিব, আবার সেই পথে ফিরিয়া আসিলে তাঁবুতে ঠিক পৌঁছিব। জট-পাকানো ঝোপঝাপের জন্য মধ্যে মধ্যে নদীটি চোখের আড়াল হইল

বটে, কিন্তু সব সময়ই তাহার কল্ কল্, ছল্ ছল্ শব্দ শুনিতে পাইলাম।

ঢালু জায়গায় নামিবার পর, বন পাত্‌লা হইয়া গেল, বনের স্থান ঝোপ এবং উঁচু গাছে পূর্ণ হইল। সেজন্য আমি বেশ দ্রুত চলিতে পারিলাম এবং আমি নিজে অলক্ষিত থাকিয়া, সমস্তই দেখিতে পাইতেছিলাম। টেরোড্যাক্‌টিল-জলাটার খুব নিকট দিয়া গেলাম এবং যাইবার সময় একটা এই প্রকাণ্ড জানোয়ার, তাহার ডানায় শুক্‌না চম্‌ড়ার মচ্‌মচ্‌ শব্দ করিতে করিতে, নিকটেই কোথাও হইতে আকাশে উড়িল—পক্ষবিস্তার করিয়া চওড়ায় প্রায় কুড়ি ফুট হইবে। সে যখন চন্দ্রের সম্মুখ দিয়া উড়িয়া গেল, তখন তাহার ঝিল্লিময় ডানার ভিতর দিয়া আলোক স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম—যেন সেই উজ্জ্বল কিরণ-মণ্ডলে একটি কঙ্কাল উড়িয়া যাইতেছে। আমি ঝোপের মধ্যে গুঁড়ি মারিয়া বসিয়া পড়িলাম, কারণ, পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার দরুণ জানা ছিল যে, জন্তুটা একবারমাত্র ডাকিয়া উঠিলে, তাহার শতেক বীভৎস সঙ্গী আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া ফেলিবে। এটা আবার স্থির হইয়া বসিবার পর, আমিও চুপি চুপি অগ্রসর হইলাম।

রাত্রিটা অতিশয় নীরব, কিন্তু, চলিতে চলিতে মনে হইল, আমার সম্মুখে কোথাও হইতে একটা মৃদু গুম্ গুম্ শব্দ ক্রমাগতই উঠিতেছে। যত অগ্রসর হইলাম, ততই শব্দের জোর বাড়িতে লাগিল, অবশেষে স্পষ্ট এবং আমার খুব নিকটেই শুনিলাম। আমি দাঁড়াইলে শব্দটা অবিরাম শুনিতে পাই, তাহাতে বুঝিতে পারিলাম, শব্দের কোন স্থায়ী কারণ আছে—যেন একটি ফুটন্ত কেট্‌লির শব্দ। দেখিতে দেখিতে আমি স্থানটির নিকটে আসিলাম! ছোট একটা খোলা জায়গার

মধ্যদেশে একটা জলাশয় দেখিতে পাইলাম, তাহা কাল আল্‌কাতরার মত কোন জিনিসের বর্ণ বলিয়া বোধ হইল। তাহার উপরিভাগে বড় বড় ফোস্‌কা ফুলিয়া উঠিতেছিল এবং ফাটিয়া গিয়া গ্যাস বাহির হইতেছিল। ইহার উপরে দেখা গেল—বাতাস গরমে কাঁপিতেছে এবং চারিদিকের জমি এমনই গরম যে, তাহার উপরে হাতই দিতে পারা যায় না। তাহাতে পরিস্কার বুঝিতে পারিলাম—বহুকাল পূর্ব্বে যে-অগ্ন্যুৎপাত এই মালভূমিকে উঁচু করিয়া দিয়াছিল, তাহার শক্তি এখনও একেবারে নিঃশেষ হইয়া যায় নাই। ইতঃপূর্ব্বে অনেক জায়গায় দেখিয়াছি, পোড়া কাল পাথর এবং গলিত ধাতুর স্তূপ, বন-জঙ্গলের মধ্যে উঁকি মারিয়া রহিয়াছে; কিন্তু, এই ঢালু জমিতে এখনও যে বাস্তবিকপক্ষে সেই আগ্নেয়ক্রিয়া বর্ত্তমান, তাহার প্রথম প্রমাণ-স্বরূপ পাইলাম—বনের মধ্যে এই আল্‌কাতরার হ্রদটি। এ সম্বন্ধে বেশি পরীক্ষা করিবার আমার সময় ছিল না, কারণ, প্রাতঃকালেই তাঁবুতে ফিরিয়া যাইতে হইলে, আমাকে তাড়াতাড়ি করিতে হইবে।

আমার এই ভ্রমণ কিরূপ বিপদসঙ্কুল, তাহা আমার স্মৃতিতে চিরকাল জাগিয়া থাকিবে। চন্দ্রালোকিত উন্মুক্ত স্থানে আমি কিনারার অন্ধকার ধরিয়া চলিলাম। বনের মধ্যে গুঁড়ি মারিয়া অগ্রসর হই, কোন জানোয়ার চলিয়া যাইবার সময় ডালভাঙ্গার শব্দে—এরূপ শব্দ অনেকবার শুনিয়াছিলাম—আমার বুক দুরু দুরু করিয়া উঠে এবং আমি থমকিয়া দাঁড়াই। সময়ে সময়ে বিশাল ছায়া মুহূর্ত্তের জন্য হঠাৎ উপস্থিত হইয়া তখনই চলিয়া যায়—নীরব ছায়াগুলি যেন পা টিপিয়া টিপিয়া শিকারের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কতবার ফিরিবার ইচ্ছায় উঠিয়া দাঁড়াইয়াছি, কিন্তু,

প্রত্যেকবার আমার অহঙ্কার আমার ভয়কে পরাস্ত করিয়াছে এবং আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত আমাকে লইয়া চলিয়াছে।

অবশেষে (আমার ঘড়িতে দেখিলাম তখন রাত্রি একটা) আমি বনের ফাঁক দিয়া জলের ঝিকিমিকি দেখিতে পাইলাম এবং দশ মিনিট পরে, মধ্যবর্তী হ্রদটির কিনারায় নল-বনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তৃষ্ণায় গলা শুকাইয়া গিয়াছিল, পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল ঢোকের পর ঢোক পান করিলাম। সেই স্থানটিতে একটা প্রশস্ত চলন-পথ ছিল, তাহাতে অনেক পায়ের দাগ দেখিয়া পরিষ্কার বুঝিতে পারিলাম—এটা জন্তুদের একটা জলপানের জায়গা। জলের কিনারায় খুব নিকটেই, গলিত ধাতুর বিশাল এবং স্বতন্ত্র একটা স্তূপ ছিল। তাহাতে উঠিলাম এবং উপরে শুইয়া, চারিদিকের দৃশ্য চমৎকার দেখিতে পাইলাম।

প্রথম যাহা চক্ষে পড়িল, তাহাতে মহা-বিস্মিত হইলাম। সেই 'গিঙ্কো' গাছের ডগা হইতে চারিদিকের দৃশ্যটি যখন আমি বর্ণন করিয়াছিলাম, তখন বলিয়াছিলাম—দূরের পাহাড়গুলির গায়ে কতগুলি কাল দাগ দেখা যায়, সেগুলি গহ্বরের মুখ বলিয়া মনে হয়। এখন সেই পাহাড়গুলির দিকে যখন তাকাইলাম, তখন সবদিকেই আলোকের খণ্ড দেখিতে পাইলাম, লাল রং-এর সুস্পষ্ট আলোকের চাক্‌তি—রাত্রিতে জাহাজের গবাক্ষগুলি যেমন দেখায়, ঠিক তেমনই। প্রথমে ভাবিলাম, এগুলি আগ্নেয়-ক্রিয়ায় গলিত ধাতুর জেল্লা, কিন্তু তাহা হইতে পারে না। আগ্নেয়-ক্রিয়া হইবে নীচে, গর্তের মধ্যে, উঁচুতে পাহাড়ের গায়ে নয়। তবে অন্য কি হইতে পারে? বড়ই অদ্ভুত বটে কিন্তু নিশ্চয় তাহাই হইবে—এই দাগগুলি নিশ্চয়

গহ্বরের মধ্যে আগুনের প্রতিবিম্ব—যে আগুন একমাত্র মানুষের হাতেই জ্বলিতে পারে। তাহা হইলে, মালভূমিতে মানুষ আছে। আমার অভিযান সার্থক হইল—কি গৌরবের বিষয়! আমাদের সঙ্গে লণ্ডনে লইয়া যাইবার উপযুক্ত একটি সংবাদের-মত-সংবাদ পাওয়া গিয়াছে বটে!

অনেকক্ষণ পড়িয়া থাকিয়া, আমি এই কম্পমান আলোক-খণ্ডগুলি দেখিতে লাগিলাম। বোধ হইল, আমার নিকট হইতে ওগুলি প্রায় দশ মাইল দূরে হইবে, তবু, এতটা দূর হইতেও দেখা গেল, মধ্যে মধ্যে দাগগুলি মিট্‌মিট্ করিয়া উঠিল এবং ঢাকা পড়িয়া যাইতে লাগিল—যেন কেহ সমুখ দিয়া চলিয়া গেল। হামাগুড়ি দিয়া ঐ দাগগুলির নিকটে গিয়া যদি উঁকি মারিয়া দেখিতে পারিতাম এবং এমন অদ্ভুত স্থানে যে জাতি বাস করে, তাহাদের আকৃতি এবং স্বভাব সম্বন্ধে কিছু সংবাদ লইয়া যদি সঙ্গীদের নিকট ফিরিতে পারিতাম, তাহা হইলে, এমন কি আছে যে, আমি দিতে পারিতাম না! কিন্তু তখন এ কাজ অসম্ভব ছিল; তবু, এ সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞানলাভ না করিয়া, আমাদের মালভূমি ছাড়াটা উচিত হইবে না।

গ্ল্যাডিস হ্রদ—আমার নিজের হ্রদ—পারার চাদরের মত ঐ আমার সম্মুখে, তাহার মধ্যদেশে চাঁদের উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব চক্ চক্ করিতেছে। হ্রদটি অগভীর, অনেক স্থানে বালুচর জলের উপর উঁচু হইয়া রহিয়াছে। ইহার স্থির উপরিভাগে আমি জীবন্ত প্রাণীর চিহ্ন দেখিতে পাইলাম, কখনও জলে গোল ঢেউ উঠিতেছিল, কখনও প্রকাণ্ড মাছের রূপালি পাশটা শূন্যে চক্ চক্ করিয়া উঠিতেছিল, আবার কখনও বা কোন রাক্ষুসে জানোয়ারের বাঁকান শ্লেট্ রংএর

পিঠটা চলিয়া গেল দেখিলাম। একবার একটা হল্‌দে বালুচরে প্রকাণ্ড রাজহাঁসের মত একটা জন্তু দেখিলাম, তাহার শরীরটা কদাকার এবং তাহার উঁচু নমনীয় গলাটি দিয়া জলের কিনারায় খোঁচাখুঁচি করিতেছে। হঠাৎ জন্তুটা জলে লাফাইয়া পড়িল এবং কতক্ষণ পর্যন্ত দেখিলাম, তাহার বাঁকা গলাটাকে ঢেউ খেলাইয়া মুখ দিয়া জলের উপরে বেগে ছোঁ মারিতেছে। তারপর ওটা ডুব দিল, আর দেখিতে পাইলাম না।

এই দূরের দৃশ্য হইতে আমার ঠিক পায়ের নীচেই যাহা হইতেছিল—তাহার দিকে আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। প্রকাণ্ড আর্মেডিলোর মত দুইটা জন্তু সেই জলপানের স্থানে আসিল এবং জলের কিনারায় চাপিয়া বসিয়া, তাহাদের লম্বা এবং লাল ফিতার মত জিহ্বা বাহির করিয়া, চক্‌ চক্‌ করিয়া জলপান করিতে লাগিল। একটা প্রকাণ্ড হরিণ—তাহার ডালপালা-ওয়ালা শিং—হরিণী এবং তাহার দুইটি বাচ্চার সহিত নবাবী চালে আসিয়া, আর্মেডিলোর পাশেই জলপান করিল। এরূপ হরিণ পৃথিবীর মধ্যে অন্য কোথাও নাই, কারণ, আমি 'মুজ্‌' এবং 'এল্‌ক' জাতীয় হরিণ যাহা দেখিয়াছি, সেগুলি এটার কাঁধের সমানও উঁচু হইবে না। হঠাৎ হরিণটা বিপদ-সূচক একটা ডাক দিয়া পরিবারসহ নলবনে ঢুকিয়া পড়িল, আর্মেডিলো দুটিও প্রস্থান করিল। তখন দেখিলাম, একটা নূতন, ভীষণ রাক্ষুসে জানোয়ার পথ দিয়া আসিতেছে।

আমি অবাক্‌ হইয়া ভাবিতে লাগিলাম—এরূপ কুৎসিত আকৃতি, ঐ বাঁকান করাতের মত পিঠ, ঐ অদ্ভুত পাখীর মত মাথাটি মাটি পর্যন্ত নোয়ান—আমি পূর্ব্বে কোথায় দেখিয়াছি। তখন আমার

মনে পড়িয়া গেল—এটা সেই ষ্টিগোসরাস্—ম্যাপল হোয়াইট্ তাহার সেই স্কেচ্ বুক্-এ যেটার ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছিল এবং যেটা সর্ব-প্রথম চ্যালেঞ্জারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল! ঐ সেটা আসিয়া উপস্থিত—হয়ত বা এটার সঙ্গেই সেই আমেরিকান চিত্রকরের দেখা হইয়াছিল। ইহার বিপুল দেহ-ভারে মাটি কাঁপিয়া উঠিল, জলপানের গভীর শব্দ নিস্তব্ধ রাত্রির নীরবতার মধ্য দিয়া প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। পাঁচ মিনিট পর্যন্ত সেটা আমার পাহাড়ের এত নিকটে ছিল যে, আমি হাত বাড়াইলেই তাহার করাতের মত পিঠের বিকট দাঁতগুলি স্পর্শ করিতে পারিতাম। ক্ষণকাল পরে জন্তুটা তাহার বিপুল দেহ সঞ্চালিত করিয়া বড় বড় পাথরের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া পড়িল।

ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলাম আড়াইটা বাজিয়াছে, তাঁবুতে ফিরিবার সময় হইয়া গিয়াছে। কোন্‌দিকে ফিরিব সেটা বুঝিতে মুস্কিল হইল না, কারণ, আগাগোড়া নদীটিকে বামে রাখিয়া চলিয়াছিলাম এবং আমি যে পাথরটাতে বসিয়াছিলাম, সেটা হইতে অল্প দূরেই মধ্যের হ্রদটিতে নদীটা আসিয়া পড়িয়াছিল। আমি খুব স্ফুর্তি করিয়া রওয়ানা হইলাম, কারণ, কাজ করিয়াছি প্রশংসা-যোগ্য এবং সঙ্গীদিগের জন্য উত্তম সংবাদের ভাণ্ডার লইয়া যাইতেছি। ইহার মধ্যে ঐ জ্বলন্ত গহ্বরগুলি এবং এগুলিতে যে নিশ্চয় গহ্বর-বাসী কোন জাতি বাস করে—এটাই হইল শ্রেষ্ঠ সংবাদ। ইহা ভিন্ন নিজের অভিজ্ঞতা হইতে মধ্যের হ্রদটির কথাও বলিতে পারিব। আমি সাক্ষ্য দিতে পারিব যে, অদ্ভুত জানোয়ারে হ্রদটি পূর্ণ এবং পুরাকালীন ভূতত্ত্বের অনেকরকমের পরিচয় পাইয়াছি, যাহা পূর্বে কখনও জানা

ছিল না। চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিলাম—এরূপ একটি অদ্ভুত রাত্রি কাটান এবং সেই সময়ের মধ্যে মানবের জ্ঞান-ভাণ্ডারের এত অধিক বৃদ্ধিসাধন করা—পৃথিবীতে খুব কম লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়াছে।

আমি ধীরে ধীরে ঢালুর উপর উঠিতে উঠিতে এইসকল বিষয় ভাবিতেছিলাম এবং ক্রমে একটা স্থানে পৌঁছিলাম, যেখান হইতে আমাদের আড্ডা প্রায় অর্ধেক পথ হইবে, এমন সময় আমার পিছন হইতে একটা অদ্ভুত শব্দ, আমার বর্তমান অবস্থার কথা মনে করাইয়া দিল। গর্জন এবং ঘঁৎঘতানির মাঝামাঝি একটা শব্দ—মৃদু, গভীর এবং নিরতিশয় ভীতিপ্রদ। কোন অদ্ভুত জানোয়ার আমার নিকটে রহিয়াছে, সেটা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলাম না, আমি দ্রুত চলিতে লাগিলাম। প্রায় আধ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছি, এমন সময় হঠাৎ আবার শব্দটা হইল, তখনও আমার পিছনে কিন্তু আরও জোরাল এবং আরও ভয়ানক। যে জন্তুই হউক না কেন, এটা আমাকে অনুসরণ করিতেছে—এই কথাটা বিদ্যুতের মত আমার মনে হওয়াতে আমার যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া গেল। আমার গা হিম হইয়া গেল, চুল খাড়া হইয়া উঠিল। এই সকল রাক্ষুসে জানোয়ার যে পরস্পরকে ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে, সেটা ত অদ্ভুত জীবন-সংগ্রামের একটা অঙ্গ, কিন্তু আধুনিক মানুষকে আক্রমণ করিবে, ভাবিয়া চিন্তিয়া অনুসরণ করিয়া প্রবল মানুষ শিকার করিবে—ইহা একেবারে দারুণ সাংঘাতিক কথা! আবার আমার মনে পড়িয়া গেল সেই রক্তমাখা মুখটা, লর্ড জনের মশালের আলোকে যেটা দেখিয়াছিলাম—যেন 'দাঁতে'-বর্ণিত নরকের

ভীষণ একটা ছায়া-মূর্তির মত। আমার হাঁটু ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল, আমার পশ্চাতে চন্দ্রালোকিত পথের দিকে চক্ষু বড় করিয়া তাকাইয়া রহিলাম। স্বপ্নদৃষ্ট প্রাকৃতিক ছবির মত সমস্তই নীরব নিস্তব্ধ। রূপার মত উজ্জ্বল খোলা জায়গাগুলি, কাল কাল ঝোপ—ইহা ভিন্ন অন্য কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তারপর, সেই নিস্তব্ধতার মধ্য হইতে আবার সেই মৃদু ঘড় ঘড় গর্জন—এবারে আরও স্পষ্ট, আরও নিকটে—যেন ঘাড়ে আসিয়া পড়িল! আর কোন সন্দেহ রহিল না—কিছু একটা আমার পিছনে লাগিয়াছে এবং প্রতি মুহূর্তে আরও নিকটে আসিতেছে।

যে স্থান পার হইয়া আসিতেছি সেইদিকে তাকাইয়া, আমি অবশের মত দাঁড়াইয়া রহিলাম। ক্ষণকাল পরে, হঠাৎ জন্তুটাকে দেখিতে পাইলাম। যে খোলা জায়গাটি আমি পার হইয়া আসিয়াছিলাম, তাহার অন্য প্রান্তে ঝোপগুলি নড়িয়া উঠিল। একটা বিশাল অন্ধকার ছায়া, ঝোপের মধ্যে উজ্জ্বল চন্দ্রালোকিত স্থানে লাফাইতে লাফাইতে বাহির হইয়া আসিল। "লাফাইতে লাফাইতে" কথাটি বিশেষ বিবেচনাপূর্বক ব্যবহার করিলাম, কারণ, জন্তুটা ক্যাঙ্গারুর মত পিছনের সবল পা দুটির উপর ভর দিয়া, সম্মুখের পা দুটি বাঁকাইয়া সামনের দিকে রাখিয়া, সোজা হইয়া লাফ দিতেছিল। বিপুল বলশালী বিরাট দেহটি—যেন একটা দণ্ডায়মান হস্তী, কিন্তু দেহের পক্ষে জন্তুটা অত্যন্ত চট্‌পটে। গড়নটা দেখিয়া মুহূর্তের জন্য আশা হইল—একটা ইগুয়ানোডন্, যাহা নিরীহ বলিয়া জানিতাম, কিন্তু, আমার বুঝিবার ভুলটি শীঘ্রই দেখিতে পাইলাম—এ জন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। সেই শান্ত হরিণ-মুখো, তিন আঙ্গুল-বিশিষ্ট পাতা-

খেকো বিশাল জন্তুটির বদলে, এ জন্তুটার ছিল চওড়া, চ্যাপ্টা বেঙের মত মুখ—যে মুখ তাঁবুতে আমাদিগকে ভয় লাগাইয়া দিয়াছিল, ঠিক তাহার মত। ইহার হিংস্র গর্জন এবং অনুসরণের ভয়ঙ্কর চেষ্টা দেখিয়া, নিশ্চিত বুঝিতে পারিলাম—সেই বিশাল মাংসাশী ডাইনোসর, পৃথিবীতে যাহার চাইতে ভীষণ জানোয়ার আর ছিল না—এটা সেইজাতীয় জন্তুরই একটা। জন্তুটা চলিতে চলিতে, সাম্নের পায়ে ভর দিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া, প্রায় প্রতি কুড়ি গজ পর্যন্ত নাকটা মাটির কাছাকাছি ধরতে লাগিল। সে আমার পদচিহ্নের গন্ধ লইতেছিল। মধ্যে মধ্যে মুহূর্তের জন্য হারাইয়া ফেলে আবার খুঁজিয়া পায়, আর তখনই দ্রুত লাফাইয়া আমার পথে অগ্রসর হয়।

দারুণ দুঃস্বপ্নের ন্যায় এই ব্যাপারের কথা মনে হইলে, এখনও আমার কপাল ঘামিয়া উঠে। আমার কর্তব্য কি? অকর্মণ্য বন্দুকটা আমার হাতে ছিল। এটা আমাকে কি সাহায্য করিবে? মরিয়া হইয়া চারিদিকে তাকাইতে লাগিলাম, নিকটে পাহাড় কিংবা কোন গাছ দেখিতে পাই কি না, কিন্তু আমি তখন ঝোপপূর্ণ বনে ছিলাম, দৃষ্টির মধ্যে ছোট ছোট গাছের চাইতে উঁচু কিছুই ছিল না। জানিতাম, ঐ জানোয়ার সাধারণ গাছ নল-খাগ্ড়ার মত ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। আমার একমাত্র ভরসা, উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন। এই ভাঙ্গাচোরা, উব্ড়ো খাব্ড়ো জমির উপর দিয়া দ্রুত চলিতে পারিব না; নিরাশ হইয়া চারিদিকে তাকাইয়া অবশেষে দেখিতে পাইলাম, আমার সম্মুখে আড়াআড়িভাবে, একটা সুস্পষ্ট পথ রহিয়াছে, যেন পিটাইয়া প্রস্তুত। ইতিপূর্বে আমরা এরকম আরও দেখিয়াছি—

এটা জন্তুর চলিবার পথ। এই পথে আমার সুবিধা হইবে, কারণ, আমি খুব দ্রুত ছুটিতে পারি। আমার অকেজো বন্দুকটা ফেলিয়া দিয়া, আমি প্রায় আধ মাইল পথ এরূপ ছুটিয়া চলিলাম যে, জীবনে এমন কখনই আর ছুটি নাই। আমার সমস্ত শরীরে ব্যথা ধরিয়া গেল, ঘন নিঃশ্বাস পড়িতে লাগিল, মনে হইল যেন বাতাসের অভাবে কণ্ঠ ফাটিয়া যাইবে, তবু সেই দারুণ ভয় পিছনে লইয়া ছুটিলাম, ছুটিলাম - ছুটিতেই লাগিলাম। অবশেষে আমি থামিলাম. আর যেন নড়িতে পারি না। মুহূর্তের জন্য মনে হইল, জন্তুটাকে ফাঁকি দিয়াছি, আমার পিছনে পথ নীরব নিস্তব্ধ। তখন হঠাৎ, হুড় মুড়, মড় মড় করিয়া, অতিকায় পায়ের ধপাধপ্ শব্দ করিয়া, হাঁস্ ফাঁস্ করিতে করিতে সেটা আবার আসিয়া উপস্থিত। আমাকে প্রায় ধরে আর কি। এবার আমার দফা রফা!

পলায়নের পূর্বে এতক্ষণ অপেক্ষা করাটা পাগলের কাজই হইয়াছিল। পূর্বে জন্তুটা আমার গন্ধ অনুসরণ করিয়া তাড়া করিয়াছিল, সেজন্য তাহার গতি ছিল মন্থর, কিন্তু, আমি ছুটিবার সময়, সে আমাকে দেখিতে পাইয়াছিল। তখন হইতে আমাকে নজরে রাখিয়াই তাড়া করিয়াছে। এখন সে একটা বাঁক ঘুরিয়া বড় বড় লাফ দিয়া আসিতে লাগিল। তাহার বিশাল উদ্গত চক্ষে, তাহার হাঁ-করা মুখের সারি সারি প্রকাণ্ড দাঁতের উপরে এবং তাহার বেঁটে সরল, সাম্নের দুই পায়ের নখের উপরে চাঁদের আলো জ্বলিতেছিল। দারুণ ভয়ে চিৎকার করিয়া আমি ফিরিয়া আবার ছুটিলাম। আবার পিছনে জন্তুটার প্রবল, দ্রুত নিঃশ্বাস ক্রমেই স্পষ্টতর হইতে লাগিল। তাহার পায়ের ধপাধপ্ শব্দ একেবারে

আমার পিছনে। প্রতি মুহূর্তে মনে করিতে লাগিলাম—এই বুঝি আমাকে পিছনে ধরে। তারপর, হঠাৎ একটা মড় মড় শব্দ হইল— আমি শূন্যে যেন কোথায় পড়িতে লাগিলাম, তাহার পর সমস্ত অন্ধকার এবং স্থির।

মিনিটকয়েক বোধ করি অজ্ঞান অবস্থায় ছিলাম, তাহার পর জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে, একটা উগ্র এবং দারুণ দুর্গন্ধ পাইতে লাগিলাম। অন্ধকারে হাত ড়াইয়া একটা কিছুটা উপর হাত পড়িল, বোধ হইল যেন, মাংসের প্রকাণ্ড একটা ডেলা—অন্য হাত গিয়া বড় একটা হাড়ে ঠেকিল। উচ্চে, আমার মাথার উপরে তারকোজ্জ্বল গোল আকাশ, তাহাতে বুঝিলাম, আমি একটা গভীর গর্তের মধ্যে পড়িয়াছি। ধীরে ধীরে টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইলাম এবং সমস্ত শরীর টিপিয়া টিপিয়া দেখিলাম। পা হইতে মাথা পর্যন্ত শরীর আড়ষ্ট এবং বেদনাপূর্ণ, কিন্তু হাত পা বেশ নাড়িতে পারিলাম। আমার বিশৃঙ্খল মনে যখন পতনের ঘটনাগুলি ফিরিয়া আসিল, তখন দারুণ ভয়ে উপরের দিকে তাকাইলাম ; মনে হইতেছিল, সেই ভয়ঙ্কর মাথাটা বুঝি ছায়ার মত উঁকি মারিয়া রহিয়াছে। যাহা হউক, সেই রাক্ষসের কোন চিহ্ন দেখা গেল না, উপর হইতে কোন শব্দও শুনিতে পাইলাম না। আমি ধীরে ধীরে চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া হাত ড়াইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলাম—চরম মুহূর্তে ভাগ্যক্রমে যে অদ্ভুত স্থানটিতে পড়িলাম—তাহা কি রকম।

পূর্বে বলিয়াছি, এটা একটা গর্ত। ইহার দেওয়াল ঢালু, নিম্নদেশ সমতল—প্রায় কুড়ি ফুট চওড়া। গর্তের তলায় মাংসের ছড়াছড়ি, তাহার বেশিভাগ পচিয়া গলিতে আরম্ভ হইয়াছে। গর্তের বাতাস

উঠিয়া, খানিকক্ষণ মাটিতে বসিয়া রহিলাম—কোন বিপদ উপস্থিত হইলে, আবার আশ্রয়টিতে লাফাইয়া পড়িব। তারপর, চারিদিক্ একেবারে নীরব এবং ক্রমেই আলো বাড়িতেছে দেখিয়া, আমার ভরসা হইল, সাহসে ভর করিয়া, যে পথে আসিয়াছিলাম চুপি চুপি আবার সেই পথে চলিলাম। খানিক দূর গিয়া আমার বন্দুকটা তুলিয়া লইলাম এবং কিছু পরে আমার পথ-প্রদর্শক নদীটাকেও পাইলাম। তারপর, ভয়ে ভয়ে পিছনের দিকে তাকাইতে, তাকাইতে আবার চলিলাম, তাঁবুর দিকে।

এই সময়ে হঠাৎ একটা ব্যাপার ঘটিয়া, আমার অনুপস্থিত সঙ্গীদিগের কথা স্মরণ করাইয়া দিল। প্রাতঃকালের পরিষ্কার স্থির বাতাসে, বহু দূরে একটা রাইফলের আওয়াজ হইল। আমি থামিয়া শুনিতে লাগিলাম কিন্তু আর কিছু শুনিতে পাইলাম না। হয়ত সঙ্গীদের হঠাৎ কোন বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, এই ভাবিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম। তখন সহজ এবং আরও স্বাভাবিক কৈফিয়ৎটা মনে জাগিল। এখন এই দিনের বেলায়, নিশ্চয়ই আমার অনুপস্থিতিটা তাহারা জানিতে পারিয়াছে। আমি বনে পথ হারাইয়াছি ভাবিয়া, আমাকে বাড়ির সন্ধান দিবার জন্য হয়ত বন্দুক আওয়াজ করিয়াছে। অবশ্য, আমরা কড়া নিয়ম করিয়াছিলাম বন্দুক ছুড়িব না, কিন্তু তাহারা যদি ভাবিয়া থাকে আমি বিপদে পড়িয়াছি, তখন আর দ্বিধা করিবে না। এখন আমার উচিত, যতদূর পারি তাড়াতাড়ি গিয়া তাহাদিগকে নিশ্চিন্ত করা।

আমি শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়াছিলাম, কাজেই আমার ইচ্ছামত দ্রুত চলিতে পারিলাম না, কিন্তু অবশেষে আমার পরিচিত স্থানে উপস্থিত

হইলাম। ঐ আমার বাঁ পাশে টেরোড্যাক্‌টিলের জলা, আমার সম্মুখে ইগুয়ানোডনের স্থানটিও দেখা গেল। চ্যালেঞ্জার-দুর্গ এবং আমার মধ্যে এখন গাছের ঐ শেষ শ্রেণীটাই ব্যবধান। সঙ্গীদিগের ভয় দূর করিবার জন্য, আমি খুব জোরে আনন্দধ্বনি করিলাম, কিন্তু উত্তরে কোন অভ্যর্থনাধ্বনি আসিল না। এই অশুভ নীরবতায় আমার মন দমিয়া গেল। আমি ছুটিলাম। আড্ডাটি যেমন দেখিয়া গিয়াছিলাম তেমনই আছে, কিন্তু দরজা খোলা। ছুটিয়া ভিতরে গেলাম। প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোকে আমার চক্ষে যে দৃশ্য পড়িল—সেটি অতি ভীষণ! আমাদের জিনিসপত্র মাটিতে যেখানে সেখানে ছড়ান রহিয়াছে, আমার সঙ্গীদিগের কোন উদ্দেশ নাই, নিবন্ত আগুনের ছাই-এর পাশে, রক্তের নদী বহিয়া ঘাস লাল হইয়া গিয়াছে!

এই আকস্মিক ব্যাপারে মর্মাঘাত পাইয়া আমি এমনই অভিভূত হইলাম যে, কিছুক্ষণের জন্য বোধ করি আমার জ্ঞান লোপ পাইল। স্বপ্নের মত আমার আবছায়া মনে আছে—সঙ্গীদিগকে ডাকিয়া ডাকিয়া, শূন্য তাঁবুর চারিদিকে পাগলের মত ছুটাছুটি করিতে লাগিলাম। নীরব ছায়ার মধ্য হইতে কোন উত্তরই আসিল না। হয়ত বা তাহাদিগকে আর দেখিতে পাইব না, এই ভয়ঙ্কর স্থানে, নীচে পৃথিবীতে নামিবার উপায়বিহীন হইয়া, হয়ত বা আমাকে একা পড়িয়া থাকিতে হইবে এবং এই ভীষণ স্থানে আমার মৃত্যুও হইবে—এই দারুণ চিন্তা আমাকে মরিয়া করিয়া দিল। বোধ করি, নিরাশায় চুল ছিঁড়িয়াছি, মাথা চাপ্‌ড়াইয়াছি। এখন বুঝিতে পারিলাম, সঙ্গীদের উপর আমি ভরসা করিতাম কতখানি—চ্যালেঞ্জারের সেই প্রশান্ত আত্মনির্ভরের উপর এবং লর্ড রক্‌স্‌টনের সেই প্রভুত্বব্যঞ্জক

কৌতুকময় ধীরতার উপর। তাঁহাদিগের অভাবে আমি যেন অন্ধকারে শিশুর মত নিঃসহায় এবং অসমর্থ। কোন্ দিকে যাইব এবং প্রথমে কি করিব, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

ক্ষণকাল হতভম্বের মত বসিয়া থাকিয়া, তারপর, কি রকম আকস্মিক দুর্ঘটনা আমার সঙ্গীদিগের হইতে পারে, তাহা বাহির করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। তাঁবুর সমস্ত উলট্ পালট্ অবস্থাটি দেখিয়া মনে হইল, একটা রীতিমত আক্রমণ হইয়াছিল এবং বন্দুকের আওয়াজটা সেই সময়ে হইয়াছিল। ব্যাপারটা যে মুহূর্তমধ্যেই শেষ হইয়া গিয়াছিল, সেটাও ঐ একটি আওয়াজের দ্বারাই বুঝিতে পারা যায়। রাইফল্‌গুলি তখনও মাটিতে পড়িয়াছিল এবং একটাতে —সেটা লর্ড রক্সটনের—একটা খালি কার্তুজ ছিল। আগুনের পাশে চ্যালেঞ্জার এবং সামার্‌লির কম্বল পড়িয়াছিল এবং তাহাতে বুঝা গেল, তখন তাঁহারা নিদ্রিত ছিলেন। গুলিবারুদ এবং খাদ্যের বাক্সগুলি লণ্ডভণ্ড হইয়া, চারিদিকে ছড়াইয়া রহিয়াছে। সেইসঙ্গে আমাদের ক্যামেরা এবং প্লেটের ক্যারিয়ারগুলিও ছিল, কিন্তু কোনটাও হারায় নাই। অপরদিকে, খোলা খাদ্যসামগ্রী যাহা কিছু ছিল—সব নিরুদ্দেশ। তবেই দেখা যাইতেছে, আক্রমণকারীরা ছিল জন্তু ; মানুষ নয়, কারণ, মানুষ হইলে নিশ্চয় কিছুই ফেলিয়া যাইত না।

যদি জন্তুর দল হয়, কিংবা একটা কোন ভীষণ জন্তু হয়, তবে আমার সঙ্গীদিগের দশা কি হইল ? হিংস্র জন্তু হইলে তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিত এবং তাহাদের অবশিষ্ট রাখিয়া যাইত। ইহা ঠিক যে, একটা লড়াই হইয়াছিল—সেই ভীষণ রক্তপাত তাহার প্রমাণ। রাত্রে যে রাক্ষসটা আমার পিছনে লাগিয়াছিল, সেরূপ জানোয়ার

হইলে, বিড়াল যেমন ইঁদুর লইয়া যায়, তেমনই অক্লেশে শিকার লইয়া যাইতে পারিত। সেক্ষেত্রে অন্যেরা তাহার পিছনে তাড়া করিয়া যাইতেন এবং তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয় তাঁহাদের বন্দুকও সঙ্গে লইতেন। আমার শ্রান্ত গোলমেলে মাথায় বিষয়টার কারণ-নির্দেশ করিতে যতই চেষ্টা করিতে লাগিলাম, ততই মাথা গুলাইয়া যাইতে লাগিল। বনের মধ্যে চারিদিকে সন্ধান করিতে লাগিলাম, কিন্তু এমন কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না, যদ্দ্বারা মীমাংসার কোন সাহায্য হয়। একবার আমি নিজেই পথ হারাইয়া, ঘণ্টাখানেক ঘুরাঘুরির পর, আবার আড্ডা খুঁজিয়া পাইয়াছিলাম।

হঠাৎ একটা চিন্তা মনে উপস্থিত হওয়াতে, একটু সান্ত্বনা পাইলাম। আমি একেবারে সঙ্গীহীন নই। পাহাড়ের নীচে ডাকের মাথায়, বিশ্বাসী জাম্বো অপেক্ষা করিতেছে। আমি মালভূমির কিনারায় গিয়া, উপুড় হইয়া দেখিলাম—ঐ সে তাহার ছোট তাঁবুটিতে কম্বল জড়াইয়া বসিয়া আছে, কিন্তু, দেখিয়া বিস্মিত হইলাম, তাহার সম্মুখে অন্য একটি লোক বসিয়া রহিয়াছে। মুহূর্তের জন্য মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল—তবে ত আমার সঙ্গীদের একজন নিরাপদে নীচে নামিয়া গিয়াছে, কিন্তু আর একবার ভাল করিয়া দেখিবামাত্র, আশা নির্মূল হইয়া গেল। লোকটার শরীরে সূর্যালোক পড়িয়াছিল, দেখিলাম, সে ইণ্ডিয়ান্। আমি রুমাল নাড়িতে নাড়িতে চিৎকার করিয়া উঠিলাম। তখনই জাম্বো উপরের দিকে চাহিল, হাত নাড়িয়া সাড়া দিয়া, বুরুজটিতে চড়িবার জন্য রওয়ানা হইল। ক্ষণকাল পরেই আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত এবং গভীর দুঃখের সহিত আমার মুখে বিপদের কাহিনীটি শুনিল।

শুনিয়া বলিল,—"মাসা ম্যালোন, ওঁদের নিশ্চয় শয়তানে ধরেছে। আপনারা শয়তানের দেশে ঢুকেছেন, সেও আপনাদের পাকড়াও করেছে। আমার কথা শুনুন, মাসা ম্যালোন্—শীগ্‌গির নেমে আসুন, তা নইলে, আপনাকেও ধ'রে নেবে।"

"নামব কি ক'রে, জাম্বো ?"

"গাছ থেকে লতা খুঁজে নিয়ে আসুন, মাসা ম্যালোন্। সেগুলিকে এখানে ছুড়ে ফেলে দিন্। আমি এই গাছের গোড়াটার সঙ্গে বেঁধে দেব, তাহলেই আপনার পোল হবে।"

"এটা আমরাও ভেবেছিলাম। আমাদের ভার সইতে পারে, এমন কোন লতা এখানে নাই, জাম্বো।"

"দড়ির জন্য পাঠিয়ে দিন্, মাসা ম্যালোন।"

"কাকে পাঠাব, আর কোথায় পাঠাব ?"

ইণ্ডিয়ান্‌দের গ্রামে পাঠান। সেখানে চামড়ার দড়ি বিস্তর আছে। ঐ নীচে ইণ্ডিয়ান্ আছে, তাকে পাঠান।"

"ও, কে ?"

"আমাদের ইণ্ডিয়ান্‌দের একজন। অন্যেরা একে মেরে এর মাইনা নিয়ে চলে গিয়েছে, তাই ও আমাদের কাছে ফিরে এসেছে। এখন সে চিঠি নিয়ে যাবে, দড়ি আন্‌বে—যা বল্‌বেন তাই কর্‌বে।"

চিঠি লইয়া যাইবে! নয়-ই বা কেন ? হয়ত সে সাহায্য লইয়া আসিতে পারে; যাহাই হউক না কেন, সে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিবে যে, আমাদের জীবন বৃথা নষ্ট হয় নাই এবং আমরা বিজ্ঞানের জন্য যাহা কিছু সংগ্রহ করিয়াছি, সে সংবাদ দেশে আমাদের বন্ধুদিগের নিকট পৌঁছিবে। ইতিপূর্ব্বেই দুইখানা চিঠি শেষ করিয়া

রাখিয়াছিলাম। সমস্ত দিনে, এখন পর্যন্ত আমার সমস্ত অভিজ্ঞতা দিয়া, আর একখানা লিখিব। এই ইণ্ডিয়ান্ সেগুলি পৃথিবীর লোকের নিকট লইয়া যাইবে। বিকালে আবার আসিবার জন্য জাম্বোকে বলিয়া দিলাম এবং আমার পূর্ব রাত্রির বিপদপূর্ণ কাজের বিবরণ লিখিয়া, দিনটা একাকী দুঃখে কাটাইলাম। আর একখানা চিঠি দিলাম, যে-কোন ইংরাজ বণিক্ কিংবা জাহাজের কাপ্তানের সঙ্গে এই ইণ্ডিয়ানের দেখা হইবে, তাহাকে দিবার জন্য ; তাহাতে মিনতি করিয়া লিখিয়া দিলাম আমাদের জন্য দড়ি পাঠাইতে, যেহেতু, এই দড়ির উপরেই আমাদের জীবন নির্ভর করে। বিকালে এই সব চিঠি আমি জাম্বোর কাছে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলাম, আমার ব্যাগটিও ফেলিয়া দিলাম—তাহার মধ্যে তিনটা সভারিণ ছিল। এইগুলি সেই ইণ্ডিয়ান্‌কে দিতে হইবে এবং সে দড়ি লইয়া ফিরিয়া আসিলে, ইহার ডবল পাইবে বলিয়া কথা দেওয়া হইল।

এখন তাহা হইলে আপনি বুঝিতে পারিবেন, প্রিয় মিষ্টার ম্যাক্-আর্ডল, এই চিঠি কি করিয়া আপনার নিকট গেল এবং আপনার হতভাগ্য সংবাদদাতার নিকট হইতে যদি আর চিঠি না-ও পান, তবু, প্রকৃত ঘটনা আপনি জানিতে পারিবেন। আজ রাত্রে আমি এতই পরিশ্রান্ত এবং বিমর্ষ যে, আজ আর কর্তব্য স্থির করিতে পারিব না। কাল ভাবিয়া স্থির করিব—আমাদের এই আড্ডার সঙ্গে সম্পর্ক রাখিয়া, হতভাগ্য বন্ধুদের সন্ধান কি করিয়া করিতে পারি।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ঠিক যখন সূর্য ডুবিতেছিল, নিরানন্দ রাত্রি উপস্থিতপ্রায়, তখন, নীচে বিশাল প্রান্তরের মধ্যে নিঃসহায় ইণ্ডিয়ান্‌টিকে দেখা গেল; আমি সাগ্রহে আমাদের উদ্ধারের এই একমাত্র ক্ষীণ আশাস্থলটিকে দেখিতে লাগিলাম। ক্রমে সে সন্ধ্যার কুয়াসার মধ্যে অদৃশ্য হইল।

আমি যখন লণ্ডভণ্ড আড্ডাটিতে ফিরিলাম, তখন বেশ অন্ধকার, শেষ দেখিয়া আসিয়াছিলাম জাম্বোর আগুনের লাল আলোটি; নীচে পৃথিবীতে যেমন ঐ একটামাত্র আলো, তেমনই আমার অন্ধকার মনে জাম্বোই একমাত্র আলো। তবু, সেই দারুণ বিপত্তির পরেও এই ভাবিয়া একটু আনন্দ অনুভব করিলাম যে, আমরা যাহা করিয়াছি তাহা পৃথিবীর লোকে জানিতে পারিবে, আমাদের শরীরের সঙ্গে আমাদের নাম লোপ পাইবে না—আমাদের পরিশ্রমের ফলের সঙ্গে, আমাদের নাম ভবিষ্যৎ-বংশের নিকট পৌঁছিবে।

ঐ অভিশপ্ত তাঁবুতে ঘুমানো দারুণ ভয়ের ব্যাপার হইল; আবার বনের মধ্যে ঘুমানো আরও ভয়ঙ্কর। যাহা হউক, দুই-এর একটা করিতেই হইবে। একদিকে বুদ্ধি আমাকে সতর্ক এবং সজাগ থাকিতে বলিল, অন্যদিকে, আমার ক্লান্ত, অবসন্ন মন বলিল— তাহা করিলে চলিবে না। আমি সেই বিশাল 'গিঙ্কো' গাছের একটা ডালে চড়িলাম, কিন্তু ওটার গোল গায়ে বসিবার নিরাপদ স্থান ছিল না, ঘুমাইলেই পড়িয়া গিয়া আমার ঘাড়টি ভাঙ্গিয়া যাইত। গাছ হইতে নামিয়া আসিয়া ভাবিতে লাগিলাম—কি করা যায়। অবশেষে,

তাঁবুর দরজা বন্ধ করিয়া, ত্রিভুজাকারে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তিনটি আগুন জ্বালাইলাম, তারপর, পেট ভরিয়া খাইয়া গভীর নিদ্রা দিলাম— সেই নিদ্রা অদ্ভুত এবং অতিশয় সাদর অভ্যর্থনায় ভাঙ্গিল। প্রাতঃকালে, দিবালোকের সঙ্গে সঙ্গে একখানা হাত আসিয়া আমার কাঁধের উপর পড়িল, ভয়ে বন্দুকের জন্য হাত্ড়াইয়া তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া উঠিয়াই, আনন্দে চিৎকার করিয়া উঠিলাম, কারণ, দেখিলাম—ঠাণ্ডা উষালোকে লর্ড জন্ আমার পাশে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া আছেন।

লর্ড জন্ই বটে—কিন্তু তবু যেন সে লর্ড জন্ নহেন। আমি তাঁহাকে দেখিয়া গিয়াছিলাম স্থির, ধীর, একেবারে ফিট্ফাট্। এখন তিনি মলিন, চক্ষু বিস্ফারিত, ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়িতেছে—যেন অনেক দূর হইতে দ্রুত ছুটিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার মুখে আঁচড়ের দাগ, রক্তমাখা, পোশাক ছিঁড়িয়া ঝুলিতেছে, মাথায় টুপি নাই। আমি বিস্ময়ে তাকাইলাম, কিন্তু তিনি আমাকে প্রশ্ন করিবার সুযোগ দিলেন না। কথা বলিতে বলিতে তিনি জিনিসপত্র খপ্ খপ্ করিয়া তুলিতে লাগিলেন।

তিনি বলিলেন—"শীগ্গির, বাবাজি। শীগ্গির কর। প্রত্যেক মুহূর্ত মূল্যবান্। রাইফল্গুলো নাও—দুটোই। আর দুটো আমার কাছে আছে। আর, যতগুলি কার্তুজ পাও—নাও, পকেট বোঝাই কর। এখন কিছু খাদ্য নাও, গোটাকয়েক টিন্ হলেই চল্বে। বাস্, এতেই হবে। কথা বল্বার জন্য কিংবা ভাব্বার জন্য অপেক্ষা ক'রোনা। শীগ্গির চল, নইলে আমরা গিয়েছি।"

তখনও আমার অর্ধ-জাগ্রত অবস্থা, ব্যাপারটা কি ধারণাই করিতে পারিতেছিলাম না। বনের মধ্য দিয়া পাগলের মত তাঁহার পিছনে পিছনে ছুটিতেছি, দুই বগলে দুইটি রাইফল্ এবং আমার দুই হাত নানারকমের জিনিসে ভর্তি! ঝাড়-গুল্মের মধ্য দিয়া এপাশ ওপাশ কাটাইয়া, অবশেষে একটা ঘন ঝোপের নিকট গিয়া তিনি উপস্থিত হইলেন। কাঁটা অগ্রাহ্য করিয়া বেগে গিয়া তাহার মধ্যে ঢুকিলেন এবং ঝোপটার মধ্যখানে মাটিতে পড়িয়া, আমাকেও টানিয়া তাঁহার পাশে বসাইয়া দিলেন।

তখন তিনি হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন—"বাস্! এখানে বোধ করি আমরা নিরাপদ। ওগুলো নিশ্চয় তাঁবুতে যাবে। তাদের মাথায় ঐ খেয়ালটাই হবে প্রথম। যাক্, গোলও লেগে যাবে তেমনই।"

একটু দম লইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"প্রফেসারেরা কোথায়? আমাদের পিছনে কারা লেগেছে?"

তিনি বলিলেন—"নর-বানরের দল; বাপ্ রে, কি সাংঘাতিক জানোয়ার! জোরে কথা বলোনা, ওরা বড্ড শুন্‌তে পায়—দৃষ্টিও খুব প্রখর, কিন্তু যতদূর খেয়াল করেছি, ওদের ঘ্রাণশক্তি নাই, গন্ধ শুঁকে আমাদের বা'র কর্‌তে পার্‌বে না। তুমি কোথায় ছিলে, বাবাজি! তুমি না থেকে ভালই হয়েছিল।"

ফিস্ ফিস্ করিয়া সংক্ষেপে আমার সব কথা বলিলাম।

সেই ডাইনোসর এবং গর্তের কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন—"দারুণ মুস্কিলে পড়েছিলে, দেখ্ ছি। এটা মোটেই বায়ুপরিবর্তনের সৌখীন জায়গা নয়, কি বল? কিন্তু, এখানে কি সম্ভব হতে পারে না পারে,

সে সম্বন্ধে, ঐ দানবগুলি আমাদের ধর্বার আগে কোন ধারণাই ছিল না। একবার মানুষ-খেকো পাপুয়ানেরা আমাকে ধরেছিল, কিন্তু, এদের তুলনায় ওরা সুসভ্য।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"ব্যাপারটা কি ক'রে হ'লো ?"

লর্ড জন্ বলিলেন—"হয়েছিল খুব ভোরে, পণ্ডিত বন্ধুদুটি সবে গা নাড়া দিচ্ছিলেন, তাঁদের তর্কও তখন আরম্ভ হয়নি। হঠাৎ শিলাবৃষ্টির মত বাঁদর পড়্তে আরম্ভ হ'লো—যেন গাছ থেকে রাশি রাশি আপেল পড়্ছে। বোধ হয় অন্ধকারে ওরা গাছের মধ্যে জড় হয়ে হয়ে ক্রমে গাছ বোঝাই হয়ে গিয়েছিল। আমি একটার পেটে গুলি করেছিলাম, কিন্তু, চক্ষের নিমেষে আমাদের মাটিতে চিৎ ক'রে ফেলে, হাত-পা চেপে ধর্লো। ওগুলোকে আমি বাঁদর বল্ছি বটে, কিন্তু ওদের হাতে লাঠি ছিল, পাথর ছিল, পরস্পরে কটর মটর ক'রে কথা বল্ছিল। অবশেষে লতা দিয়ে আমাদের হাত বেঁধে ফেল্ল। দেশ-বিদেশে অনেক ঘুরে বেড়িয়ে যতরকমের জানোয়ার দেখেছি —এগুলো তার সকলের চাইতে বুদ্ধিমান্। এগুলো নর-বানরই বটে—মানুষ আর বানরের লুপ্ত যোগাযোগ, এগুলো চিরকাল লুপ্ত থাক্লেই ভাল হ'তো। আহত সঙ্গীটিকে তারা ব'য়ে নিয়ে গিয়েছিল, তার ক্ষত থেকে অনর্গল রক্ত পড়্ছিল। তারপর ওরা আমাদের ঘিরে বসল—তাদের মুখে পৈশাচিক খুনের ইচ্ছা জাজ্বল্যমান। তারা মানুষের মত বড়, কিন্তু বলবান্ আরো বেশী। লাল ভুরুর নীচে অদ্ভুত রকমের উজ্জ্বল চোখ, তারা ব'সে ব'সে লোলুপদৃষ্টিতে আমাদের দেখ্ছিল। চ্যালেঞ্জার ভীতু নন, কিন্তু তিনিও ভয়ে অভিভূত হয়েছিলেন। তিনি কোনরকমে উঠে দাঁড়ালেন, তাদের দিকে

চিৎকার করে বল্‌লেন যাহোক্, একটা হেস্তনেস্ত ক'রে ফেল্‌তে। বোধ হয় তাঁর মাথা গুলিয়ে গিয়েছিল, কারণ, পাগলের মত রেগে গালাগালি দিতে লাগ্‌লেন। ওরা যদি তাঁর পিয়ারের সাংবাদিকের দল হ'তো, তাহলেও বোধ করি এর চাইতে বেশি গাল দিতেন না।"

"তা ত বুঝ্‌লাম কিন্তু ওরা কর্‌লে কি?" আমার সঙ্গী ফিস্ ফিস্ করিয়া আমার কাণে এই যে বিবরণটি বলিতেছিলেন, তাহা আমি বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া শুনিতে লাগিলাম। এদিকে আবার সর্বক্ষণই তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি চারিদিকে পড়িতে লাগিল এবং তাঁহার হাত বার বার গুলিভরা রাইফলে পড়িতেছিল।

তিনি বলিতে লাগিলেন—"আমি ভেবেছিলাম, এবার বুঝি আমাদের শেষ ক'রে ফেলে, কিন্তু তার বদলে তারা একটা নূতন-রকমের কিছু কর্‌তে আরম্ভ কর্‌ল। সবাই মিলে কতক্ষণ খটর মটর কিচির মিচির ক'রে, একজন এসে চ্যালেঞ্জারের পাশে দাঁড়াল। তুমি শুনে হাস্‌বে, বাবাজি, কিন্তু সত্যি বল্‌ছি, তাকে যেন তাঁর আত্মীয়ের মত মনে হচ্ছিল। নিজের চোখে না দেখ্‌লে, এটা আমি বিশ্বাসই কর্‌তাম না। এই বুড়ো নর-বানরটি—বোধ করি ও-ই দলপতি ছিল —যেন একটি লাল রং-এর চ্যালেঞ্জার; চ্যালেঞ্জারের চেহারার বিশেষত্বগুলি সবই বর্তমান, বরঞ্চ একটু অতিরঞ্জিত। সেও বেঁটে, তারও কাঁধ চওড়া, বুক পরিপুষ্ট, গলা নাই বলিলেই হয়, বিশাল, লাল দাড়ির ঝালর, চক্ষে যেন 'কি চাস্‌রে হতভাগা' গোছের দৃষ্টি। এর পর নর-বানরটি চ্যালেঞ্জারের পাশে দাঁড়িয়ে যখন তাঁর কাঁধে হাত দিলে, তখন একেবারে মিলে গেল। সামার্‌লি যেন বায়ুরোগ-গ্রস্তের মত হয়ে পড়েছিলেন, তিনি হাস্‌তে হাস্‌তে কেঁদেই ফেল্‌লেন।

নর-বানরেরাও হেসেছিল, অন্ততঃ খেঁক্ খেঁক্ ক'রে বিকট শব্দ করেছিল —তারপর তারা আমাদের বনের ভিতর দিয়ে, টেনে নিয়ে যাবার উদ্যোগ কর্‌লে, কিন্তু আমাদের বন্দুক এবং অন্য সব জিনিসপত্র তারা স্পর্শও কর্‌ল না, বোধ হয় ভাব্‌লে বিপদ হতে পারে; কিন্তু আমাদের খোলা খাদ্যগুলি সবই ব'য়ে নিয়ে চল্‌ল। পথে সামার্‌লি এবং আমার উপর একটু জবরদস্তি করেছিল—আমার চাম্‌ড়া আর পোশাকই তার প্রমাণ—কারণ, তারা আমাদের কাঁটার মধ্য দিয়ে সোজা পথে নিয়ে গিয়েছিল, আর, তাদের গায়ের চাম্‌ড়া যেন শক্ত কড়্‌কড়ে। চ্যালেঞ্জার গেলেন ভালই। চারজন নর-বানর তাঁকে কাঁধের সমান উঁচু ক'রে ব'য়ে নিয়ে গিয়েছিল, তিনি গেলেন যেন রোমের সম্রাট্। ওটা কি হে?"

দূরে যেন অদ্ভুত একটা টিক্ টিক্ শব্দ হইতেছিল।

লর্ড জন্ দ্বিতীয় এক্‌স্‌প্রেস্ ডুনলা বন্দুকটিতে কার্তুজ ভরিতে ভরিতে বলিলেন—"ঐ তারা যাচ্ছে। সবগুলি বন্দুকে কার্তুজ ভর, বাবাজি, আমরা জীবন্ত ধরা দেব তা ভেবোনা! ওরা উত্তেজিত হ'লে ও রকম শব্দই ক'রে থাকে। সত্যি বল্‌ছি, আমাদের ঘাঁটালে তারা মজা টের পাবে। এখনও তাদের শব্দ শুন্‌তে পাচ্ছ কি?"

"অনেক দূরে হচ্ছে।"

"যাক্, ও গুটি-কতকে কিছু কর্‌তে পার্‌বে না, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, ওদের গোয়েন্দা বন জুড়েই রয়েছে। যাহোক্, তোমাকে যে দুঃখের কাহিনী বল্‌ছিলাম তা শোন। তারা ত আমাদের নিয়ে তাদের গ্রামে পোঁছাল—ঐ পাহাড়ের ধারে গাছের খুব বড় একটা

কুঞ্জের মধ্যে, প্রায় হাজারখানেক ডালপাতার কুঁড়ে। এখান থেকে প্রায় তিন চার মাইল দূরে হবে। ঐ নোংরা জানোয়ারগুলো আমার সর্বাঙ্গ আঙ্গুল দিয়ে দেখ্‌লে, আর যেন কোনদিন পরিষ্কার হ'তে পার্‌ব না। তারা আমাদের বেঁধে ফেল্‌লে—আমাকে যে বেঁধেছিল সে জাহাজের লস্করের মত বাঁধ্‌তে জানে। তারপর আমরা একটা গাছের নীচে চিৎপাত হয়ে পড়ে রইলাম, একটা প্রকাণ্ড বানর হাতে একটা ডাণ্ডা নিয়ে আমাদের পাহারা দিতে লাগ্‌ল। আমাদের বল্‌তে আমাকে আর সামার্‌লিকে; বুড়ো চ্যালেঞ্জার একটা গাছের উপরে ছিলেন, ফল খাচ্ছিলেন আর মজা কর্‌ছিলেন। আমি বল্‌তে বাধ্য যে, কতগুলি ফল আমাদেরও এনে দিয়েছিলেন এবং নিজ হাতে আমাদের বাঁধন ঢিলা ক'রে দিয়েছিলেন। তুমি যদি দেখ্‌তে যে, চ্যালেঞ্জার গাছে চ'ড়ে ব'সে তাঁর যমজ ভাইটির সঙ্গে ইয়ার্‌কি দিচ্ছেন এবং তাঁর মোটা দরাজ গলায় গান গাইছেন—কারণ, যে কোন গান শুনেই সেই বানরেরা বেশ খুসী হয়—তাহলে তুমি হেসে ফেলতে; কিন্তু বুঝ্‌তেই পার, আমরা তখন হাস্‌বার মেজাজে ছিলাম না। তারা চ্যালেঞ্জারকে কতকটা তাঁর ইচ্ছামত কাজ করতে দিয়েছিল, কিন্তু আমাদের বেলা বেশ কড়াকড়ি ছিল। তুমি মুক্ত, ঘুরে বেড়াচ্ছিলে, কাগজপত্র সব তোমার কাছে ছিল—এটা জেনেও আমরা অনেকটা আশ্বস্ত ছিলাম।

"এখন যা বল্‌ব, শুনে তুমি অবাক্ হয়ে যাবে। তুমি বল্‌ছ তুমি মানুষের চিহ্ন দেখেছ—আগুন, ফাঁদ এ সমস্ত দেখেছ। আমরাও সেই মানুষ দেখেছি। ছোটখাট মানুষগুলি, বেচারাদের কি বিষণ্ণ মুখ, আর বিষণ্ণ হবার কারণও আছে। মনে হয়, এই মালভূমির ও-

দিক্‌টায় এই মানুষেরা থাকে—যেদিকে তুমি গহ্বরগুলি দেখেছিলে; আর, নর-বানরগুলো থাকে এ পাশে এবং দুই-এর মধ্যে রক্তারক্তি ব্যাপার লেগেই আছে। আমি যতদূর বুঝ্‌তে পার্‌লাম—অবস্থাটা ঠিক এইরকম। তারপর, কাল নর-বানরেরা ঐ ইণ্ডিয়ান্‌দের ডজনখানেক ধ'রে, কয়েদ ক'রে নিয়ে এসেছে। তুমি জীবনে কখনও এমন চিৎকার, চেঁচামেচি শোন নাই। মানুষগুলি ছোটখাট, লালচে রং-এর, তাদের এম্‌নি ঠেঙ্গিয়েছিল আর খাম্‌চে দিয়েছিল যে, তারা হাঁট্‌তেই পার্‌ছিল না। নর-বানরেরা তখন তখনই দুজন ইণ্ডিয়ান্‌কে মেরে ফেল্‌ল। একজনের হাত টেনেই ছিঁড়ে ফেলেছিল—একেবারে পাশবিক কাণ্ড। দেখ্‌তে ছোট হলেও ওরা বেশ সাহসী, চেঁচায়নি পর্যন্ত, কিন্তু আমাদের একেবারে গায়ে কাঁটা দিয়েছিল। সামার্‌লি ত অজ্ঞানই হয়ে গেলেন, এমনকি চ্যালেঞ্জারও অতি কষ্টে সহ্য করেছিলেন। আমার বোধ হয় এতক্ষণে ঐ দলটা চলে গিয়েছে—না?"

আমরা খুব মন দিয়া কাণ পাতিয়া রহিলাম, কিন্তু পাখীর ডাক ভিন্ন অন্য কিছুতে বনের গভীর নীরবতা ভঙ্গ করিল না। লর্ড জন্ আবার তাঁহার কথা বলিতে লাগিলেন।—

"আমি মনে করি, বাবাজি, তুমি খুব পার পেয়ে গিয়েছ। ঐ ইণ্ডিয়ান্‌দের ধর্‌তে গিয়েই তারা তোমার কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিল। তা না হলে, নিশ্চয় ওরা তাঁবুতে গিয়ে তোমাকেও পাকড়াও কর্‌ত। তুমি বলেছিলে সত্যি, ওরা প্রথম থেকেই গাছ হ'তে আমাদের নজরে রেখেছিল; এটাও তারা বেশ জেনেছিল যে, আমাদের একজন কম। যাহোক্, তারা শুধু তাদের নূতন শিকার

নিয়েই ব্যস্ত ছিল, তাই, একদল বাঁদরের বদলে আমিই ভোরবেলা তোমার কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম। যাক্, তারপর এক বীভৎস কাণ্ড হয়েছিল। সব ব্যাপারটা যেন স্বপ্নের মত! তোমার মনে আছে, নীচে ঐ ছুঁচলো বাঁশবনের কথা, যেখানে সেই আমেরিকানের কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছিল? সেটা ঠিক বানর-গ্রামের নীচেই এবং ওটাই তাদের কয়েদিদের লাফিয়ে পড়বার জায়গা। আমার মনে হয়, খুঁজ্‌লে পরে ওখানে স্তূপাকার কঙ্কাল পেতাম। উপরে কুচ্‌কাওয়াজ কর্‌বার জায়গার মত, তাদের খানিকটা খোলা জমি আছে এবং সেখানে তারা এই উপলক্ষে উৎসবের মত কোন ব্যাপার করে। একজন একজন ক'রে কয়েদি বেচারাদের ওখান থেকে লাফিয়ে পড়্‌তে হয়; মজাটা হলো—নীচে পড়ে চুরমার হয়ে যায়, না বাঁশে শূল-বিদ্ধ হয়, সেইটে দেখা। আমাদের এই ব্যাপার দেখ্‌তে নিয়ে গিয়েছিল, সমস্ত নর-বানরের গোষ্ঠী কিনারায় এসে সারি বেঁধে দাঁড়িয়েছিল। চারজন ইণ্ডিয়ান্ লাফিয়ে পড়্‌ল, আর মাখনের ডেলায় যেমন ছুঁচ বেঁধে—তেম্‌নি ক'রে তারা বাঁশের মধ্যে গিয়ে বিঁধে পড়ল। সেই বেচারি আমেরিকানের কঙ্কালের পাঁজর ফুঁড়ে যে বাঁশ গজিয়েছে, এটা আর আশ্চর্য কি! বীভৎস ব্যাপার, কিন্তু খুবই অভিনব বল্‌তে হবে। ওদের লাফানো দেখে আমরা যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম; এটাও ভাবছিলাম যে, হয়ত এর পরেই আমাদের পালা আস্‌বে।

"কিন্তু সেটা হয়নি। ছয়জন ইণ্ডিয়ান্‌কে তারা আজকের জন্য রেখে দিয়েছিল—অন্ততঃ আমি তাই বুঝেছিলাম; কিন্তু, আমার মনে হয়, আমাদের দিয়েই সবচেয়ে জম্‌কালো তামাসাটা হ'তো।

চ্যালেঞ্জার বোধ করি ছাড়া পেয়ে যেতেন, কিন্তু, আমরা দুজন লিষ্টির মধ্যে ছিলাম, নিশ্চয়। তাদের ভাষাটা অর্ধেকের বেশি হাতের সঙ্কেতেই চালায়, এবং বুঝ্‌তে বেশি মুস্কিল হয় না। তাই ভাব্‌লাম, পলায়নের চেষ্টা কর্‌বার এই সময়। এ সম্বন্ধে খানিক ভেবে, দুই একটা বিষয় পরিষ্কার হ'লো। যা হয় আমাকেই কর্‌তে হবে, কারণ, সামার্‌লিকে দিয়ে কিছু হবে না, চ্যালেঞ্জারও প্রায় তথৈব চ। একবারমাত্র তাঁরা দুজন একত্র হয়েছিলেন, আর তখনই লেগে গেলেন বচসায়, কারণ, এই লালমুখো নর-বানরগুলির বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগ নিয়ে, তাঁরা একমত হতে পার্‌ছিলেন না। একজন বল্‌লেন এরা যাভার ড্রাইওপিথিকাস্‌ জাতীয়, আর একজন বল্‌লেন না, পিথিক্যানথ্রোপাস্‌জাতীয়। পাগ্‌লামি বলি এটাকে—দুইজনই বদ্ধ পাগল। যাক্‌, যা বল্‌ছিলাম—একটু সুবিধা হ'তে পারে এমন দুই একটা বিষয় ভেবে পেলাম। একটা হচ্ছে, খোলা জায়গায় এই জন্তুগুলো মানুষের মত দৌড়াতে পারে না। ওদের বেঁটে, বাঁকা পা, আর শরীরটা ভারি। এমনকি, তাদের সবচেয়ে ভাল যে দৌড়াতে পারে, তাকে চ্যালেঞ্জারও অনায়াসে হারিয়ে দিতে পারেন—তোমার আমার ত কথাই নাই। আর একটা বিষয়, ওরা বন্দুক সম্বন্ধে কিছুই জানে না। আমি যে বাঁদরটাকে গুলি করেছিলাম, সেটা আঘাত পেলে কি করে, তা ওরা বুঝ্‌তে পেরেছে—এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। একবার বন্দুক হাতে পেলে পরে, কতদূর কর্‌তে পার্‌তাম, জানি না।

"কাজেই আজ ভোরে আমি চম্পট দিয়েছি; আমার প্রহরীটার পেটে এক লাথি দিয়ে অজ্ঞান ক'রে ফেলে—উর্ধ্বশ্বাসে তাঁবুর দিকে,

দে ছুট। সেখানে তোমাকে আর বন্দুকগুলি পেলাম, তারপর এখানে এসেছি।"

আমি ভয়ে চেঁচাইয়া উঠিলাম—"প্রফেসার দুজনের কি হ'লো ?"

"কি আর হবে, আমরা এখন তাঁদের আন্‌তে যাব। তাঁদের আমার সঙ্গে করে আন্‌তে পার্‌লাম না। চ্যালেঞ্জার ছিলেন গাছের উপরে, আর সামার্‌লি ত কাজের উপযুক্তই ছিলেন না। একমাত্র উপায় ছিল, বন্দুকগুলি এনে চেষ্টা করা। অবশ্য, হয়ত প্রতিশোধ নেবার জন্য তখনই তাদের ওরা শেষ ক'রে ফেল্‌তে পারে। ওরা চ্যালেঞ্জারের গায়ে হাত দেবে ব'লে মনে হয় না, কিন্তু সামার্‌লি-সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত নই। কাজেই, আমার পালানোতে অবস্থা গুরুতর কিছু হয়নি, কিন্তু, ফিরে গিয়ে তাদের উদ্ধার করা কিংবা তাদের সঙ্গে একত্রে মরা, আমাদের অবশ্য কর্তব্য। তাহলে, বাবাজি, মরবার জন্য প্রস্তুত হও—সন্ধ্যার আগেই এস্‌পার ওস্‌পার একটা কিছু হয়ে যাবে।"

লর্ড জনের কাটা কাটা অল্প কিন্তু জোরালো কথা, কখনও রঙ্গচ্ছলে কখনও বে-পরোয়া ভঙ্গিতে সমস্ত কাহিনীটি আগাগোড়া যেরূপভাবে বলিয়া গিয়াছিলেন, তাহা আমি হুবহু রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু তিনি নেতৃত্ব করিবার জন্যই জন্মিয়াছিলেন। বিপদ যত ঘনীভূত হইতে থাকে, ততই তাঁহার স্ফূর্তি বাড়ে, তাঁহার কথাবার্তা আরও সরস হয়, তাঁহার স্নিগ্ধ দৃষ্টি যেন জ্বলিয়া উঠে এবং তাঁহার লম্বা গোঁফ উৎসাহ ও আনন্দে খাড়া হইয়া উঠে। বিপদ তাঁহার প্রীতির বিষয়, অবস্থা যত সঙ্গীন হয়, ততই তিনি উপভোগ করেন। জীবনের প্রত্যেক সঙ্কট তাঁহার কাছে খেলা বলিয়া গণ্য—

নিয়তির সঙ্গে মানুষের ভয়ঙ্কর খেলা, মৃত্যু তাঁহার পণ। এই গুণের জন্য লর্ড জন্ আপৎকালে অদ্ভুত সহায়। আমাদের সঙ্গীদিগের ভাগ্য-সম্বন্ধে যদি আমাদের আশঙ্কা না থাকিত, তাহা হইলে, এইরূপ লোকের সঙ্গে এইরূপ কাজে আমি পরমানন্দে লাগিয়া যাইতাম। আমরা সেই ঝোপের আড়াল হইতে উঠিতেছিলাম, এমন সময় হঠাৎ তিনি আমার হাত চাপিয়া ধরিলেন।

ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন—“কি সর্বনাশ! ঐ যে তারা!”

ঝোপের মধ্য হইতে দেখিতে পাইলাম, গাছ এবং ডালপালার সবুজ খিলানের নীচ দিয়া, ঐ একদল বানর-মানুষ চলিয়া যাইতেছে। তাহারা সারি বাঁধিয়া চলিতেছে—বাঁকা পা, পিঠ কুঁজা, মধ্যে মধ্যে তাহাদের হাত মাটিতে ঠেকিতেছে এবং চলিতে চলিতে তাহাদের মাথা ডাইনে, বাঁয়ে ফিরিতেছে! ঝুঁকিয়া চলার দরুণ তাহাদের উচ্চতা কমিলেও আমার মনে হয়, তাহারা পাঁচ ফুট লম্বা হইবে। তাহাদের যেমন বিশাল বাহু, তেমনই বিশাল বুক। অনেকের হাতে লাঠি ছিল এবং দূর হইতে তাহাদিগকে দেখাইতেছিল যেন বেজায় লোমওয়ালা বিকলাঙ্গ একদল মানুষ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিয়াছে। মুহূর্তের জন্য তাহাদের স্পষ্ট দর্শন পাইলাম, তারপরই তাহারা ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হইল।

লর্ড জন্ হাতে রাইফল্‌টি তুলিয়া লইয়াছিলেন। বলিলেন—“এখন নয়। এরা অনুসন্ধান ছেড়ে না দেওয়া পর্যন্ত, আমাদের এখানে চুপ্‌চাপ্ প’ড়ে থাকাই সবচেয়ে ভাল। তারপর দেখা যাবে ওদের আড্ডায় ফিরে যেতে পারি কি-না এবং বেছে বেছে মারাত্মক জায়গায়

গুলি চালাতে পারি কি-না। ঘণ্টাখানেক ওদের জন্য অপেক্ষা করা যাক্, তারপর আমরাও চল্‌ব।”

খাদ্যের একটা টিন খুলিয়া প্রাতরাশে সময় কাটাইতে লাগিলাম। পূর্বের দিন প্রাতঃকাল হইতে লর্ড রক্সটন্ কয়েকটা ফল ভিন্ন, অন্য কিছু খান নাই। তিনি ক্ষুৎপীড়িত ব্যক্তির মত আহার করিতে লাগিলেন। অবশেষে আমরা উদ্ধারকার্যে চলিলাম। কার্তুজে পকেট ফুলাইয়া এবং এক এক হাতে এক একটি বন্দুক ঝুলাইয়া লইয়া, লুকাইবার স্থানটি ছাড়িবার পূর্বে, যাহাতে, দরকার হইলেই এখানে ফিরিয়া আসিতে পারি এবং চ্যালেঞ্জার-দুর্গের কোন্‌দিকে ইহা অবস্থিত—এই সমস্তই খুব ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম। আমরা ঝোপের মধ্য দিয়া সন্তর্পণে নীরবে চলিলাম এবং শেষে সাবেক আড্ডার নিকটে পর্বতের একেবারে কিনারায় উপস্থিত হইলাম। সেখানে আমরা থামিলে, লর্ড জন্ তাঁহার কার্যপ্রণালী-সম্বন্ধে কতকটা আভাস দিলেন।

তিনি বলিলেন—“যতক্ষণ আমরা ঘন গাছের মধ্যে আছি, ততক্ষণ ও হতভাগাদের সঙ্গে পেরে উঠ্‌ব না। ওরা আমাদের দেখ্‌তে পাবে, কিন্তু আমরা ওদের দেখ্‌তে পাব না, কিন্তু খোলা জায়গায় অন্যরকম হবে, তখন আমরা ওদের চাইতে তাড়াতাড়ি চল্‌তে পার্‌ব। মালভূমির ধারে ভিতরের চাইতে বড় গাছ কম। কাজেই, ঐ পথেই আমরা চল্‌ব। দৃষ্টি সজাগ রেখে বন্দুকটি বাগিয়ে, ধীরে ধীরে চল। সকলের উপরে, মনে রাখ্‌বে, একটি কার্তুজও অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত আমরা ধরা দেব না —এই আমার শেষ উপদেশ, বাবাজি।”

আমরা যখন পর্বতের ধারে আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন উপুড়

হইয়া দেখিলাম—বিশ্বাসী জাম্বো নীচে একটা পাথরে বসিয়া ধূম-পান করিতেছে। তাহার সঙ্গে কথা বলিয়া আমাদের অবস্থাটা বুঝাইয়া দিতে পারিলে, কি না দিতে পারিতাম! কিন্তু বড় বিপদের কাজ, আমাদের কথা শুনিতে পাওয়া যাইত। বনটা যেন বানর-মানুষে ভর্তি ছিল; বার বার তাহাদের অদ্ভুত টিক্ টিক্ শব্দে কথা-বার্তা শুনিতে পাইতেছিলাম। সে সময়ে আমরা নিকটের ঝোপের মধ্যে পড়িয়া থাকিতাম এবং শব্দ চলিয়া না যাওয়া পর্যন্ত উঠিতাম না। কাজেই আমরা চলিয়াছিলাম খুব ধীরে ধীরে। অবশেষে, প্রায় দুই ঘণ্টা পরে, লর্ড জনের খুব হুঁশিয়ার চলন দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, আমাদের গন্তব্যস্থানের নিকটে আসিয়াছি। আমাকে চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিতে বলিয়া, তিনি নিজে হামাগুড়ি দিয়া অগ্রসর হইলেন। মিনিটখানেক পরেই ফিরিয়া আসিলেন, ঔৎসুক্যে তাঁহার মুখ কাঁপিতেছিল।

বলিলেন—"এসো। শীগ্‌গির এসো! ঈশ্বরেচ্ছায় আমাদের বেশি দেরি হয়ে যায় নাই।"

আমি হামাগুড়ি দিয়া তাঁহার পাশে গিয়া যখন শুইলাম, তখন উত্তেজনায় আমার সর্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল। আমাদের সম্মুখে একটা খোলা জায়গা ছিল, ঝোপের মধ্য দিয়া সেদিকে তাকাইলাম।

যে দৃশ্য দেখিলাম, মৃত্যুর পূর্বে তাহার কথা ভুলিতে পারিব না—এমনই অলৌকিক, এমনই অসম্ভব যে, কি করিয়া আপনাকে বুঝাইব তাহা জানি না। যদি বাঁচিয়া থাকি এবং পুনরায় স্যাভেজ ক্লাবের বৈঠকখানায় বসিয়া, পোস্তার দিকে তাকাইবার সুযোগ ঘটে, তবে আমিও তখন ইহা বিশ্বাস করিতে চাহিব না। আমি জানি,

তখন এ ব্যাপারটা স্বপ্নের মত মনে হইবে, জ্বরের প্রলাপের মত মনে হইবে, কিন্তু, তাহা হইলেও, ব্যাপারটা মনে তাজা থাকিতে থাকিতে, এটা লিখিয়া রাখিব এবং অন্ততঃ একজন—যিনি আমার পাশে ভিজা ঘাসে শুইয়া আছেন—জানিতে পারিবেন, আমি মিথ্যা বলিয়াছি কি-না।

আমাদের সম্মুখে একটা বিস্তৃত খোলা জায়গা—কয়েকশত গজ চওড়া—পাহাড়ের কিনারা পর্যন্ত সবুজ ঘাস এবং নীচু ঝোপ ঝাপ। এই খোলা জায়গাটি ঘিরিয়া অর্ধ-বৃত্তাকারে অনেক গাছ, তাহার মধ্যে কতকগুলি পাতার তৈরি আশ্চর্য কুঁড়েঘর, ডালের মধ্যে একটার উপরে আর একটা—এরূপভাবে প্রস্তুত করা রহিয়াছে। যেন দাঁড়কাকের একটি আড়ৎ, তবে বাসার স্থানে কুঁড়েঘর—এরূপ বলিলেই ভাবটা ভাল বুঝা যাইবে। এই কুঁড়েঘরগুলির খোলা দিক্‌টায় গাছের ডালগুলিতে এই নর-বানরের দল ভিড় করিয়া বসিয়াছিল। ইহাদের আকার দেখিয়া ধরিয়া লইলাম, ইহারা স্ত্রী এবং শিশুর দল। যাহা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ এবং হতবুদ্ধি হইয়াছিলাম, সেই দৃশ্যের পিছনে বসিয়া ইহারাও অত্যন্ত উৎসুক হইয়া দেখিতেছিল।

পর্বতের কিনারার পাশে খোলা জায়গাটিতে, এই লাল রং-এর ঝাঁক্‌ড়া-চুলো জন্তুগুলির কয়েকশত জড় হইয়াছিল। ইহাদের অনেকের আকৃতি বিরাট, সকলেরই চেহারা ভীষণ। ইহাদের মধ্যে একটা বিধি-বাধ্যতা ছিল, কারণ, কেহই নির্দিষ্ট সারিটি ভাঙ্গিবার চেষ্টা করে নাই। সম্মুখে কতগুলি ইণ্ডিয়ান্ দাঁড়াইয়াছিল, ছোট-খাট, সুডৌল হাত-পা, গায়ের রং লাল, তাহাদের চামড়ার

উপর সূর্যালোক পড়িয়া, পালিস্ করা তামার মত চক্ চক্ করিতেছিল। ইহাদিগের পাশে একটি লম্বা, রোগা ইংরেজ বুকের উপর হাত দুখানি ভাঁজ করিয়া নতমস্তকে দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার ভাবভঙ্গিতে ভয় এবং অবসাদ প্রকাশ পাইতেছিল। এই কাঠ-খোট্টা চেহারাটি যে প্রফেসার সামারলির ছিল, তাহাতে ভুল করিবার কোন কারণ ছিল না।

বিষণ্ণ বন্দীদলের সম্মুখে এবং চারিদিকে অনেকগুলি নর-বানর ইহাদিগকে সতর্ক পাহারা দিতেছিল—পলায়নের কোন উপায় ছিল না। ইহা ভিন্ন খানিকটা দূরে এবং পর্বতের কিনারার নিকটে দুইটি মূর্তি ছিল—এমনই অদ্ভুত এবং অন্য সময়ে দেখিলে এমনই হাস্যজনক যে, তাহাদের প্রতি আমার মনোযোগ নিবদ্ধ হইল। ইঁহাদের একজন ছিলেন আমাদের সঙ্গী প্রফেসার চ্যালেঞ্জার। তাঁহার কোটের অবশিষ্টাংশ তখনও ফালি ফালি হইয়া কাঁধের উপর ঝুলিতেছে, কিন্তু, তাঁহার সার্টটি একেবারেই ছিঁড়িয়া গিয়াছে এবং তাঁহার বিশাল দাড়ি তাঁহার বিপুল বক্ষঃস্থলের কাল জট্-পাকান লোমের সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছে। তাঁহার টুপিটি নিরুদ্দেশ, দীর্ঘ পর্যটনে বর্ধিত চুলগুলি এলোমেলো হইয়া উড়িতেছে। মনে হইল যিনি আধুনিক সভ্যতার একটি শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন তাঁহাকে একটি দিনেই একেবারে দক্ষিণ-আমেরিকার বে-পরোয়া বর্বরে রূপান্তরিত করিয়াছে। তাঁহার পাশেই ছিল তাঁহার মালিক, নর-বানরের সেই রাজাটি। লর্ড জন্ যেমন বলিয়াছিলেন, তেমনই প্রত্যেক বিষয়ে, সে যেন আমাদের প্রফেসারের প্রতিমূর্তি—তফাৎ এই, তাহার চুল, দাড়ির রং কালর বদলে লাল। ঠিক সেইরকম বেঁটে, চওড়া শরীর

সেইরকম কাঁধ দুটি বেজায় প্রশস্ত, তেমনই হাত দুটির সম্মুখের দিকে বাঁকানো ভাব এবং সেইরকম শূয়রের কুঁচির মত দাড়ি লোমশ বুকের সঙ্গে গিয়া মিলিয়াছে। কেবল ভ্রূর উপরে বানর-দলপতির ঢালু এবং নীচু মাথার কপালটি, ইংরেজটির জম্‌কালো মাথার প্রশস্ত ললাটের সঙ্গে তুলনায়, আকাশ-পাতাল প্রভেদ দেখা যায়। অন্য সমস্ত বিষয়ে বানর-দলপতি প্রফেসারের একটি বিদ্রূপাত্মক অনুকরণ।

এই সমস্ত বিষয় বর্ণন করিতে অনেক সময় লাগিল, কিন্তু, আমার মনে ছাপ দিয়াছিল কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই। ইহার পর ভাবিবার অন্য বিষয় উপস্থিত হইল, দেখিলাম, একটা নূতন অভিনয়ের সূত্রপাত। দুইটা নর-বানর একজন ইণ্ডিয়ান্‌কে পর্বতের কিনারায় টানিয়া লইয়া আসিল। দলপতি হাত তুলিয়া সঙ্কেত করিলে পর, দুইজনে লোকটিকে হাত এবং পা ধরিয়া তুলিয়া লইয়া তিনবার দোল খাওয়াইল। তারপর ভীষণ জোর দিয়া হতভাগ্য বেচারাকে গিরিপ্রপাতের উপর দিয়া ছুড়িয়া দিল। এমনি জোরে ছুড়িল যে, পড়িবার পূর্বে তাহার শরীরটা বাঁকিয়া আকাশের দিকে উঠিয়া পড়িল। লোকটা অদৃশ্য হইলে, প্রহরী কয়জন ভিন্ন সমস্ত নর-বানরের দল গিরিপ্রপাতের কিনারায় ছুটিয়া গেল। ক্ষণকাল সমস্ত নিস্তব্ধ, তারপরই আনন্দোন্মত্ত চিৎকার! তাহারা তাহাদের লম্বা লোমশ হাত উড়াইয়া, উল্লাসে নাচিয়া চেঁচাইতে লাগিল। তারপর কিনারা হইতে হটিয়া আসিয়া, আবার শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল পরের বলিটির জন্য।

এবারে সামার্‌লির পালা। তাঁহার প্রহরী দুইটি অতি নিষ্ঠুর-ভাবে তাঁহার কব্‌জি ধরিয়া টানিয়া তাঁহাকে সম্মুখের দিকে লইয়া

আসিল। মোরগের ছানাকে তাহারা বাসা হইতে টানিয়া বাহির করিবার সময় যেমন ছট্‌ফট্ করে, সামার্‌লিও তেমনই করিতে লাগিলেন। চ্যালেঞ্জার দলপতির দিকে ফিরিয়া তাহার সম্মুখে উত্তেজিত হইয়া হাত নাড়িতে লাগিলেন। সঙ্গীর জীবনরক্ষার জন্য তিনি আকুল হইয়া নানারকম কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিলেন। দলপতি তাঁহাকে অতিশয় রুক্ষভাবে ঠেলিয়া দিয়া মাথা নাড়িতে লাগিল। পৃথিবীতে সজ্ঞানে তাহার এই শেষ অঙ্গচালনা। লর্ড জনের রাইফল্ গর্জিয়া উঠিল, দলপতিও হুম্‌ড়ি খাইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

আমার সঙ্গী চিৎকার করিয়া উঠিলেন—“চালাও গুলি, একেবারে ওদের ভিড়ের মধ্যে। চালাও, বাবাজি, চালাও!”

নিতান্ত সাধারণ লোকের মনের মধ্যে, একটা অদ্ভুত খুনের লালসা লুকানো থাকে। স্বভাবতঃ আমার প্রকৃতি কোমল, একটি আহত খর-গোশের আর্তনাদেও আমার চক্ষে জল দেখা দেয়, কিন্তু, এখন আমার মনে খুনের লালসা জাগিয়া উঠিল। আমি তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া উঠিলাম, বন্দুকের ম্যাগেজিনের পর ম্যাগেজিন্ খালি হইয়া গেল, আবার কার্তুজ ভরিলাম, আবার খালি হইল। আমি হিংস্র হত্যার উল্লাসে চিৎকার করিতে লাগিলাম। চারিটি বন্দুক দিয়া আমরা দুইজনে ভীষণ হত্যাকাণ্ড করিয়া ফেলিলাম। সামার্‌লির প্রহরীর মধ্যে যে দুইজন তাঁহাকে ধরিয়া রাখিয়াছিল, তাহারা ধরাশায়ী হইয়াছে এবং তিনি নিজে বিস্ময়ে মাতালের মত টলিতেছেন, তিনি যে মুক্ত হইয়াছেন, সেটা তিনি বুঝিতেই পারিলেন না। নর-বানরের দল হতভম্ব হইয়া ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল, এই

হত্যার বন্যা কোথা হইতে আসিল এবং কেন আসিল—সেটা তাহারা বুঝিয়াই উঠিতে পারিল না। তাহারা হাত-পা নাড়িয়া ডাকাডাকি করিয়া এবং মৃত বানরদের উপর হোঁচট্ খাইতে খাইতে চিৎকার করিতে লাগিল। তারপর হঠাৎ আবেগের ভরে দলবদ্ধ হইয়া গর্জন করিতে করিতে হত্যা-লীলার স্থানটি পশ্চাতে ফেলিয়া আশ্রয়ের জন্য গাছের দিকে ছুটিল। খোলা স্থানটিতে রহিল শুধু সেই বন্দী ইণ্ডিয়ানের দল।

চ্যালেঞ্জার তাঁহার উপস্থিত বুদ্ধি-বলে বুঝিলেন, ব্যাপারটা কি হইয়াছে। তিনি হতবুদ্ধি সামার্‌লির হাত ধরিয়া, আমাদের দিকে ছুটিলেন। প্রহরীর অন্য দুইজন তাঁহাদের পিছনে তাড়া করিল, কিন্তু, লর্ড জন্ গুলি মারিয়া তাহাদিগকে শেষ করিলেন। আমরা খোলা জায়গাটিতে ছুটিয়া গিয়া তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত হইলাম এবং প্রত্যেকের হাতে একটি গুলিভরা রাইফল্ দিলাম, কিন্তু, সামার্‌লির শরীরে আর বল ছিল না, টলিয়া চলিবার মত সামর্থ্যটুকুও তাঁহার ছিল না। ইতিপূর্বেই নর-বানরগুলির আতঙ্ক দূর হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহারা ঝোপের মধ্য দিয়া আসিতে লাগিল—উদ্দেশ্য, আমাদের পথ আট্‌কাইয়া ফেলিবে। চ্যালেঞ্জার এবং আমি প্রত্যেকে সামার্‌লির এক-একখানি হাত ধরিয়া তাঁহাকে লইয়া ছুটিলাম ; লর্ড জন্ আমাদের পিছন আগ্‌লাইয়া রহিলেন এবং ঝোপের মধ্য হইতে হিংস্র মাথা বাহির হইয়া গর্জন করিবামাত্র গুলি চালাইতে লাগিলেন। প্রায় এক মাইল পর্যন্ত জানোয়ারগুলি কিচির মিচির করিতে করিতে আমাদের পিছনে পিছনে আসিল। তারপর অনুসরণ ক্ষীণ হইয়া আসিল, কারণ, তাহারা আমাদের ক্ষমতার পরিচয়

পাইয়া আর আমাদের মারাত্মক বন্দুকের সম্মুখে দাঁড়াইতে ভরসা পাইল না। অবশেষে আমাদের আড্ডায় পৌঁছিয়া পিছনের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম—কেহ নাই, আমরা একাকী।

একাকী বলিয়াই মনে হইয়াছিল, কিন্তু, আমরা ভুল বুঝিয়াছিলাম। তাঁবুর কাঁটাঝোপের দরজা বন্ধ করিয়া পরস্পর করমর্দনের পর, সবেমাত্র আমাদের ঝরণাটির কাছে মাটিতে পড়িয়া হাঁপাইতেছিলাম, এমন সময় দরজার বাহিরে পায়ের থপ্ থপ্ শব্দ এবং কাতর আর্তনাদ শুনিতে পাইলাম। লর্ড রক্সটন্ রাইফল্ লইয়া ছুটিয়া গিয়া দরজাটি খুলিলেন। দরজার সম্মুখে, ছোট লাল্চে রং-এর অবশিষ্ট চারিটি ইণ্ডিয়ানের শরীর মাটিতে উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, আমাদের ভয়ে কাঁপিতেছে এবং আমাদের আশ্রয়ের জন্য অনুনয়, বিনয় করিতেছে। তাহাদের একজন হাত নাড়িয়া বনের দিকে দেখাইল এবং জানাইল যে, চারিদিকের বন বিপদে পূর্ণ। তারপর সম্মুখের দিকে বেগে অগ্রসর হইয়া লর্ড জনের পা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার উপর মুখ রাখিল।

লর্ড জন্ নিতান্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গোঁফ টানিতে টানিতে বলিলেন—"কি বিপদ! ওহে, এদের নিয়ে কি করা যায়, বল দেখি? ওঠ বাপু, আমার বুট থেকে মুখ সরাও।"

সামার্লি উঠিয়া বসিয়া তাঁহার নলে তামাক ঠাসিতেছিলেন।

তিনি বলিলেন—"ওদের আশ্রয় দেওয়া আমাদের উচিত। আমাদের সবাইকে মৃত্যুর কবল থেকে তোমরা টেনে নিয়ে এসেছ। যা করেছ তার কথা কি আর বল্ব!"

চ্যালেঞ্জার চেঁচাইয়া উঠিলেন—"চমৎকার! চমৎকার! শুধু

ব্যক্তিগত হিসাবে নয়, কিন্তু প্রতীচ্য সমগ্র বিজ্ঞান-জগৎ, তোমরা যা করেছ তার জন্য তোমাদের কাছে ঋণী। আমি বল্‌তে একটুও দ্বিধা-বোধ কর্‌ছিনা যে, আমি এবং প্রফেসার সামার্‌লি চ'লে গেলে, আধুনিক প্রাণিবিদ্যার ইতিহাসে একটা বেশ ফাঁক থেকে যেত। আমাদের যুবক বন্ধুটি আর তুমি, তোমরা দুজনে চমৎকার কাজ করেছ।"

মুরুব্বি পিতার ন্যায় সহাস্য প্রসন্নবদনে চ্যালেঞ্জার আমাদের দিকে তাকাইলেন, কিন্তু, ইউরোপীয় বিজ্ঞান-জগৎ যদি তাহার ভবিষ্যৎ আশাস্থল এই নির্বাচিত সন্তানটির ঐরূপ জটপাকানো উস্কখুস্ক চুল, খোলা বুক এবং ছিন্ন পোশাক তখন দেখিতে পাইত, তাহা হইলে মহা বিস্মিত হইত। তখন তিনি হাঁটু দুইটির মধ্যে একটা মাংসের টিন এবং হাতে প্রকাণ্ড একটা মাংসের টুক্‌রা লইয়া বসিয়াছিলেন। ঐ ইণ্ডিয়ান্‌টি তাঁহার দিকে তাকাইল, আর, তখনই ভয়ে জড়সড় হইয়া মাটিতে পড়িয়া লর্ড জনের পা আঁক্‌ড়াইয়া ধরিল।

লর্ড জন্ তাহার মাথাটি চাপ্‌ড়াইয়া বলিলেন—"ভয় পেয়োনা, বাপু। চ্যালেঞ্জার! ও তোমার চেহারা বরদাস্ত কর্‌তে পার্‌ছে না; সত্যি বল্‌ছি, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নাই। ভয় নাই, বাচ্চা, উনি একজন মানুষমাত্র, আমাদের মত একজন।"

চ্যালেঞ্জার চেঁচাইয়া উঠিলেন—"তাই নাকি!"

লর্ড জন্ বলিলেন—"চ্যালেঞ্জার, তোমার বরাত ভাল যে, তোমার চেহারাটা একটু অসাধারণ রকমের। তুমি যদি দেখ্‌তে এতটা নর-বানরের রাজার মত না হ'তে—"

"সত্যি বল্‌ছি, লর্ড জন্ রক্‌স্‌টন্, তুমি বড্ড বাড়াবাড়ি কর্‌ছ।"

"কি কর্ব, এটা অতি সত্য কথা।"

"মশায়, দয়া ক'রে ও কথাটা বন্ধ করুন। আপনার মন্তব্যগুলি অপ্রাসঙ্গিক এবং অবোধ্য। এখনকার বিষয় হচ্ছে—এই ইণ্ডিয়ান্দের সম্বন্ধে কি করা যাবে? ওদের বাড়ি কোথায় জানা থাক্লে, এখন ওদের সেখানে পৌঁছিয়ে দেওয়াই ঠিক।"

আমি বলিলাম—"তার জন্য কোন মুস্কিল হবে না। মধ্যের হ্রদটার অন্য পাশে ওরা থাকে।"

"আমাদের তরুণ বন্ধুটি ওদের বাসস্থান জানে। সেটা নাকি বেশ দূরে।"

আমি বলিলাম—"প্রায় মাইল কুড়ি হবে।"

সামার্লি গোঙাইয়া উঠিলেন। বলিলেন—"সেখানে যাওয়া অন্ততঃ আমার কাজ নয়; এখনও শুন্তে পাচ্ছি, ঐ জানোয়ারগুলো আমাদের সন্ধানে গর্জন ক'রে বেড়াচ্ছে।"

তাঁহার এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে, বহু দূরে বনের মধ্য হইতে নর-বানরদের উচ্চ কলরব শুনিতে পাইলাম। ইণ্ডিয়ানেরা আবার ভয়ে কাঁদিয়া উঠিল।

লর্ড জন্ বলিলেন—"আমাদের এখনই যেতে হবে, আর খুব তাড়াতাড়ি যাওয়া চাই। বাবাজি, তুমি সামার্লিকে সাহায্য কর। এই ইণ্ডিয়ানেরা আমাদের জিনিসপত্র ব'য়ে নিয়ে যাবে। তাহলে চল, ওরা আমাদের দেখ্বার আগেই বেরিয়ে পড়ি!"

আধ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে, আমরা সেই ঝোপের আশ্রয়টিতে পৌঁছিয়া লুকাইয়া রহিলাম। সমস্তদিন আমরা, আমাদের পূর্ব আশ্রয়স্থানের দিক্ হইতে নর-বানরদিগের উত্তেজনাপূর্ণ শব্দ শুনিতে

পাইলাম, কিন্তু, আমাদের দিকে উহাদের একটাও আসে নাই। আমরা, সাদা ও কালো সকলেই বেশ ঘুমাইয়া লইলাম। বিকালের দিকে আমি নিদ্রাবেশে ঢুলিতেছিলাম, এমন সময় কে আমার কোটের হাত ধরিয়া টানিল। চাহিয়া দেখিলাম, চ্যালেঞ্জার আমার পাশে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া রহিয়াছেন।

তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন—"ম্যালোন্, তুমি ত সব ঘটনাই তোমার ডায়েরিতে লিখে রাখ্ছ এবং শেষে এগুলো কাগজে ছাপ্‌বে।"

আমি উত্তর দিলাম—"আমি ত পত্রিকার সংবাদদাতা হিসাবেই এখানে এসেছি।"

"তা ত ঠিকই। লর্ড রক্স্‌টন্ যে নির্বোধের মত কতগুলি মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, তা ত শুনেছ—অর্থাৎ আমার নাকি কতকটা—কতকটা সাদৃশ্য আছে—"

"হাঁ, আমি তা শুনেছিলাম।"

"আমার বলা বাহুল্য যে, এমন ভাবের কথা কাগজে বা'র হ'লে—সে সম্বন্ধে তোমার লেখার মধ্যে হাল্‌কা কিছু থাক্‌লে—আমার কাছে সেটা অত্যন্ত বিরক্তিজনক হবে।"

"আমি সত্যের সীমা অতিক্রম কর্‌ব না।"

"লর্ড জন্ প্রায়ই সব খামখেয়ালি কথা বলে এবং মাননীয় মহৎ লোকের প্রতি অনুন্নত জাতি যে সম্মান দেখায়, তার সম্বন্ধে সে নিতান্ত অসঙ্গত কারণ নির্দেশ করে। তুমি আমার কথাটা বুঝতে পার্‌ছ?"

"খুব বুঝতে পার্‌ছি।"

"এটা আমি তোমার বিবেচনার উপর রেখে দিলাম।" ইহার পর খানিকক্ষণ থামিয়া তিনি আবার বলিলেন—"নর-বানরের রাজাটি একটি অসাধারণ প্রাণী ছিল বল্‌তে হবে—আশ্চর্যরকমের সুন্দর এবং বুদ্ধিমান্। এটা তোমার খেয়াল হয়নি?"

আমি বলিলাম—"হাঁ, অসাধারণ প্রাণী বৈ কি।"

ইহার পর প্রফেসার অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

আমি মনে করিয়াছিলাম, আমাদের অনুসরণকারী নর-বানরেরা আমাদের ঝোপের গুপ্ত আশ্রয়টির কথা জানে না, কিন্তু, শীঘ্রই আমাদের এই ভুলটি দেখিতে পাইলাম। বনের মধ্যে কোন সাড়া-শব্দ ছিল না, গাছের পাতাটিও নড়িতেছিল না, আমাদের চারিদিক্ একেবারে নীরব, কিন্তু, আমাদের প্রথম অভিজ্ঞতার পর, এই জন্তুগুলি কিরূপ চতুরতা এবং ধৈর্যের সহিত গোয়েন্দাগিরি করে, সে বিষয়ে চৈতন্য হওয়া উচিত ছিল। ভবিষ্যতে আমার কপালে যাহাই থাকুক না কেন, সেদিন সকালবেলা আমি মৃত্যুর সম্মুখে গিয়া পড়িয়াছিলাম, আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, তাহার চাইতে গুরুতর অবস্থা আর হইতে পারে না। ঘটনাটি ঠিক পর পর আপনাকে বলিব।

কল্যকার দারুণ উত্তেজনা এবং নামমাত্র আহারের পর জাগিয়া শরীর বড় অবসন্নবোধ হইতেছিল। সামারলি এতই দুর্বল হইয়া

পড়িয়াছিলেন যে, দাঁড়াইতেই তাঁহাকে বেগ পাইতে হইল, কিন্তু, বৃদ্ধের উৎকটরকমের সাহস, কিছুতেই হার মানেন না। তখন পরামর্শ করিয়া স্থির হইল, আমরা যেখানে ছিলাম সেইখানেই ঘণ্টা তুই অপেক্ষা করা হইবে, আমাদের অত্যাবশ্যক প্রাতরাশ সেইখানেই শেষ করিব—তারপর মালভূমির মধ্য দিয়া হ্রদটি ঘুরিয়া আমার লক্ষিত ইণ্ডিয়ান্‌দের সেই গহ্বরগুলিতে যাইব। আমরা এই ভাবিয়া আশ্বস্ত হইলাম যে, আমাদের সঙ্গের ইণ্ডিয়ান্‌দের আমরা উদ্ধার করিয়াছি, তাহারা নিশ্চয়ই স্বজাতির নিকট আমাদের সুখ্যাতি করিবে এবং তাহা হইলেই তাহাদিগের নিকট আমরা সাদর অভ্যর্থনা পাইব। তখন আমাদের এই কাজটি শেষ করার পর এবং ম্যাপল্ হোয়াইট্ দেশের রহস্য সম্বন্ধে পূর্ণতর জ্ঞানলাভ করিয়া—আমাদের পলায়ন এবং প্রত্যাবর্তনের প্রধান সমস্যাটির প্রতি সমস্ত চিন্তা নিয়োগ করিতে হইবে। এমনকি, চ্যালেঞ্জারও স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইলেন যে, তাহা হইলেই—আমরা যে কাজে আসিয়াছিলাম, তাহা ভালমতেই করা হইবে এবং তখন হইতে আমাদের প্রধান কর্তব্য হইবে—আমরা যে সকল বিস্ময়কর তথ্য আবিষ্কার করিয়াছি, তাহা সভ্য দেশে লইয়া যাওয়া।

যে ইণ্ডিয়ান্‌দের আমরা উদ্ধার করিয়াছিলাম, তাহাদিগকে ভাল করিয়া দেখিবার এখন অবসর হইল। লোকগুলি ছোটখাট, চট্‌পটে, খুব আঁট গঠন এবং পেশীযুক্ত শরীর; কাল, পাত্‌লা চুলগুলি, মাথার পিছনে চামড়ার ফালি দিয়া খোঁপার মত করিয়া বাঁধা, কটিবাসটিও চাম্‌ড়ার। গোঁফ, দাড়ি নাই, মুখ হাসি হাসি এবং সুগঠিত। কাণের পাতা ছিঁড়িয়া গিয়াছে এবং তাহাতে রক্ত—যেন কাণে কোন অলঙ্কার

ঝুলানো ছিল, নর-বানরেরা টানিয়া তুলিয়া ফেলিয়াছে! তাহাদের ভাষা বুঝা গেল না বটে, কিন্তু, তাহারা পরস্পরে অনর্গল কথা বলিতেছিল এবং একে অন্যকে দেখাইয়া ক্রমাগতই বলিতেছিল "আক্কালা"; আমরা বুঝিতে পারিলাম—এটা তাহাদের জাতির নাম। মধ্যে মধ্যে রাগে ও ঘৃণায় মুখ বিকৃত করিয়া, মুষ্টিবদ্ধহস্তে চারিদিকের বন দেখাইয়া চিৎকার করিতেছিল, "ডোডা! ডোডা!" এটা নিশ্চয় তাহাদের শত্রুর নাম।

লর্ড জন্ জিজ্ঞাসা করিলেন—"এদের দেখে কি মনে করছ, চ্যালেঞ্জার?" চ্যালেঞ্জার বলিলেন—"একটা বিষয় বেশ বুঝতে পারছি, ঐ যে ছোট্টটি, যার মাথার সুমুখটা কামানো—ও-ই এদের সর্দার।"

বাস্তবিক এটা পরিষ্কারই দেখা গেল যে, এই লোকটি অন্যদের নিকট হইতে একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া থাকে এবং অন্যেরা গভীর শ্রদ্ধা না দেখাইয়া তাহার সহিত কথা বলিতে ভরসা পায় না। লোকটি বয়সে অন্য সকলের চাইতে ছোট মনে হইল, কিন্তু, সে এমনই গর্বিত এবং তেজী যে, চ্যালেঞ্জার তাহার মাথায় তাঁহার বিশাল হাতটি রাখিবামাত্র সে একেবারে যেন চমকাইয়া উঠিল এবং দূরে সরিয়া গেল। তারপর তাহার হাত দুইখানি বুকের উপর রাখিয়া, তেজঃপূর্ণ ভঙ্গিতে, "মারিটাস্" এই কথাটি বার বার উচ্চারণ করিল। চ্যালেঞ্জার একটুও লজ্জিত হইলেন না, নিকটের ইণ্ডিয়ান্‌টির কাঁধ ধরিয়া তাহার সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন—যেন সে একটা বৈজ্ঞানিক নমুনা।

তিনি গম্ভীরনাদে বলিলেন—"এই জাতের লোকদের মাথার

গড়ন, মুখের আকৃতি প্রভৃতি যে কোন লক্ষণ দিয়ে বিচার করা যাক্ না কেন, এদের নিম্নশ্রেণীর মানুষ বলা যেতে পারে না; বরঞ্চ, আমার জানা অনেক সাউথ্ আমেরিকান্ জাতের চাইতে এদের বহু উচ্চে স্থান দিতে হয়। এমন জায়গায় এ রকম একটা জাতের ক্রমবিকাশ কি ক'রে হ'লো—সেটার যুক্তিযুক্ত কৈফিয়ৎ দেওয়া সম্ভব নয়। আবার, যে-সব সেকালের জন্তু এখনও এই মালভূমিতে বেঁচে আছে, তাদের সঙ্গে ওই নর-বানরদের এতটা তফাৎ যে, তারা এখানে থেকেই ক্রমে উন্নত হ'য়ে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে—এরূপ ভাবা কিছুতেই হতে পারে না।"

লর্ড জন্ জিজ্ঞাসা করিলেন—"তবে এরা কোন্ আস্মান থেকে পড়্ল?"

চ্যালেঞ্জার বলিলেন—"ইউরোপ এবং আমেরিকার প্রত্যেক বিজ্ঞান-সমিতিতে নিশ্চয়ই এই প্রশ্নটা নিয়ে আলোচনা হবে। এ সম্বন্ধে আমার নিজের মত, যদি সেটার কোন মূল্য থাকে"—এই-স্থলে তিনি বিশাল বুকটি ফুলাইয়া গর্বের সহিত চারিদিকে তাকাইলেন—"হচ্ছে যে, এই দেশের বিশেষ অবস্থার মধ্যে, বিকাশটা মেরুদণ্ডী জন্তু পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে, সাবেক জীবগুলি বেঁচে থেকে হালের জন্তুগুলির সঙ্গে একত্রে বাস করেছে। সেইজন্যই আমরা টেপিরের মত আধুনিক জন্তু দেখ্তে পাই—এ জন্তুটিও বড় কম-দিনের নয়—আর সেই বিশাল হরিণ এবং পিপীলিকাভুক্‌কে জুরাসিক্ যুগের সরীসৃপজাতীয় প্রাণীর সঙ্গে দেখ্তে পাওয়া যায়। এ পর্যন্ত ত পরিষ্কারই। এখন নর-বানর আর ইণ্ডিয়ান্‌দের কথা! এদের উপস্থিতি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক কি বলেন? এরা বাইরে থেকে

এসেছে—এ ছাড়া অন্য কোন কারণই সম্ভব ব'লে মনে হয় না। হয়ত বা দক্ষিণ-আমেরিকায় বানর-মানুষ ছিল, অতীতকালে তারা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছিল এবং ক্রমে উন্নত হয়ে আমরা যা দেখছি, সেইরকম জন্তুতে পরিণত হয়েছে, তাদের কতগুলির"— এখানে তিনি কট্মট্ করিয়া আমার দিকে তাকাইলেন—"চেহারা এবং গঠন এমন যে, বুদ্ধিটিও সে রকম থাক্লে, বল্‌তে আর একটুও ইতস্ততঃ কর্‌ব না,—তারা পৃথিবীর যে কোন জাতিকে গৌরবান্বিত কর্‌বে। ইণ্ডিয়ান্‌রা যে বেশিদিন হয়নি নীচের উপত্যকা থেকে এখানে এসেছে, সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ নাই। দুর্ভিক্ষ কিংবা যুদ্ধ-বিগ্রহের তাড়নায় তারা এখানে আস্‌তে বাধ্য হয়েছিল। এখানে এসে, পূর্বে কখনও দেখে নাই এমন সব হিংস্রজন্তু দেখে, তারা আমাদের তরুণ বন্ধুটির বর্ণিত গহ্বরে আশ্রয় নিয়েছিল; কিন্তু এই জন্তুদের সঙ্গে, বিশেষতঃ নর-বানরগুলির সঙ্গে অনেক লড়াই-এর পর তারা এঁটে উঠ্‌তে পেরেছে। নর-বানরেরা নিশ্চয় ভেবেছিল যে, ইণ্ডিয়ানেরা তাদের দেশে অনধিকারপ্রবেশ করেছে, তাই তারা এদের সঙ্গে নিষ্ঠুরভাবে চাতুরীর সহিত যুদ্ধ করেছে, কিন্তু, অন্য বড় জানোয়ারগুলির সেরূপ কর্‌বার শক্তি নাই। সেজন্যই এই ইণ্ডিয়ান্‌দের সংখ্যা এত পরিমিত। কেমন, রহস্যটি ঠিকমত উদ্ঘাটন কর্‌তে পেরেছি কিনা, কোন বিষয়ে প্রশ্ন আছে?"

প্রফেসার সামারলি যদিও সবেগে মাথাটি নাড়িয়া মোটের উপর প্রতিবাদ জানাইলেন, তবু, তিনি এমনই নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, কোন তর্ক করিতে পারিলেন না। লর্ড জন্ শুধু তাঁহার পাত্‌লা চুল নখে আঁচ্‌ড়াইতে আঁচ্‌ড়াইতে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন—তাঁহার কোন

প্রতিবাদ করা চলে না, যেহেতু, তাঁহার সে বিদ্যা এবং ক্ষমতা নাই। আর আমি এই নীরস কাজের কথাটি বলিয়া তাঁহাদিগকে বাস্তব জগতে টানিয়া আনিলাম যে,—একজন ইণ্ডিয়ান্‌কে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না।

লর্ড রক্সটন্ বলিলেন—"সে জল আন্‌তে গিয়েছে। তাকে একটা খালি টিন দিয়েছি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আমাদের সাবেক আড্ডায় গিয়েছে কি?"

"না, নদীতে গিয়েছে। ঐখানে গাছগুলির মধ্যে নদীটা আছে, এখান থেকে দু-শ গজের বেশি হবে না। লোকটা দেখ্‌ছি বড্ড সময় নিচ্ছে।"

আমি বলিলাম—"একটু দেখে আসি কি কর্‌ছে।" রাইফল্‌টি লইয়া ধীরে ধীরে আমি নদীটার দিকে চলিলাম, বন্ধুরা যৎকিঞ্চিৎ প্রাতরাশের আয়োজন করিতে লাগিলেন। ঝোপের আশ্রয়টি ছাড়িয়া এতটা নিকটে যাওয়াও হয়ত, মিষ্টার ম্যাক্ আর্ডল, আপনার নিকট গোঁয়ারের মত কাজ মনে হইবে, কিন্তু মনে রাখিবেন—আমরা বানর-গ্রাম হইতে অনেক মাইল দূরে আছি এবং যতদূর জানি, ঐ জানোয়ারগুলি আমাদের আশ্রয়টির সন্ধান পায় নাই, তাহা ভিন্ন—আমার হাতে রাইফল্ আছে, তাই, ওদের জন্য ভয় নাই, কিন্তু, ওদের বল কিংবা চাতুরী কোনটার সম্বন্ধেই আমি তখনও অভিজ্ঞতা-লাভ করি নাই।

আমার সম্মুখে কোনখানে নদীর কুল্‌কুল্ শব্দ শুনিতে পাইতেছিলাম, সেই স্থানটি এবং আমার মধ্যে কতকগুলি গাছ এবং

ঝোপ জট পাকাইয়াছিল। আমি যেখান দিয়া যাইতেছিলাম, সে স্থানটা সঙ্গীগণ দেখিতে পাইতেছিলেন না। একটা গাছের নীচে আসিয়া দেখিতে পাইলাম, ঝোপের মধ্যে একটা লাল কিছু জড়সড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার নিকটে গিয়া দেখিলাম, কি সর্বনাশ! এটা আমাদের সেই ইণ্ডিয়ান্‌টির মৃতদেহ! কাৎ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, হাত-পা গুটানো, মাথাটি অস্বাভাবিকভাবে মোচ্‌ড়ানো—যেন কাঁধের উপর দিয়া সোজা তাকাইয়া রহিয়াছে। একটা কিছু বিপদ হইয়াছে জানাইয়া বন্ধুদিগকে সতর্ক করিবার জন্য চিৎকার করিয়া উঠিলাম এবং দৌড়িয়া গিয়া মৃতদেহটার উপরে উপুড় হইলাম। ভগবান্ এই সময়ে আমার সহায় হইলেন, কারণ, কেমন একটা ভয়ে কিংবা পাতার একটু সর্ সর্ শব্দ হওয়াতে, আমি উপরের দিকে চাহিলাম। দেখিলাম, আমার মাথার উপরে গাছের সবুজ পাতার গোছার ভিতর হইতে, দুইটা লম্বা লাল্‌চে লোমওয়ালা সবল হাত ধীরে ধীরে নামিতেছে। মুহূর্তের মধ্যেই হাত দুইটা আমার গলা টিপিয়া ধরিত। আমি পিছনের দিকে এক লাফ দিলাম, কিন্তু, হাত দুইটা আমার চাইতেও ক্ষিপ্র। হঠাৎ লাফানোর জন্য মরণ-টিপ পড়িল না বটে, কিন্তু, একটা হাত আমার গলার পিছনটা ধরিল, অন্য হাত ধরিল আমার মুখ। টুঁটিটি বাঁচাইবার জন্য আমি দুই হাতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম এবং পর মুহূর্তে সেই বিশাল থাবা আমার মুখ হইতে পিছ্‌লাইয়া নামিয়া আমার হাত দুটি চাপিয়া ধরিল। আমি ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠিতে লাগিলাম, একটা অসহ্য চাপ ক্রমাগত আমার মাথাটাকে পিছনের দিকে ঠেলিতে লাগিল, ক্রমে ঘাড়ে এমনই টান পড়িতে লাগিল যে, আর যেন সহ্য

করিতে পারি না। আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল, তবু, সেই হাতটা ধরিয়া টানাটানি করিতে করিতে আমার গলা হইতে ছাড়াইলাম। উপরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, একটা ভীষণ মুখ নিষ্ঠুর কট্‌মটে দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়া আছে। ঐ সাংঘাতিক চক্ষুতে কেমন একটা সম্মোহন ভাব ছিল, আমি আর বাধা দিতে পারিলাম না। জন্তুটা যখন বুঝিতে পারিল, তাহার বাহুপাশে আমি এলাইয়া পড়িতেছি, তখন সেই বীভৎস মুখের দুই পাশে কুকুরের মত দুইটা দাঁত মুহূর্তের জন্য চক্ চক্ করিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার হাত আমার চিবুকে দৃঢ়তর হইয়া মাথাটিকে পিছনের দিকে জোরে ঠেলিতে লাগিল। আমার দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হইয়া গেল, কাণে যেন ঘণ্টাধ্বনির মত টুং টুং শব্দ হইতে লাগিল। এমন সময় দূরে রাইফলের অস্পষ্ট আওয়াজ শুনিতে পাইলাম, সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল যেন, ধপ্ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেলাম—তারপরই একেবারে অজ্ঞান!

জ্ঞানলাভ করিয়া দেখিলাম, ঝোপের মধ্যে সেই আশ্রয়টিতে, ঘাসের উপর পড়িয়া রহিয়াছি। নদী হইতে কেহ জল আনিয়াছিল, লর্ড জন্ সেই জল আমার মাথায় ছিটাইতেছেন, চ্যালেঞ্জার এবং সামার্‌লি আমাকে ধরিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের মুখ উদ্বেগপূর্ণ। তাঁহাদের মুখে বৈজ্ঞানিক আবরণের পিছনে, মুহূর্তের জন্য মানুষোচিত কোমলতার আভাস দেখিতে পাইলাম। আঘাত পাইয়া যতটা না হউক, আকস্মিক আক্রমণের ধাক্কাতেই আমি বাস্তবিক কাবু হইয়া পড়িয়াছিলাম। মাথায় বেদনা, ঘাড় ফিরাইতে পারিতেছি না—তাহা সত্বেও আমি উঠিয়া বসিতে পারিলাম এবং বোধ হইল সবই করিতে পারিব।

লর্ড জন্ বলিলেন—"বাবাজি, বড্ড বেঁচে গিয়েছ। তোমার চিৎকার শুনে ছুটে গিয়ে যখন দেখ্‌লাম, তোমার মাথাটি বাঁকানো এবং শূন্যে পা ছুঁড়্‌ছ, তখন ভেবেছিলাম—বুঝি দলের একজন কমে গেল। তাড়াতাড়িতে জানোয়ারটার গায়ে গুলি লাগাতে পার্‌লাম না বটে, কিন্তু, সে তোমাকে ফেলে তখনি বিদ্যুতের মত ছুটে পালালো। তখন মনে হয়েছিল, বন্দুক হাতে জনপঞ্চাশেক লোক যদি আমার সঙ্গে থাক্‌ত, তাহলে ঐ হারামজাদা দলটাকে শেষ ক'রে এই দেশটাকে সাফ্ ক'রে দিয়ে যেতে পার্‌তাম।"

এখন পরিষ্কার বুঝিতে পারা গেল, নর-বানরের দল কোনরকমে আমাদিগকে দেখিতে পাইয়াছিল এবং সব সময় আমাদের উপর নজর রাখিয়াছিল। দিনের বেলা উহাদের জন্য বিশেষ ভয়ের কোন কারণ নাই, কিন্তু, রাত্রে আমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে, কাজেই, যত শীঘ্র উহাদের নিকট হইতে সরিয়া পড়িতে পারি, ততই ভাল। আমাদের তিনদিকে শুধু বন, সেখানে আমাদের আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু, চতুর্থ দিক্‌টিতে—যে দিক্‌টা ঢালু হইয়া হ্রদটির দিকে গিয়া নামিয়াছে—শুধু মরা গুল্ম, মধ্যে মধ্যে এখানে-সেখানে গাছ এবং উন্মুক্ত স্থান ছিল। আমি একাকী যে পথে পর্যটন করিয়াছিলাম, ইহা বাস্তবিক সেই পথ এবং ইহা সোজা ইণ্ডিয়ান্‌দের গহ্বরের দিকে গিয়াছে। এখন এই পথেই আমাদের যাইতে হইবে।

একটা বিষয়ে আমাদের খুব আক্ষেপের কারণ হইয়াছিল—আমরা আমাদের আড্ডাটি ফেলিয়া যাইতেছিলাম; শুধু আমাদের জিনিসপত্র ফেলিয়া যাইতেছি বলিয়া নহে, পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের

একমাত্র বন্ধন জাম্বোর সংস্রব ছাড়িয়া যাইতেছি বলিয়া আরও বেশি আপশোষ হইতেছিল। যাহা হউক, আমাদের সঙ্গে বন্দুকগুলি আছে, কার্তুজও আছে যথেষ্ট—অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য আমাদের কাজ চলিয়া যাইবে এবং আশা আছে, শীঘ্রই ফিরিয়া গিয়া জাম্বোর সঙ্গে কথাবার্তা বলিবার সুযোগ ঘটিবে। সে বিশ্বস্তভাবে কথা দিয়াছে ঐখানেই থাকিবে এবং সে যে তাহার কথা রক্ষা করিবে, সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

বিকালের আগেই আমরা রওয়ানা হইলাম। যুবক দলপতিটি পথ দেখাইয়া আগে আগে চলিল, কিন্তু, কোন জিনিস বহন করিতে তেজের সহিত অস্বীকার করিল। তাহার পিছনে বাকি ইণ্ডিয়ান্ দুইটি, আমাদের যৎসামান্য জিনিস যাহা কিছু ছিল, পিঠে লইয়া চলিল। আমরা শ্বেতাঙ্গ চারিজন গুলিভরা বন্দুক হাতে লইয়া, সকলের পিছনে রহিলাম। সবেমাত্র রওয়ানা হইয়াছি, এমন সময় পিছনে গভীর নীরব বনের মধ্য হইতে হঠাৎ নর-বানরদের দারুণ কোলাহল আরম্ভ হইল—সেটা আমাদের প্রস্থানে জয়োল্লাসও হইতে পারে, কিংবা আমাদের পলায়নে ধিক্কারও হইতে পারে। পিছনের দিকে চাহিয়া শুধু গাছের ঘন পর্দাটিই দেখিতে পাইলাম; কিন্তু সেই দীর্ঘ চিৎকার শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম, কতগুলি শত্রু উহার মধ্যে লুকাইয়া আছে। যাহা হউক, অনুসরণের কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না এবং শীঘ্রই আমরা আরও খোলা জায়গায়, উহাদের এলাকার বাইরে চলিয়া গেলাম।

সকলের পিছনে চলিতে চলিতে আমার সম্মুখে তিনটি সঙ্গীর চেহারা দেখিয়া না হাসিয়া পারিলাম না। এই সেইদিন রাত্রিকালে,

যিনি আল্‌বেনিতে পারস্যদেশীয় বহুমূল্য গালিচায় ঢাকা, চিত্র-শোভিত ঘরটিতে রঙ্গীন বাতির গোলাপি আভার মধ্যে বলিয়াছিলেন—ইনি কি সেই লর্ড জন্ রক্‌স্‌টন্ ? আর, ইনিই কি সেই জমকালো প্রফেসার, যিনি কিছুদিন পূর্বে এন্‌মোর পার্কে, তাঁহার প্রকাণ্ড পাঠগৃহটিতে, ডেস্কের পিছনে বুক ফুলাইয়া বসিয়াছিলেন ? সর্বশেষে, জুওলজিক্যাল্ ইনিষ্টিটিউটের মিটিং-এ যিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, সেই পরিপাটি, সংযমী লোকটি কি ইনি ? সারে-লেনের কোন ভিখারী ভবঘুরেও বোধ করি ইহাদিগের চাইতে অপরিচ্ছন্ন ও অদ্ভুত দেখাইত না। আমরা প্রায় একসপ্তাহমাত্র মালভূমির উপরে ছিলাম বটে ; কিন্তু আমাদিগের অতিরিক্ত পোশাক-পরিচ্ছদ নীচে আমাদের তাঁবুতে ছিল এবং ঐ একটি সপ্তাহই আমাদের দুর্গতির একশেষ করিয়াছিল। অবশ্য ইহা আমার পক্ষে খাটে না, কারণ, নর-বানরের হাতে লাঞ্ছনাটা আমাকে ভোগ করিতে হয় নাই। আমার তিনটি বন্ধুই তাঁহাদের টুপি হারাইয়াছিলেন, সেজন্য এখন তাঁহাদের মাথা রুমাল দিয়া বাঁধিয়াছিলেন, তাঁহাদের পোশাক ফালি ফালি হইয়া ঝুলিতেছিল, ক্ষৌরকার্যের অভাবে মুখ নোংরা—তাঁহাদিগের মুখ চিনিতে পারাই মুস্কিল। সামার্‌লি এবং চ্যালেঞ্জার দুইজনেই রীতিমত খোঁড়াইতেছিলেন, সকালবেলার দুর্ঘটনায় আমার শরীর দুর্বল থাকায়, আমিও পা যেন টানিয়া তুলিতেছিলাম এবং সেই মরণ-টিপুনি খাইয়া আমার ঘাড় কাঠের মত শক্ত হইয়া গিয়াছিল। আমাদের দলটিকে দেখাইতেছিল নিতান্তই কিম্ভূতকিমাকার। আমাদের ইণ্ডিয়ান্ সঙ্গীরা যে মধ্যে মধ্যে দারুণ ভয় এবং বিস্ময়ের সহিত আমাদের দিকে তাকাইতেছিল—তাহা কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নহে।

বিকালের প্রায় শেষভাগে আমরা হ্রদের কিনারায় উপস্থিত হইলাম। ঝোপের ভিতর হইতে বাহির হইয়া যখন সম্মুখে হ্রদের জল দেখিতে পাইলাম, তখন আমাদের ইণ্ডিয়ান্ বন্ধুরা আনন্দে চিৎকার করিতে লাগিল এবং সম্মুখের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করিল। চাহিয়া দেখিলাম, বাস্তবিকই সম্মুখে একটি অদ্ভুত দৃশ্য। প্রকাণ্ড বড় একটি ডিঙ্গির বহর জলের উপর দিয়া, আমরা যে পারে ছিলাম সেইদিকে দ্রুতবেগে আসিতেছে। প্রথম যখন দেখিলাম, তখন বহরটি কয়েকমাইল দূরে ছিল, কিন্তু আসিতেছিল অত্যন্ত দ্রুত এবং শীঘ্রই এত নিকটে আসিয়া পড়িল যে, দাঁড়িরা আমাদিগকে দেখিতে পাইল। সেই মুহূর্তে তাহারা বজ্রনিনাদে আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল এবং দেখিলাম, তাহারা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বল্লম ও বৈঠাগুলি পাগলের মত শূন্যে নাড়িতেছে। তারপর আবার দাঁড় লইয়া টানিতে লাগিল এবং বাকি জলটুকু বিদ্যুদ্বেগে পার হইয়া ঢালু বালিতে নৌকা লাগাইল; তারপর সকলে ছুটিয়া আসিয়া, সেই দলপতি যুবক ইণ্ডিয়ান্‌টির সম্মুখে, আনন্দে চিৎকার করিতে করিতে মাটিতে লম্বা হইয়া পড়িল। শেষে, উহাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ—তাহার গলায় উজ্জ্বল চক্‌চকে কাঁচের পুঁতির মালা, কাঁধে কোন জন্তুর চমৎকার চাকা চাকা দাগওয়ালা আম্বার রং-এর একটা চাম্‌ড়া ঝুলানো—ছুটিয়া আসিয়া খুব আদরের সহিত দলপতি যুবকটিকে বুকে জড়াইয়া ধরিল। তারপর সে আমাদের দিকে তাকাইল, কি যেন জিজ্ঞাসা করিল, পরে খুব সম্ভ্রমের সহিত অগ্রসর হইয়া আমাদিগকেও আলিঙ্গন করিল। তখন তাহার হুকুমে অন্য সমস্ত ইণ্ডিয়ান্‌ও আমাদের সম্মুখে মাটিতে পড়িয়া আমাদিগকে

সম্মান জানাইল। এইরূপ অতিমাত্রায় সম্মান-বন্দনা দেখিয়া আমার নিজের ভারি লজ্জাবোধ হইতে লাগিল, সামার্‌লি এবং লর্ড জনের মুখেও সেইরূপ ভাবই দেখিলাম, কিন্তু, চ্যালেঞ্জার প্রস্ফুটিত ফুলটির মত উৎফুল্ল হইলেন।

দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে তাহাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন —"এরা অনুন্নত অসভ্য জাতি হ'তে পারে, কিন্তু, মান্যগণ্য লোকের প্রতি এদের এই আচরণটি দেখে, আমাদের অনেক উন্নত ইউরোপিয়ান্‌ও শিক্ষালাভ কর্‌তে পারেন।"

পরিষ্কার বুঝিতে পারা গেল, ইহারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া বাহির হইয়াছে, সকলেরই হাতে বল্লম—লম্বা বাঁশের ডগায় তীক্ষ্ণ হাড় পরানো—আর সঙ্গে তীর, ধনু এবং প্রত্যেকের পাশে একটা মোটা ডাণ্ডা কিংবা পাথরের তৈরি কুড়াল ঝুলানো। আমরা যে বন পার হইয়া আসিয়াছিলাম, তাহার দিকে সকলের ক্রোধপূর্ণ দৃষ্টি এবং ঘন ঘন "ডোডা", "ডোডা" বলিয়া চিৎকার। এ সব দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা গেল, এই দলটি বৃদ্ধ রাজার পুত্রকে—যুবককে এই বৃদ্ধের পুত্র বলিয়াই মনে করিলাম—উদ্ধার করিবার জন্য কিংবা তাহার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য যাইতেছিল। তখন সকলে একত্র হইয়া গোলাকারে বসিয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিল; আমরা একটা চ্যাটাল ব্যাসল্ট্‌ পাথরের পাশে বসিয়া ইহাদিগের কার্য দেখিতে লাগিলাম। দুই-তিনজন যোদ্ধা কিছু বলিল, তারপর আমাদের যুবক বন্ধুটি খুব সতেজ বক্তৃতা দিল, আর এমনই ভাবপূর্ণ অঙ্গভঙ্গি করিয়া বলিল যে, তাহাদের ভাষা জানিলে যেমন বুঝিতাম, প্রায় তেমনই আমরা সব বুঝিতে পারিলাম।

যুবকটি বলিল—"ফিরে যাবার দরকার কি? শীগ্‌গির হোক্ আর দেরিতে, হোক্, এ কাজ কর্‌তেই হবে। তোমাদের লোকদের মেরেছে—আমি নিরাপদে ফিরেছি, তাতে কি হয়েছে? অন্যদের মেরেছে ত? আমাদের নিস্তার নাই! এখন আমরা প্রস্তুত হয়ে একত্র হয়েছি।" তারপর সে আমাদিগকে দেখাইল। "এই অপরিচিত লোকেরা আমাদের বন্ধু। এঁরা খুব যোদ্ধা এবং এঁরাও আমাদেরই মত নর-বানরদের ঘৃণা করেন।" আকাশের দিকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—"বজ্র, বিদ্যুৎ এঁদের আয়ত্ত। এমন সুযোগ আমরা আর কবে পাব? চল, আমরা অগ্রসর হই, হয় এখন সকলে মর্‌ব, আর না হয় একেবারে নিরাপদ হব। ফিরে গেলে, আমাদের মেয়েদের কাছে লজ্জায় মুখ দেখাব কি ক'রে?"

ছোট ছোট লাল্‌চে যোদ্ধাগুলি বক্তার কথা মন দিয়া শুনিল, বক্তৃতা শেষ হইলে চিৎকার করিয়া শূন্যে অস্ত্র ঘুরাইয়া বাহবা দিল। বৃদ্ধ দলপতি আমাদের নিকটে আসিল এবং বনের দিকে দেখাইয়া আমাদিগকে একটা প্রশ্ন করিল। লর্ড জন্ তাহাকে উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিতে সঙ্কেত করিয়া আমাদের দিকে ফিরিলেন।

তিনি বলিলেন—"এখন বল, তোমরা কি কর্‌বে। আমার দিক্ থেকে বল্‌ছি—ঐ নর-বানরদের সঙ্গে অনেক বিষয়ে আমার বোঝাপড়া কর্‌বার আছে। যদি ওদের পৃথিবীতে নির্মূল ক'রে সে কাজ শেষ হয়, তাহলে পৃথিবীর তাতে দুঃখ কর্‌বার কোন কারণ দেখি না। আমি এই লাল সঙ্গীদের সঙ্গে যাচ্ছি এবং এই বিপদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের সঙ্গে আছি। তোমার মত কি, বাবাজি?"

"আমি নিশ্চয় যাব!"

"আর তুমি, চ্যালেঞ্জার ?"

"আমিও নিশ্চয় সাহায্য কর্‌ব।"

"তাহলে, সামার্‌লি, তুমি কি কর্‌বে ?"

"লর্ড জন্‌, আমরা কিন্তু এই অভিযানের উদ্দেশ্য থেকে বহু দূরে সরে পড়ছি। আমি নিশ্চয় বল্‌ছি, লণ্ডনে আমার প্রফেসারি কাজ ছেড়ে আস্‌বার সময় একটুও ভাবিনি যে, অসভ্যদের সঙ্গে মিলে নর-বানরের উপনিবেশ আক্রমণ কর্‌বার উদ্দেশ্যে যেতে হবে।"

লর্ড জন্‌ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"মাঝে মাঝে এ রকম হীন কাজও কর্‌তে হয়। আর, আমরা যখন এটা করতেই যাচ্ছি, তখন তোমার মত কি ?"

সামার্‌লি শেষ পর্যন্ত তর্ক না করিয়া ছাড়েন না, তিনি বলিলেন— "কাজটা বড়ই আপত্তিজনক মনে হচ্ছে, কিন্তু, তোমরা সবাই যখন যাচ্ছ, তখন আমি আর কি ক'রে প'ড়ে থাকি।"

লর্ড জন্‌ বলিলেন—"তা হলে এটা স্থিরই হয়ে গেল।" তখন দলপতির দিকে ফিরিয়া, মাথা নাড়াইয়া সম্মতি জানাইলেন, সঙ্গে সঙ্গে রাইফল্‌টিও চাপ্‌ড়াইলেন। বৃদ্ধ একে একে আমাদের হাত ধরিয়া চাপিল এবং তাহার লোকেরা অধিকতর উচ্চৈঃস্বরে আনন্দধ্বনি করিল। এত দেরি হইয়া গিয়াছিল যে, সে রাত্রে আর অগ্রসর হইতে পারা গেল না, ইণ্ডিয়ানেরা আগুন জ্বালাইয়া রাত্রি কাটাইবার ব্যবস্থা করিল। চারিদিকে আগুন জ্বলিয়া উঠিল, ধোঁয়াও হইল খুব। ইতিপূর্বেই জনকয়েক ইণ্ডিয়ান্‌ জঙ্গলে ঢুকিয়াছিল, তাহারাও আসিয়া উপস্থিত হইল—আগে আগে একটা বাচ্চা ইগুয়ানোডন্‌ তাড়াইয়া লইয়া। পূর্বের গুলির মত এই ইগুয়ানোডন্‌টারও কাঁধে অল্‌কাত্‌রার

ছাপ দেওয়া ছিল। তারপর একজন ইণ্ডিয়ান্ যখন মালিকের চালে অগ্রসর হইয়া আসিয়া সেটাকে বধ করিবার অনুমতি দিল, তখন আমরা বুঝিতে পারিলাম—লোকের যেমন গরু, ছাগল থাকে, তেমনই এগুলি ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিজস্ব সম্পত্তি এবং যে দাগগুলি দেখিয়া আমাদের গোল লাগিয়া গিয়াছিল, সেগুলি মালিকের চিহ্ন বই আর কিছুই নহে। অসহায়, নিশ্চেষ্ট, নিরামিষাশী জানোয়ার, দেহটা প্রকাণ্ড, কিন্তু বুদ্ধি অতি ক্ষুদ্র—একটি বালক ইহাদিগকে সাম্‌লাইতে এবং চরাইতে পারে। কয়েক মিনিটের মধ্যে এই বিশাল জন্তুটাকে কাটিয়া কুটিয়া ফেলিল এবং বড় বড় মাংসের চাকা দশ-বারটা অগ্নিকুণ্ডের উপর ঝুলিতে লাগিল। সেই সঙ্গে আঁইসওয়ালা বড় এক-রকম মাছও ছিল—তাহা হ্রদের জলে বল্লম দিয়া মারা হইয়াছে।

সামারলি বালির উপরে পড়িয়া নিদ্রা দিতেছিলেন, আমরা তিনজন জলের কিনারা ঘুরিয়া সন্ধান করিতেছিলাম—এই অদ্ভুত দেশের সম্বন্ধে আরও কিছু জানিতে পারি কি না। দুই জায়গায় নীল কাদার গর্ত দেখিতে পাইলাম, ইতিপূর্বে টেরোড্যাক্‌টিল-জলার মধ্যেও এরূপ গর্ত দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। এই গর্তগুলি প্রাচীন আগ্নেয় গহ্বর এবং কোন কারণে এগুলি লর্ড জনের মনোযোগ একটু বেশি-রকমে আকর্ষণ করিল। পক্ষান্তরে, চ্যালেঞ্জার আকৃষ্ট হইলেন একটা ফুটন্ত কাদার উষ্ণ প্রস্রবণ দেখিয়া। সেটার উপরে কোনও অজ্ঞাত গ্যাস্ বড় বড় ভুরভুরি কাটিয়া বাহির হইতেছিল। তিনি একটা নল লইয়া তাহার মধ্যে ঢুকাইয়া দিলেন, তারপর একটা দিয়াশলাই-এর কাঠি জ্বালিয়া নলটার মুখে ধরিলে যখন ফুটিয়া যাইবার মত একটা শব্দ হইল এবং চোঙ্গাটার অন্য মুখ দিয়া নীল রং-এর আগুনের

শিখা বাহির হইল, তখন তিনি স্কুলের ছাত্রের মত আনন্দে চিৎকার করিয়া উঠিলেন। তারপর নলটার মুখে একটা চামড়ার থলি উল্টাইয়া পরাইয়া, সেটাতে ঐ গ্যাস্ ভরিয়া লইলেন এবং ঐ গ্যাসপূর্ণ থলিটাকে যখন আকাশে উড়াইয়া দিতে পারিলেন—তখন তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না!

"এটা একটা দাহ্য গ্যাস, বায়ুর চাইতে হাল্‌কা। এতে যে অনেকখানি জলজান বাষ্প আছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। জি. ই. সির পুঁজি এখনও নিঃশেষ হয়নি। প্রচণ্ড চিন্তাশক্তি সমগ্র প্রকৃতিটাকে কি ক'রে কাজে লাগাতে পারে, তা আমি এখনও তোমাদের দেখাতে পারি।" এই বলিয়া তিনি কোন গোপন মতলবের কথা ভাবিয়া আত্মগৌরবে ফুলিয়া উঠিলেন, কিন্তু, সে সম্বন্ধে আর কিছু বলিলেন না।

হ্রদের বিস্তৃত জলরাশি আমার নিকট যেমন অদ্ভুত লাগিয়াছিল, তীরস্থ কোন কিছুই তেমন অদ্ভুত লাগিল না। আমাদের সংখ্যায় এবং গোলমালে, কয়েকটি টেরোড্যাক্‌টিল্ ভিন্ন অন্য সমস্ত জীবিত প্রাণী ভয়ে সরিয়া পড়িল এবং এই টেরোড্যাক্‌টিল্‌গুলি মাংসের লোভে আমাদের মাথার উপরে উড়িতে লাগিল—আড্ডার চারিদিকে নীরব, নিস্তব্ধ কিন্তু মধ্যস্থিত হ্রদের জলের অবস্থা সেরূপ ছিল না, নানা অদ্ভুত জন্তুর সঞ্চরণে হ্রদের জল একেবারে তোলপাড়! করাতের দাঁতের মত ডানাওয়ালা স্লেট রং-এর বিশাল এক একটা পিঠ, মধ্যে মধ্যে ভাসিয়া উঠে, আবার ডুবিয়া যায়। দূরে বালুচরের উপরে কত কদাকার জন্তু, বিশাল সব কচ্ছপ এবং নানারকমের অদ্ভুত সব জলচর পড়িয়াছিল। একটা প্রকাণ্ড চ্যাপ্টা জন্তু, যেন একখণ্ড

তৈলাক্ত কাল রং-এর চাম্‌ড়া, থপ্ থপ্ করিয়া হ্রদের দিকে নামিয়া আসিতেছিল। এখানে, সেখানে বড় বড় সাপের মত মাথাওয়ালা কোন জন্তু জলের উপর মাথা তুলিয়া রাজহাঁসের মত সুন্দর ভঙ্গিতে দুলিতে দুলিতে চলিয়া বেড়াইতেছিল। খানিক পরে ইহার একটা যখন মোচড় খাইতে খাইতে আমাদের প্রায় একশত গজ দূরে বালুচরে আসিয়া উঠিল এবং আমরা তাহার পিপার মত শরীর ও পিছনে পাখ্‌না-ওয়ালা গলাটা দেখিতে পাইলাম, তখন চ্যালেঞ্জার এবং সামার্‌লি মহা বিস্ময়ে ওটাকে লইয়া দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইলেন।

সামার্‌লি চেঁচাইয়া উঠিলেন—“প্লিথিওসরাস্! এটা অলবণাক্ত জলের প্লিথিওসরাস্! কি সৌভাগ্য যে, জীবনে এমন একটা জীব দেখ্‌তে পেলাম! চ্যালেঞ্জার, পৃথিবীর আদি থেকে আরম্ভ ক’রে, সব প্রাণিতত্ত্ববিদের চাইতে আমরা ধন্য!”

রাত্রি না হওয়া পর্যন্ত এবং অন্ধকারের মধ্যে আমাদের ইণ্ডিয়ান্ বন্ধুদের আগুন জ্বলিবার পূর্বে, এই বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত দুইটিকে, এই আদিম যুগের হ্রদটির মোহ হইতে টানিয়া আনা গেল না। এই অন্ধকারেও যখন আমরা হ্রদের পারে শুইয়াছিলাম, বিরাট জন্তুদের ডাক এবং জলে পড়ার শব্দ শুনিতে পাইতেছিলাম।

খুব ভোরবেলা আড্ডার সকলে জাগিয়া প্রস্তুত হইতে লাগিল এবং ঘণ্টাখানেক পরেই আমরা সেই যুদ্ধাভিযানে যাত্রা করিলাম। স্বপ্নে প্রায়ই ভাবিয়াছি, একদিন হয়ত যুদ্ধের সংবাদদাতা হইতে পারিব, কিন্তু উৎকটতম স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই যে, এইরূপ একটি যুদ্ধের সংবাদদাতা হওয়া আমার ভাগ্যে ঘটিবে! নিম্নে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আমার প্রথম সংবাদ :—

রাত্রে গহ্বর হইতে আরও ইণ্ডিয়ান্ আসিয়া আমাদের সংখ্যা বাড়াইয়াছিল এবং যাত্রাকালে আমরা চারি-পাঁচশত লোক হইলাম। কতগুলি গোয়েন্দা পূর্বে পাঠাইয়া দিয়া, পিছনে ঘন-সন্নিবিষ্ট-সৈন্যশ্রেণী ঢালু ঝোপপূর্ণ স্থান দিয়া উঠিতে উঠিতে ক্রমে আমরা বনের প্রান্তে উপস্থিত হইলাম। এখানে বল্লমধারী এবং ধনুকধারী সৈন্যগণ লম্বা শ্রেণী বাঁধিয়া দুই ভাগে ছড়াইয়া পড়িল। রক্স্টন্ এবং চ্যালেঞ্জার ডানদিকে দলের সঙ্গে রহিলেন, আমি এবং সামার্লি রহিলাম বাঁদিকে। আমরা প্রস্তর-যুগের একটি সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে মিলিয়া যুদ্ধ করিতে যাইতেছিলাম—আর আমাদের সঙ্গে ছিল লণ্ডনের উৎকৃষ্টতম বন্দুক-নির্মাতাদের অস্ত্র।

শত্রুর জন্য আমাদিগকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। বনের প্রান্ত হইতে একটা বিকট, কর্কশ কোলাহল আরম্ভ হইল এবং হঠাৎ একদল নর-বানর হাতে মোটা মোটা ডাণ্ডা এবং পাথর লইয়া ইণ্ডিয়ান্দের শ্রেণীর মধ্য-ভাগের দিকে ছুটিয়া আসিল। ইহা খুব সাহসিক আক্রমণ হইলেও নির্বোধের মত হইয়াছিল, কারণ, ঐ বিশাল, বক্রপাদ প্রাণীরা ছিল মন্থর, পক্ষান্তরে তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা ছিল বিড়ালের মত ক্ষিপ্র। ঐ ভয়ঙ্কর জানোয়ারগুলি—মুখ দিয়া ফেনা উঠিতেছে, চক্ষু কট্মট্ করিয়া তাকাইতেছে—বেগে অগ্রসর হইয়া শত্রু ধরিতে যায় আর প্রতিবারেই বিফল হয়, এদিকে আবার শত্রুর তীরের পর তীর আসিয়া তাহাদের শরীরে বিঁধিতেছে—কি ভীষণ দৃশ্য! একটা বিশাল বানর—তাহার পাঁজরে, বুকে এক ডজন তীর ফুটিয়া রহিয়াছে—যন্ত্রণায় চিৎকার করিতে করিতে আমার সুমুখ দিয়া গেল। যন্ত্রণামুক্ত করিবার জন্য আমি তাহার মাথায়

গুলি মারিলাম, সে উপুড় হইয়া ঝোপের মধ্যে পড়িয়া গেল। এই একটিমাত্রই আওয়াজ করিতে হইয়াছিল, কারণ, আক্রমণটা হইয়াছিল শ্রেণীর মধ্যখানে, তাহা ব্যর্থ করিতে ইণ্ডিয়ান্‌দের কোন সাহায্য চাহিতে হইল না। যতগুলি নর-বানর খোলা জায়গায় বেগে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহাদের একটিও বোধ করি আশ্রয়ে ফিরিতে পারে নাই।

কিন্তু আমরা যখন গাছের মধ্যে আসিলাম, তখন ব্যাপারটা আরও মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইল। আমরা বনে ঢুকিবার পর ঘণ্টাখানেক পর্যন্ত অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইল, আমরা অতি কষ্টেও আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। ঝোপের মধ্য হইতে এক-একবার লাফাইয়া বাহির হইয়া, নরবানরেরা ডাণ্ডা দিয়া তিন-চারজন ইণ্ডিয়ান্‌কে শেষ করিতে লাগিল, তারপর তাহারা ইণ্ডিয়ান্‌দের বল্লমের আঘাতে মরিল। ওদের ঐ ডাণ্ডার দারুণ আঘাত যাহা কিছুর উপর পড়িয়াছে, সমস্তই একেবারে চুরমার! একজন এক ঘায়ে সামার্‌লির রাইফল্‌টা চূর্ণ করিয়া করিয়া দিল এবং তাহার পরের আঘাতে সামার্‌লির মাথাটিও গুঁড়া হইবার উপক্রম হইয়াছিল, সৌভাগ্যবশতঃ একজন ইণ্ডিয়ান্ বল্লম দিয়া বানরটার বুক ফুটা করিয়া তবে তাঁহাকে বাঁচায়। অন্য সব নরবানর গাছের উপরে থাকিয়া পাথর এবং বড় বড় কাঠ ছুড়িতে লাগিল, আবার মধ্যে মধ্যে এক-একটা আমাদের উপর লাফাইয়া পড়িয়া না মরা পর্যন্ত কি ভীষণ লড়াইটাই করিল! আমাদের সঙ্গীরা একবার শত্রুর চাপে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল, সেই সময়ে আমরা রাইফল্ না চালাইলে উহারা পলায়ন করিত—সেটা নিশ্চিত, কিন্তু বৃদ্ধ দলপতি দুর্জয় সাহসের সহিত পুনরায়

তাহাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া এমনই বেগে আক্রমণ করিল যে, নরবানরের দল পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে লাগিল। সামার্লি অস্ত্রহীন, কিন্তু আমি ক্রমাগত গুলি চালাইতে লাগিলাম এবং অপর পার্শ্বেও শুনিলাম, আমার সঙ্গীদের বন্দুকের গুড়ুম গুড়ুম আওয়াজ হইতেছে। মুহূর্ত-মধ্যে শত্রুদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল—তারপরেই সব শেষ! গর্জন এবং চিৎকার করিতে করিতে, নরবানরের দল ঝোপের মধ্য দিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে চারিদিকে ছুটিল, আমাদের মিত্রদলও পৈশাচিক উল্লাসে চিৎকার করিতে করিতে উহাদের পিছনে তাড়া করিল। অগণিত বংশানুক্রমিক যুদ্ধ-বিগ্রহ, ইহাদের সঙ্কীর্ণ ইতিহাসের যত হিংসা-নিষ্ঠুরতা, দুর্ব্যবহার এবং উৎপীড়নের স্মৃতির আজ হিসাব-নিকাশ করিবার দিন। অবশেষে প্রাধান্যলাভ করিবে মানুষই এবং মানুষেতর জন্তুকে তাহার নির্দিষ্ট স্থানটি চিরকালের জন্য খুঁজিয়া লইতে হইবে। পলাতকেরা যতই ছুটুক না কেন, তাহাদের গতি এতই মন্থর ছিল যে, চট্‌পটে ইণ্ডিয়ান্‌দের নিকট রক্ষা পাইল না; নিবিড় ঝোপের চারিদিক্ হইতে উল্লাসের চিৎকার, ধনুকের টঙ্কার এবং নরবানরদিগের গাছ হইতে পতনের মড়মড়-ধপাস্ শব্দ—এই সমস্তই শুনিতে পাওয়া গেল।

আমি অন্য ইণ্ডিয়ান্‌দের পিছনে পিছনে যাইতেছিলাম, এমন সময় দেখিলাম, লর্ড জন্ এবং চ্যালেঞ্জার আমাদের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

লর্ড জন্ বলিলেন—"সব শেষ হয়ে গিয়েছে, এখন ব্যাপারটা গুছিয়ে নেবার ভার ইণ্ডিয়ান্‌দের উপর ছেড়ে দিতে পারি। এটা যত কম দেখা যায়, ততই ঘুম হবে ভাল।"

চ্যালেঞ্জারের চক্ষু দুটি খুনের নেশায় জ্বলিতেছিল।

তিনি লড়ায়ে-মোরগের মত বুক ফুলাইয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া বলিতে লাগিলেন—"ঐতিহাসিক যুগান্তরকারী যুদ্ধ, যদ্দ্বারা পৃথিবীর ভাগ্য নির্দিষ্ট হয়েছে—তার একটিতে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য আমরা লাভ করেছি। মানুষের এক জাতি অন্য জাতির উপর জয়লাভ করে—সেটার মূল্য কি? একেবারেই অর্থশূন্য। প্রত্যেকটারই ফল এক, কিন্তু সেই ভীষণ লড়াই, মানব-যুগের প্রারম্ভে গহ্বরবাসীরা খড়্গদন্ত বাঘের সঙ্গে যে লড়াই ক'রে জয়ী হয়েছিল, কিংবা যাতে সেকালের অতিকায় হাতী প্রথম জান্‌তে পেরেছিল যে, তাদের উপরেও মনিব আছে—এগুলিকেই বলি প্রকৃত বিজয়—যে বিজয়ের মূল্য আছে। নিয়তির এই অদ্ভুত আবর্তনে আমরা সেইরকম একটি লড়াই দেখ্‌লাম এবং তার নিষ্পত্তিতে সাহায্য কর্‌লাম। এখন, এই মালভূমিতে ভবিষ্যতে মানুষেরই চির অধিকার।"

এইরূপ নিষ্ঠুর উপায় সমর্থন করিতে হইলে, পরিণামের ঔচিত্যের উপর গভীর বিশ্বাসের দরকার। আমরা সকলে মিলিয়া যখন বনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইলাম, তখন দেখিলাম, রাশি রাশি নরবানর বল্লম কিংবা তীর দ্বারা বিদ্ধ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। স্থানে স্থানে চূর্ণ-বিচূর্ণ ইণ্ডিয়ানের ক্ষুদ্র দল দেখিয়া বুঝিতে পারা গেল—এখানেই একটা নরবানর কোণঠাসা হইয়া শত্রুনিপাত করিতে করিতে প্রাণ দিয়াছে। সব সময়ই আমাদের সুমুখে চিৎকার এবং গর্জন শুনিতে পাইলাম এবং বুঝিতে পারিলাম অনুসরণটা কোন্‌দিকে চলিয়াছে। নরবানরগুলি তাড়া খাইয়া তাহাদের গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইল, সেইখানেই তাহারা শেষ বাধা দিতে ফিরিয়া দাঁড়াইল; এবারও

তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল এবং সর্বাপেক্ষা ভীষণ অন্তিম দৃশ্যের মুহূর্তে আমরাও সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। প্রায় একশত পুরুষ নরবানর—শেষ জীবিত দলটি তাড়িত হইয়া সেই খোলা জায়গায় উপস্থিত হইয়াছে, যাহা পর্বতের কিনারা পর্যন্ত বিস্তৃত এবং যেখানে দুইদিন আগে আমি ও লর্ড জন্ চ্যালেঞ্জার এবং সামার্‌লিকে উদ্ধার করিয়াছিলাম। আমরা সেখানে গিয়া দেখিলাম, একদল বল্লমধারী ইণ্ডিয়ান্ অর্ধবৃত্তাকারে উহাদিগকে ঘিরিয়াছে এবং মিনিটখানেকের মধ্যেই সমস্ত শেষ হইয়া গেল। ত্রিশ-চল্লিশটা নরবানর সেখানে দাঁড়াইয়া মরিল। অবশিষ্টগুলিকে, পূর্বে তাহারা তাহাদের কয়েদী ইণ্ডিয়ান্‌দিগকে যেমন করিয়াছিল, তেমনই করিয়া যখন পর্বত-প্রপাতের উপর দিয়া ছয়শত ফুট নীচে সেই তীক্ষ্ণ বাঁশবনের উপরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল, তখন তাহাদের কি চিৎকার আর খাম্‌চানি! চ্যালেঞ্জার ঠিক বলিয়াছিলেন—ম্যাপল্ হোয়াইট্ দেশে চিরকালের জন্য মানুষের প্রভুত্বই স্থাপিত হইল। বড় পুরুষ-নরবানরগুলির একটাও জীবিত রহিল না, বানর-গ্রাম ধ্বংস হইল, বানরী এবং বাচ্চাগুলিকে ইণ্ডিয়ানেরা বাঁধিয়া লইয়া চলিল—তাহাদিগকে দাস করিয়া রাখিবে; এইরূপে বহু শতাব্দীর প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান হইল—নিদারুণ রক্তারক্তি ব্যাপার দিয়া।

এই বিজয়ে আমাদের সুবিধা হইল অনেকখানি। আবার আমাদের আড্ডায় গিয়া জিনিসপত্র লইয়া আসিতে পারিলাম। জাম্বোর সঙ্গেও আবার কথাবার্তার সুযোগ ঘটিল। দূরে থাকিয়া, পর্বতের কিনারা হইতে এই বানরবৃষ্টির দৃশ্য দেখিয়া তাহার ভীষণ ভয় হইয়াছিল।

সে চক্ষু দুটি বড় করিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল—"চ'লে এস মশাইরা, তোমরা চ'লে এস! ওখানে থাক্‌লে নিশ্চয় তোমাদের ভূতে ধর্‌বে।"

সামার্‌লি দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত বলিলেন—"বুদ্ধির কথাই বলেছে। দারুণ সঙ্কট অনেকরকমই উপস্থিত হলো, কোনটাই আমাদের স্বভাব এবং পদমর্যাদার উপযুক্ত নয়। চ্যালেঞ্জার, তোমার কথার যেন নড়চড় না হয়। এখন থেকে তোমার সমস্ত শক্তি নিয়োগ কর, যাতে আমরা এই ভীষণ দেশ থেকে আবার সভ্য দেশে ফিরে যেতে পারি।"

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

আমি প্রতিদিনের ঘটনাই লিখিতেছি, আশা করি, শীঘ্রই বলিতে পারিব যে, অবশেষে আমাদের মেঘাচ্ছন্ন আকাশে আলো দেখা দিয়াছে। এখানে আমরা পলায়নের উপায়বিহীন হইয়া আট্‌কা পড়িয়াছি, এই অবস্থা একান্ত অসহ্য। তবু আমি বেশ অনুমান করিতে পারিতেছি যে, এমন দিন আসিতে পারে, যখন আমরা ইহা ভাবিয়া খুসী হইব যে, অনিচ্ছায় আট্‌কা পড়িয়া এই অদ্ভুত স্থানের আশ্চর্য ব্যাপার এবং জন্তুসম্বন্ধে অধিকতর জানিবার সুযোগ আমরা পাইয়াছি।

ইণ্ডিয়ান্‌দের জয়লাভ এবং নরবানরের ধ্বংস—এই ব্যাপার আমাদের ভাগ্যে পরিবর্তন আনিল। তখন হইতে প্রকৃতপক্ষে

আমরাই যেন মালভূমির কর্তা হইলাম, কারণ, দেশবাসীরা আমাদিগকে ভয় এবং কৃতজ্ঞতামিশ্রিত দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল, যেহেতু, আমাদের অদ্ভুত শক্তিদ্বারা তাহাদের পুরুষানুক্রমিক শত্রুদের নিপাতে আমরা সাহায্য করিয়াছি। আমাদের মত পরাক্রান্ত ও দুর্জ্জেয় লোককে প্রস্থান করিতে দেখিলেই হয়ত তাহারা নিজেদের জন্য আশ্বস্ত হইবে, কিন্তু, যাহাতে আমরা নীচের প্রান্তরে আপনা হইতে পৌঁছিতে পারি, সে সম্বন্ধে তাহারা কোন কিছু উল্লেখ করিল না। তাহাদের ইসারা, ইঙ্গিতে যতদূর বুঝিতে পারিয়াছিলাম, তাহাতে মনে হইল, ঐ স্থানে আসিবার একটা সুড়ঙ্গ ছিল, যেটার নীচের মুখ আমরা পর্বতের নিম্নদেশ হইতে দেখিয়াছিলাম। এই সুড়ঙ্গ দিয়া নরবানর এবং ইণ্ডিয়ান্ উভয়ে ভিন্ন ভিন্ন যুগে চূড়ায় পৌঁছিয়াছিল এবং ম্যাপল্ হোয়াইট্ ও তাহার সঙ্গীর সহিত সেই পথেই আসে, কিন্তু, পূর্ব বৎসরে দারুণ ভূমিকম্প হওয়ায় উপরের দিক্‌টা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া সুড়ঙ্গটি একেবারে অদৃশ্য হইয়াছে। আমরা সঙ্কেতে নামিবার ইচ্ছাপ্রকাশ করিলে, সেজন্যই তাহারা শুধু মুখ তুলিয়া চায় আর মাথা নাড়ে। হয়ত তাহারা আমাদের প্রস্থানে সাহায্য করিতে পারে না কিংবা করিবে না।

এই যুদ্ধ-বিজয়ের শেষে, অবশিষ্ট নরবানরগুলিকে তাড়াইয়া মালভূমি পার করিয়া আনিয়া ইণ্ডিয়ান্‌দের গহ্বরগুলির নিকটে রাখা হইয়াছিল, সেখানে তাহারা মনিবের দৃষ্টিতে থাকিয়া দাসের মত আজীবন কাটাইবে। ব্যাপারটিকে ব্যাবিলোনিয়ায় ইহুদিদিগের এবং ইজিপ্টে ইজ্‌রাএলাইট্‌দিগের অবস্থার একটি উৎকৃষ্ট আদিম পুনরাবৃত্তি বলা যাইতে পারে। রাত্রিতে আমরা আর্তনাদ শুনিতে

পাইতাম ; মনে হইত, যেন কোন বন্য ইজেকিয়েল* বানর-গ্রামের নষ্ট গৌরবের জন্য বিলাপ করিতেছে।

যুদ্ধের দুইদিন পরে, আমরা নূতন বন্ধুদিগের সহিত মালভূমি পার হইয়া আসিয়া তাহাদের পাহাড়টির নীচে আড্ডা গাড়িলাম। উহাদের ইচ্ছা ছিল, আমরা তাহাদের সঙ্গে গহ্বরে একত্রে বাস করি, কিন্তু, লর্ড জন্ ইহাতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না ; এই ভাবিয়া যে, তাহারা বিশ্বাসঘাতকতা করিলে, আমাদিগকে তাহাদের হাতের মুঠোর মধ্যে থাকিতে হইবে। এইজন্য আমরা স্বাধীনভাবেই রহিলাম এবং মৈত্রীর সম্বন্ধ বজায় রাখিয়া আকস্মিক ঘটনার জন্য অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত রাখিলাম। তাহাদের গহ্বরেও যাইতাম প্রায়ই। গহ্বরগুলি খুবই অদ্ভুত, কিন্তু, এগুলি প্রাকৃতিক না মানুষের তৈয়ারি —তাহা স্থির করিতে পারি নাই। সকল গহ্বরই এক স্তরে ছিল ; তাহার উপরে আগ্নেয় ব্যাসল্ট্ পাথরের উজ্জ্বল পাহাড় এবং নীচে শক্ত গ্রেনাইট্ পাথরের ভিত্তি, মধ্যখানে একরকম নরম পাথরের স্তর—এই স্তরটির মধ্যেই গহ্বরগুলি খোদাই করা।

গহ্বরের মুখগুলি জমি হইতে প্রায় আশি ফুট উপরে, পাথরের সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতে হয়, তাহা এতই সরু এবং খাড়া যে, কোন বড় জন্তুর পক্ষে চড়া অসম্ভব। গহ্বরগুলির ভিতরে গরম এবং শুক্‌না, সবগুলিই সোজা পর্বতগাত্রে গিয়া ঢুকিয়াছে, কোনটা বেশি, কোনটা কম গভীর, দেওয়ালগুলি মসৃণ এবং ধূসর রং-এর, আর তাহাতে মালভূমির ভিন্ন ভিন্ন জন্তুর ছবি সুন্দর করিয়া কয়লা দিয়া আঁকা। দেশটার সমস্ত জীবিত প্রাণী বিনষ্ট হইলেও

* বাইবেলোক্ত ইহুদী মহাপুরুষ বিশেষ।

ভবিষ্যতের অনুসন্ধানকারী এই সকল গহ্বরের দেওয়ালে ইহার প্রাণিবর্গের প্রচুর নিদর্শন পাইবে—ডাইনোসর, ইগুয়ানোডন্, মেছোকুমীর (fish lizards) প্রভৃতি—যাহারা এই সেদিন পর্যন্ত পৃথিবীতে ছিল।

যখন হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছিলাম যে, ইগুয়ানোডন্-গুলিকে গৃহপালিত পশুর মত রাখা হয় এবং কার্যতঃ সেগুলি চলন্ত মাংসের ভাণ্ডার, তখন আমরা বুঝিতে পারিয়াছিলাম—মানুষ তাহার সেকেলে অস্ত্রশস্ত্র দিয়াও এই মালভূমির উপর আধিপত্যস্থাপন করিতে পারিয়াছে। আমরা শীঘ্রই বুঝিলাম, তাহা নহে—তখনও তাহাদের ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বী বর্তমান। ইণ্ডিয়ান্দের গহ্বরের নিকটে আমাদের আড্ডা করিবার দুইদিন পর দুর্ঘটনাটি হইল। সেদিন চ্যালেঞ্জার ও সামার্লি হ্রদটিতে গিয়েছিলেন, সেখানে তাঁহাদের নির্দেশমত কতগুলি ইণ্ডিয়ান্, নমুনার জন্য বল্লম দিয়া সেই অতিকায় কুমীর শিকার করিতেছিল। লর্ড জন্ এবং আমি আমাদের আড্ডাতেই ছিলাম, একদল ইণ্ডিয়ান্ গহ্বরের সম্মুখস্থ ঢালু ঘাসের উপরে, এখানে সেখানে নানা কাজে নিযুক্ত ছিল। হঠাৎ "ষ্টোয়া" বলিয়া শতকণ্ঠে দারুণ এক চিৎকারধ্বনি! চারিদিক হইতে পুরুষ, মেয়ে এবং শিশুর দল, আশ্রয়ের জন্য উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়িয়া পাগলের মত হুড়াহুড়ি করিতে করিতে সিঁড়ি বাহিয়া গহ্বরের মধ্যে গিয়া ঢুকিল।

মাথা তুলিয়া চাহিয়া দেখিলাম, উপরে পাহাড় হইতে তাহারা হাত নাড়িয়া আমাদিগকে তাহাদের আশ্রয়টিতে যাইবার জন্য ডাকিতেছে। আমরা উভয়ে রাইফল্ লইয়া ছুটিয়া অগ্রসর

হইলাম, বিপদটা কি দেখিবার জন্য। হঠাৎ নিকটস্থ বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য হইতে চৌদ্দ-পনেরজন ইণ্ডিয়ান্ বাহির হইয়া প্রাণের দায়ে ছুটিয়া আসিতে লাগিল এবং তাহাদের পিছনে পিছনে দুইটা সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষুসে জানোয়ার,—আমাদের তাঁবুতে যে জানোয়ার দর্শন দিয়াছিল এবং আমার নৈশ-ভ্রমণের সময় আমাকে তাড়া করিয়াছিল। দেখিতে জন্তুগুলি বীভৎস ব্যাঙের মত এবং লাফ দিয়া দিয়া চলিতেছিল, কিন্তু আকারে বৃহত্তম হাতীর চাইতেও বড়। পূর্বে রাত্রিতে ভিন্ন দিনের বেলায় এ জন্তু দেখি নাই, আর বাস্তবিক ইহারা নিশাচর জন্তু। তবে ইহাদের বাসায় গিয়া উৎপাত করিলে ভিন্ন কথা—যেমন এ ক্ষেত্রে হইয়াছিল। এই দৃশ্য দেখিয়া আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। ইহাদের উব্ড়ো খাব্ড়ো চামড়া মাছের মত আভাময়, চলিবার সময় সূর্যের আলোক পড়িয়া তাহাতে রামধনুর শ্রী ফলাইয়াছিল।

উহাদিগকে লক্ষ্য করিবার সময় খুব কমই পাইলাম, কারণ মুহূর্তমধ্যে পলাতক ইণ্ডিয়ান্দের উপরে পড়িয়া এক লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড আরম্ভ করিল। ইহাদিগের আক্রমণের প্রণালী অদ্ভুত, শরীরের সমস্ত ভার দিয়া এক-একজনের উপর লাফাইয়া পড়ে এবং তাহাকে চূর্ণ ও খণ্ড খণ্ড করিয়া অন্যকে তাড়া করে। হতভাগ্য ইণ্ডিয়ানেরা দারুণ ভয়ে চিৎকার করিতে লাগিল। রাক্ষুসে জন্তুগুলি ভয়ানক নৃশংস এবং ক্ষিপ্র, ইণ্ডিয়ানেরা কত ছুটাছুটি করিতে লাগিল, কিছুতেই রক্ষা পাইল না। একজনের পর একজন ধরাশায়ী হইল এবং সাহায্য করিবার জন্য আমরা যখন গিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন অর্ধেকও জীবিত ছিল না, কিন্তু, আমাদের সাহায্যে

কোন কাজ হইল না এবং আমারাও সেই বিপদে জড়াইয়া পড়িলাম।

প্রায় দুইশত গজ দূর হইতে আমাদের বন্দুকের ম্যাগেজিন্ খালি করিয়া ফেলিলাম, গুলির পর গুলি তাহাদের শরীরে বিন্ধিতে লাগিল, কিন্তু, কোন ফল হইল না—যেন কাগজের গুলি মারিলাম। তাহাদের মন্থর, সরীসৃপপ্রকৃতি আঘাত গ্রাহ্য করিল না। এ জন্তুর মস্তিষ্ক কোন নির্দিষ্ট স্থানে নাই, জীবনের উৎস সমগ্র মেরুদণ্ডে ব্যাপ্ত, সুতরাং, কোন আধুনিক অস্ত্র দিয়া মর্মস্থানে আঘাত করা যায় না। আমরা শুধু এইটুকুই করিতে পারিলাম যে, আমাদের বন্দুকের ঝিলিক্ এবং শব্দে তাহাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়ায় ক্ষণেকের জন্য তাহারা থমকিয়া দাঁড়াইল এবং সেই অবসরে ইণ্ডিয়ানেরা এবং আমরা গহ্বরের সিঁড়ির নিকট পৌঁছিয়া আশ্রয় লইলাম, কিন্তু, বিংশ শতাব্দীর বিস্ফোরকগুলি যেখানে কিছুই করিতে পারিল না, সেখানে ইণ্ডিয়ান্দের বিষাক্ত তীরে কাজ দিল। তীরগুলির ডগা প্রথমে ষ্ট্রফেন্থাসের রসে এবং পরে গলিত মাংসে ডুবাইয়া বিষাক্ত করা। যে শিকারী এই জন্তুকে আক্রমণ করে, তাহার পক্ষে এই সকল তীর সুবিধার নয়, কারণ, এই জন্তুগুলির রক্তের চলাচল মন্থর, সেজন্য বিষের ক্রিয়া হয় দেরিতে, আর বিষে অবশ হইবার আগেই শিকারীকে ধরিয়া মারিয়া ফেলে, কিন্তু, এ ক্ষেত্রে রাক্ষস দুইটা যখন আমাদিগকে তাড়াইয়া সিঁড়ির নীচে পর্যন্ত আসিল, তখন উপরে পর্বতের প্রত্যেক ফাঁক হইতে রাশি রাশি তীর শন্ শন্ শব্দে ছুটিল। দেখিতে দেখিতে মনে হইল যেন জন্তুগুলির শরীরে পালক গজাইয়াছে, কিন্তু, তবু তাহাদের বেদনার কোন চিহ্ন দেখা গেল না ; জন্তুগুলি রাগে ফুলিতে ফুলিতে সিঁড়িতে খামচাইতে লাগিল,

গজকয়েক কষ্টেস্৷ষ্টে উঠিয়া আবার গড়াইয়া পড়িল সেই মাটিতে। অবশেষে বিষের কাজ আরম্ভ হইল। একটা জন্তু গুরুগম্ভীর আর্তনাদ করিয়া মাটিতে ঢুলিয়া পড়িল। অন্য জন্তুটা পাগলের মত চারিদিকে লাফাইতে লাগিল; সঙ্গে সঙ্গে বিকট আর্তনাদ করিতে করিতে কয়েক মিনিট মাটিতে ছট্‌ফট্‌ করিয়া নিশ্চল হইল। জয়োল্লাসে চিৎকার করিতে করিতে ইণ্ডিয়ানেরা গহ্বর হইতে দলে দলে নামিয়া আসিয়া মৃতদেহ দুইটার চারিধারে সে যা পাগলের মত নৃত্য! তাহাদের সর্বাপেক্ষা ভীষণ শত্রু আরও দুইটা মারিয়াছে—তাহাদের আনন্দের আর সীমা নাই। সেই রাত্রেই তাহারা জন্তু দুইটার দেহ কাটিয়া কুটিয়া সরাইয়া ফেলিল, খাইবার জন্য নহে—কারণ, তখনও বিষের কাজ চলিতেছিল—কিন্তু, পাছে পচিয়া মড়কের সৃষ্টি করে। সেই প্রকাণ্ড সরীসৃপদেহের হৃৎপিণ্ড, প্রত্যেকটা একটা বালিশের মত বড়, তখনও সেখানে পড়িয়াছিল এবং সেগুলি দেহ হইতে বিচ্যুত হইয়াও, ধুক্ ধুক্ করিয়া উঠিতে পড়িতেছিল—সে এক বীভৎস ব্যাপার! অবশেষে তৃতীয় দিনে, স্নায়ুগ্রন্থি নির্জীব হইলে এই ভয়াবহ স্পন্দন থামিল।

কোনদিন যখন মাংসের টিনের বদলে ভাল একটি ডেস্ক এবং লিখিবার ভাল সরঞ্জাম পাইব, তখন আমি এই "আক্কালা" ইণ্ডিয়ান্‌দের সম্বন্ধে —তাহাদের সহিত আমাদের অবস্থান এবং ম্যাপল্ হোয়াইট্ দেশের অবস্থা যাহা কিছু দেখিতে পাইয়াছি—সব কথা আরও বিস্তারিত-ভাবে লিখিব। আমার স্মৃতিতে সমস্তই জাগিয়া রহিবে, কারণ, যতদিন বাঁচিয়া থাকিব, শৈশবের প্রথম অদ্ভুত ঘটনাটির মত সে সময়ের প্রত্যেক মুহূর্ত এবং প্রত্যেক ঘটনা উজ্জ্বলরূপে মনে জাগিয়া

থাকিবে। সে সব ঘটনা মনে এরূপ গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়াছে যে, কোন নূতন ঘটনা সেগুলিকে মুছিয়া ফেলিতে পারিবে না। সময়মত আমি প্রকাণ্ড হ্রদটির ধারে সেই মনোরম চন্দ্রালোকিত রাত্রিটির বিষয় বর্ণন করিব, যে রাত্রে একটা বাচ্চা ইক্‌থিওসরাস্—একটা অদ্ভুত জন্তু, অর্ধেকটা সিল্ এবং অর্ধেকটা মাছের মত দেখিতে, তাহার নাকের দুইপাশে হাড় দিয়া ঢাকা দুইটি চক্ষু এবং মাথার উপরে আর একটি চক্ষু বসানো—একটি ইণ্ডিয়ানের জালে ধরা পড়িয়াছিল, আর সেটাকে ডাঙ্গায় তুলিবার সময় আমাদের নৌকাটিকে প্রায় উল্টাইয়া দিয়াছিল; সেই রাত্রেই যে আবার একটা সবুজ রং-এর জল-সাপ নল-বনের ভিতর হইতে বিদ্যুদ্বেগে বাহির হইয়া চ্যালেঞ্জারের মাঝিটিকে জড়াইয়া লইয়া চলিয়া গেল। আর সেই সাদা একটা নিশাচর প্রাণীর কথাও বলিব—আজ পর্যন্ত আমরা জানিনা সেটা পশু ছিল কি সরীসৃপ ছিল—সেটা, হ্রদটার পূর্বদিকে একটা কদর্য জলার মধ্যে থাকিত এবং অন্ধকারে জোনাকির মত আলো ছড়াইয়া চলিয়া যাইত। ইণ্ডিয়ান্‌রা এই জন্তুকে এতই ভয় করিত যে, সে জায়গাটার নিকটেও যাইত না এবং যদিও আমরা দুইবার সেখানে গিয়াছিলাম আর দুইবারই তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিলাম, আমরা তাহার বাসস্থান সেই গভীর জলাটার মধ্যে যাইতে পারি নাই। শুধু এইমাত্র বলিতে পারি—জন্তুটা গরুর চাইতে বড় এবং তাহার গায়ে অতি অদ্ভুত মৃগনাভি-জাতীয় গন্ধ। একদিন বিশাল একটা পাখী যে চ্যালেঞ্জারকে তাড়া করিয়া পর্বতের আশ্রয় পর্যন্ত আসিয়াছিল, সে কথাও বলিব—পাখীটা খুব দ্রুতগামী, উট-পাখীর চাইতে অনেক উঁচু, শকুনের মত গলা এবং হিংস্র মুখটা যেন

সাক্ষাৎ মৃত্যু! চ্যালেঞ্জার আশ্রয়ে প্রায় ঢুকিয়াছেন, এমন সময় পাখীটা ভয়ানক ঠোঁট দিয়া এক ছোঁ মারিয়া তাঁহার জুতার গোড়ালিটি ছিঁড়িয়া লইল—যেন বাটালি দিয়া কাটিয়া ফেলিল। পা হইতে মাথা পর্যন্ত বার ফুট লম্বা বিশাল পক্ষী—উৎফুল্ল প্রফেসার হাঁপাইতে হাঁপাইতে তাহার নাম বলিলেন "ফরোরেকাস্"। এবারে আধুনিক অস্ত্রেই কাজ হইল, লর্ড জনের গুলি খাইয়া পাখার ঝাপ্‌টা মারিতে মারিতে লাথি ছুড়িতে ছুড়িতে হল্‌দে রং-এর চক্ষে কট্‌মট্‌ করিয়া আমাদের পানে তাকাইয়া পাখীটা মরিয়া গেল। ঈশ্বর করুন, "আল্‌বেনিতে" সেই জয়চিহ্নগুলির মধ্যে যেন এটার হিংস্র চ্যাপ্‌টা মাথাটা দেখিতে পারি। সর্বশেষে আমি সেই "টক্‌স্‌ডন্‌"টার কথা বলিব, সেই অতিকায় দশফুট লম্বা গিনি-পিগ্—তাহার বাটালির মত দুইটা দাঁত সম্মুখের দিকে বাহির করা। একদিন প্রাতঃকালে হ্রদের ধারে যখন জল খাইতেছিল, তখন সেটাকে আমরা মারিয়াছিলাম।

এই সব ঘটনা আমি একদিন আরও বিস্তারিতভাবে লিখিব এবং এই সকল উত্তেজনাপূর্ণ দিনগুলির মধ্যে, সেই মনোরম সায়ংকাল-গুলির কথাও বলিব। গাঢ় নীল আকাশ-তলে যখন আমরা বনের ধারে লম্বা ঘাসের উপরে একত্রে পড়িয়া থাকিতাম এবং বিস্ময়ের সহিত দেখিতাম—কত অদ্ভুত পাখী মাথার উপর দিয়া উড়িয়া যাইতেছে, কত রকমের নূতন জন্তু গর্ত ছাড়িয়া আমাদিগকে দেখিতে আসিতেছে; আবার মাথার উপরে কত গাছের ডাল রসাল ফলে বোঝাই হইয়া রহিয়াছে, নীচে কত সুন্দর সুন্দর ফুল ঘাসের ভিতর উঁকি মারিতেছে; আবার সেই চন্দ্রালোকিত রাত্রিগুলির কথা, যখন আমরা হ্রদটির চক্‌চকে জলের উপর নৌকায় থাকিয়া বিস্ময়ে অবাক্

হইয়া দেখিতাম—কোন অদ্ভুত জন্তুর সবুজ রং-এর ঝিলিক্ দেখিতে পাইতাম। এই সমস্ত দৃশ্যের সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আমার মন এবং কলম আরও সবিস্তারে বর্ণন করিবে।

কিন্তু, মিষ্টার ম্যাক্ আর্ডল্, হয়ত আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এই সব অভিজ্ঞতার দরকার কি, এই বিলম্বেরই বা প্রয়োজন কি, এ সময়ে ত তোমাদের বহির্জগতে ফিরিবার উপায় চিন্তা করারই কথা? এ সম্বন্ধে আমার উত্তর এই যে, আমরা কেহই এই চিন্তায় বিরত ছিলাম না, কিন্তু, আমাদের সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইয়াছিল। একটা বিষয় শীঘ্রই বুঝিতে পারিয়াছিলাম—ইণ্ডিয়ানেরা আমাদের সাহায্যের জন্য কিছু করিবে না। অন্য সমস্ত বিষয়েই উহারা বন্ধুর মত ব্যবহার করে—বরঞ্চ, অনুরক্ত চাকরের মতও বলা যাইতে পারে, কিন্তু, যখনই ঐ গভীর খাদের উপর ফেলিয়া পোল বানাইবার উপযুক্ত একটা তক্তা প্রস্তুত করিতে আমাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তাব করা হইত কিংবা আমাদের কাজের উপযুক্ত দড়ি তৈরি করিবার জন্য উহাদের নিকট চামড়ার ফালি চাহিতাম, তখনই হাসিমুখে খুব দৃঢ়তার সহিত অস্বীকার করিত। তাহারা শুধু মুচ্কি হাসিত, চোখ মিট্‌মিট্ করিত আর মাথা নাড়িত। এমনকি, বৃদ্ধ দলপতি পর্যন্ত ঐরূপ একরোখাভাবেই 'না' বলিয়াছিল; কিন্তু "মারিটাস্", যে যুবকটিকে আমরা বাঁচাইয়াছিলাম, সে-ই শুধু, আমরা বিফল হওয়ায়, ইঙ্গিতে দুঃখ জানাইয়াছিল। নর-বানরদের উপরে সেই চূড়ান্ত বিজয়ের পর হইতে তাহারা আমাদিগকে অতি-মানুষ বলিয়া মনে করিত; আমরাই "অদ্ভুত নলের মত অস্ত্রের সাহায্যে" জয়লাভ সম্ভব করিয়াছিলাম, সেজন্য তাহারা ভাবিত যে, আমরা

যতক্ষণ তাহাদের সঙ্গে থাকিব, ততক্ষণ তাহাদের সৌভাগ্য নিশ্চিত। আমরা আত্মীয়-স্বজনদের ভুলিয়া গিয়া ঐ মালভূমিতে চিরকাল বাস করিলে তাহারা আমাদিগের প্রত্যেককে একটি ছোট্ট "রাঙ্গা-বৌ" এবং বাসের জন্য একটি করিয়া গহ্বর দিতে প্রস্তুত ছিল। তাহাদেরও আমাদের ইচ্ছা যতই বিভিন্ন হউক না কেন, ব্যবহারে তাহারা আমাদের উপর সদয়ই ছিল; কিন্তু, তবু আমরা নিশ্চিত বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, আমাদের অবতরণের উদ্যোগ গোপন রাখিতে হইবে, কারণ, পরিণামে হয়ত তাহারা জবরদস্তি করিয়া আমাদিগকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে পারে—এরূপ আশঙ্কা করিবার কারণও ছিল।

ডাইনোসর্ হইতে বিপদগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও (সে বিপদ রাত্রিতে ভিন্ন হইবার সম্ভাবনা কম, কারণ, পূর্বেই বোধ হয় বলিয়াছি যে, উহারা নিশাচর), গত তিন সপ্তাহের মধ্যে জাম্বোকে দেখিবার জন্য দুইবার আমাদের পুরাতন আড্ডায় গিয়াছি, জাম্বো তখনও পাহাড়ের নীচে দিবারাত্রি পাহারা দিতেছিল। আমি উৎসুকচিত্তে সেই বিশাল প্রান্তরের দিকে আশান্বিত হইয়া চাহিয়া থাকিতাম, সেই প্রার্থিত সাহায্য আসিতেছে কিনা দেখিবার জন্য, কিন্তু বহুদূরস্থ সেই বাঁশবন পর্যন্ত দেখিতাম, ফণিমনসা-পূর্ণ সমতল জমিটি একেবারে খালি, তাহাতে জনপ্রাণীর চিহ্ন নাই।

"তারা শীগ্‌গিরই এসে হাজির হবে, মাসা ম্যালোন্। এক-সপ্তাহ মধ্যে সেই ইণ্ডিয়ান্ দড়িদাড়া নিয়ে ফিরে আসবে আর তোমাদের নামাবে।" এই কথা চিৎকার করিয়া বলিয়া সহৃদয় জাম্বো আমাকে সান্ত্বনা দিত।

দ্বিতীয়বারে পুরাতন আড্ডা হইতে ফিরিবার পথে একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতালাভ করিয়াছিলাম, এই যাত্রার দরুণ আমাকে এক-রাত্রি সঙ্গীদের নিকট হইতে দূরে যাইতে হইয়াছিল। পরিচিত পথে ফিরিতেছিলাম এবং টেরোড্যাক্টিলের সেই জলাটি হইতে প্রায় এক মাইলের মধ্যে একটা জায়গায় আসিলে পর দেখিলাম, একটা অতি অদ্ভুত পদার্থ আমার দিকে আসিতেছে। বাঁকানো বেতের তৈরি কাঠামোর মধ্যে একটা মানুষ হাঁটিয়া চলিয়াছে। দেখাইতেছে যেন লোকটা ঘণ্টাকৃতি একটা খাঁচা দিয়া ঢাকা। নিকটে গিয়া আরও বিস্মিত হইলাম—লোকটি লর্ড জন্ রক্স্টন্! তিনি আমাকে দেখিবামাত্র ঐ অদ্ভুত আবরণের মধ্য হইতে বাহির হইয়া হাসিতে হাসিতে আমার দিকে অগ্রসর হইলেন এবং বোধ হইল যেন একটু থতমত খাইয়াছেন।

বলিলেন—"তাইত বাবাজি, এখানে তোমার সঙ্গে দেখা হবে, সেটা ভাব্তেও পারি নাই।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি এটা কি মাথামুণ্ডু কর্ছেন?"

তিনি বলিলেন—"টেরোড্যাক্টিল্ বন্ধুদের দেখ্তে যাচ্ছি।"

"কেন বলুন দেখি?"

"ভারি চমৎকার জানোয়ার—না? কিন্তু জংলি! তোমার বোধ হয় মনে আছে, অচেনা লোকের সঙ্গে বড় বিশ্রী অভদ্র ব্যবহার করে। কাজেই এই কাঠামোটা বানিয়ে নিয়েছি, এখন আর বিশেষ কিছু কর্তে পার্বে না।"

"কিন্তু, ও জলায় যাচ্ছেন কেন?"

তিনি সন্দেহপূর্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইলেন, বুঝিতে পারিলাম, তিনি ইতস্ততঃ করিতেছেন।

অবশেষে বলিলেন—“প্রফেসাররা ছাড়া, আর কারও কিছু জান্‌তে ইচ্ছা হতে পারে না ? আমি জন্তুগুলোকে সূক্ষ্মভাবে দেখ্‌ছি। বাস্‌, এখন যেতে পার।”

আমি বলিলাম—“আপনি রাগ কর্‌বেন না।” তাঁহার খুসী মেজাজ আবার ফিরিয়া আসিল এবং হাসিয়া ফেলিলেন।

“না বাবাজি, রাগ করি নাই। আমি চ্যালেঞ্জারের জন্য একটা ঐ ‘শয়তানের বাচ্চা’ সংগ্রহ কর্‌তে যাচ্ছি। এটাও আমার একটা কাজ। না, তোমার আস্‌বার দরকার নাই। এই কাঠামোর মধ্যে আমি বেশ নিরাপদ, কিন্তু, তুমি তা নও। কাজটা সেরে আমি সন্ধ্যার মধ্যেই অড্ডায় ফিরে আস্‌ব ”

লর্ড জনের এই ব্যবহারটা অদ্ভুত বটে, কিন্তু, চ্যালেঞ্জারের কাণ্ড আরও আশ্চর্য। এই সূত্রে বলিয়া রাখি যে, তাঁহার উপর এই ইণ্ডিয়ান্‌ নারীদের একটা অদ্ভুত মোহ জন্মিয়াছিল। সব সময়ই তিনি একটা পাম্‌গাছের ডাল সঙ্গে রাখিতেন, তাঁহার প্রতি উহাদের আদর-যত্নের বাড়াবাড়ি হইলেই তিনি সেই ডাল দিয়া উহাদিগকে মারিয়া তাড়াইতেন—যেন মাছি তাড়াইতেছেন। সেই পামের ডালটি হাতে লইয়া রঙ্গনাট্যের বাদ্‌সার মত তিনি যখন চলিতেন, তাঁহার বিপুল দাড়ি সম্মুখে ছড়ানো, তাঁহার সৈনিকের চালে পদক্ষেপ, তাঁহার পিছনে বিস্ফারিতলোচনা স্বল্প-বল্কল-পরিহিতা ইণ্ডিয়ান্‌ তরুণীর দল—ইহা একটি অপরূপ দৃশ্য। আর সামার্‌লি, তিনি মালভূমির পোকা-মাকড় এবং পাখীতে ডুবিয়াছিলেন এবং তাঁহার সমস্ত সময় (চ্যালেঞ্জার আমাদের উদ্ধার করিতেছেন না বলিয়া যেটুকু সময় তাঁহাকে গালাগালি দিতে ব্যয় হইত, সেটুকু ভিন্ন) সংগৃহীত

নমুনাগুলিকে পরিষ্কার করিয়া যথাযথভাবে সাজাইতেই কাটিয়া যাইত।

প্রতিদিন প্রাতঃকালে চ্যালেঞ্জার একাকী বাহির হইয়া যাইতেন এবং সময়ে সময়ে সাতিশয় গম্ভীর হইয়া ফিরিতেন, যেন কোন দুঃসাহসিক কর্মের বোঝা তাঁহার স্কন্ধে পড়িয়াছে। একদিন তিনি হাতে পাম্‌গাছের ডালটি লইয়া এবং পিছনে তাঁহার পূজারিণীর দলটির সহিত আমাদিগকে তাঁহার লুকানো কারখানায় লইয়া গিয়া তাঁহার গোপন ফন্দিটি জানাইয়া দিলেন।

স্থানটি ছিল একটা পাম্‌-কুঞ্জের মধ্যস্থলে একটু খোলা জায়গায়। এইখানেই সেই কাদার উষ্ণ প্রস্রবণটি আছে, যাহার কথা পূর্বে বলিয়াছি। এই প্রস্রবণের কিনারা জুড়িয়া ইগুয়ানোডনের চাম্‌ড়ার কতকগুলি ফালি ছড়ানো রহিয়াছে। একটা বড় চোপ্‌সানো চাম্‌ড়ার পর্দাও আছে, সেটা হ্রদে-ধরা একটা অতিকায় মেছো-কুমীরের শুকানো এবং চাঁচা পাকস্থলী। এই প্রকাণ্ড থলিয়াটির একটা দিক্‌ একেবারে সেলাই করা, অন্য দিক্‌টায় ছোট একটি ফুটামাত্র রহিয়াছে। এই ফুটার মধ্য দিয়া কতকগুলি সরু বাঁশের চোঙ্গা ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং চোঙ্গাগুলির অন্য দিক্‌ এঁটেল মাটির তৈরি কতকগুলি ফানেলের সঙ্গে যুক্ত। এই ফানেল দিয়া প্রস্রবণের কাদার মধ্যে ভুড়্‌ভুড়ি কাটিয়া যে গ্যাস্‌ বাহির হইতেছিল, সেই গ্যাস্‌ থলির মধ্যে ঢুকিতেছে। দেখিতে দেখিতে এই থল্‌থলে জিনিসটি ধীরে ধীরে ফুলিতে লাগিল এবং উর্ধ্বগামী হইবার এমনই ঝোঁক দেখা গেল যে, ইহার চাম্‌ড়ার বন্ধন-রজ্জুগুলিকে চ্যালেঞ্জার চারিদিকের গাছের গোড়ার সঙ্গে বাঁধিয়া দিলেন। আধ ঘণ্টার মধ্যে একটি বেশ বড় গ্যাস্‌ভরা বেলুন তৈরি হইল এবং চাম্‌ড়ার দড়িতে টান দেখিয়া বুঝিতে পারা গেল, ইহার

যথেষ্ট উত্তোলন-শক্তি হইয়াছে। প্রথম সন্তানটি দেখিয়া পিতার মনে যেমন আনন্দ হয়, চ্যালেঞ্জারও তেমনই তাঁহার বুদ্ধির এই ফলটির দিকে, হাসিমুখে নীরবে দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে তৃপ্তির সহিত তাকাইয়া রহিলেন।

সামার্‌লিই প্রথমে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন।

তিনি তীব্রস্বরে বলিলেন—"চ্যালেঞ্জার, তুমি কি স্থির করেছ, এটাতে চ'ড়ে আমরা যাব ?"

"হাঁ, সামার্‌লি—এটার শক্তির এম্‌নি প্রমাণ দেখাব যে, তখন তুমি এটাতে যেতে একটুও ইতস্ততঃ কর্‌বে না।"

সামার্‌লি দৃঢ়তার সঙ্গে বলিলেন—"ও খেয়ালটা এক্ষণি ছাড়। আমি এমন নির্বোধের কাজ কর্‌তে কিছুতেই রাজি হব না। লর্ড জন্‌, এ রকম পাগলামির সমর্থন তুমি নিশ্চয়ই কর্‌বে না ?"

লর্ড জন্‌ বলিলেন—"ফন্দিটা ভারি চমৎকার বল্‌তে হবে। এটাতে কাজ কেমন হয় দেখা যাক্‌।"

চ্যালেঞ্জার বলিলেন—"নিশ্চয়ই দেখ্‌বে। পাহাড় থেকে কি ক'রে নাম্‌ব এই সমস্যাটির সম্বন্ধে কিছুদিন থেকে আমি কেবলই ভাব্‌ছি। কিছুতেই নাম্‌তে পার্‌ব না এবং কোন সুড়ঙ্গও নাই, এটা নিশ্চিত। সেই চূড়াটাতে ফির্‌বার মত মত কোন পোলও বানাতে পার্‌ব না। তাহলে উদ্ধারের উপায় কি ? কিছু আগে আমি আমাদের এই তরুণ বন্ধুটিকে বলেছিলাম যে, ঐ প্রস্রবণটা থেকে জলজান গ্যাস্‌ বা'র হয়। তা থেকেই বেলুনের খেয়ালটা হ'লো, কিন্তু, এই গ্যাস্‌টাকে ধ'রে রাখ্‌বার জন্য একটা থলের জোগাড় করাই মুস্কিলের ব্যাপার এবং আমি স্বীকার কর্‌ছি যে, এ সম্বন্ধে এ পর্যন্ত

একরকম ব্যর্থই হয়ে এসেছি, কিন্তু, এই সকল সরীসৃপের প্রকাণ্ড অন্ত্রের কথা মনে পড়াতে, এই সমস্যাপূরণ হলো। এখন, এই দেখ তার ফল।"

তিনি তাঁহার ছিন্ন-বিছিন্ন কোটের পকেটে একটি হাত ঢুকাইয়া অন্য হাত দিয়া সগর্বে দেখাইলেন।

ততক্ষণে বেলুনটি বেশ ফুলিয়া উঠিয়া বাঁধন-দড়িতে সজোরে টান দিতেছিল।

সামার্‌লি চেঁচাইয়া উঠিলেন—"চূড়ান্ত পাগ্‌লামি!"

লর্ড জন্ এই মতলবটিতে খুসী হইলেন। আমার কাণে কাণে বলিলেন—"বুড়োর অসাধারণ মাথা বল্‌তে হবে—না?" তারপর চ্যালেঞ্জারকে বলিলেন—"চড়বার বাক্‌সটির কি হবে?"

চ্যালেঞ্জার বলিলেন—"তার ব্যবস্থা এবার হবে। কি ক'রে তা বানাব আর ও-তে জুড়ে দেব, সে সম্বন্ধে আগেই ঠিক করেছি। আপাততঃ তোমাদের দেখাব, আমার যন্ত্রটি আমাদের প্রত্যেকের ভার কেমন তুল্‌তে পারে।"

"আমাদের সকলকেই ত?"

"না, আমার মতলব হচ্ছে যে, আমাদের এক-একজন পালা ক'রে প্যারাসুটের মত ক'রে নাম্‌বে এবং বেলুনটাকে আবার টেনে আনা হবে—টেনে আনার ব্যবস্থা করাটাও শক্ত হবে না। এটা যদি এক-জনের ভার সইতে পারে এবং তাকে আস্তে আস্তে নামিয়ে দিতে পারে, তা হলেই হ'লো। এখন আমি এটার ক্ষমতার পরিচয় দেব।"

তিনি বেশ বড় এক টুক্‌রা আগ্নেয় পাথর (Basalt) লইয়া আসিলেন, তাহার মাঝখানটা এ রকম যে, দড়ি বাঁধা যায়। সেই

দড়ি যেটা আমরা চূড়ায় উঠিবার সময় ব্যবহার করিয়াছিলাম এবং মালভূমিতে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলাম। দড়িটা একশত ফুট লম্বা ছিল এবং সরু হইলেও খুব মজবুত। চ্যালেঞ্জার একটা চাম্ড়ার বিঁড়ার মত তৈরি করিয়াছিলেন, তাহা হইতে অনেকগুলি চামড়ার ফালি ঝুলিতেছিল। এই বিঁড়াটা বেলুনের মাথায় রাখিয়া ঝুলানো ফালিগুলি নীচে একত্র করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইল, যাহাতে বাহিত-দ্রব্যের ভার সকলদিকে সমভাবে বিতরিত হয়। তারপর পাথর-টাকে ফালিগুলির সঙ্গে বাঁধিয়া দেওয়া হইল এবং দড়িটা উহার সঙ্গে বাঁধিয়া নিজের হাতে তিন পাক ঘুরাইয়া লইলেন, বাকি দড়িটা মাটিতে পড়িয়া রহিল।

সাফল্যের প্রত্যাশায় উৎফুল্ল হইয়া হাসিয়া চ্যালেঞ্জার বলিলেন—"এখন আমার বেলুনের ভার তোল্বার ক্ষমতাটা হাতে-কলমে দেখিয়ে দেব।" এই বলিয়া তিনি ছুরি দিয়া বেলুনের বাঁধনগুলি কাটিয়া দিলেন।

আর একটু হইলেই আমাদের দলটি ধ্বংস হইত - এমন আসন্ন বিপদে আমরা কখনও পড়ি নাই। স্ফীত বেলুনটি ভীষণবেগে আকাশে উঠিল! মুহূর্তমধ্যে চ্যালেঞ্জারের পা মাটি হইতে তুলিয়া তাঁহাকে টানিয়া লইয়া চলিল। আমি তাঁহার উর্ধ্বগামী কোমরটি ধরিয়া ফেলিলাম, আমাকেও টানিয়া তুলিল। লর্ড জন্ আমার পা দুটি তাঁহার বজ্রমুষ্টিতে আঁক্ড়াইয়া ধরিলেন, কিন্তু, বুঝিতে পারিলাম, তিনিও উঠিয়া আসিতেছেন। সর্বশেষে লর্ড রক্সটন্কে আঁকড়াইয়া ধরিয়া সামার্লিও উঠিয়া আসিলেন। মুহূর্তের জন্য দেখিলাম, চারিজন যেন পর পর চারিটি বাদুড়ের মত শূন্যে ঝুলিতেছি, কিন্তু

এই মারাত্মক যন্ত্রটার ভার তুলিবার শক্তি অসীম হইলেও, ভাগ্যক্রমে দড়িটার ভার সহিবার সীমা ছিল। হঠাৎ পটাং করিয়া একটা শব্দ হইল এবং আমরা জড়াজড়ি করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেলাম, সমস্ত দড়ির কুণ্ডলী পড়িল আমাদের উপরে। টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া আমরা দেখিলাম, ঐ বহুদূরে নীলাকাশে একটা কাল দাগ —পাথরের চাপটা বেগে চলিয়া যাইতেছে।

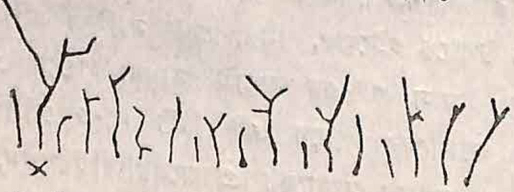
অদম্য চ্যালেঞ্জার তাঁহার আহত হাতখানি ঘষিতে ঘষিতে চেঁচাইয়া উঠিলেন—"চমৎকার! একেবারে পরিষ্কার এবং সন্তোষজনক প্রমাণ! এরূপ কৃতকার্যতা আশা কর্‌তে পারি নাই। যা হোক, সপ্তাহখানেকের মধ্যেই আর একটা বেলুন তৈরি হবে, তাতে ক'রে আরামে এবং নিরাপদে আমরা দেশে ফির্‌বার যাত্রাটা স্থুরু কর্‌তে পার্‌ব—সে বিষয়ে তোমরা নিশ্চিন্ত থাক।"

এই সমস্ত ঘটনা পর পর যেরূপভাবে হইয়াছিল, সেভাবেই আমি লিখিয়াছি। এখন,ঐ মাথার উপরে সেই বিরাট পর্বতশ্রেণী এবং আমাদের বিপদ-আপদ সমস্ত স্বপ্নের মত ফেলিয়া আসিয়াছি। জাম্বো যেখানে এতদিন অপেক্ষা করিতেছিল, সেই পুরাতন তাঁবুটিতে বসিয়া আমার বিবরণটি শেষ করিয়া আনিতেছি। আমরা একেবারে অপ্রত্যাশিত উপায়ে হইলেও, নিরাপদেই নামিয়া আসিয়াছি এবং খবর ভালই। মাস দুই-এর মধ্যেই আমরা লণ্ডনে পৌঁছিব এবং বোধ করি আমাদের আগে এই চিঠি না-ও পৌঁছিতে পারে। মাতৃভূমির জন্য, যেখানে আমাদের প্রিয়জনেরা রহিয়াছেন, ইতিপূর্বেই আমাদের প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে, মন সেইদিকে উড়িয়া চলিয়াছে।

চ্যালেঞ্জারের তৈয়ারি বেলুনটার সেই দারুণ দুর্ঘটনার দিনই,

সন্ধ্যার সময়, আমাদের ভাগ্যে পরিবর্তন দেখা দেয়। আমি বলিয়াছি যে, আমাদের পলায়নের চেষ্টায় একজন লোকের নিকট হইতে সহানুভূতির ইঙ্গিত পাইতাম—সে সেই যুবক দলপতিটি যাহাকে আমরা বাঁচাইয়াছিলাম। আমাদের মতের বিরুদ্ধে ঐ অদ্ভুত দেশে আমাদিগকে ধরিয়া রাখাটা তাহার ইচ্ছা ছিল না, আকার-ইঙ্গিতে এইটুকু সে আমাদিগকে বুঝিতে দিয়াছিল। সেই-দিন সন্ধ্যার পর সে আমাদের আড্ডায় আসিয়া আমার হাতে (কোন কারণে আমাকেই সে বেশি পছন্দ করিত, হয়ত বা আমি তাহার সম-বয়সী ছিলাম বলিয়া) একখণ্ড মোড়া গাছের ছাল দিল। তারপর গম্ভীরভাবে উপরে গহ্বরগুলি দেখাইয়া একটি আঙ্গুল তাহার ঠোঁটের উপর রাখিয়া বিষয়টা গোপন রাখিবার অনুরোধ জানাইল, তারপর চোরের মত চুপি-চুপি চলিয়া গেল আবার তাহার গহ্বরের দিকে।

ছালের ফালিটুকু আগুনের নিকট লইয়া গিয়া সকলে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলাম। ফালিটা একফুট লম্বা চওড়া এবং সেটার ভিতরের দিকে পাশাপাশি এক লাইনে সাজানো অদ্ভুত কতকগুলি দাগ ছিল—নীচে সেটা আঁকিয়া দিলাম :—



সাদা পিঠের উপরে কয়লা দিয়া পরিষ্কার করিয়া আঁকা ; হঠাৎ দেখিয়া মনে হয়, যেন গানের কোনরকম স্বরলিপি।

আমি বলিলাম—"এটা যাই হোক না কেন, আমি শপথ ক'রে বল্‌তে পারি, আমাদের পক্ষে এটা খুব দরকারী। এটা দেবার সময় ওর মুখ দেখেও তাই বুঝেছিলাম।"

সামার্‌লি বলিলেন—"যদি এটা বর্বরের পরিহাস না হয়! আমি মনে করি, এই প্রবৃত্তিটা মানুষের বিবর্তনের প্রথম অবস্থাতেই জন্মায়।"

চ্যালেঞ্জার বলিলেন—"এটা নিশ্চয়ই একটা লেখা।"

গলা বাড়াইয়া দেখিয়া লর্ড জন্ মন্তব্যপ্রকাশ করিলেন—"ঠিক যেন প্রতিযোগিতার জন্য একটা হেঁয়ালি! তারপর, হঠাৎ হাত বাড়াইয়া হেঁয়ালিটা ধরিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন—"হয়েছে, বুঝতে পেরেছি। ছোক্‌রা প্রথমবারেই ঠিক ধরেছে। এই দেখ! ওটার উপরে ক'টা দাগ আছে? আঠারোটা। আর, আমাদের মাথার উপরেও পাহাড়ের গায়ে ঠিক আঠারোটা গহ্বরের মুখ আছে।"

আমি বলিলাম—"ওটা আমার হাতে দেবার সময় মারিটাসও গহ্বরের দিকে আঙ্গুল দেখিয়েছিল।"

লর্ড জন্ বলিলেন—"তা হলে ত হয়েই গেল। এটা গহ্বরের নক্‌সা—কেমন?" এক লাইনে আঠারোটা, কোনটা ছোট, কোনটা বড়, কোনটার আবার ডাল বেরিয়েছে, আমরা ত দেখেওছি। এটা একটা নক্‌সা, আর, এই দেখ একটা ঢেরাচিহ্নও রয়েছে। এই ঢেরাটা কিসের জন্য? যে গহ্বরটা অন্যগুলির চাইতে গভীর, সেটাকে দেখিয়ে দেবার জন্য এই ঢেরাটা কেটেছে।"

আমি চেঁচাইয়া উঠিলাম—"সেটা একেবারে ওপিঠ পর্যন্ত গিয়েছে।"

চ্যালেঞ্জার বলিলেন—"আমার বিশ্বাস, তরুণ বন্ধুটি হেঁয়ালির অর্থ ঠিকই ধরেছে। গহ্বরটা যদি ওপিঠ পর্যন্ত বিস্তৃত না হয়, তবে ঐ ইণ্ডিয়ান্ যুবকটি—যার আমাদের মঙ্গল কামনা কর্‌বার যথেষ্ট কারণ রয়েছে—সে কেন ওটার দিকে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করবে? আর সত্যি যদি গহ্বরটা ও পিঠে ঠিক অনুরূপ স্থানটি পর্যন্ত গিয়ে থাকে, তাহলে আমাদের একশ ফুটের বেশি নাম্‌তে হবে না।"

সামার্‌লি গজ্ গজ্ করিয়া উঠিলেন—"একশ ফুট!"

আমি বলিলাম—"তা হলোই বা, আমাদের দড়িটা এখনও একশ ফুটের বেশি লম্বা আছে—আমরা নিশ্চয় নামতে পারব।"

সামারলি বাধা দিয়া বলিলেন—"গহ্বরে যে ইণ্ডিয়ান্‌রা রয়েছে, তার কি?"

আমি বলিলাম—"আমাদের মাথার উপরকার কোন গহ্বরে তারা থাকে না—ওগুলি ওদের গুদাম-ঘর আর গোলাবাড়ি। আমরা এখনি গিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখিনা কেন?"

মালভূমির উপরে একরকম শুক্‌না জ্বালানি কাঠ পাওয়া যায়, আমাদের উদ্ভিদতত্ত্ববিৎ বলিয়াছেন—সেটা "আরাকারা" জাতীয়, ইণ্ডিয়ান্‌রা তাহা মশালের কাজে ব্যবহার করে। সেই কাঠ আমরা প্রত্যেকে এক-একখানি তুলিয়া লইয়া, চিহ্নিত গহ্বরটির সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিলাম। ঠিক যেমন বলিয়াছিলাম—গহ্বর শূন্য, শুধু অনেকগুলি বিশাল বাদুড়, প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মাথার চারিদিকে উড়িতে লাগিল। আমাদের এই কার্যের প্রতি ইণ্ডিয়ান্‌দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার ইচ্ছা না থাকায়, আমরা অন্ধকারে হোঁচট্ খাইতে খাইতে চলিলাম, ক্রমে অনেকগুলি বাঁক ঘুরিয়া গহবরের

অনেকটা ভিতরে প্রবেশ করিলাম। অবশেষে আমরা মশালগুলি জ্বালিলাম। তখন দেখিলাম, সুড়ঙ্গটি সুন্দর এবং শুক্‌না, খট্‌খটে। তাহার মসৃণ দেওয়ালগুলি সে দেশের জাতীয় সাঙ্কেতিক চিহ্নে ভরা, মাথার উপরে ছাদটি খিলানের মত বাঁকা এবং আমাদের পায়ের নীচে চক্‌চকে বালি। আমরা উৎসুক-চিত্তে সুড়ঙ্গ ধরিয়া দ্রুত চলিলাম এবং অবশেষে গভীর নিরাশায় হঠাৎ আমাদিগকে থামিতে হইল—আমাদের সম্মুখে খাড়া পাথরের দেওয়াল, তাহাতে ইঁদুরটি প্রবেশ করিবার মত ফাঁক পর্যন্ত নাই। এ পথে পলায়ন একেবারে অসম্ভব।

এই অপ্রত্যাশিত বাধার দিকে তাকাইয়া আমরা দাঁড়াইয়া রহিলাম। যে সুড়ঙ্গ দিয়া প্রথমে আমরা মালভূমিতে আরোহণের চেষ্টা করিয়াছিলাম, তাহা ভূমিকম্পের ফলে বন্ধ হইয়াছিল ; কিন্তু, এই গহ্বরের বাধা সে রকম নয়। সম্মুখের দেওয়ালটি ঠিক পাশের দেওয়াল দুটির মত। এই গহ্বরের শেষদিকে পথ নাই—কোন-কালেই ছিল না।

অদম্য চ্যালেঞ্জার বলিলেন—"কুছ্‌ পরওয়া নেই, এখনও আমার আর একটা বেলুন বানাবার প্রতিজ্ঞাটা বজায় আছে।"

সামার্‌লি গোঙাইয়া উঠিলেন।

আমি বলিলাম—"আমরা ভুল গহ্বরে এসেছি কি ?"

লর্ড জন্‌ নক্সাটির উপরে আঙ্গুল রাখিয়া বলিলেন—"না, না, বাবাজি! ডান্‌দিক্‌ থেকে সতেরো আর বাঁদিক্‌ থেকে দ্বিতীয়। নিশ্চয় এটাই সেই গহ্বর।"

লর্ড জনের অঙ্গুলি-নির্দিষ্ট দাগটির দিকে আমি তাকাইলাম এবং হঠাৎ আনন্দে চিৎকার করিয়া উঠিলাম।

"আমার বিশ্বাস, ব্যাপারটা কি বুঝ্‌তে পেরেছি! আমার পিছনে পিছনে আস্থন! শীগ্‌গির আস্থন।"

মশালটা হাতে লইয়া যে পথে আসিয়াছিলাম সেই পথে আমি ছুটিলাম। মাটিতে কতকগুলি দিয়াশালই-এর কাঠি পড়িয়াছিল, সেগুলি দেখাইয়া বলিলাম—"এখানেই আমরা মশাল জ্বেলেছিলাম।"

"হাঁ, ঠিক।"

"বেশ। চিহ্নিত গহ্বরটার একটা শাখা আছে; মশাল জ্বালাবার আগে অন্ধকারে আমরা সে শাখার জায়গাটা ছাড়িয়ে গিয়েছিলাম। ডানদিকে বেরিয়ে গেলে সেই লম্বা শাখাটা আমরা দেখ্‌তে পাব।"

ঠিকই বলিয়াছিলাম। গজত্রিশেক গেলে পরই, একটা কাল মুখ দেওয়ালে অস্পষ্ট দেখা গেল। তাহাতে ঢুকিয়া দেখিলাম, এটা আগের চাইতে বড় পথ। উৎস্থকচিত্তে হাঁপাইতে হাঁপাইতে, কয়েক-শত গজ ছুটিয়া চলিলাম। তারপর, সম্মুখে খিলানের অন্ধকারের মধ্য দিয়া হঠাৎ দেখিতে পাইলাম—লাল রং-এর একটা আলো ঝক্ ঝক্ করিতেছে। বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া আমরা তাকাইয়া রহিলাম। একটি স্থির আলোকের পর্দা, যেন পথটি আগ্‌লাইয়া আমাদের বাধাস্বরূপ দণ্ডায়মান। তাড়াতাড়ি তাহার দিকে অগ্রসর হইলাম। সাড়া-শব্দ নাই, উত্তাপ নাই, কোন গতি নাই—তবু সেই আলো আমাদের সম্মুখে গহ্বরটি দীপ্ত করিয়া মেঝের বালি উজ্জ্বল করিয়া জ্বলিতেছে। ক্রমে আরও নিকটে গেলে দেখা গেল—আলোর কিনারাটি গোল।

লর্ড জন্ চিৎকার করিয়া উঠিলেন—"চাঁদ, চাঁদ! আমরা পার হয়েছি, ওরে, আমরা পার হয়ে এসেছি!"

বাস্তবিক পূর্ণচন্দ্রের আলোকই পর্বতগাত্রের ফুটাটি দিয়া সোজা নীচের দিকে পড়িয়াছিল। ফুটাটি ছোট, একটা জানালার চাইতে বড় হইবে না, কিন্তু, আমাদের কাজের পক্ষে উহাই যথেষ্ট। ফুটার মধ্য দিয়া গলা বাড়াইয়া দেখিলাম, নামিতে মুস্কিল হইবে না, নীচে সমতলভূমি বেশি দূরে নয়। নীচ হইতে যে আমরা ফুটাটা দেখিতে পাই নাই সেটা আশ্চর্য নহে, কারণ, উপরে পর্বত-চূড়া সম্মুখের দিকে বাঁকানো এবং এরূপ স্থান দিয়া উপরে উঠা এমনই অসম্ভব বলিয়া মনে হইয়াছিল যে, সূক্ষ্মভাবে দেখিবার ইচ্ছাটা দমিয়া যাইবার কথা। আমরা বেশ ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম, আমাদের দড়িটির সাহায্যে বেশ নামিতে পারিব। তখন মহানন্দে আড্ডায় ফিরিয়া আসিলাম—পরদিন সন্ধ্যার পরেই সমস্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সমস্ত কাজই আমাদিগকে গোপনে এবং খুব তাড়াতাড়ি করিতে হইল, এই শেষ মুহূর্তে যদি আবার ইণ্ডিয়ান্‌রা বাধা দেয়। আমাদের বন্দুক এবং কার্তুজ ছাড়া অন্য সব জিনিস ফেলিয়া যাইব, কিন্তু, চ্যালেঞ্জার কয়েকটা দুর্বহ বোঝা সঙ্গে লইবেনই, বিশেষতঃ একটা মোট—সেটার সম্বন্ধে কিছু বলিব না—আমাদিগকে বেশ বেগ দিয়াছিল। ধীরে ধীরে দিনটি কাটিল এবং অন্ধকার হইবামাত্র আমরা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম। গাধার খাটুনি খাটিয়া জিনিস-গুলি সিঁড়ির উপরে আনিলাম। তারপর পিছনের দিকে চাহিয়া এই অদ্ভুত দেশের পূর্ণ দৃশ্যটি অনেকক্ষণ পর্যন্ত শেষ দেখিয়া লইলাম। ভাবিতে কষ্ট হয়, কিছুদিনের মধ্যেই এই স্থানটা শিকারী এবং খনি-অধিকারীদের লীলাভূমি হইয়া পড়িবে এবং ইহার মর্যাদাও কমিয়া যাইবে, কিন্তু, আমাদের নিকট ইহা মোহময় রূপকথার

স্বপ্নলোকের মত, যেখানে অনেক অসম-সাহসের কাজ করিয়াছি, অনেক শিক্ষাও লাভ করিয়াছি—চিরকাল ইহাকে সাদরে "আমাদের রাজ্য" বলিব। আমাদের বাঁদিকে, নিকটবর্তী অন্য গহ্বরগুলি হইতে অন্ধকারে লাল আলো বাহির হইতেছিল। আমাদের নীচে ঢালু জায়গাটা হইতে ইণ্ডিয়ান্‌দের হাসি এবং গানের শব্দ শুনিতে পাইতেছিলাম। তাহার পর হইতেই বিস্তৃত বন এবং তাহার মাঝখানে অদ্ভুত রাক্ষুসে জন্তুদিগের জন্মভূমি সেই হ্রদটি অস্পষ্টভাবে চক্ চক্ করিতেছিল। এই সব দেখিতে দেখিতেই, কোন ভূতুড়ে জন্তুর মৃদু হ্রেষা-রব শুনিতে পাইলাম। এটা যেন ম্যাপল্ হোয়াইট দেশেরই স্বর আমাদিগকে বিদায় জানাইতেছে। আমরা ফিরিয়া গহ্বরে ঢুকিলাম—যে গহ্বর আমাদিগের দেশে যাইবার পথ খুলিয়া দিয়াছে।

দুই ঘণ্টা পরে আমরা আমাদের মোট এবং অন্য যাহা কিছু ছিল সমস্ত লইয়া পর্বতের নীচে উপস্থিত হইলাম। শুধু চ্যালেঞ্জারের মোটগুলি লইয়াই একটু মুস্কিল হইয়াছিল। যেখানে নামিলাম, সেখানে সমস্ত জিনিসপত্র রাখিয়া আমরা তখনই জাম্বোর তাঁবুতে চলিলাম। প্রাতঃকালে সেখানে পৌছিয়া অবাক্ হইয়া দেখিলাম, প্রান্তরে একটা জায়গার বদলে বারটা জায়গায় আগুন জ্বলিতেছে। উদ্ধারের দলটি আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। নদীতটবাসী কুড়িজন ইণ্ডিয়ান্ খুঁটি দড়ি—খাদ পার হইবার জন্য যাহা কিছু দরকার, সমস্ত লইয়া আসিয়া উপস্থিত। ভালই হইল, কাল আমাজনে যাইবার সময় আমাদের মোট বহিবার লোকের অভাব হইবে না!

এখন তবে বিনীত এবং কৃতজ্ঞচিত্তে আমার এই কাহিনীটি শেষ

করিলাম। কত বিষম অদ্ভুত ব্যাপার আমরা দেখিয়াছি এবং যাহা সহ্য করিয়াছি তাহাতে আমাদের চিত্ত সুসংস্কৃত হইয়াছে। আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে উন্নততর ও গম্ভীরতর হইয়াছি। "পারাতে" পৌঁছিয়া হয়ত জিনিসপত্র, পোশাক-পরিচ্ছদের জন্য আমাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইবে। তাহা হইলে এই চিঠি এক ডাক আগেই যাইবে। নতুবা আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই পৌঁছিবে। যেরূপেই হউক, মিষ্টার ম্যাক্-আর্ডল, আশা করি, শীঘ্রই আপনার সহিত করমর্দন করিতে পারিব।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ফিরিবার পথে আমাদের আমাজনতীরবাসী বন্ধুগণের আতিথেয়তা এবং সদয় ব্যবহারের জন্য যে আমরা কৃতজ্ঞ আছি, সে কথাটিও এখানে উল্লেখ করিতে চাই। ব্রেজিলিয়ান্ রাজ্যের সিনিওর পেনালোসা এবং অন্যান্য রাজকর্মচারী, যাঁহাদের বিশেষ ব্যবস্থায় আমরা পথে অনেক সাহায্য পাইয়াছিলাম এবং পারার সিনিওর পেরেরা, যাঁহার পরিণামদর্শিতার জন্য আমাদের সভ্য-জগতে উপস্থিত হইবার উপযুক্ত পোশাক-পরিচ্ছদ, পূর্ব হইতেই সেখানে প্রস্তুত ছিল— সেজন্য ইহাদিগের সকলকেই আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানইতেছি। এইসকল অতিথিবৎসল এবং হিতকারী বন্ধুদিগের সহিত ছলনা করাতে তাঁহাদের এই ভদ্রতার অনুপযুক্ত প্রতিদান দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু, অবস্থা বিচার করিয়া দেখিলে, তখন ঐরূপ করা ভিন্ন আর

উপায় ছিল না এবং এতদ্দ্বারা আমি তাঁহাদিগকে জানাইতেছি যে, আমাদের পদানুসরণ করিতে গেলে, তাঁহাদের চেষ্টা এবং অর্থব্যয় বৃথা হইবে। আমাদের বিবরণীতে নামগুলি পর্যন্ত বদ্‌লানো হইয়াছে এবং আমি নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি, সেগুলি পড়িয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কেহ আমাদের অজ্ঞাত দেশটির হাজার মাইলের মধ্যেও যাইতে পারিবে না।

দক্ষিণ-আমেরিকার যে সব জায়গা দিয়া আমরা গিয়াছিলাম, সর্বত্রই উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল খুব, কিন্তু, সে উত্তেজনা ছিল শুধু স্থানীয় এবং ইংলণ্ডের বন্ধুদিগকে আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, আমাদের অভিজ্ঞতাসম্বন্ধে সামান্য একটা গুজবে যে ইউরোপময় হৈ-চৈ পড়িয়া গিয়াছিল, সে সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণাই ছিল না। আমাদের "আইভার্নিয়া" জাহাজ সাউদাম্‌টনের পাঁচশত মাইলের মধ্যে আসিলে পর, যখন ক্রমাগত অনেক সংবাদপত্র এবং তাহাদের এজেন্সির নিকট হইতে আমাদের কার্যফলের একটু চুম্বকের মূল্যস্বরূপ বিপুল অর্থের প্রতিশ্রুতি বে-তারে আসিতে লাগিল, তখন আমরা বুঝিতে পারিলাম, শুধু বিজ্ঞান-জগৎ নয়, সর্বসাধারণ পর্যন্ত কতটা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। যাহা হউক, আমরা স্থির করিলাম যে, জুওলজিক্যাল্ ইন্‌ষ্টিটিউটের সভ্যদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার পূর্বে, কোন সঠিক সংবাদ খবরের কাগজে দেওয়া হইবে না। যাঁহাদিগের নিকট হইতে আমরা এই অনুসন্ধান-কার্যের ভার পাইয়াছিলাম, আমাদের অবশ্য কর্তব্য সর্বপ্রথমে তাঁহাদিগকেই প্রথম বিবরণটি দেওয়া। সেইজন্য সাউদাম্‌টনে আসিয়া সংবাদ-পত্রের লোকে ভর্তি দেখিলেও, আমরা কোন সংবাদ দিতে একেবারে

অস্বীকার করিলাম, তাহার স্বাভাবিক ফল এই হইল যে, ৭ই নভেম্বর সন্ধ্যার সময়ে নির্ধারিত সভাটির অপেক্ষায় সকলে উদ্গ্রীব হইয়া রহিল। আমাদের এই অভিযানের সূচনাস্থল জুওলজিক্যাল্ ইন্ষ্টিটিউট্টি বর্তমান সভার পক্ষে অত্যন্ত ছোট বোধ হওয়ায়, রিজেন্ট্ ষ্ট্রীটের কুইন্স্ হল্টি উক্ত সভার জন্য স্থিরীকৃত হইল। ইহা এখন সকলেই জানে যে, সভার উদ্যোক্তারা আলবার্ট হলের বন্দোবস্ত করিলেও স্থানাভাব থাকিয়া যাইত।

আমাদের আগমনের দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার পর সভার সময় ধার্য হইল। প্রথম দিনটা আমরা প্রত্যেকে আমাদের ব্যক্তিগত জরুরি কাজে ব্যস্ত ছিলাম। আমার নিজের বিষয়সম্বন্ধে এখন কিছু বলিব না। বোধ হয়, তাহা যত দূরে থাকিবে, ততই সে সম্বন্ধে আমি কম আবেগের সহিত চিন্তা করিতে, এমনকি বিবৃত করিতেও পারিব। এই গল্পের প্রারম্ভেই আমি পাঠকদিগকে দেখাইয়াছি,আমার কার্যের উৎসটি কোথায়। হয়ত আমার কাহিনীটি বলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, তাহার ফলটাও দেখানো উচিত; আশা করি, ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত হইতে পারিব। এটা ঠিক যে, একটি অসম-সাহসিক কাজে যোগ দিতে আমি বাধ্য হইয়াছিলাম এবং যে শক্তি আমাকে বাধ্য করিয়াছিল, তাহার নিকট কৃতজ্ঞ না থাকিয়া পারি না।

এখন আমি আমাদের বিচিত্র অভিযানের চরম মুহূর্তটির বিষয় বলিব। কি করিয়া উত্তমরূপে বিষয়টার বর্ণন করিতে পারি, সে সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া যখন কূল-কিনারা পাইতেছিলাম না, তখন আমাদের ৮ই নভেম্বর সকালের পত্রিকার উপর নজর পড়িল, তাহাতে

দুঃখপ্রকাশ করিয়া এখন যে তাহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, সে কথা বলিয়া তিনি তাঁহাদের পর্যটনটি ধারাবাহিকরূপে বর্ণন করিলেন। শুধু যে সব কথা বলিলে সর্বসাধারণে এই অদ্ভুত মাল-ভূমিটির অবস্থিতির সন্ধান করিবার চেষ্টা করিতে পারে, সে সব তথ্য গোপন রাখিলেন। এইরূপে আদি-নদী হইতে আরম্ভ করিয়া পর্বতের নীচে পৌঁছানো পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাগুলি পর পর সাধারণ-ভাবে বর্ণন করিয়া সেই পর্বতে চড়িতে কি রকম মুস্কিল হইয়াছিল এবং কিরূপে তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টা বার বার ব্যর্থ হইয়াছিল, এই সমস্ত বলিয়া তিনি শ্রোতাদিগকে মুগ্ধ করিলেন এবং অবশেষে কিরূপে তাঁহারা মরিয়া হইয়া চেষ্টা করিবার পর দুইজন বিশ্বস্ত দো-আঁস্‌লা চাকরের প্রাণের বিনিময়ে কৃতকার্য হইয়াছিলেন, তাহাও বলিলেন।" (পাছে সভায় কোন আপত্তিজনক প্রশ্ন উঠে, সেটা বাঁচাইবার জন্য সামার্‌লি বিষয়টাকে ওরূপভাবে অদ্ভুতভাবে পরিবর্তন করিয়া বলিয়াছিলেন।)

"শ্রোতাদিগকে কল্পনায় পর্বতের চূড়ায় তুলিয়া এবং পোলটির পতনবশতঃ তাহাদিগকে সেখানে উপায়বিহীন অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া প্রফেসার সেই অদ্ভুত দেশের ভয় এবং আকর্ষণ এই উভয়-সম্বন্ধে বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন। নিজের সাহসিক কার্যসম্বন্ধে তিনি একরকম কিছুই বলিলেন না, কিন্তু, মালভূমির অদ্ভুত জন্তু, পাখী, পোকা-মাকড় এবং উদ্ভিদজগৎপর্যবেক্ষণের ফলে বিজ্ঞান যে সব মূল্যবান্ তথ্য লাভ করিয়াছেন, তাহার উপর জোর দিলেন। সেখানে দৃঢ়পত্রী কীট (Coleoptera) সরেণু পত্রী কীট (Lepidoptera) প্রচুর ছিল, একটার ৪৬টি এবং অন্যটার ৯৪টি

নূতন নমুনা কয়েকসপ্তাহ মধ্যেই সংগৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু, বড় জানোয়ারের উপর, বিশেষতঃ যে সকল অতিকায় জানোয়ার বহু পূর্বে লোপ পাইয়াছে, তাহাদিগের সম্বন্ধেই সাধারণের কৌতূহল বেশি। তিনি এই-সকল জন্তুর বেশ বড় একটা তালিকা দিলেন এবং সে স্থানের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধানের পর এই তালিকা যে বাড়িয়া যাইবে, সে বিষয়ে তাঁহার কোন সন্দেহ ছিল না। তিনি এবং তাঁহার সঙ্গীগণ কমপক্ষে দশ-বারটা জন্তু দেখিয়াছেন, তাহার বেশির ভাগ দূর হইতে এবং বিজ্ঞানে বিদিত কোন প্রাণীর সঙ্গেই তাহাদের সাদৃশ্য নাই। এইসকল জন্তু যথাসময়ে বিচারিত ও শ্রেণীভুক্ত হইবে। তিনি একটা সাপের উল্লেখ করিলেন, তাহার খোলসটা ঘোর ধূমলবর্ণ এবং একান্নফুট লম্বা। একটা সাদা প্রাণীর কথা বলিলেন, সম্ভবতঃ স্তন্যপায়ী জন্তু, সেটা অন্ধকারে জোনাকিপোকার মত জ্বলিত। আর একটা প্রকাণ্ড কাল পতঙ্গ, ইণ্ডিয়ানেরা বলে, সেটার কামড় ভীষণ বিষাক্ত। এই-সকল একেবারে নূতন ধরণের প্রাণী ভিন্ন, পরিচিত সেকালের জন্তুও মালভূমিতে অনেক ছিল, তাহার মধ্যে কোন কোনটা সেই জুরাসিক্-যুগের প্রথম সময়ের। ইহাদিগের মধ্যে তিনি সেই অতিকায় বিকট ষ্টিগোস্‌রাসের নাম উল্লেখ করিলেন—যে জন্তুটাকে মিষ্টার ম্যালোন্ হ্রদের ধারে জলপান করিতে দেখিয়াছিলেন এবং যাহার ছবি এই অজ্ঞাত জগতে প্রথম প্রবেষ্টা সেই সাহসী আমেরিকান্ তাহার স্কেচ্‌ বুকে অাঁকিয়াছিল। তিনি ইগুয়ানোডন্ এবং টেরোড্যাক্‌টিলের কথাও বলিলেন—তাঁহারা অদ্ভুত যত কিছু দেখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে এই দুইটা জন্তুই প্রথম। ইহার পর তিনি সেই সাংঘাতিক মাংসাশী ডাইনোসরের কথা বলিয়া শ্রোতৃবর্গকে রোমাঞ্চিত

করিয়া দিলেন, এই জন্তু একাধিকবার দলের লোকদিগকে তাড়া করিয়াছিল এবং তাঁহারা যতরকম জন্তু দেখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ইহারাই সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর। এইসকল জন্তুর পর তিনি সেই অতিকায় এবং হিংস্র পাখী ফরোরেকাস্ এবং সেই প্রকাণ্ড এল্‌ক্-এর উল্লেখ করিলেন, তাহারা এখনও সেই উচ্চদেশে বিচরণ করিতেছে। তিনি মধ্যবর্তী হ্রদটির রহস্যবর্ণন না করা পর্যন্ত শ্রোতৃবর্গের পূর্ণ মনোযোগ এবং উৎসাহ দেখা যায় নাই। বিজ্ঞ বস্তুতান্ত্রিক (practical) প্রফেসার যখন সেই ভূতুড়ে হ্রদের অধিবাসী বীভৎস এবং ত্রি-নেত্র মৎস্যাহারী গোধিকা (fish-lizard) ও সেই অতিকায় জল-সাপের বিষয় শান্তভাবে ধীরেসুস্থে বর্ণন করিতেছিলেন, তখন শ্রোতারা স্থির করিতে পারিতেছিলেন না তাঁহারা জাগ্রত কি নিদ্রিত। ইহার পর তিনি ইণ্ডিয়ান্ এবং সেখানকার নরবানর, যাহারা যবদ্বীপের "পিথেক্যান্‌থ্রোপাস্‌দের" চাইতে উন্নত এবং জ্ঞাত অন্য সকল জীবের চাইতে কল্পিত নরবানরের যোগাযোগের (missing link) নিকটতর—এই উভয়ের সম্বন্ধে বলিলেন। অবশেষে তিনি যখন প্রফেসার চ্যালেঞ্জারের সেই কৌশলপূর্ণ কিন্তু অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল বেলুনটির কথা বলিলেন, তখন হাস্যরসের সঞ্চার হইল এবং তাঁহাদের দল কিরূপে পুনরায় সভ্যজগতে আসিতে পারিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে বলিয়া তাঁহার স্মরণীয় বক্তৃতাটির উপসংহার করিলেন।

আশা করা গিয়াছিল, সভার কার্যবিবরণী সেখানেই শেষ হইবে এবং উপ্‌সালা ইউনিভার্সিটির প্রফেসার সার্জিয়াসের ধন্যবাদ ও স্তুতিবাদের প্রস্তাব সমর্থিত এবং গৃহীত হইবে; কিন্তু, স্পষ্টই

বুঝিতে পারা গেল, সভার কার্য নির্বিবাদে সমাধা হইবে না। সমস্তক্ষণই মধ্যে মধ্যে প্রতিবাদের লক্ষণ দেখা গিয়াছিল এবং সেই সময়ে এডিন্‌বরার ডাক্তার জেম্‌স্ ইলিংওয়ার্থ সভাগৃহের মধ্যস্থলে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, মূল প্রস্তাবগ্রহণের পূর্বে তাঁহার একটি সংশোধিত প্রস্তাব বিবেচনা করা যাইবে কি-না।

"সভাপতি—'হাঁ মহাশয়, যদি কোন সংশোধিত প্রস্তাব উত্থাপিত হয়।'

"ডাক্তার ইলিংওয়ার্থ—'ডিউক মহাশয়, একটা সংশোধিত প্রস্তাব উত্থাপিত করা দরকার।'

"সভাপতি—'তবে এখনই করা হউক।'

"প্রফেসার সামার্‌লি (লাফাইয়া উঠিয়া) —'ডিউক মহাশয়, এই ব্যক্তির সঙ্গে ব্যাথিবিয়াসের (bathybius) প্রকৃতিসম্বন্ধে সাইন্টিফিক্ কোয়ার্‌টার্‌লি জার্‌নেলে যখন আমার বাদানুবাদ হয়, তখন হইতে ইনি আমার শত্রু—সে সম্বন্ধে আমি খুলিয়া বলিতে পারি কি?'

"সভাপতি—'ব্যক্তিগত বিষয়ের কথা শুনিবার আমার অধিকার নাই।' (ইলিংওয়ার্থের প্রতি) 'আপনি বলিয়া যান।'

"আবিষ্কারকদের বন্ধুর দল যেরূপ উত্তেজিতভাবে বাধা দিতেছিলেন, তাহাতে ডাক্তার ইলিংওয়ার্থের কথা সব জায়গায় ভাল করিয়া শুনিতে পাওয়া গেল না। তাঁহাকে টানিয়া বসাইয়া দেওয়ার চেষ্টাও হইয়াছিল, কিন্তু, তাঁহার দেহটি বিরাট এবং গলার স্বর অত্যন্ত জোরালো, তিনি কোলাহল ডুবাইয়া দিয়া তাঁহার বক্তব্য শেষ করিলেন। তিনি উঠিবামাত্র বুঝিতে পারা গিয়াছিল, তাঁহার

সমর্থনকারী কতগুলি বন্ধু আছে, অবশ্য শ্রোতৃমণ্ডলীর তুলনায় তাহাদিগের সংখ্যা কম। বলা যাইতে পারে—অধিকাংশ লোকই উৎসুক ও নিরপেক্ষ ছিল।

"ডাক্তার ইলিংওয়ার্থ, প্রফেসার চ্যালেঞ্জার এবং প্রফেসার সামার্‌লি উভয়ের বৈজ্ঞানিক কার্যাবলীর উচ্চ প্রশংসা করিয়া তাঁহার মন্তব্য আরম্ভ করিলেন। কেবল বৈজ্ঞানিক সত্যের জন্য প্রণোদিত হইয়াই তিনি মন্তব্য করিতেছেন, ইহাতে ব্যক্তিগত পক্ষপাত অনুমিত হওয়ায় তিনি দুঃখপ্রকাশ করিলেন। গত বৎসরের সেই সভাটিতে প্রফেসার সামার্‌লির যেরূপ অবস্থা ছিল, বক্তারও হুবহু সেই অবস্থা। সেই সভাতে প্রফেসার চ্যালেঞ্জারের কতগুলি উক্তিসম্বন্ধে তাঁহার সহকর্মী আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। সেই সহকর্মীই এখন সেই উক্তির সমর্থন লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং আশা করিতেছেন তাহার সম্বন্ধে কোন আপত্তি হইবে না। এটা কি যুক্তিসঙ্গত? ('হাঁ, না', এবং অনেকক্ষণ পর্যন্ত বাধা, সেই সময়ে শুনিতে পাওয়া গেল, প্রফেসার চ্যালেঞ্জার ডাক্তার ইলিংওয়ার্থকে রাস্তায় ছুড়িয়া ফেলিয়া দিবার জন্য সভাপতির অনুমতি চাহিতেছেন।) এক বৎসর পূর্বে একজন কতগুলি কথা বলিয়াছিলেন। এখন চারিজনে অন্য এবং আরও বিস্ময়কর কথা বলিলেন। যেস্থলে উত্থাপিত বিষয়গুলি বিপ্লবকর এবং অবিশ্বাস্য বলিয়া বোধ হয়, সে স্থলে ইহাই কি চূড়ান্ত প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে? পর্যটকেরা দেশ-বিদেশ হইতে আসিয়া নানারকম গল্প বলিয়াছে এবং সেগুলি সত্য বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে—এরূপ ঘটনা এই সেদিনও দেখিয়াছি। লণ্ডনের জুওলজিক্যাল্ ইন্‌ষ্টিটিউট্‌ও কি সেইরূপ করিবেন? তিনি স্বীকার

করিতেছেন যে, সমিতির সভ্যেরা সকলেই চরিত্রবান্, কিন্তু, মানব-প্রকৃতি বড়ই জটিল। এমনকি, পণ্ডিত লোকেরাও প্রসিদ্ধিলাভের ইচ্ছায় পথভ্রষ্ট হইতে পারেন। পতঙ্গের মত আমরা সকলেই আলোকের সম্মুখে উড়িয়া বেড়াইতে ভালবাসি। বড় শিকারীরা প্রতিদ্বন্দ্বীর গল্পের উপরে টেক্কা দিতে চায়, সাংবাদিকেরা উত্তেজনাপূর্ণ লেখা খুবই পছন্দ করে, সেজন্য কল্পনার দ্বারা বাস্তবকে অতিরঞ্জিত করিতেও দ্বিধা করে না। সমিতির সভ্যদিগের প্রত্যেকেরই তাঁহাদের কার্যফল অতিরঞ্জিত করিবার ব্যক্তিগত ইচ্ছা ছিল। ('ধিক্! ধিক্!') কাহারও উপর দোষ দিবার আমার ইচ্ছা নাই। ('দোষ দিতেছেন বৈকি!' এবং বাধাপ্রদান।) এইসব আজগবী গল্পের যে প্রমাণ উপস্থাপিত হইয়াছে তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। প্রমাণটা কি?—না, কতকগুলি ফটোগ্রাফ্! আজকালকার এই চতুরতাপূর্ণ কারসাজির দিনে কয়েকটি ফটোগ্রাফকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে? আর কি শুনিলাম? বেলুনে চড়িয়া যাইবার গল্প, দড়ির সাহায্যে নামিবার কথা—সেজন্যই নাকি বড় নমুনা আনিতে পারেন নাই। যুক্তিটায় খুব বাহাদুরি আছে, কিন্তু, তাহাতে বিশ্বাস জন্মায় না। ইহাও শুনিলাম, লর্ড জন্ নাকি একটা ফরোরেকাসের করোটি আনিয়াছেন। বক্তা শুধু এইটুকু বলিতে চাহেন যে, সেটা দেখিতে তিনি খুব ইচ্ছুক।

"লর্ড জন্ রক্স্টন্ঃ—'লোকটা কি আমাকে মিথ্যাবাদী বলতে চায়?' (দারুণ হট্টগোল।)

"সভাপতিঃ—'চুপ্ চুপ্! (ডাক্তার ইলিংওয়ার্থের প্রতি) আপনার মন্তব্য এখন আপনাকে শেষ করিতে এবং সংশোধিত প্রস্তাবটি আনিতে হইবে!'

"ডাক্তার ইলিংওয়ার্থ :—'ডিউক মহাশয়, আমার আরও বক্তব্য ছিল, কিন্তু, আপনার আদেশ শিরোধার্য করিলাম। তাহা হইলে আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, প্রফেসার সামার্‌লিকে তাঁহার এই চিত্তাকর্ষক বক্তৃতাটির জন্য ধন্যবাদ করা হউক, এই সমস্ত ব্যাপার "অপ্রমাণিত" রূপে ধরিয়া লওয়া হউক এবং বিষয়টির ভার আরও বড় এবং সম্ভব হইলে অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য একটি অনুসন্ধান-সমিতির উপর ন্যস্ত করা হউক।'

"এই সংশোধিত প্রস্তাবে যে গোলমাল আরম্ভ হইল, সেটা বর্ণন করা মুস্কিল। পর্যটকদিগের উপর এইরূপ কলঙ্ক আরোপিত করাতে অধিকাংশ শ্রোতা 'এ প্রস্তাব করিবেন না!' 'প্রত্যাহার করুন!' 'ওঁকে বাহির করিয়া দিন্!' বলিয়া, চিৎকার করিতে করিতে তাহাদের ক্রোধ জানাইল। পক্ষান্তরে, অসন্তুষ্ট দল—তাহাদের সংখ্যাও বেশ ছিল—সংশোধিত প্রস্তাবটির জন্য 'চুপ্!' 'সভাপতি মহাশয়!' এবং 'ন্যায়বিচার চাই।' বলিয়া, উচ্চৈঃস্বরে আনন্দপ্রকাশ করিতে লাগিল। পিছনের বেঞ্চিগুলিতে ত হাতাহাতি ব্যাপার! সেখানে মেডিকেল ষ্টুডেন্ট্‌রা ছিল, তাহাদের মধ্যে পরস্পর ঘুষির আদান-প্রদান চলিল। অনেক ভদ্রমহিলা উপস্থিত থাকায় জনতা কতক সংযত ছিল এবং সেজন্য একটা দারুণ দাঙ্গাহাঙ্গামা হইতে পারিল না। যাহা হউক, হঠাৎ সকলে থামিয়া গেল, একটু চুপ করিল, তারপর একেবারে নীরব। প্রফেসার চ্যালেঞ্জার দণ্ডায়মান হইয়াছেন। তাঁহার চেহারা এবং ধরণ এমন অদ্ভুত যে, দৃষ্টি আকৃষ্ট না হইয়া পারে না। তিনি যখন হাত তুলিয়া চুপ্ করিতে বলিলেন, সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁহার বক্তব্য শুনিবার আশায় শান্ত হইয়া আসন গ্রহণ করিল।

"প্রফেসার চ্যালেঞ্জার বলিলেন—'উপস্থিত অনেকেরই স্মরণ থাকিবে, পূর্বের সভাটিতে আমি যখন বক্তৃতা দিয়াছিলাম, তখনও ঠিক এইরূপ নির্বুদ্ধিতা এবং অভদ্রতা দেখানো হইয়াছিল। সেবারে প্রধান দোষী ছিলেন প্রফেসার সামার্লি এবং যদিও তিনি এখন সংশোধিত এবং অনুতপ্ত হইয়াছেন, তবু বিষয়টা একেবারে ভুলিয়া যাওয়া যায় না। আজ রাত্রে সেইরূপ, বরঞ্চ আরও বেশী অপ্রীতিকর কথা, এইমাত্র যিনি উপবেশন করিলেন, তাঁহার নিকট হইতে শুনিলাম। এই ব্যক্তির বুদ্ধির দৌড় অনুসারে যদি চলিতে হয়, তবে তাহা জানিয়া আত্ম-বিলাপের তুল্য হইবে। তথাপি, কাহারও মনে যদি কোনরকম যুক্তিযুক্ত সন্দেহ থাকে, তবে তাহা দূর করিবার জন্য আমি তাহাই করিতে চেষ্টা করিব।' (হাসি এবং গণ্ডগোল।) 'শ্রোতাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া বাহুল্য যে, যদিও অদ্যকার সভায় প্রফেসার সামার্লিকে অনুসন্ধান-সমিতির কর্তা হিসাবে বলিতে দেওয়া হইয়াছে, তবু, এ কাজে আমিই প্রকৃত পরিচালক এবং কৃতকার্যতার ফলটি প্রধানতঃ আমারই প্রাপ্য। এই তিনটি ভদ্র-লোককে আমি বর্ণিত স্থানে নিরাপদে লইয়া গিয়াছি এবং আপনারা শুনিয়াছেন, আমি আমার পূর্ব উক্তিটির যাথার্থ্যসম্বন্ধে ইঁহাদিগের বিশ্বাস জন্মাইয়াছি। আমরা আশা করিয়াছিলাম, ফিরিয়া আসিয়া এমন স্থূলবুদ্ধি কাহাকেও দেখিতে পাইব না, যে আমাদের এই সমবেত সিদ্ধান্তে অবিশ্বাস করিতে পারে। যাহা হউক, পূর্ব অভিজ্ঞতা-বশতঃ, যে কোন বুদ্ধিমান্ লোককে বিশ্বাস করাইবার মত প্রমাণ সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি। প্রফেসার সামার্লি কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, নর-বানরেরা আমাদের তাঁবু লুঠ করিবার সময় ক্যামেরাগুলি টানা-হেঁচ্ড়া

করায়, আমাদের অনেকগুলি নেগেটিভ্ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল।' (পিছন হইতে বিদ্রূপ, হাসি এবং 'অন্য কিছু বলুন!') 'আমি নরবানরের কথা উল্লেখ করিয়াছি এবং বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, এখানকার কোন কোন শব্দ সেই অদ্ভুত জন্তুদিগের কথা অতি স্পষ্ট-ভাবে স্মরণ করাইয়া দিতেছে।' (উচ্চ হাসি।) 'সেই সব অমূল্য নেগেটিভ্ নষ্ট হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও, মালভূমির জীবজন্তুর অবস্থা সপ্রমাণ করিতে পারে, এরূপ ফটোগ্রাফ এখনও আমাদের সংগ্রহের মধ্যে আছে। এই সব ফটোগ্রাফ্ জাল—এই অভিযোগটি কেহ করিয়াছিলেন কি?' (একটা স্বর উঠিল, 'হাঁ' এবং রীতিমত গণ্ডগোল, তাহার ফলে অনেককে সভাগৃহ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইল।) 'এই নেগেটিভ্‌গুলি বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা ইচ্ছা করিলেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। পর্যটকদের আর কি সাক্ষ্য ছিল? তাঁহাদের পলায়নের অবস্থাটি বিচার করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, অনেকগুলি মোট লইয়া আসা তাঁহাদিগের পক্ষে ঘটনাচক্রে অসম্ভব ছিল, কিন্তু, তাঁহারা প্রফেসার সামার্‌লির প্রজাপতি এবং পোকা-মাকড় ইত্যাদির সংগ্রহটি-তাহার মধ্যে অনেক নূতন নমুনাও ছিল—উদ্ধার করিয়া আনিতে পারিয়াছিলেন। এটা কি একটা প্রমাণ নয়?' (অনেক কণ্ঠে, 'না') 'কে 'না' বলিলেন?'

ডাক্তার ইলিংওয়ার্থ (দাঁড়াইয়া)—'আমাদের আপত্তি এই—সে কালের ঐ মালভূমিটি ছাড়া, অন্যস্থানেও এরূপ সংগ্রহ করা যাইতে পারে।' (আনন্দধ্বনি।)

"প্রফেসার চ্যালেঞ্জার—'সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, মহাশয়, আপনার বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতার নিকট আমাদিগকে মাথা নীচু

করিতে হইবে, যদিও আমার বলা উচিত যে, আপনার নামটি অখ্যাত। তাহা হইলে ফটোগ্রাফ এবং কীটতত্ত্ববিষয়ক সংগ্রহ—এই উভয় ছাড়িয়া দিয়া, যে সকল বিষয় পূর্বে নিরূপিত হয় নাই, তাহার সম্বন্ধে আমরা যে নানারকমের খাঁটি সংবাদ আনিয়াছি, তাহার কথা বলিব। দৃষ্টান্তস্বরূপ, টেরোড্যাক্টিলের ঘরাও-স্বভাব-সম্বন্ধে!—(একজন বলিল, 'বাজে!' এবং কোলাহল।)—আমি বলিতেছি যে, টেরোড্যাক্টিলের ঘরাও-স্বভাবসম্বন্ধে আমরা পরিষ্কার করিয়া বলিতে পারি। আমার পোর্টফোলিও হইতে ঐ জন্তুর একটা ছবি আপনাদিগকে দেখাইতে পারি, জীবন্ত জন্তুটি হইতে তোলা এবং সেটা আপনাদের বিশ্বাস জন্মাইবে—'

"ডাক্তার ইলিংওয়ার্থ:—'কোন ছবিতে আমাদের কোন বিষয়ে বিশ্বাস জন্মাইতে পারিবে না।'

"প্রফেসার চ্যালেঞ্জার:—'আপনারা আসল জিনিসটাই দেখিতে চান?'

"ডাক্তার ইলিংওয়ার্থ:—'নিশ্চয়।'

"প্রফেসার চ্যালেঞ্জার:—'তাহা হইলে সেটাকে সত্য বলিয়া মানিবেন?'

"ডাক্তার ইলিংওয়ার্থ (হাসিতে হাসিতে)—'সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।'

"এই সময়ে সেই হুলস্থূল ব্যাপারটি হইল—তাহা এমনই ঐন্দ্রজালিক কাণ্ড যে, বৈজ্ঞানিক সভার ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। প্রফেসার চ্যালেঞ্জার সঙ্কেতস্বরূপ তাঁহার হাতখানি তুলিলেন, তখনই দেখা গেল, আমাদের সহকর্মী মিষ্টার ই. ডি. ম্যালোন্ মঞ্চের পিছনে

গেলেন। মুহূর্ত পরে একটি অতিকায় নিগ্রোর সহিত দুইজনে মিলিয়া একটা বড় চৌকা বাক্স লইয়া আসিয়া উপস্থিত। বাক্সটি দেখিয়াই বুঝিতে পারা গেল, খুব ভারি ; ধীরে ধীরে সেটাকে আনিয়া প্রফেসারের চেয়ারের সম্মুখে রাখা হইল। শ্রোতাদের মধ্যে গোলমাল থামিয়া গেল, প্রত্যেকে তাঁহাদের সম্মুখস্থ এই দৃশ্যটির দিকে মনোনিবেশ করিলেন। বাক্সটার ডালা টানিয়া খুলিয়া প্রফেসার চ্যালেঞ্জার ভিতরের দিকে চাহিয়া কয়েকবার তুড়ি দিলেন এবং শুনিতে পাওয়া গেল, আদর করিয়া বলিতেছেন, 'এস সুন্দরী, 'এস এস !' মুহূর্ত পরে খচ্মচ্ খটাখট্ শব্দ করিতে করিতে, অতিশয় ভয়ঙ্কর এবং বীভৎস একটা জন্তু বাহির হইয়া আসিয়া বাক্সটির কিনারায় পাখীর মত বসিল। এই সময়ে ডিউক্-অব্-ডারহাম্ হঠাৎ মঞ্চের উপর হইতে পড়িয়া গেলেন, কিন্তু, তাহাতে সেই স্তম্ভিত বিরাট শ্রোতৃবর্গের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিল না। সেই জানোয়ারের মুখটা এরূপ যে, মধ্যযুগের রাজমিস্ত্রী ছাদের নর্দমার মুখে গার্গয়েল্ বানাইতে, উহার চাইতে বিকট, বীভৎস মুখ কল্পনাও করিতে পারিত না। মুখটা হিংস্র, ভয়ঙ্কর, তাহাতে ছোট লাল দুইটি চক্ষু জ্বলন্ত কয়লার মত উজ্জ্বল। তাহার লম্বা, হিংস্র মুখটা অর্ধেক হাঁ-করা, তাহাতে দুই সারি হাঙ্গরের দাঁতের মত তীক্ষ্ণ দাঁত। জন্তুটার কাঁধদুটি কুব্জ এবং তাহার চারিধারে যেন একটা বিবর্ণ শাল জড়ানো। এটা যেন আমাদের শিশুকালের শয়তান মূর্তিমান্। শ্রোতাদের মধ্যে হুলস্থূল পড়িয়া গেল—একজন চিৎকার করিয়া উঠিল, সম্মুখের লাইনে দুইটি ভদ্রমহিলা অজ্ঞান হইয়া চেয়ার হইতে পড়িয়া গেলেন। মঞ্চ জুড়িয়া হুড়াহুড়ি লাগিয়া গেল, অনেকে ডিউকের পথ অনুসরণ

করিলেন। মুহূর্তের মধ্যে মনে হইল, বুঝি বা সমগ্র শ্রোতৃবর্গের মধ্যেই আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। এই আকস্মিক চঞ্চলতা শান্ত করিবার জন্য প্রফেসার চ্যালেঞ্জার হাত তুলিলেন এবং এই অঙ্গ-সঞ্চালন তাঁহার পার্শ্বস্থ জানোয়ারটিকে ভয় লাগাইয়া দিল। ইহার শালের মত অদ্ভুত জিনিসটি হঠাৎ খুলিয়া গেল, বিস্তৃত হইল এবং দুইটি চামড়ার পাখার মত সঞ্চালিত হইল। ইহার মালিক ইহার পা-দুটি ধরিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু, অল্পের জন্য পারিলেন না। জন্তুটা উড়িয়া পড়িল এবং দশফুট লম্বা শুক্‌না চাম্‌ড়ার পাখাদুটি মেলিয়া, কুইন্‌স্ হল্‌টি জুড়িয়া ঘুরিতে লাগিল এবং সমস্ত সভাগৃহটি পূতিগন্ধে ছাইয়া ফেলিল। গ্যালারির লোকেরা উহার সাংঘাতিক ঠোঁট এবং জ্বলন্ত চক্ষু দুইটি তাঁহাদের নিকটে আসিতেছে দেখিয়া চিৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন, জন্তুটা যেন একেবারে ক্ষেপিয়া গেল। উড়ার বেগ বাড়িয়া চলিল এবং ভয়ে বিহ্বল হইয়া দেওয়াল ও ঝাড়-লণ্ঠনে অন্ধের মত ধাক্কা খাইতে লাগিল। প্রফেসার চ্যালেঞ্জার দারুণ আশঙ্কায় অস্থির হইয়া মঞ্চ হইতে পাগলের মত চেঁচাইয়া উঠিলেন —“ঐ জানালাটা! দোহাই ভগবানের, ঐ জানালাটা বন্ধ ক’রে দাও!” কিন্তু হায়! তাঁহার অনুরোধ বৃথা। মুহূর্তমধ্যে, বাতির ডোমের ভিতরে বড় প্রজাপতির মত জন্তুটা দেওয়ালে ধাক্কা এবং ঠোক্কর খাইতে খাইতে সেই জানালাটির নিকটে আসিয়া পড়িল, বিকট দেহটি ঠেলিয়া ঢুলিয়া গলাইয়া চকিতে অদৃশ্য হইল। প্রফেসার চ্যালেঞ্জার হতাশ হইয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। অপরদিকে শ্রোতৃবর্গও যখন বুঝিতে পারিল যে, বিপদ কাটিয়া গিয়াছে, তখন তাহারা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

"তারপর—ওঃ, তারপর যাহা হইল, কে বর্ণন করিবে? শ্রোতৃবর্গের অধিকাংশই পর্যটকগণের সপক্ষে ছিল—ইহারা উল্লাসে অধীর হইয়া উঠিল। যে অল্পসংখ্যক লোক বিপক্ষে ছিল, এখন তাহাদেরও মত বদ্‌লাইল। অবশেষে সমবেত সমগ্র জনতায় উৎসাহের বিপুল তরঙ্গ উঠিল—সভাগৃহের পশ্চাৎ হইতে তাহা ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়া বাদ্যমঞ্চের উপর দিয়া বহিয়া বেদী প্লাবিত করিয়া বীরচতুষ্টয়কে শীর্ষে বহন করিয়া চলিল।" (চমৎকার লিখিয়াছ, ম্যাক্) "শ্রোতৃবর্গ পূর্বে একটু অবিচার করিয়াছিল বটে, কিন্তু, এখন পূর্ণমাত্রায় তাহার প্রতিকার করিল। প্রত্যেকে উঠিয়া দাঁড়াইল, চঞ্চল হইয়া চিৎকার করিয়া উত্তেজনাবশে অঙ্গভঙ্গি করিতে লাগিল। নিবিড় জনতা জয় জয় রবে পর্যটক চারিজনকে ঘিরিয়া ফেলিল। শতকণ্ঠে চিৎকার উঠিল, 'তুলে নাও! কাঁধে কর।' মুহূর্তমধ্যে চারিটি দেহ জনতার উপরে উত্থিত হইল। মুক্ত হইবার জন্য তাঁহারা বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে সেই গৌরবের উচ্চ আসনে ধরিয়া রাখা হইল। চারিদিকে জনতা এমনই ঘন-সন্নিবিষ্ট যে, ইচ্ছা করিলেও তাঁহাদিগকে নামাইতে পারা যাইত না। "রিজেণ্ট ষ্ট্রীট্! রিজেণ্ট ষ্ট্রীট্!" বলিয়া রব উঠিল। ঘনবদ্ধ জনতার গতি ফিরিল, একটি মন্থর স্রোত বীরচতুষ্টয়কে স্কন্ধে লইয়া চলিল দরজার দিকে। বাহিরে রাস্তার উপরের দৃশ্য অসাধারণ। প্রায় লক্ষ লোক সেখানে অপেক্ষা করিতেছিল। এই জনতা ল্যাংহাম্ হোটেলের পশ্চাৎ হইতে আরম্ভ করিয়া অক্‌স্‌ফোর্ড সার্কাস পর্যন্ত বিস্তৃত। লোকের কাঁধের উপরে পর্যটক চারিজন, সভাগৃহের বাহিরে উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোকে উপস্থিত হইবামাত্র বিপুল জয়ধ্বনি তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা

করিল। উচ্চরব উঠিল, 'শোভাযাত্রা! শোভাযাত্রা ক'রে নিয়ে চল!' ঘন-সন্নিবিষ্ট জনমণ্ডলী রাস্তাটিকে একেবারে বন্ধ করিয়া রিজেণ্ট ষ্ট্রীট্, পাল্‌মাল্, সেণ্ট জেম্‌স্ ষ্ট্রীট্ এবং পিকাডিলির পথে চলিল। লণ্ডন সহরের লোকচলাচল এবং কাজকর্মের কেন্দ্রস্থলটি বন্ধ হইয়া গেল, জনতার সহিত পুলিস ও ট্যাক্‌সিওয়ালার অনেক সংঘর্ষের সংবাদ জানা গিয়াছিল। অবশেষে—রাত্রি দুই প্রহরের পর "আল্‌বানিতে" লর্ড জন্ রক্‌স্‌টনের বাড়ির দরজায় পর্যটক চারিজন মুক্তি পাইলেন এবং সেই বিপুল জনতা সমবেত উচ্চৈঃস্বরে 'গড্ সেভ্ দি কিং' গান করিয়া তাহাদের শোভাযাত্রার উপসংহার করিল। এইরূপে সেই মহা অদ্ভুত রাত্রির—লণ্ডন সহর বহুকাল যাবৎ যাহা দেখে নাই—যবনিকা-পতন হইল।"

এই পর্যন্ত তোমার নিকট হইতে লইলাম, ম্যাক্‌ডোনা। ইহা একটু জম্‌কালো হইলেও সভার কার্যবিবরণীর একরকম ঠিকই বর্ণনা। সভার প্রধান ঘটনাটি—শ্রোতৃবর্গ যাহাতে হতবুদ্ধি এবং আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিল, বলা বাহুল্য, আমরা তাহাতে সেরূপ কিছুই হই নাই। পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে, লর্ড জন্ রক্‌স্‌টন্ যখন সেই বেতের আবরণটিতে শরীর ঢাকিয়া প্রফেসার চ্যালেঞ্জারের জন্য "শয়তানের বাচ্চা" আনিতে গিয়াছিলেন, তখন পথে আমার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। মালভূমি ছাড়িয়া আসিবার সময় প্রফেসারের মোট আমাদিগকে যে বেগ দিয়াছিল, তাহার আভাসও আমি পূর্বে দিয়াছি এবং আমাদের সমুদ্র-যাত্রার কথা যদি বর্ণন করিতাম, তাহা হইলে পচা মাছ খাওয়াইয়া আমাদের বীভৎস সঙ্গীটির ক্ষুধা নিবারণ করিতে আমাদিগকে কিরূপ নাকাল হইতে হইয়াছিল—সে সব কথাও

আমাকে বলিতে হইত। এ সম্বন্ধে পূর্বে বিশেষ কিছু বলি নাই, কারণ, প্রফেসার চ্যালেঞ্জারের সনির্বন্ধ অনুরোধ ছিল—আমাদের সঙ্গের এই অকাট্য প্রমাণটির কোনরকম খবর, বিপক্ষগণের পরাভবের আসন্ন মুহূর্ত পর্যন্ত যেন প্রকাশ না পায়।

এই টেরোড্যাক্‌টিল্‌টির পরিণামসম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। এ বিষয়ে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না। দুইটি ভীত স্ত্রীলোক সাক্ষ্য দিয়াছিল, কুইন্‌স্ হলের ছাদের উপর যেন একটা পিশাচের মূর্তির মত সেটা বসিয়াছিল এবং ঘণ্টাকয়েক সেখানে ছিল। পরের দিন বিকালের কাগজে লিখিয়াছিল, কোল্ড্‌ষ্ট্রীম্ গার্ডের একজন সৈনিক, প্রাইভেট্ মাইল্‌স্, মার্ল্‌বরো হাউসের বাহিরে যখন পাহারায় নিযুক্ত ছিল, তখন বিনা হুকুমে সে পাহারা ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ায় তাহার সামরিক বিচারে শাস্তি হয়। প্রাইভেট্ মাইল্‌স্-এর বক্তব্য এই —সে হাতের রাইফল্‌টি মাটিতে ফেলিয়া দিয়া মেলের দিকে উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিয়াছিল, কারণ, উপরের দিকে চাহিয়া হঠাৎ সে দেখিতে পায়, তাহার এবং চাঁদের মধ্য দিয়া স্বয়ং শয়তান চলিয়া যাইতেছে—তাহার এই উক্তি বিচারালয়ে গ্রাহ্য হয় নাই, কিন্তু তবু, আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে ইহার সাক্ষাৎ সংস্রব থাকিতে পারে। আর একটিমাত্র সাক্ষ্য আমি উপস্থিত করিতে পারি, সেটা ডাচ্-আমেরিকান্ লাইনার, এস্, এস্, ফিজ্‌ল্যাণ্ড হইতে পাওয়া গিয়াছিল ; তাহাতে বলে যে, পরদিন সকালে নয়টার সময়, তখন জাহাজের ডান্‌দিকে দশমাইল দূরে ষ্টার পয়েণ্ট্ ছিল, সেই সময়ে উড্ডীয়মান্ ছাগল এবং বিরাট বাদুড়ের মাঝামাঝি একটা কি উড়িয়া চলিয়া গেল, সেটা অসাধারণ বেগে দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে যাইতেছিল।

এই প্রাণীটির গৃহমুখী-বৃত্তি যদি তাহাকে ঠিক পথে লইয়া গিয়া থাকে, তবে আট্‌লান্টিক্ মহাসাগরের কোন অজ্ঞাত স্থানে যে এই ইউরোপীয় টেরোড্যাক্‌টিল্‌টির মৃত্যু হইয়াছিল—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আর গ্ল্যাডিস্—হায়রে, আমার গ্ল্যাডিস্! সেই মায়া-সরোবরের গ্ল্যাডিস্, সে হ্রদের এখন নূতন নামকরণ হইবে 'কেন্দ্র হ্রদ', কারণ, আমাদ্বারা তাহার কোনদিন অমরত্ব-লাভ হইতে পারিবে না। তাহার প্রকৃতিতে সব সময় কঠিনতার আভাস দেখিতে পাইতাম না কি? তাহার আদেশপালন করিতে যখন আমি গর্ব অনুভব করিতাম, তখনও ভাবি নাই কি যে—সে ভালবাসা অতি অকিঞ্চিৎ-কর, যে ভালবাসা প্রেমাস্পদকে মৃত্যুমুখে কিংবা তত্তুল্য বিপদে ফেলিতে পারে? আমার একাগ্র চিন্তার মধ্যে সেই মুখের সৌন্দর্যের অন্তরালে তাহার মনের মধ্যে উঁকি মারিয়া কি দেখি নাই যে, স্বার্থপরতা ও চপলতার যুগ্ম ছায়া কালিমালেপন করিয়াছে? এ সন্দেহ বার-বার হইয়াছে, বার-বার দূর করিয়াছি। বীরত্ব ও চমৎকারিতার প্রতি তাহার কিসের আসক্তি? ইহা কি মহৎ বিষয়ের প্রতি নিষ্কাম শ্রদ্ধা? অথবা সে চায় যে, অন্যের গৌরব বিনা আয়াসে, বিনা ত্যাগে তাহার উপর প্রতিফলিত হইবে? মানুষ ঠকিয়া শিখে—আমার চিন্তাগুলিও কি সেই শিক্ষা-প্রসূত? ইহা আমার জীবনের চূড়ান্ত মর্মাঘাত! মুহূর্তের জন্য যেন আমাকে বিশ্ববিদ্বেষী করিয়া দিয়াছে, কিন্তু, আমি যখন লিখিতেছি, তাহার পূর্বেই এক সপ্তাহ পার হইয়া গিয়াছে, ইতিপূর্বে ভাগ্যে লর্ড জন্ রক্‌স্‌টনের সহিত আমাদের একটি গুরুতর বিষয়সম্বন্ধে

কথাবার্তা হইয়া গিয়াছিল—নতুবা অবস্থা আরও শোচনীয় হইতে পারিত।

আমি অতি সংক্ষেপে বিষয়টি বলিতেছি। সাউদাম্‌টনে আসিয়া গ্ল্যাডিসের কোন চিঠি কিংবা টেলিগ্রাম পাইলাম না, সুতরাং, মহা ভীত হইয়া সেই রাত্রেই দশটার সময়, স্ট্রেথামে সেই ছোট বাড়িটিতে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম। সে কি বাঁচিয়া আছে, না তাহার মৃত্যু হইয়াছে? রাত্রির পর রাত্রি যে স্বপ্ন দেখিতাম, সেই আলিঙ্গনোন্মুখ বাহু ছুটি, সেই হাসিমাখা মুখখানি, শুধু তাহার খেয়ালের পরিতোষের জন্য যে নিজের প্রাণটাকে বিপন্ন করিয়াছিল, তাহার সেই প্রণয়ীর জন্য তাহার মুখের প্রশংসাবাক্য—সে সব কোথায়? ইতিপূর্বেই আমি কল্পনার উচ্চ শিখর হইতে পতিত হইয়া নিষ্ফল-চিত্তে মাটিতে দাঁড়াইয়াছি। তাহা হইলেও যুক্তিযুক্ত কারণ দেখাইলে, হয়ত এখনও আবার আমাকে সে আকাশে তুলিতে পারে। আমি বাগানের পথ ধরিয়া ছুটিলাম, দরজায় গিয়া সজোরে ঘা দিলাম, ভিতরে গ্ল্যাডিসের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম, বিস্মিত দাসীটাকে ঠেলিয়া বসিবার ঘরে প্রবেশ করিলাম। পিয়ানোর পাশে শেড্‌ দেওয়া আলোর নীচে চেয়ারে সে বসিয়া রহিয়াছে। তিনটি লম্ফে ঘর পার হইয়া গিয়া তাহার হাত ছুইখানি ধরিলাম।

আমি চেঁচাইয়া উঠিলাম—"গ্ল্যাডিস্! গ্ল্যাডিস্"!

বিস্মিত-মুখে সে আমার দিকে তাকাইল। দেখিলাম, তাহার একটা গূঢ় পরিবর্তন হইয়াছে। তাহার চক্ষের ভাব, তাহার কঠিন উর্ধ্ববিন্যস্ত দৃষ্টি, তাহার দৃঢ়-বদ্ধ ওষ্ঠ—সকলই আমার কাছে নূতন। সে তাহার হাত ছুইখানি টানিয়া লইল।

সে বলিল—"আপনি কি বল্‌তে চান ?"

আমি চেঁচাইয়া উঠিলাম—"গ্ল্যাডিস্‌, কি হয়েছে ? তুমি আমার গ্ল্যাডিস্‌ নও কি ?—ছোট্ট গ্ল্যাডিস্‌ হাঙ্গারটন্‌ ?"

সে বলিল—"না, আমি এখন গ্ল্যাডিস্‌ পট্‌স্‌। আসুন, আমার স্বামীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দি।"

মানুষের জীবন বিচিত্র ! ছোটখাট লাল্‌চে চুল-ওয়ালা একটি লোকের সঙ্গে, কলের পুতুলের মত করমর্দন করিলাম, তাহাকে অভিবাদন করিলাম ; লোকটি পূর্বে আমার জন্য নির্দিষ্ট আরাম-চেয়ারটিতেই জড়সড় হইয়া বসিয়াছিল। আমরা মুখোমুখি হইয়া মাথা নাড়িলাম, হাসিলাম।

গ্ল্যাডিস্‌ বলিল—"বাবা আমাদের এখানেই থাক্‌তে দিয়েছেন, আমাদের বাড়ি ঠিকঠাক হচ্ছে।"

আমি বলিলাম—"তাই নাকি ? বেশ।"

"তাহলে, পারাতে আপনি আমার চিঠি পান নাই ?"

"না, আমি কোন চিঠি পাই নাই।"

"তাই নাকি, কি দুঃখের কথা ! পেলে সব পরিষ্কার হয়ে যেতো।"

আমি বলিলাম—"পরিষ্কার খুবই হয়েছে।"

সে বলিল—"আমি উইলিয়াম্‌কে আপনার সম্বন্ধে সব বলেছি। আমাদের মধ্যে গোপন কিছু নাই। বিষয়টার জন্য আমি ভারি দুঃখিত আছি। আপনি যখন আমাকে ছেড়ে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে চলে যেতে পেরেছিলেন, তখন বোধ হয়, বিষয়টা তেমন গভীর ছিল না, ছিল কি ? আপনি রাগ করেন নাই, নিশ্চয় ?"

"না, না, তা একেবারেই নয়। আমি তাহলে এখন যাই।"

সেই ছোট মানুষটি বলিল—"একটু কিছু জলযোগ করে যান্।" তারপর একটু চুপি চুপি বলিল—"এ রকম প্রায়ই হয়ে থাকে, নয় কি? আর সেটা হ'তে বাধ্য, নইলে মেয়েদের বহুবিবাহ করতে হয়। আপনি বুঝ্‌তে পার্‌ছেন, বোধ করি।" এই বলিয়া লোকটি বেওকুফের মত হাসিয়া উঠিল, আমিও দরজার দিকে অগ্রসর হইলাম।

আমি দরজা পার হইয়াছি, এমন সময় হঠাৎ একটা অদ্ভুত প্রেরণা মনের মধ্যে আসিল এবং আমি আমার ভাগ্যবান্ প্রতিদ্বন্দ্বীর নিকট ফিরিয়া গেলাম, সে ভয়ে বৈদ্যুতিক ঘণ্টাটির দিকে তাকাইল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"একটা প্রশ্নের উত্তর দেবেন কি?"

লোকটি বলিল—"হাঁ, দেবার মত হলেই দেব।"

"আপনি এটা কর্‌লেন কি করে? আপনি গুপ্তধন খুঁজেছিলেন কি, না কি নূতন মেরু আবিষ্কার করেছিলেন কিংবা দস্যু-জাহাজে ছিলেন বা চ্যানেল উড়ে পার হয়েছিলেন—কোন্‌টা করেছিলেন? এই প্রণয় ব্যাপারের যাদুমন্ত্রটা কোন্‌খানে? সেটা কি ক'রে পেলেন?"

বিমূঢ়, ভালমানুষের মত ছোট মুখখানিতে ফাঁকা দৃষ্টি লইয়া সে আমার পানে তাকাইল।

লোকটি বলিল—"একটু বেশিরকম ব্যক্তিগত কথা বল্‌ছেন না কি?"

আমি চেঁচাইয়া উঠিলাম—"শুধু আর একটি প্রশ্ন, আপনি কি? কি কাজ করেন?"

লোকটি বলিল—"আমি একজন সলিসিটারের কেরাণী। ৪১ নং চ্যান্সেরি লেনে জন্‌সন্ এণ্ড্ মেরিভেলের আপিস আছে, সেখানে আমি সেকেণ্ড্ এসিষ্টাণ্ট্।"

আমি বলিলাম—"বেশ, তাহলে বিদায় হই।" এই বলিয়া সন্তপ্ত ও ভগ্নহৃদয় নায়কের মত অন্ধকারে বাহির হইয়া পড়িলাম। দুঃখ, রাগ এবং হাসি তিনটি ভাব মিলিয়া, আমার ভিতরে ফুটন্ত জলের মত টগ্‌বগ্‌ করিতে লাগিল।

আর একটি ছোট দৃশ্য, তারপরই আমার শেষ। গত রাত্রে লর্ড জন্ রক্সটনের বাড়িতে আমরা আহার করিলাম এবং আহারের পর ধূমপান করিতে করিতে অন্তরঙ্গভাবে আমরা আমাদের অভিযানটির সম্বন্ধে পুনরালোচনা করিতে লাগিলাম। এই পরিবর্তিত পারিপার্শ্বিক অবস্থায় সেই সুপরিচিত বন্ধুগুলিকে বড়ই অদ্ভুত দেখাইতেছিল। ঐ চ্যালেঞ্জার বসিয়া রহিয়াছেন—মুখে দন্ত-মিশ্রিত হাসি, অর্ধমুদ্রিত অসহনশীল দৃষ্টি, তাঁহার সেই বিস্তৃত দাড়ি, তাঁহার বিপুল বক্ষঃস্থল, সামার্‌লিকে বিজ্ঞানের তথ্য বুঝাইবার সময় তাহা ক্ষণে ক্ষণে ফুলিয়া উঠিতেছে। আর সামার্‌লিও ছাগল-দাড়ি লইয়া বসিয়া রহিয়াছেন, শুষ্ক মুখখানি বাড়াইয়া দিয়া চ্যালেঞ্জারের প্রতি প্রস্তাবে আপত্তি তুলিয়া তর্ক করিতেছেন। অবশেষে ঐ আমাদের গৃহস্বামী—তাঁহার কঠিন তীক্ষ্ণ মুখ, তাঁহার আবেগ-শূন্য নীল চক্ষু, তাহার মধ্যে যেন একাধারে চঞ্চলতা এবং কৌতুকের ঝিলিক্ লাগিয়াই রহিয়াছে। তাঁহাদিগের এই শেষ ছবিটি আমার মনের মধ্যে অঙ্কিত রহিল।

আহারের পর তাঁহার সেই গোলাপী আলোকের আভায় উজ্জ্বল এবং অসংখ্য বিজয়চিহ্ন-সজ্জিত নিভৃত ঘরটিতে—লর্ড জন্ রক্সটন্ আমাদিগকে কোন একটা বিষয়সম্বন্ধে বলিতে ইচ্ছাপ্রকাশ করিলেন। একটা তাকের উপর হইতে তিনি একটা পুরাতন চুরুটের বাক্স লইয়া আসিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন।

তিনি বলিলেন—"একটা বিষয় আছে, হয়ত সেটার কথা এর আগেই আমার বলা উচিত ছিল, কিন্তু, বিষয়টার সম্বন্ধে আরও পরিষ্কার খবর নিতে চেয়েছিলাম। বৃথা আশা মনে জাগিয়ে দিয়ে পরে নিরাশ করাটা উচিত নয়, কিন্তু, এখন আর আশা-টাসা নয় —একেবারে সত্যি সত্যি। সেই যেদিন জলায় টেরোড্যাক্‌টিলের আড্ডা দেখ্‌তে পেয়েছিলাম, সেটার কথা মনে আছে বোধ করি—না? সেখানকার জমিটায় এমন কিছু ছিল, যাতে আমার নজর পড়ে। তোমরা হয়ত খেয়াল কর নাই, তাই বল্‌ছি—শোন। জায়গাটা ছিল একটা আগ্নেয় গর্ত, নীল রং-এর কাদায় ভর্তি।"

প্রফেসার দুইটি মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইলেন।

"বেশ। এখন, সমস্ত পৃথিবী জুড়ে আমি শুধু একটা জায়গার কথাই জান্‌তাম, যেখানে এই নীল কাদার আগ্নেয় গহ্বর ছিল। সেটা হচ্ছে, কিম্বারলির ডি, বিয়ার্‌স্ হীরার খনি—কেমন? তবেই দেখ, আমার মাথায় 'হীরা' ঢুকেছিল। তারপর সেই দুর্গন্ধ জানোয়ারগুলির ভয়ে খাঁচা বানিয়েছিলাম এবং একটা দিন খন্তা নিয়ে সেখানে কাটিয়েছিলাম। তাতে কি পেয়েছিলাম—এই দেখ।"

তিনি চুরুটের বাক্সটি খুলিলেন এবং টেবিলের উপর উপুড় করিয়া প্রায় কুড়িটি কি ত্রিশটি মটর হইতে আরম্ভ করিয়া বড় বাদাম পর্যন্ত নানা আকারের অসমান পাথর ঢালিলেন।

তারপর বলিলেন—"তোমরা ভাব্‌বে, তখনই আমার বলা উচিত ছিল। তা ছিল বটে, কিন্তু, কথায় বলে, 'সাবধানের মার নাই'—পাথর বেশ বড় হলেও, রং আর গড়ন ঠিক না হ'লে তার দাম খুব কম হয়। তাই সেগুলো সঙ্গে ক'রে এনেছিলাম, আর এখানে

পৌঁছে, সেই দিনই স্পিঙ্ক-এর বাড়ি গিয়ে তাদের একটা দিলাম— কেটেকুটে দাম যাচাই কর্‌তে।”

তিনি কোটের পকেট হইতে ছোট একটা কৌটা তুলিয়া লইয়া তাহার মধ্য হইতে চমৎকার জ্বল্‌জ্বলে একটি হীরা বাহির করিলেন— এমন সুন্দর হীরা পূর্বে কখনও দেখি নাই।

তিনি বলিলেন—“এই দেখ তার ফল। স্পিঙ্ক্ বলেছে, হীরাগুলির দাম কমপক্ষে দুই লক্ষ পাউণ্ড। অবশ্য আমাদের চারজনের মধ্যে তা সমান ভাগ হবে। এ সম্বন্ধে কোনরকম আপত্তি শুন্‌ব না। তা হলে চ্যালেঞ্জার, তোমার পঞ্চাশ হাজার দিয়ে তুমি কি কর্‌বে?”

চ্যালেঞ্জার বলিলেন—“তোমার এই মহৎ দান যদি গ্রহণ কর্‌তেই হয়, তবে, আমি আমার নিজের একটা প্রদর্শনী স্থাপন কর্‌ব—এটা আমার অনেকদিনের আকাঙ্ক্ষা।”

“তারপর, তুমি কি কর্‌বে, সামার্‌লি?”

“আমি অধ্যাপনা থেকে অবসর নেব, তাহলে চক্‌-ফসিলের শ্রেণী-বিভাগটা শেষ কর্‌বার সময় পাওয়া যাবে।”

লর্ড জন্ রক্‌স্‌টন বলিলেন—“আমি আমার অংশ দিয়ে একটা খুব ভাল অভিযানের ব্যবস্থা ক’রে আবার সেই প্রিয় মালভূমিটিকে দেখে আস্‌ব। আর তুমি বাবাজি, তুমি ত টাকাটা পেয়ে বিয়ে-থাওয়াই কর্‌বে।”

আমি কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিলাম—“বিয়ে এখন থাক্। আমার ইচ্ছা, আপনার আপত্তি না থাক্‌লে আপনার সঙ্গেই যাব।”

লর্ড রক্‌স্‌টন এই কথার কোন উত্তর দিলেন না। কেবল টেবিলের উপর দিয়া একখানা হাত আমার দিকে প্রসারিত করিলেন।

সমাপ্ত